নিবেদন

"বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা" নাম দিয়া যে ৪৩৩ খানি পুথির বিবরণ এই পুস্তিকায় প্রকাশিত হইল, তাহা নূতন পুস্তক নহে। পূর্ব্বে ইহার মধ্যে ১ সংখ্যা হইতে ৮৭ সংখ্যা পর্য্যন্ত পুথির বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার নবম বর্ষের অতিরিক্ত সংখ্যায়, ৮৮ হইতে ৩০৭ পর্য্যন্ত পুথির বিবরণ দশম বর্ষের অতিরিক্ত সংখ্যায় এবং ৩০৮ হইতে ৪৩৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ষের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর আমি যে ৪৩৪ হইতে ৬০০ সংখ্যক পুথির বিবরণ লিখিয়াছি, তাহা গত ১৩২০ সালে "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড,—দ্বিতীয় সংখ্যা" নামে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। উহার সহিত শৃঙ্খলা রাখিবার জন্যই পূর্ব্বপ্রকাশিত আমার লিখিত এই ৪৩৩ খানি পুথির বিবরণের সংখ্যাগুলিকে "প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা" নাম দিয়া একত্র বাঁধিয়া প্রকাশ করা হইল মাত্র। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কথা দ্বিতীয় সংখ্যার "নিবেদনে"র মধ্যে লিখিত হইয়াছে।

এই সকল পুথির সংগ্রহ ও তাহাদের বিবরণ সঙ্কলন করিতে যেরূপ গুরুতর পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহা করিতে আমি তিলমাত্র কুণ্ঠিত হই নাই। শরীরের রক্ত এবং অনেক স্থলে ততোঽধিক প্রিয় অর্থের বিনিময়ে আমি ভবিষ্যৎ প্রত্নতত্ত্বান্বেষীর জন্য যে প্রচুর উপকরণ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি, অবস্থা-বৈগুণ্যে তাহা আমার আলমারীবদ্ধ রাখিতেই বাধ্য হইয়াছি। যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রমে আমার পুথির বিবরণসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে, অর্থাভাব নিবন্ধন তাহাও সাধারণ্যে প্রচারিত হইতে পারে নাই। পরিষৎ কৃপা করিয়া স্বীয় পত্রিকার কলেবরে প্রকাশ করিয়া না দিলে, তাহা আজ পর্য্যন্ত আমার কাষ্ঠ-পেটিকাতেই আবদ্ধ থাকিত, সন্দেহ নাই। সাধারণের পক্ষে সহজলভ্য না হইলেও পরিষৎ বঙ্গ-সাহিত্যের খাতিরে যাহা করিয়াছেন, তাহাও কম প্রশংসার কথা নহে। এই জন্য শুধু আমাদের নহে, পরিষৎ সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। বঙ্গের বিলুপ্ত-প্রায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারকল্পে জীবনের ভূয়িষ্ঠাংশ অকাতরে ব্যয় করিয়াছি। এ বিষয়ে মৌখিক উৎসাহ ভিন্ন দেশের নিকট প্রকৃত সহানুভূতি কখনও পাই নাই। আমি সেরূপ সহানুভূতি পাওয়ার উপযুক্ত পাত্র কি না, সে বিচার করিবার অধিকার আমার নাই। তবে যতই অযোগ্য হই না কেন, অন্য সকলের মত মাতৃভাষার সেবা করিবার অধিকার আমার ছিল এবং আছে। সেই অধিকারবলে নিজের ক্ষুদ্র শক্তি-টুকু লইয়া আমার যাহা করিবার ছিল, আমি তাহা সাধ্যমত করিয়াছি। তজ্জন্য পুরস্কার ও তিরস্কার উভয়ই আমার সমান শিরোধার্য্য।

সারা জীবন সাধনা করিয়া যাহা করিয়াছি, তাহা সাধারণের গোচরীভূত করিয়া যাইতে পারিলে, জীবনের একটা বড় সাধ মিটিয়া যাইত, কিন্তু সে বাসনা বুঝি আর পূর্ণ

হইবার নহে। শিশুগণ বালসুলভ ক্রীড়ানিরত হইয়া মনের আনন্দে ধূলার ঘর তৈয়ার করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। আমিও আজ মনের আনন্দে পরিষৎপত্রিকাগুলি একত্র সম্বদ্ধ করিয়া, তাহাকে আমার প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যারূপে একত্র করিয়া সাধারণের হস্তে তুলিয়া দিলাম।

অতঃপর আমার সংগৃহীত অবশিষ্ট পুথির বিবরণ ভবিষ্যতে যাহা প্রকাশিত হইবে, তাহা "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা" নামে প্রকাশিত হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য যাঁহাদের সংগৃহীত পুথির বিবরণ সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশ করিবেন, তাহা বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ-মালায় অন্যান্য খণ্ডরূপে প্রকাশিত হইতে পারিবে।

এইখানে আর একটা কথা বলিবার আছে। সে কথাটা দ্বিতীয় সংখ্যায় যথাস্থানে বলা হয় নাই। আমি এই যে ৬০০ পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি, তন্মধ্যে অধিকাংশই আমার নিজের সংগৃহীত নিজগৃহে রক্ষিত পুথির বিবরণ বটে, কিন্তু কতকগুলি আবার অপরের সংগৃহীত পুথির এবং অপরত্র প্রকাশিত পুথির বিবরণ হইতেও সঙ্কলিত। এই সংখ্যায় এই দুই শ্রেণীর পুথির নাম ও সংখ্যাগুলির তালিকা প্রদত্ত হইল।

এতদ্ব্যতীত কয়েকখানি মুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থের বিবরণও এই বিবরণে স্থান পাইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ও নামগুলি উপরোক্ত তালিকার শেষে উদ্ধৃত হইল। আমি নিজের ব্যবহারার্থ হাতের কাছে প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত সমস্ত গ্রন্থের একটা 'ভেডি মেকাম' (Vade Mecum) করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে এই বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করি। তাই এই সকল গ্রন্থের বিবরণ এই তালিকায় স্থান পাইয়াছে এবং এইরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।*

শ্রীআবদুল করিম

---

* প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের যে সকল গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে ছাপা হইয়া গিয়াছে বা যাহার বিবরণাদি অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে, বন্ধুবর প্রাচীন সাহিত্য-রসিক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় তাহারও একটি তালিকা সংগ্রহ করিতেছেন

অপরের সংগৃহীত পুথির তালিকা—

৫৩। জঙ্গনামা
৯৭। শ্রীধর্ম্ম ইতিহাস
১৬১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ
১৬৬। গোকুলমঙ্গল
১৭৪। রাগনামা
১৮১। ঐষিক পর্ব্ব
১৮৬। যামিনী বাহাল
২০২। রাহাতুল কুলুপ
২১০। মাধবাচার্য্যের জাগরণ
২১১। আমীর জঙ্গ
২১৫। রাগমালা
২১৯। তালনামা
২৪১। মুক্তাল হোছন
২৭৬। ছাহাৎনামা
২৯৮। নুর কন্দিল
৩০১। সৃষ্টিপত্তন
৩৭৯। কৃষ্ণমঙ্গল
৩৮১। মৃগলুব্ধ
৩৯৩। পরাগলী মহাভারত
৪৬৮। সত্যপীরের পাঁচালী
৪৭৩। মনসা-মঙ্গল
৪৮০। তুলসীর পাঁচালী
৪৮১। তুলসী-মাহাত্ম্য
৪৮২। ফেকার কিতাব
৪৯৮। আদিত্য-চরিত্র
৫০০। ইমাম-সাগর
৫০১। গোসানী-মঙ্গল
৫০২। আমছেপারার অনুবাদ
৫০৩। হংসবিলাস পাঁচালী
৫২৩। মধুমালতী
৫৭৫। বত্রিশ পুত্তলিকা

অপরের সংগৃহীত পুথির তালিকা—

৫৮০। ধর্ম্ম ইতিহাস
৫৮১। উদ্ধব-সংবাদ
৫৮২। তালনামা
৫৮৩। বালক ফকিরের গ্রন্থ
৫৮৫। কেয়ামতনামা
৫৮৬। নামহীন পুথি
৫৯১। গোকুলমঙ্গল

অপরত্র প্রকাশিত পুথির তালিকা—

৭। রাধিকার মানভঙ্গ
১২। জ্ঞানপ্রদীপ
৫২। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ
৯৩। রাধিকা-মঙ্গল
১২৫-১২৬। গৌরাঙ্গ-চরিত, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পটি
১৩৯। জাগরণ
১৭৫। শ্রীরামের ধনুকভাঙ্গা
১৮৪। নীলার বারমাস
২০৯। বালকানামা
২৩৮। দুর্গাপুরাণ
২৫৫। অমৃত-তোষণিকা
২৬৫। বীরভূমে সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া
২৬৮। প্রতাপচন্দ্র-লীলারস-প্রসঙ্গ সঙ্গীত
২৬৯। বানভাসীর কবিতা
২৭১। ভারত-সাবিত্রী
২৭২। ভগবদ্গীতানুবাদ
২৭৩। ভারত-সাবিত্রী
২৭৭। রসসার
৩১৭। ভুষণ্ডী রামায়ণ
৩১৯। চৌধুরীর লড়াই
৩২৪। রাধিকার মানভঙ্গ

অপরত্র প্রকাশিত পুথির তালিকা—

৩৫৪। কাল-বেলকুমারের ব্রতপাঁচালী
৩৭৪। জ্ঞান-সাগর
৩৭৫। ভারতী-মঙ্গল
৪৬৭। ৺তারকনাথ দেবের ছড়া
৪৬৯। জগন্নাথ-মাহাত্ম্য
৪৭৪। সর্ব্বকর্ম্ম বা জ্যোতিষ-শ্লোকসঞ্চয়
৪৭৭। কণ্বমুনির পারণাভঙ্গ
৪৭৮। গীতাসার মহাযোগ

অপরত্র প্রকাশিত পুথির তালিকা—

৪৮৩। রস-কদম্ব
৫১৭। সতী ময়না ও লোরচন্দ্রাণী
৫২২। সত্যনারায়ণ পাঁচালী
৫৯১। গোকুল মঙ্গল
৫৯৩। কথারামায়ণ
৫৯৫। সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা
৫৯৭। রামায়ণ
৫৯৯। রামাভিষেক

মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা—

১৫। নারদ-সম্বাদ
৭১। গোবিন্দবিজয়
৭৪। ছাতন—ময়নাবতী পুথি
৮৯। সুন্দরকাণ্ড
৯০। মুক্তালতাবলী
১০৪। সেকান্দরনামা
১১৬। বৌদ্ধরঞ্জিকা
১২১। সপ্ত পয়কর
১২৪। জেবল মুল্লুক সামারোকের পুথি
১৬৪। বাইশ কবির মনসা
১৭৯। সয়ফল মুল্লুক বদিউজ্জামাল
১৯০। উষাহরণ
১৯৩। চন্দ্রকান্ত
২০৩। সামুদ্রিক গ্রন্থ
২০৭। শৃঙ্গারতিলকের অনুবাদ
২৩৪। দুর্গাপঞ্চরাত্রি
২৪৪। কামিনীকুমার
২৪৮। রসিকতরঙ্গিণী
২৪৯। নলদময়ন্তী
২৭৪। ক্লীবত্ব-মোচন
২৭৮। পদ্মাবতী
৩১৪। মুরসিদের বারমাস
৩১৯। চৌধুরীর লড়াই
৩৩৫। জেবল্‌মুল্লুক-সমারোকের পুথি
৩৮০। রেজওয়ান সাহা
৩৯৬। সতী ময়নাবতী ও লোর-চন্দ্রাণী
৪০৮। শ্রীমন্মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবনচরিত
৪২১। পাঁচালী
৪২২। প্রেমনাটক
৪২৬। চন্দ্রকান্ত
৪২৭। নববাবু বিলাস
৪২৮। নবাবিবি বিলাস
৪২৯। পারস্তভাষানুকল্পাভিধান
৪৩১। আচার-রত্নাকর
৪৩৩। গীতরত্ন
৫০১। গোসামীমঙ্গল
৫০২। আমছেপারার অনুবাদ
৫০৩। হংসবিলাস পাঁচালী
৫২৪। চণ্ডিকামঙ্গল
৫৯২। আইন-সার-সংগ্রহ

সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

অতিরিক্ত সংখ্যা।

চট্টগ্রাম আনোয়ারা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত আবদুল করিম বি. এ. মহাশয়ের প্রদত্ত ৩৪ খানি বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সপ্তম ভাগ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তদবধি তিনি বহুসংখ্যক পুস্তকের বিবরণ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন। পত্রিকার ক্ষুদ্র কলেবরে সেই সমস্ত পুস্তকের বিবরণের স্থানপ্রদান সম্ভবপর নহে; এইজন্য পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যায় স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দিয়া সেই বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে। সঙ্কলনকর্ত্তার অধ্যবসায় পরিশ্রম, বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুরাগ, ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উদারতা প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকরাশির মধ্যে অনেকগুলি প্রকাশযোগ্য। তন্মধ্যে একখানি "রাধিকার মানভঙ্গ" পরিষদের মুদ্রিত গ্রন্থাবলী মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণের মধ্যে আলোচনার যোগ্য অনেক নূতন কথা আছে। চট্টগ্রাম প্রদেশে মুসলমান লেখকের প্রাধান্যও আলোচনার যোগ্য। হিন্দু মুসলমানের সম্মিলনের এতটা পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীর ধর্ম্মেতিহাসের আলোচনায় এই পুঁথির বিবরণ প্রচুর সাহায্য করিবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বাঙ্গালা সাহিত্যসমাজের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমরা এই মুসলমান লেখকের অসামান্য অধ্যবসায়ের ফল প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পত্রিকা-সম্পাদক।

পুঁথির বিবরণ।

১। তত্ত্বসার (সারপ্রদীপ)

আরম্ভ :—

প্রণমহো নারায়ণ কমললোচন।
শক্তি আদি প্রণমহো স্বরস্বতীর চরণ॥
মহা গোপ্ত ভেদ শুন যোগের কথন।
শুনিলে খণ্ডিব পাপ ভাবিলে চরণ॥
যখনে অর্জ্জুন তবে গেলা বনবাসে।
নানা দেশে নানা তীর্থ নানা যজ্ঞ করিলা
দেশে দেশে॥
দৈবযোগে একদিন মনেতে পড়িল।
নারায়ণ স্থানে কথা অর্জ্জুনে জিজ্ঞাসিল॥

শেষ :—

গর্ব্ভেতে থাকিয়া জীব যতেক ভাবিল।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহা সব পাসরিল॥
কেহ কেহ অঙ্গহীন কর্ম্মবশে হয়।
কার নাক কর্ণ চক্ষু কর্ম্ম নাক হয়॥
কার হস্ত পদহীন গুঞ্জ কার পৃষ্ঠে।
কার ওষ্ঠহীন হয়ে নানারূপ গঠে॥
ভাবিয়া দেখহ এই তত্ত্বসারে কহে।

*   *   *

ভণিতা—

শ্রীজয়গোপাল প্রভুর চরণ ভরসা।
জয়কৃষ্ণ দাসের আর নাহি কোন আশা॥

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্রসংখ্যা ১৫; কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। হস্তলিপির তারিখ বা লেখকের নাম নাই।

২। রাগনামা।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণাম করি জগত ঈশ্বর।
দ্বিতীয়ে প্রণামি মহম্মদ পয়গম্বর॥
যেখনে না আছিল ত্রিভব সংসার।
আছিল আপনে একেশ্বর করতার॥
মহা অন্ধকার শূন্য আছিল গোপতে।
আকার না ছিল কেহ দোসর সাক্ষাতে॥
ভাবের সমুদ্রে ডুবি হইলা অচেতন।
শ্রদ্ধা হৈল করিবারে এ তিন ভুবন॥

এইখানি প্রাচীন সঙ্গীতের ইতিহাস গ্রন্থ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মিলিয়া ইহা প্রণয়ন বা সঙ্কলন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্কলিত ভিন্ন ভিন্ন রাগনামা আছে। ইহাতে প্রাচীন রাগ, তালের জন্ম, গৎ, রাগের ধ্যান এবং প্রত্যেক রাগানুযায়ী এক একটি সঙ্গীত বিন্যস্ত আছে। ধ্যানগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং বাঙ্গালায় অনুবাদিত। সঙ্গীতগুলির রচয়িতা এক ব্যক্তি নহেন; পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে যেমন তৎকালপ্রসিদ্ধ তাবৎ বৈষ্ণব পদাবলীই সংগৃহীত হইয়াছে, রাগনামাতেও তেমন অনেক কবির পদ বা সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থে নিম্নের তিনটি ভণিতা পরিদৃষ্ট হয়। এই রকম সঙ্গীতেতিহাস অস্মদ্দেশের হাড়িদিগের একটি প্রধান অবলম্বনীয় বিষয়। ইহার সহায়তা ভিন্ন কেহই ভাল'সর্দ্দার' হইতে পারে না। পূর্ব্বকালে অনেক মুসলমান পণ্ডিত হাড়িদিগকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। সেইজন্য মুসলমানই * যে এইরূপ গ্রন্থের সঙ্কলনকর্ত্তা হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। বলা বাহুল্য যে, অনেকগুলি তালের ও সঙ্গীতের অপরাপর বিষয়ের নাম পারস্য-ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রোক্ত ভণিতাগুলি এই :—

(১) গুণিগণের স্থানে বৈসে দমাইর মহিমা।
গুণী স্থানে কহে নাম হীন আলি মিঞা॥

(২) কহে হীন আলাওলে জ্ঞানশব্দ রচিয়া।
মুনির ধ্যানেতে সব বিচার করিয়া॥

(৩) কহে হীন তাহির মাহাম্মদ করিয়া বিচার।
না জানিলে কাষ্ঠ ছাড়ি রহ নিজ ঘর॥

এই গ্রন্থে অনেক সুন্দর সঙ্গীত আছে। পাঠকগণকে নিম্নে একটী সঙ্গীত উপহার দিলাম।

---

* হিন্দুপণ্ডিত বা তাঁহাদের রচিত এরূপ গ্রন্থ যে একবারে বিরল, তাহা বলা যায় না। আমরা নিম্নের ভণিতাযুক্ত 'রাগনামা' দেখিয়াছি।

(১) কর্ত্তালবৃত্তি আসোয়ারির স্বরেত মিলাইয়া।
দ্বিজ রামতনু কহে দেবগ্রামে বইয়া॥

(২) রণবিলাসী তালি মিলে মালশীর স্বরেতে।
ভবানন্দ তনু কহে রামপ্রসাদের সুতে॥

গীত—মায়ুরী।

চলহ সখি নাগরি মান তুমি পরিহরি
দেখ আসি নন্দকি রায়।
যত কুলব্রজনারী, অঞ্জলি ভরি ভরি,
আবীর ক্ষেপেন্ত শ্যাম গায়।
ক্ষণে যায় যমুনার জলে, ক্ষণে ক্ষণে তরুমূলে,
ক্ষণে ক্ষণে বাঁশিটী বাজায়।
শুনিয়া বাঁশীর তান, ত্যজে মানীর মান,
শ্রুতি মন নিত্য তথা ধায়।
কহে নাছির মহম্মদে, ভজ রাধে শ্যামপদে,
বিলম্ব করিতে না যুয়ায়।

৩। চাণক্যশ্লোক। সানুবাদ।

ইহার একখানি হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে; তাহা ১১৭৯ মগীতে লিখিত। প্রথমে শ্লোক, তন্নিম্নে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। শেষে এইরূপ লিখিত আছে,—"ইতি শ্রী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত অষ্টোত্তর শত চাণক্য শ্লোক পয়ারাদি সহিত সমাপ্ত।" নিম্নে একটি শ্লোক ও অনুবাদ তুলিয়া দিতেছি। মুদ্রিত পুস্তকের বহির্ভূত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গিয়াছে।

(১) উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥ ১৪।

পয়ার—

উৎসবে ব্যসনে আর রাজার যে দ্বারে।
উপস্থিত হয় যে বান্ধব বোলি তারে॥
শ্মশান ভূমিতে মিলে রিপু পরাভবে।
অগ্রগামী বোলি বান্ধব তারে॥

৪। গীতা। সানুবাদ।

একখানি অসম্পূর্ণ গীতা আমার নিকট আছে। তাহাতে কেবল পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাস যোগের কিয়দংশ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যান যোগের সমস্ত টুকু আছে। আগে মূল শ্লোক ও পরে অনুবাদ। হস্তলিপির কোন সন তারিখ বা অনুবাদকের নাম নাই।—সন্ন্যাসযোগের তিনটি শ্লোকের অনুবাদ দেখুন:—

শ্লোক:—

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥

পয়ার:—

যে জন করিতে পারে আত্মাপরাজয়।
সে জনার আত্মা বন্ধু জানহ নিশ্চয়॥
জয় না করিতে পারে আত্মাকে যে জন।
তার শত্রু হয় আত্মা পাণ্ডুর নন্দন॥

শ্লোক:—

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাবমানয়োঃ॥

পয়ার:—

বিষয় বৈরাগ্য সদা বশে রহে চিত্ত।
পরমাত্মা চিন্তন আছএ যার নিত্য॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান।
পাইলে না জন্মে ক্ষোভ উভয় সমান।

শ্লোক:—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥

পয়ার:—

জ্ঞান বিজ্ঞান দুই করিয়া নিশ্চয়।
তৃপ্তচিত্ত নির্ব্বিকার ইন্দ্রিয় আশয়॥
যুক্ত যোগী বলিয়া যাহার অভিমান।
মৃত্তিকা পাথর স্বর্ণ তাহার সমান॥

৫। হানিফার পত্র পড়া।

হজরত মহম্মদ মস্তফার জামাতা হজরত আলি দুই বিবাহ করেন। বিবি ফাতেমার গর্ভে ইমাম হাছন ও হোছেন ও বিবি হনুফার গর্ভে মহম্মদ হানিফার জন্ম হয়। দেমাস্কের দুর্দ্দান্ত নরপতি পাপমতি এজিদের

কোপে পড়িয়া ইমাম হাছন হোছেন নিহত হইলে হাছনের পুত্র জয়নাল আবদিন্ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া হানিফার নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তিনি তখন বানোয়াজি নামক দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। নবীবংশের এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া হানিফা অধীরচিত্তে সসৈন্যে মদিনাভিমুখে অভিযান করেন। মদিনা আসিয়াই মহাবীর হানিফা দুর্ম্মতি এজিদ সমীপে এক পত্র লিখেন। এজিদ সেই পত্রের উত্তর প্রদান করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন। যুদ্ধে এজিদের পরাজয় ও নিধন প্রাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধ বৃত্তান্তই এই কাব্যের বর্ণিত বিষয়। মূল গ্রন্থখানি মহম্মদ খাঁর রচিত। কিন্তু এজিদের উত্তরটির প্রারম্ভে এই এই রকম ভণিতা পরিদৃষ্ট হয়।

সুলতান দৌহিত্র হীন চক্রশালা ঘর।
কহে হীন মুজাকরে এজিদ উত্তর॥

পত্র দুইখানিই অতি বিস্তৃত। আমরা এস্থলে কেবল পত্র দুইখানিরই অত্যল্প উদ্ধৃত করিতেছি। হানিফার পত্রের প্রথমে এক-পাত কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। হস্তলিপির তারিখ পাওয়া না গেলেও উহা খুব প্রাচীন। হানিফার পত্রের প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ এইরূপ :—

বনকফে যদ্যপি মস্তক হয় ভারী।
দিবানিশি অর্কবুগে নিতি ঝরে বারি॥
পরমায়ু ঔষধ বৈদ্য থাকিতে সে সব।
কি করিতে পারে সেই বারি ক্ষুদ্র কফ॥
আয়ু বজ্র কদাচিত না লড়ে নিয়ম।
স্তুতি ভক্তি শত ডালি তুষ্ট নহে যম॥
শাণ ক্ষুর বোল ধার দড় আগে বটে।
কম্বুর করাত জান বজরে না হটে॥

*　*　*
*　*　*

বলে না আঁটিলে বুদ্ধি কপটের ছলে।
বহিত্রে তোলয় হস্তী চড়কের কলে॥
সিংহচর্ম্ম কষি অঙ্গে বোলসি কেশরী।
সুস্বর কোকিলার আগে কাকের মাধুরী॥

শেষ :—

অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘে হেমন্তের জোর।
নির্ব্বলী বসন্ত থাকে দক্ষিণের কোর॥
মহম্মদ হানিফা আমি তুমি ত এজিদ।
ফাল্গুনে বসন্ত ঋতে বুঝিব চরিত॥

এজিদের পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

এজিদে লিখএ পত্র হানিফার আগে।
মৃত্যুযোগে ব্যাধি হৈলে ঔষধ না লাগে॥
দৃষ্টি করে দেবপরী জ্ঞানফুকে ভাগে।
দরিদ্রের দান কেনে দাতা বোল মাগে॥
ভুবনে দরিদ্র যেবা তার কিবা বল।
মান সনে চারি দিন জীবন সাফল॥
নামেতে অমর যেই মরণে কি ভয়।
অক্ষয় যে ভূমিদান যুগে যুগে রয়॥

*　*　*
*　*　*

দেখিয়া কদলীবন লোভে আসে করী।
মনুষ্য বিষম ফাঁদে বন্দী করে ধরি॥
বল রাজা বুদ্ধি মন্ত্রী যদি থাকে ঘটে।
পাবকে দহিয়া লোহা বুদ্ধিবলে পিটে॥

গ্রন্থের সমাপ্তি এইরূপ :—

তবে পুনি একত্র হইয়া সর্ব্ব জনে।
জয়নাল আবিদিনে আনি শুভক্ষণে॥
ইমাম করিয়া সবে প্রণাম করিলা।
হাছনের পুত্র বীর ইমাম হইলা॥

*　*　*
*　*　*

তবে উমর ছলিমাকে প্রণাম করিয়া।
নিজ দেশে সৈন্য সঙ্গে গেলেন্ত চলিয়া॥

ভণিতা :—

মহম্মদ খানে কহে অমৃতের ধার।
যে পড়ে যে শুনে পুণ্য পায়ন্ত অপার॥

৬। শ্রীকৃষ্ণের শত নাম।

প্রারম্ভ :—

গোবিন্দ গোপাল কৃষ্ণ দেব দামোদর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণা-সাগর॥
শ্রীরাধিকা প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি।
বংশীবদন শ্যামসুন্দর গোবর্দ্ধনধারী॥
হরিনাম বিনে রে ভাই গোবিন্দের নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিন্দে।
না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥

শেষ :—

হরি হরি বল ভাই হরি বল সার।
হরি বিনে ভবার্ণবে বন্ধু নাই আর॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিন্দে।
না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥

৭। রাধিকার মানভঙ্গ।

এই সুন্দর কাব্যখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। স্থানান্তরে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা গিয়াছে। * ভণিতাটি এইরূপ :—

জয় রূপ সনাতন,
দেহো মোরেহ এই ধন,
তাহা বিনা অন্য নাহি ভাব।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু,
নরোত্তম লইল শরণ॥

ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এইখানি বৈষ্ণব জগতের প্রেমবীর নরোত্তম ঠাকুরের লেখনী প্রসূত। হস্তলিপির তারিখ ১২০৯ সাল ৩০ ভাদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

৮। সীতার বার মাস।

পয়ার সংখ্যা—৩২।

আরম্ভ :—

বৈশাখ মাসেতে সীতা গর্ভ পঞ্চমাস।
বিধাতা পাষণ্ড তাতে সুখের অভিলাষ॥
তাহাতে পাষণ্ড হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গর্ভবতী সীতাদেবী দিল নিয়া বন॥
হাহা প্রভু রামচন্দ্র লক্ষ্মণ যুবরাজ।
বিনি দোষে আমা কেন দিলা বনবাস।

শেষ :—

চৈত্রে উদ্ধারি আইলা অযোধ্যাভুবন।
উৎসবের সময় প্রভু পুনি দিলা বন॥

ভণিতা—

গুণচন্দ্র সুতে কহে দেব চিন্তামণি।
সীতাদেবীর চরণে প্রণাম পুনি পুনি॥

৯। রাধিকার বার মাস।

দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর বারমাসটির একটি যথাযথ প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই। মাঘ মাসের কিয়দংশ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। লেখকের কোন নাম পাওয়া যাইতেছে না। শেষ পদের 'এমন দশা কবে হবে' এই চরণটি 'রাধিকার মানভঙ্গে'ও পরিদৃষ্ট হয়। উহার সহিত ছন্দঃসাদৃশ্যও দেখা যাইতেছে। হস্তলিপির তারিখ ১২০১ মগী ৮ই আশ্বিন লেখক শ্রীফকিরচাঁদ দেয়দাস। বারমাসটি রক্ষিত হইবে আশায় এখানে সমগ্র তুলিয়া দিলাম।

---

* সাহিত্য, ১১শ ভাগ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা পৌষ ও মাঘ ১৩০৭।

প্রাণনাথ কৃষ্ণ লইয়া গেল মধুপুর।
দারুণ মদনবাণে প্রাণ দহে।
*   *   সনে বাদ ছিল।
প্রাণের মাধব মোর হরিয়া আনিল॥ ১
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত বসন্তের বাও।
সহন না যাএ সখি কোকিলার রাও॥
প্রাণ যাএ রসাতল বৈকুল পরে ডালে।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ পাব কোথা গেলে॥ ধু।
কহিয় মাধবের ঠাঁই,
হোলি খেলা শ্যামর মনে নাই॥ ২
চৈত্রে চাতক পক্ষী ডাকে পিয়া পিয়া॥
বিধাতা বঞ্চিত কৈল হাতে নিধি দিয়া॥
পলাশ কাঞ্চন বিকাশিত নানা ফুল।
আর নি প্রাণের নাথরে আসিব গোকুল॥ ধু।
আমা ছাড়ি গেল শ্যাম,
কে লইব রাধার নাম॥ ৩
বৈশাখ মাসেতে সখি প্রচণ্ড তপন।
হেন হি সময় কৃষ্ণ নাহি বৃন্দাবন॥
ভ্রমরা উড়িয়া ফুলের মধু করে পান।
শ্রীনন্দের নন্দন বিনে না রহে পরাণ॥ ধু।
তোমরা কহ কৃষ্ণ কথা,
জুড়াউক রাই অন্তর ব্যথা॥ ৪
জ্যৈষ্ঠে নিষ্ঠুর ভানু আনলের প্রায়।
নিদাঘে বিরহ হিয়া সহন না যায়॥ ধু।
দারুণ মলয়ার বাও,
না জুড়ায় শ্রীরাধা গাও॥ ৫
আষাঢ় মাসেতে সখি মেঘের গর্জ্জন।
শুনিয়া বিদরে হিয়া না যায় সহন॥
তাহাতে বিষম সখি বিরহ আনল।
প্রাণনাথ বিনে আমি কারে দিমু কোল॥ ধু।
যেমন কাঁসারী কাঁসা পিটে,
তেমনি রাই অন্তর কাটে॥ ৬
শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিষয়ে বারি।
শয়নে স্বপনে মুই দেখিলুম্ মুরারি॥
তাহাতে বিষম সখি ধর্ম্ম বিহ্বল।
প্রাণনাথ বিনে কেবা করিব শীতল॥ ধু।
কহিয় বন্ধের ঠাঁই,
বিরহিণী শ্যামর মনে নাই॥ ৭
ভাদ্র মাসেতে সখি তিমির রজনী।
কৃষ্ণ শুক্ল পক্ষ দুই এক হি না জানি॥
কোকিলার কলরবে প্রাণি মোর ঝুরে।
প্রাণনাথ কৃষ্ণ বিনে দগধে অন্তরে॥ ধু।
তার আঁখির পরে দুই ভানু,
তেমত হইল রাধার তনু॥ ৮
আশ্বিন মাসেত নির্ম্মল যে নিশি।
সহিতে হে তারাগণ প্রকাশিত শশী॥
হাস রস ব্যবহার করিত বৃন্দাবনে।
অখনে সেই সব দুঃখ সহিব কেমনে॥ ধু।
শ্যাম মধুপুরে রৈল,
কান্দি আমার জনম গেল॥ ৯
কার্ত্তিক মাসেতে সখি শরত সময়।
নির্ম্মল গগনে তারা চন্দ্রের উদয়॥
শূন্য দেখি কদমতলা শূন্য বৃন্দাবন।
রাধিকার মন্দির শূন্য শূন্য বৃন্দাবন॥ ধু।
কহিয় কানুর আগে,
রাই দান মাগে॥ ১০
অগ্রাণ মাসেত সখি নবীন সকল।
প্রাণনাথ বিনে চিত্ত সদায় বিফল॥
শুন শুন প্রাণসখি মথুরাতে যাও।
প্রাণনাথ কৃষ্ণ বিনে না জুড়াএ গাও॥ ধু।
কহিয় কানুর আগে,
রাই দান মাগে॥ ১১
পউসে প্রবল শীত বন্ধু নাই মোর ঘর।
কানু গিয়াছে মোর দেশ দেশান্তর॥ ধু।
এমন দশা কবে হবে,
ব্রজনাথ দরশন হবে॥ ১২

১০। ক্রিয়াযোগসার।

পত্র সংখ্যা—৭১।

এই প্রকাণ্ড গ্রন্থখানি অনন্তরাম দত্ত নামক কবির লেখা। হস্তলিপির তারিখ

সন ১১৬৮ মঘী ১৮ই ফাল্গুন। ইহা পদ্মপুরাণের একাংশের অনুবাদ। কবি বিশারদ উপাধি বিশিষ্ট কোন মহাত্মার শরণ লইয়া ইহা লিখিয়াছেন। অথচ এই বিশারদ সম্বন্ধেই এইরূপ দুটি ছত্র দৃষ্ট হয়ঃ—

> বিশারদ প্রণমহ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা।
> সেই সে পরম ধর্ম্ম সৃষ্টির যে কর্ত্তা॥

এ অবনীমণ্ডলে একমাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন 'সৃষ্টির কর্ত্তা' কেহ আছেন কি? কবির আত্মপরিচয় প্রসঙ্গটা এই ঃ—

> তীর্থরাজ সন্নিহিত রম্য এক স্থান।
> উত্তম আশ্রমপুরী সর্ব্বত্রে বাখান॥
> বৈদ্য শ্রেষ্ঠ তথা ছিল অতি মহাজন।
> বৈবস্বত নাম তার ধর্ম্ম পরায়ণ॥
> অতি জ্ঞাতা ছিল তবে সেই মহামুনি।
> চিরকাল দান ধর্ম্মে বঞ্চিল অবনী॥
> সর্ব্বক্ষণ আছিলেক ধর্ম্ম অনুসারী।
> প্রতিনিতি মুনিবর বিষ্ণুসেবা করি॥
> তিন বিদ্যা তার স্থানে দিছিল ঈশ্বরে।
> তিন বিদ্যা তিন পুত্রে লইছে অংশ করি॥
> রামচন্দ্র নামে তার প্রথম সন্ততি।
> শাস্ত্রেতে নিপুণ (ছিল) অতি বড় খ্যাতি॥
> আর এক পুত্র ছিল দ্বিতীয় সন্ততি।
> চিত্রগুপ্ত লংঘিতে সেই মহামতি॥
> রঘুনাথ নাম তার তৃতীয় নন্দন।
> পরম তপস্বী ছিল সেই মহাজন॥
> সংসার ধর্ম্মেতে থাকি রাজা সেবা করি।
> তথাপি তপস্বী ছিল ভক্তি বাঞ্ছা করি॥
> সর্ব্বক্ষণ আছিলেক রাজা সেবা করি।
> তথাপি তপস্বী ছিল ভজিয়া শ্রীহরি॥
> রামদাস সুতাগর্ভে তাহার ঔরসে।
> জন্মিল অনন্তরাম হরিপদ আশে॥

আমাদের প্রাপ্ত হস্তলিপি হইতে কবির নিবসতি স্থান জানা যাইতেছে না। কবির দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাতের ও কোন সুস্পষ্ট নাম পাওয়া গেল না। প্রথিতনামা প্রাচীনসাহিত্যবিৎ মাননীয় বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" কবির নিবাস ব্রহ্মপুত্র নদের নিকটবর্ত্তী মেঘনা নদের পশ্চিমপারস্থ সাহাপুর গ্রাম, কবির পিতামহের নাম কবিদুর্ল্লভ ও তাঁহার দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাতের নাম রাঘবেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পুঁথির রচনার বা কবির আবির্ভাবের কোন সন তারিখ ইহাতে নাই। পুঁথির সর্ব্বত্র সাধারণতঃ ভণিতা এইরূপ ঃ—

> সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্দে।
> রচিল অনন্তরাম হরি গুণানন্দে॥

পুঁথির অন্য এক স্থলে এরকম একটি ভণিতা আছে ঃ—

> কহেন অনন্ত দত্তে, কবিরাজ ভ্রাতৃসুতে
> রামকৃষ্ণ রায়ের অনুজ।
> রঘুনাথ সন্ততি, সেই দীন হীন মতি,
> স্মরিয়া শিবের পদাম্বুজ॥

ইহার প্রারম্ভ এইরূপ ঃ—

অথ পদ্মপুরাণে ইতিহাসসমুচ্চয় ক্রিয়াযোগসার লিখ্যতে।

> রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন।
> যে রাম স্মরণে হয় দুঃখ বিমোচন॥
> রাম রাম বোল ভাই বিরলে বসিয়া।
> কি করিতে পারে যমে আপনে আসিয়া॥
> রাম কল্পতরুতলে যথাতে বসিয়া।
> ভবসিন্ধু রঘুনাথে নিবেন উদ্ধারিয়া॥
> রাম রাম বোল ভাই মুক্তি পাবে পাপী।
> উদ্ধারিয়া নিবেন রাম তাকে বিষ্ণুপুরী॥
> *   *   *   *
> *   *   *   *

প্রণাম করম মুক্রি আদি নিরঞ্জন ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাহার সৃজন ॥
* * * *
* * * *
ব্যাসদেব প্রণমহ দেব অবতার ।
যাহার প্রসাদে হৈছে শাস্ত্রের প্রচার ॥
বিশারদ প্রণম হ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা ।
সেই সে পরম ধর্ম্ম সৃষ্টির যে কর্ত্তা ॥
* * *
* * *
মহাকবি গুরু বন্দম করিয়া ভকতি ।
করিব কবিতা কিছু গুরুর সম্মতি ॥
পদ্মপুরাণের খ্যাতি ক্রিয়াযোগসার ।
পদবন্দে করি আমি পাঞ্চালী প্রচার ॥

শেষ এইরূপ :—

জন্মিয়া ভারত ভূমি অতি মতিহীন ।
ধর্ম্মপথ আকাঙ্খিয়া সেই সে প্রবীণ ॥
পদ্ম পুরায়ণ খ্যাতি গুণ সমাচার ।
পদবন্ধে রচিলেক ক্রিয়াযোগসার ॥
ক্রিয়াযোগসার কথা শুনে যেই জন ।
শত অশ্বমেধ লভে সেই মহাজন ॥
পরাশরসুত ব্যাস বিষ্ণু অবতার ।
শ্লোক বন্ধে রচিলেক ক্রিয়াযোগ সার॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ বন্ধে ।
রচিল অনন্ত রাম হরি গুণানন্দে ॥
বিশারদ পদে সেই রেণু অভিপ্রায় ।
পদ বন্ধে রচিলেক ষোড়শ অধ্যায় ॥

ইতিহাসসমুচ্চয় ষোড়শ অধ্যায় ক্রিয়া যোগসার সমাপ্ত। লেথক শ্রীশ্যামাচরণ বিশ্বাস ।

অবসরমতে আমরা এ গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করিব, ইচ্ছা আছে ।

১১ । জানকী বনবাস ।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানির প্রথম পাতাটী পাওয়া যায় নাই। লেথকের নাম কি, তাহাও জানা যাইতেছে না। গ্রন্থখানিতে সীতার বনবাস বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। পুরাতন কাগজে দুই পৃষ্ঠে লেখা। ২য় পত্র হইতে কিয়দংশ দেখুন :—

ভদ্র নামে মহাপাত্র রাজার সভাত ।
মুই নিবেদন করম শুন রঘুনাথ ॥
অবধান করম নাথ কমললোচন ।
অযোধ্যার লোক সব হইআছে নিধন ॥
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যা পুরীত ।
* * *
তান পাত্র লোক সবে বর্জ্জে দিনান্তরে ।
দুঃখিত হইছে প্রজা শুন দ্বিজবরে ॥
আর কথা মহাপ্রভু বুলিতে না পারি ।
পাত্র হইআ কথা কহি প্রাণে ভয় করি ॥

শেষে এই রকম আছে :—

কহরে লক্ষ্মণ ভাই কহ সাবধানে ।
প্রাণের লক্ষ্মণ সীতা থুলা কোন খান ॥
প্রণাম করিআ বোলে কুমার লক্ষ্মণ ।
তাহার নিকটে আছে মুনি তপোবন ॥
সেইখানে থুইআছি সীতা জানকীরে ।
তাহা শুনি রামচন্দ্র হইলা ফাঁফরে ॥
অরণ্যে জানকী দিয়া ত্রীবধ (স্ত্রীবধ) কৈলুম ।
স্ত্রীবধ ব্রহ্ম বধ বহু পাপী হৈলুম ॥

(ইহার পর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন বৃত্তান্ত আছে। সে স্থানটি বড়ই ভ্রান্তি সঙ্কুল বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না।)

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে বাল্মীকি মুনি বিরচিতে রামচন্দ্রজানকীসম্বাদে জানকী বনবাস সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৪ মঘী তারিখ ৪ আগ্রাণ। শ্রীরামকুমার শর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং ॥

১২। জ্ঞানপ্রদীপ। *

এই গ্রন্থখানি সৈয়দ সুলতান নামক এক মুসলমানের লেখা। ইঁহার বসতিস্থান বা গ্রন্থের রচনা কাল জানা যায় নাই। ইঁহার পীর বা গুরুর নাম সাহা হোছন। গুরু শিষ্য উভয়েই তত্ত্বজ্ঞানী সাধু পুরুষ। গ্রন্থে গভীর সাধন তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে; অনধিকারী বলিয়া তাহা আমাদের অবোধ্য। ইঁহার ভণিতাযুক্ত আরও দুইখানি গ্রন্থ ও কয়েকটি পারমার্থিক গীত পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা এইরূপ :—

সাহা হোছন গুরু সমুদ্রের তুল।
একে একে পাইলুম জ্ঞান সে অমূল ॥

প্রারম্ভ :—

আউয়ালে আল্লার নাম করিয়া যে সার।
সৈয়দ সুলতানে কহে তনের বিচার ॥
আটার হাজার আলাম যাহার সৃজন।
যিনি অপরাধী সেহ প্রভু নিরঞ্জন ॥
বিনি চক্ষু দেখে সে যে বিনি কর্ণে শুনে।
সকলের আহার যোগাএ নিরঞ্জনে ॥

গ্রন্থ মধ্য হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখান আবশ্যক।

মধ্যেত সুষুম্না নাড়ী সর্ব্ব মধ্যে সার।
আদ্য শক্তি আরাধিবার সেই সে দ্বার ॥
পুরকে পুরিয়া বায়ু করিব স্থাপন।
সূচী মুখে সূত যেন করে প্রবেশন।
ঠেলিয়া ঠেলিয়া বায়ু করিব উর্দ্ধবাট।
ছাটন ছাটিয়া যেন করাএ প্রকট ॥
তিন তিহরীর মধ্যে অগ্নি দিব ফুক।
না পারিলে সহিতে ছাড়িয়া দিব মুখ ॥
সন্ধি পাই সেই বায়ু করিব প্রবেশ।
করিতে করিতে ধ্বনি উঠিব বিশেষ ॥
শুনিতে শুনিতে ধ্বনি স্থির হৈব মন।
যত সব জ্ঞানী দেখ এই মগধন ॥
সেই ধ্বনি মধ্যে ত যে জ্যোতি চিনি লৈব।
তবে সেই জ্যোতি মধ্যে মন নিয়োজিব ॥
তবে সেই জ্যোতিতে মনের হৈব লয়।
সেই সে প্রভুর পন্থ জানিয় নিশ্চয় ॥

গ্রন্থ সমাপ্তি :—

নয়ান পোতালি যার বর্ণ ঘোল হয়।
সপ্ত দিবসেতে তার মরণ নিশ্চয় ॥
নিজ হস্তে হস্তে হস্ত হইলে লম্বিত।
তিন দিবসেতে তার মরণ নিশ্চিত ॥
*　　*　　*
সাহা হোছেন পদে করিয়া প্রণাম।
সমাপ্ত হইল জ্ঞান প্রদীপ উপাম ॥
গুণিগণ পদেত সহস্র প্রণতি।
ছৈদ সুলতানে কহে জ্ঞানরস নীতি ॥

গুরুনিষেধাৎ বা অন্য হেতুবশতঃ লেখক যেথানে কোন নিগূঢ় বিষয় বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, সেই থানে পাঠককে 'প্রেমানন্দের' শরণ লইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই 'প্রেমানন্দ' কে? ঠিক 'জ্ঞান প্রদীপে'র আলোচ্য বিষয় লইয়া লিখিত আর এক অসম্পূর্ণ সুতরাং অজ্ঞাত-নামা গ্রন্থেও লেখক গুণরাজ খান পূর্ব্বোক্ত কারণেই পাঠককে 'প্রমোদন' নামক এক যোগীর শরণ লইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই উভয় ব্যক্তি কি অভিন্ন? পশ্চাদুক্ত গ্রন্থ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। জ্ঞান-প্রদীপের সেই উপদেশের একটা এই দেখুন :—

কেশবেরে কৈল শিব না হৈল প্রকাশ।
জানিবারে চিত্তে থাকে চল প্রেমানন্দের পাশ ॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৮৫ মঘী ১৯শে মাঘ।

* পূর্ণিমার ৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৩০৭ সালের পৌষ মাসে ইহার বিস্তারিত পরিচয় প্রকাশ হইয়াছে।

১৩। স্বপন অধ্যায় (স্বপ্নাধ্যায়)।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে স্বপ্নের ফলাফল আলোচিত হইয়াছে। কৈলাসনাথ বক্তা, ভবানী শ্রোত্রী।

আরম্ভ :—

নমো গণেশায়।
অভেদ শিবরাম দুর্গা।
তোমা হোতে অমৃতবাণী শুনিএ শ্রবণে।
স্বপনের যতেক কথা শুনি তোমার স্থানে॥
তোমা হোতে লোক সব হএ অব্যাহতি।
স্বপনে উদ্ধারিয়া মোরে বোল পশুপতি॥
কৈলাসের নাথে বোলে শুনহ ভবানী।
কহিমু স্বপ্নের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
মন দিয়া শুন কহি স্বপন বিবরণ।
স্বপন দেখি কৈতে পারে জীয়ন মরণ॥

ভণিতা :—

কমলাপতির সুত দেব বলরাম।
শ্লোক ভাঙ্গি পয়ার কৈল বসতি নবগ্রাম॥

শেষ :—

শৈলাগ্রে উঠিআ করে অভক্ষ্য ভক্ষণ।
ভূপতি হইব সেই রাজা সোগাএ ধন॥
এই সব স্বপ্ন দেখি নিদ্রা না যাইব।
নিদ্রা গেলে সেই স্বপন বিফল হইব॥
স্বপন দেখিআ যদি উঠিআ বৈসএ।
হরি হরি বলিআ যে ভাবিব নিশ্চয়॥
হরির প্রসাদে স্বপন সাফল হইব।
বীজ উচ্চারিলে তবে ফলাফল হৈব॥
তোমাতে কহিল স্বপনের কথন।
স্বপন দেখি কৈতে পারে জীয়ন মরণ॥

ইতি স্বপন অধ্যায় পুস্তিকা সমাপ্ত। ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক স্বঅক্ষর শ্রীরাম-মাণিক্য সেন দাস ইতি সন ১১৬৩ মঘী তারিখ ৭ পৌষ বেহান বেলা সমাপ্ত।

পুঁথি খানি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা। পত্র সংখ্যা ৯। 'আমি তুমি' প্রভৃতি শব্দে 'আহ্মি', 'তুহ্মি' রূপে লিখিত; অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি কোথাও আধুনিক ভাবে, কোথাও বা পূর্ব্বতন নিয়মে লিখিত। যেমন 'করিয়া' 'করিআ'।

চট্টগ্রাম জিলার দক্ষিণ রাউজান মুন-সেফীর উত্তর পূর্ব্বে, রঙ্গনিয়া থানার দক্ষিণ পশ্চিমে, কর্ণফুলী নদীর উত্তর পার্শ্বে নোয়া-গাঁও নামে এক গ্রাম অবস্থিত আছে। 'নব গ্রাম' 'নোয়াগাঁও' হইতে পারে; কিন্তু এই পল্লীই যে এই গ্রন্থের জননী, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

১৪। যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ।

এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থখানি মহাভারতের অংশ বিশেষ বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাচীন। পুরাতন কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। এ গ্রন্থখানি প্রাচীন সাহিত্যসমা-লোচককে একটা বিষম সমস্যায় ফেলিবে। কেন তাহা বলিতেছি। গ্রন্থে তিন জনের ভণিতা আছে। কবি ষষ্ঠীবর ও কবীন্দ্র পর-মেশ্বর মহাভারতের রচনা করিয়াছিলেন, ইহা এখন অনেকেই জানেন। কবি ষষ্ঠীবর জগদানন্দ নামক কোন মহাজনের ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খাঁর আদেশে মহাভারত অনুবাদ করেন। কিন্তু পরাগল খাঁ মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন, অন্ততঃ আমাদের সমালোচ্য মহাভারতাংশটি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইতি পূর্ব্বে কেহ সে কথা শুনিয়াছেন কি? বস্তুতই এই গ্রন্থ খানিতে প্রোক্ত মহাজনেরও এক ভণিতা দেখা যায়। আমার এই নবাবিষ্কার সাহিত্য জগতে সত্য বলিয়া গৃহীত না হইতে পারে। সেকালের লিপিকারের খামখেয়ালি বলিয়া

কথাটা উড়াইয়া দেওয়া কঠিন নহে। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,পরাগল খাঁর নামটি এখানে বসাইয়া দেওয়ার জন্য লিপিকারের কি স্বার্থ ছিল? জগতে এত কবি বর্ত্তমান থাকিতে একজন হিন্দু লেখক একজন মুসলমানের নামটা জুড়িয়া দিল কেন, একথা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি?

পরাগল খাঁ তখন বর্ত্তমানও ছিলেন না, যে লিপিকারকে উৎকোচ প্রদান করিয়া স্বীয় মতলব হাসিল করিয়াছেন, অনুমান করি। একই গ্রন্থে একাধিক ভণিতা কেন দেওয়া হইয়াছে, ইহাও জিজ্ঞাস্য কথা বটে। আমাদের বোধ হয়, কোন কবি বিষয়বিশেষ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যতদুর নিজে রচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন, ততদুর মাত্র তিনি রচনা করিতেন, অবশিষ্ট (সেইরূপ মিলাইয়া দেওয়ার সুযোগ পাইলে) অন্য কোন কবির রচনা হইতে গ্রহণ করিয়া সেই কবির নামটিও যোজনা করিয়া দিতেন। আমাদের অনুমান, অধুনা স্কুল পাঠ্যপুস্তক সম্পাদকেরা যেমন ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনা লইয়া পুস্তক সঙ্কলন করেন, পূর্ব্বকালের কবিগণও কতকটা তেমন করিতেন। প্রভেদ এই যে, তখন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের লেখা লইয়া বিষয় বিশেষকে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করিতেন। যাহা হউক আমাদের এই অনুমানের প্রমাণ সাহিত্যসংসারের ঋষিগণ প্রদান করিবেন। গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ:—

প্রণমহ নারায়ণ পরম কারণ।
যাহার কারণে হৈল সৃষ্টি উৎপন॥
অনাদি নিধন প্রভু ত্রিভুবন মএ।
ভকতবৎসল বর করুণা হৃদএ॥
যাহার কারণে গঙ্গা ত্রিভুবন সার॥
পাপতারিণী গঙ্গা ভব তরিবার॥
ভারতী কমলাপতি গরুড়বাহন।
নাগান্তক নাগ প্রতি সে রত্ন সাজন॥
মহেশ চরণে বন্দোম হরষিত মন।
কণ্ঠে কালকূট যার বৃষবাহন।

* * *

নারায়ণ রূপে মুনি ব্যাস মহাশয়।
ত্রিভুবন মধ্যে যার প্রতিষ্ঠা বিজয়॥
বিজয় ভারত পোথা অতি অনুপাম।
কবি ষষ্ঠীবরে কহে গোবিন্দ চরণ॥
শুনহ সুকৃতি জন যার হৃদে মন।
স্বর্গ আরোহণ শুন অপূর্ব্ব কথন॥

কবি ষষ্ঠীবর এইরূপ কতদুর রচনা করিয়াছেন, বলা যায় না। পঞ্চপাণ্ডব কুন্তীদেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে দেবী লাচারি ছন্দে এক বিলাপ গাথা গাহেন। তৎপর যে পয়ার ছন্দ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার অবসান এই রকম আছে:—

এত বোলি নন্দী দ্বারী সম্ভাষি তথাহি।
কৈলাশ পর্ব্বত হোন্তে চলে তিন ভাহি॥
কৈলাশ পর্ব্বত হোন্তে যাহিতে সত্বর।
অর্জ্জুন পড়িল তবে শিলার উপর॥
গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি যেন পবনে ফেলায়॥
আকাশের চন্দ্র যেন গড়াগড়ি যায়॥
অর্জ্জুনের শোকে রাজা কাঁপে সর্ব্ব অঙ্গ।
অন্তরেতে মহাশোক জ্বলিল তরঙ্গ॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
কবীন্দ্রে রচিল গাথা ভারত পাঁচালী॥

ইহার পর অনেক স্থান কবি ষষ্ঠীবরের লেখা, পরাগল খাঁর রচনার আরম্ভ কোথায়, তাহাও বলা যায় না। যখন যুধিষ্ঠির যমরাজ ভবনে উপনীত, তখন চিত্রগুপ্ত মহারাজকে পাপ পুণ্যের খাতা দেখাইতেছেন। এই

খানে লাচারী ছন্দের অবসান হইয়া পয়ার আরম্ভ হয়। এই পয়ারেরই কত দূর পরে এইরূপ আছে :—

শুভক্ষণে স্বর্গে গেলা রাজা যুধিষ্ঠির।
দেবগণে বোলে ধন্য তোমার শরীর॥
ইন্দ্র যুধিষ্ঠির বৈসে এক সিংহাসনে।
চারিদিকে সুবেশ করিলা দেবগণে॥
বিবিধ প্রকারে ইন্দ্র করিল ভকতি।
এহি সে অমরাপুরী করহ বসতি॥
অশেষ ভারত কথা সমুদ্রের জল।
প্রণাম করিয়া বৈসে পাণ্ডব সকল॥
চারি সহোদর আর দ্রৌপদী যে সতী।
অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গন কৈল মহামতি॥
পরাগল খানে কহে গোবিন্দ চরণ।
এক মনে শুনিলে যাএ বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

গ্রন্থ সমাপ্তিতে কোন ভণিতা নাই; যথা :—

বসু সনে ভীষ্ম দেখ শান্তনুনন্দন।
এহি সে যে অষ্ট বসু ভীষ্ম মহাজন॥
মগদ সকলে দেখ পাহিল আর গতি।
কেহ গেল গন্ধর্ব্বেত যার যথা স্থিতি॥
এহি মত সম্বাদ আছিল বহুতর।
গ্রহস্ত গৌরব দেখি না লেখিল আর॥
ভারতের পুণ্য কথা শুন এক মতি।
এই মতে স্বর্গে রৈলা ধর্ম্ম নরপতি॥

ইতি শ্রীমহাভারতে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ পুস্তিকা সমাপ্ত। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং, লিখক নাস্তি দোষকঃ॥ শ্রীরামশরণ ঘোষ॥

হস্তলিপির তারিখ পাওয়া গেল না। লেখা বড় পুরাতন। উদ্ধার করিতে আমাকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছে। 'ই' প্রায় সর্ব্বত্রই 'হি' দ্বারা স্থানচ্যুত হইয়াছে। যেমন, 'পাইল' শব্দের পরিবর্ত্তে 'পাহিল', 'ভাইর' পরিবর্ত্তে 'ভাহি' ইত্যাদি। স্থানান্তরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

১৫। নারদ সম্বাদ।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সংগৃহীত হস্তলিপি খানিতে এই গ্রন্থের প্রথম পাতটি নাই। এই গ্রন্থখানি বহুদিন পূর্ব্বে বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়; কারণ, ইহার যে আবরণ পত্র আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, "শ্রীযুত বাবু মদনমোহন শ্রীবিপ্রদাস মালাকরের বিন্দবাসিনী যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল। এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি কলিকাতায় সিমুলিয়ার বাজারের পশ্চিমে শ্রীযুত বাবু গোবর্দ্ধন ভড়জি মহাশয়ের ২২নং বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। ইতি সন ১২৫৫ সাল তারিখ ৮ কার্ত্তিক।" এই টুকু ভিন্ন হস্তের লেখা। এই হাতের লেখায় আবরণপত্রে একটা সূচীও দেখা যায়। তদ্দ্বারা নষ্ট অংশটি এই ছিল বলিয়া জানা যায়, যথাঃ—"অথ পুস্তকের বর্ণনা, দশ অবতারের বর্ণনা, মহামুনির দ্বারকায় গমন এবং নারদের পরিচয়॥" শ্রীনাথ ইহার বক্তা, দেবর্ষি নারদ শ্রোতা। দ্বিতীয় পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় জানা যাইবে।

ইন্দ্র বলে প্রজাপতি করি নিবেদন।
মন উচাটন তার দেখিয়া নারায়ণ॥
মহাভার নিবারিতে কৃষ্ণ অবতার।
কুরুক্ষেত্রে সে সকল হইল সংহার॥
কৌরব পাণ্ডব অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী।
নর নারায়ণ রূপে নাশিলা আপনি॥
পৃথিবীর ভার সব হইল নিবারণ।
তবে কেন না আইলেন দেব নারায়ণ॥
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ প্রজাপতি।
কৃষ্ণ বিনে শূন্য সব গোলকে বসতি॥

গ্রন্থের শেষ এইরূপ :—

স্তব করি মুনিবর করে প্রণিপাত।
জয় জয় লক্ষ্মীপতি জয় জগন্নাথ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি ব্রহ্মা তুমি মহেশ্বর।
স্থাবর জঙ্গম তুমি সর্ব্ব ধরাধর॥
তোমার উৎপত্তি সব তোমাতে সৃজন।
আজ্ঞাএ সৃজন তুমি নিশ্বাসে প্রলয়॥
দীন হীন আমি তব কি জানি মহিমা।
পঞ্চমুখে চতুর্ম্মুখ দিতে নারে সীমা।
এতেক বলিয়া মুনি বিদায় হইল।
লক্ষ্মী নারায়ণ দোহে মন্দিরে রহিল॥

ভণিতা :—

শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদ পদ্ম করি আশ।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥

সমাপ্ত।

ইতি সন ১২০১১ মঘী তারিখ ১৫ পৌষ লাগায়ত তিরিশ পৌষ।

সময়ান্তরে এই গ্রন্থ স্বতন্ত্র ভাবে সমালোচনা করা যাইবে। হস্তলিপিতে কোন রচনা কাল নির্দ্দেশ দেখিলাম না। বালি কাগজের চতুর্থাংশ পরিমাণ কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লেখা, ৩২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

১৬। মনসার ধূপাচার।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ মনসার চরণ যুগল।
ছায়া দিয়া সেবকেরে রাখ পদতল॥
তোমার মহিমা কেহ বুঝিতে না পারে।
কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন মহেশ্বরে॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন তুয়া অবতার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে সৃজন তোমার।
ধূপাচার রচিবারে করিআছি আশ।
মোর কণ্ঠে সরস্বতী করন্তি নিবাস॥

শেষ :—

পদ্মাবতী বোলে মোর যদি না হয় বংশ।
নাগগণ হোআইয়া করাইমু ডংশ (দংশ)॥
এত জানি জরৎকারু মন্ত্রজপ কৈল।
মনসার গর্ভে তবে আস্তিক জন্মিল॥
আস্তিক জন্মিল যদি মনসা বিদ্যমান।
পুত্র কোলে করি মাতা কৈলাসেতে যান॥
মুনি গেলা চলিয়া আপনার ভুবন।
এই সব বার্ত্তা শুনিয়া ত্রিলোচন॥

ভণিতা :—

ধূপাচার লৈয়া মা মাগম্ তুয়া পায়।
দ্বিজ রতিদেব রাখ বিষহরী মায়॥

'মৃগলব্ধের' রচয়িতার নামও রতিদেব। তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম পটীয়ার অন্তঃপাতী সুচক্রদণ্ডী গ্রাম। এই উভয় কবি এক নহেন কি?

১৭। শীতলার চৌতিশা।

আরম্ভ :—

জয় শীতলা দেবী রক্ষহ জীবন।
করজোড়ে করম স্তুতি শীতলার চরণ॥
করুণা করিয়া রাখ শিশুর জীবন।
কমল পদেতে মাতা করম্ নিবেদন॥

শেষ :—

হরি হরে না বুঝএ প্রকৃতি তোমার।
হাস্য বদনে শিশু করিবা প্রতিকার॥
হেলাএ নাশিতে পার এ তিন ভুবন।
হুহুঙ্কারে নামাও বিষ রক্ষহ জীবন।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি যত নর এই তিন ভুবন।
ক্ষমিয়া সকল দোষ রাখহ জীবন॥

ভণিতা :—

ক্ষীণ শঙ্কাচার্য্য শীতলার দাস।
ক্ষমিয়া সকল বিঘ্ন করহ বিনাশ॥

১৮। কবিকঙ্কণের চৌতিশা।

আরম্ভ :—

বোল মুখে কালী বৃথায় দিন যায় রে বহিয়া॥ ধুয়া
জয় জয়ন্তী দুর্গা দুঃখ দলন্তী।
নারায়ণী গিরি কুমারী।

জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা মাতা দুর্গত নাশিনী।
গোকুলে গোপিনী রূপে যশোদা নন্দিনী॥
তুমি জান সভাকে তোমাকে জানে কে।
মরিয়া না মরে তুয়া নাম জপে যে॥
করযোড়ে কালিকারে করি পরিহার।
কৃপা করি কুলেশ্বরী করহ উদ্ধার॥
কিবা শোভা করে আভা কর্ণেতে কুণ্ডল।
কম্বুকণ্ঠ করি পর করে ঝলমল॥

শেষ :—

ক্ষয় স্থলে ক্ষিতি মূলে খেনেকে না রহে।
খড়্গধারী খণ্ড করি খাও রিপুচয়ে॥
ক্ষিতি সিন্ধু ক্ষুদ্র বিন্দু ক্ষুধাতুর মন।
খল বুদ্ধি খাও সিদ্ধি ক্ষয় শত্রুগণ॥

ভণিতা :—

চাপ্য ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিয়োজিত।
পঞ্চবিংশ মেষ অংশে চৌতিশা পুর্ণিত॥

ইতি কবিকঙ্কণের চৌতিশা সমাপ্ত।

১৯। শ্রীমতী রাধিকার চৌতিশা।

আরম্ভ :—

কান্দএ কাতর হৈয়া রাধিকা যুবতী।
কহ উদ্ধব কোথা গেল মোর প্রাণপতি॥
কানুর লাগিয়া চিত্ত দহে নিরবধি।
কর্ম্মদোষে হারাইলুম কৃষ্ণ গুণনিধি॥
কপটে গোবিন্দ মোরে গেল রে ছাড়িয়া।
কত না রাখিব চিত্ত নিবারণ দিয়া॥
কহ কহ প্রাণের উদ্ধব কানুর সংবাদ।
কোন দোষে ছাড়ি গেল মোর প্রাণনাথ॥

শেষ: —

ক্ষৌণিজাগর্ভের গর্ভ রিপুর কুমারী।
ক্ষিতিতলে আরাধিয়া পাইলুম শ্রীহরি॥
ক্ষিতিতলে আরাধিয়া কহএ উদ্ধব।
খণ্ডিব সকল দুঃখ আসিলে মাধব॥

ভণিতা:—

ক্ষিতিতলে লোটাইয়া করম প্রণাম।
খেদ পরিহর রচে দাস মুক্তারাম॥

২০। গঙ্গাদেবীর চৌতিশা।

ভণিতা:—

সেবক অধম আমি, তুমি গঙ্গা স্বর্গগামী
কৃপা কর জগতের মাতা।
সেবক রামজয়ে কয়, যদি মোরে কৃপা হয়,
পাতকেতে ডুবিল সর্ব্বথা॥

২১। তন-তেলাওত।

ইহা একখানি মুসলমানী গ্রন্থ। নামেই তাহার পরিচয় দিতেছে। ইহার অর্থ 'তন (তনু) বা দেহের তেলাওত বা সাধন'। ইহা গভীর যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

গ্রন্থখানি অবশ্য মুসলমানীভাবে লিখিত ও আলোচিত। মূলাধার, মণিপুর প্রভৃতির মুসলমানী নাম করণ হইয়াছে; মধ্যে মধ্যে মুসলমানী যোগের কথা ত আছেই। নামাদি ভিন্ন হইলেও মূল বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের ভাষার ৡ অংশ শব্দ বাঙ্গালা। ইহার আলোচ্য বিষয় সাধারণের অনধিগম্য। লেখকের নাম পাওয়া যায় নাই। হস্তলিপির তারিখ ১১৫৬ মঘী ১১ই বৈশাখ। লিপিকারের নাম শ্রীবছির মাহাম্মদ সাং গোরণ খাইন। এক স্থান হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি :—

নাছুত মোকাম যদি করিলা সাধন।
মলকুত মোকাম সাধিতে কর মন॥
যোগেত কহিএ এই মণিপুর নাম।
মহত হেমন্ত বায়ু বৈসে অবিশ্রাম॥
ইস্রাফিল ফিরিস্তা তাহাত অধিকার।
নাসিকা নিরক্ষি জান দুয়ার তাহার॥
তাহার খাটান জান ফেক্‌সার স্থান।
*   *   *

দিনে চুয়াল্লিশ হাজার শোয়াস বয়।
ষঠ মধ্যে রাখ বারি (বায়ু) যেন মতে রয়॥
যাবত্তে পবন আছে তাবতে জীবন।
পবন ঘটিলে হয় অবশ্য মরণ॥
নাসিকাতে দৃষ্টি দিয়া পবন হেরিব।
কণ্ঠেত টিপ দিয়া নিয়মে রহিব॥
বাম উরু পরে দক্ষিণ পদ তুলি।
নাসাতে হেরিব দৃষ্টি দুই আঁখি মেলি॥
তবে ষঠ হস্তে শোয়াস বাহির হৈব।
যেহেন কচুর পত্র বরণ দেখিব॥
তার মধ্যে মূর্ত্তি এক হৈব দরশন।
সেই মূর্ত্তি আপুমার জানিও বরণ॥
সেই মূর্ত্তি সদাএ হেরিতে যদি পার।
হৈব না হৈব কর্ম্ম জান পাইবা দড়॥
এমত তোমার যদি হইল সাধন।
তবে মণিপুরে দৃষ্টি রাখিবা সেখন॥
বৈসএ নক্ষত্র এক মণিপুর দেশ।
দিবা আঁখি দৃষ্টি করি দেখিবা বিশেষ॥
সেই মূর্ত্তির অন্তরে ফিরিস্তা দেখা পাইবা।
সুরাসুর যত কিছু সকল দেখিবা॥

২২। মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ গণপতি বিঘ্ন বিনাশন।
প্রণতি পূর্ব্বক বন্দম্ শিবাদি চরণ॥
কায় মনে চিত্তে বন্দম্ প্রভু নারায়ণ।
উৎপত্তি প্রলয় সৃষ্টি যাহার কারণ॥
কমলার পদযুগে করি নমস্কার।
যাহার কারণে সৃষ্টি হইছে সংসার॥
সরস্বতী পাদপদ্মে প্রণতি করিয়া।
শুদ্ধ পদ কহিবা মোর কণ্ঠে বৈস্যা॥
চতুর্মুখ ব্রহ্মা বন্দম্ ব্রাহ্মণী সহিতে।
কর জোড়ে শিব দুর্গা বন্দম্ একচিত্তে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের যত দেবগণ।
এক চিত্তে বন্দম্ মুই সর্ব্ব দেবের চরণ॥

শেষ :—

যেবা পড়ে যেবা শুনে ভক্তি করি মনে।
রোগ শোক নাহি তার চণ্ডিকা কারণে॥
স্ত্রী-এ পুজিলে হয় নারীর প্রধান।
পুরুষ পুজিলে হয় রাজার সম্মান॥
যার সেই মনস্কাম সিদ্ধি করে দেবী।
ধনে পুত্রে বাড়াইয়া করেন চিরজীবী॥
চণ্ডিকা চরণে মোর সহস্র প্রণাম।
দুঃখ দুর কর মাও পুরাও মনস্কাম॥

ভণিতাঃ—

নিয়ত মঙ্গলচণ্ডী বন্দিয়া যে মাথে।
পাঞ্চালী রচিয়া কহে দ্বিজ রঘুনাথে॥

হস্তলিপির তারিখ ও লেখকের নাম :—

দেবগ্রাম নিবাসী শ্রীকাশীনাথ সুতে।
শ্রীচণ্ডীচরণে যে লিখিছে সুহস্তে॥
রুদ্র গ্রহ গ্রহ সন মঘী যেই বটে।
দেবগ্রাম বসতি মা কালিকার নিকটে॥

দ্বিজ রঘুনাথের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি সুন্দর বৈষ্ণব পদাবলী আমার নিকটে আছে। পদকর্ত্তা ও এই পাঁচালীলেখক রঘুনাথ অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, জানি না। ‘পূর্ণিমা’ পত্রিকায় সে পদগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

২৩। রাধিকার বার মাস।

পদসংখ্যা ২৬।

আরম্ভ :—

গোকুল নগরে,　　প্রতি ঘরে ঘরে
　　ফিরিব যোগিনী হইয়া।
যে ঘরে পাইব,　　আপনার বন্ধুর
　　আনিব বসন দিয়া॥
প্রথম বৈশাখে,　　রাধিকা ব্রজেতে,
　　দারুণি রবির জ্বালা।
নুতন অবলা,　　আমা ছাড়ি গেলা,
　　মথুরা নগরে কালা॥

শেষ :—

আসিল ফাল্গুন, জ্বলে হুতাশন,
রাধিকার অন্তর পোড়ে।
নূতন যৌবনী, তাহে বিরহিণী
কেমনে থাকিব ঘরে॥
আইল চৈত্রমাস, পুরাইল বারমাস,
না শুন আমার বাণী।
কর জোড় করি, মোহন বংশীধারী,
আসিয়া মিলিছ পুনি॥

রচয়িতার নাম বা হস্ত লিপির তারিখাদি নাই।

২৪। বাণযুদ্ধ।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান।
অপার মহিমা ধর প্রভু ভগবান॥
ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত প্রভু এক লোম কূপা।
এক তনু ব্যক্ত প্রভু হরি হর রূপা॥
সেই প্রভু নারায়ণ অবতার হৈয়া।
রক্ষা কর দেব ঋষি অসুর মারিয়া॥
যেই জনে ভক্তি করি কৃষ্ণ নাম লয়।
ভারত ভূমি হস্তে তবে সে নর তরয়॥
হরি বংশ ভাগবত ব্যাসের রচিত।
শিব নারায়ণ যুদ্ধ কাব্য অতুলিত॥
সেই কথা কহিবাম করিয়া পয়ার।
শ্রোতাগণে পদদোষ ক্ষমিবা আমার॥

শেষ :—

গোবিন্দ চলিয়া গেল দ্বারিকা নগর।
আপনা গৃহেতে চলে বাণ নৃপবর॥
দ্বারিকাতে চলি গেলা দৈবকী নন্দন।
কৃষ্ণগত চিত্ত রাজা চলিলা তখন॥
বাণযুদ্ধ পুস্তক যেবা শুনে এক মনে।
লঙ্ঘিতে না পারে জ্বরে সত্যের কারণে॥
যাহার গৃহেতে বাণ পুস্তক রাখএ।
গ্রহ দোষ লঙ্ঘিতে না পারে গৃহএ॥
যেবা পঠে যেবা শুনে বৈকুণ্ঠেতে স্থান।
জন্মে জন্মে ভক্তি রৌক গোবিন্দ চরণ॥

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে দুই জনের ভণিতা দৃষ্ট হইতেছে। তন্মধ্যে একজন 'ক্রিয়াযোগসার'প্রণেতা অনন্তরাম দত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। ভণিতাগুলি এই :—

(১) দ্বিজ রামচন্দ্র কহে আজ্ঞা যে পাইয়া।
অনিরুদ্ধ উষার কথা শুন মন দিয়া॥
শ্রীরতি বন্দম সুত দ্বিজ রামচন্দ্র।
উষার হরণ কহে করি পদ বন্ধ॥

(২) কহেন অনন্ত দত্তে, কবিরাজ ভ্রাতৃসুতে,
রামকৃষ্ণ রায়ের অনুজ।
রঘুনাথ সন্ততি, সে যে দীন হীন মতি,
স্মরিয়া শিবের পদাম্বুজ॥

২৫। রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা।

আরম্ভ :—

করজোড়ে বন্দম্ হরি গোবিন্দ চরণ।
কামিনী মোহন রূপী প্রথম যৌবন।
কেলি করে শিশু সঙ্গে প্রভু যদুরায়।
কদম্ব হেলানে কৃষ্ণ মুরলী বাজায়॥
খঞ্জন গমনী রাধা খলি পরিধান।
ক্ষীর দধি লৈয়া রাধা মথুরা পয়ান॥

নমুনা :—

ধর ধর করি হরি উঠিলেক কোপে।
ধরিয়া আনিল রাধা যত শিশু গোপে॥
ধূলা মেলা মারে রাধার চক্ষু মুখ ভরি।
ধমকিয়া বোলে রাধা ভাল নহে হরি॥
না করসি ভাল কর্ম্ম নন্দের কুমার।
নষ্ট হবে নন্দঘোষ দোষে যে তোমার॥
নন্দের ঘরের ধেনু অন্ন দিয়া পোষে।
নষ্ট হবে নন্দ ঘোষ তোমার হে দোষে॥

ভণিতা :—

শ্রীকবিচন্দ্র দাসে বলে এই চৌতিশা।
পড়িলে সকল মনে হইবে ভরসা॥

২৬। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ।

এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানির নাম কি ছিল, জানা যাইতেছে না। গ্রন্থখানি যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয়। যোগের অনেক তত্ত্ব কথা আছে। মুদ্রাসাধন, আসন বিচার, ঈড়া পিঙ্গলাদি নাড়ী বিচার, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি কঠিন যোগশাস্ত্রীয় বিষয় সকল সরল ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুন্দর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। আরও দুঃখের বিষয় যে, লেখক ইহার কোন কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেখানে গুরুনিষেধাৎ লেখক নিজেই কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই, পাঠকগণকে সেইস্থানে লেখকের গুরু 'প্রমদনের' শরণ লইতে বলিয়াছেন। যথা :—

ইহাতে না বুঝ যদি চিত্তে ভ্রম থাকে।
প্রমদনের পাশে চল পরম কৌতুকে ॥

মুসলমান কবি সৈয়দ সুলতানও এই কারণেই তাঁহার 'জ্ঞান প্রদীপের' পাঠকগণকে প্রেমানন্দের বা প্রমদনের শরণ লইতে বলিয়াছেন। 'জ্ঞান প্রদীপ' ও 'সমালোচ্য এই গ্রন্থখানিতে একই ভাষা দেখিতেছি কেন? কে কাহার যশঃ হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নির্ণয় করা সহজ নহে। উপরে আমরা 'জ্ঞান প্রদীপের' পরিচয় প্রদান করিয়াছি। তাহাতে যে অল্প স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা প্রায় অবিকল এই গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইতেছে। সময়ান্তরে দুই গ্রন্থের আবার একত্র আলোচনা করিব, বাসনা রহিল।

ইহার রচয়িতার নাম গুণরাজ খান। ইঁহাকে লইয়া তবে বঙ্গভাষায় সর্ব্বশুদ্ধ চারিজন 'গুণরাজ' পাওয়া গেল; মালাধর বসু, হৃদয় মিশ্র, যষ্ঠীবর সেন, আর এই গুণরাজ। অবশ্য প্রথম তিন জনের 'গুণরাজ' উপাধি মাত্র। শচীপতি মজুমদার নামক কোন মহাশয়ের আদেশে তিনি এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে ভণিতায় তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

'গুরু প্রমদনের পায় রহোক ভকতি।
যাহার প্রসাদে জন্ম কহি নানা রীতি॥
মজুমদার শচীপতি রসিকের গুরু।
প্রতাপে কেবল সুধা দানে কল্পতরু॥
হেন শ্রীশচীপতির পাই সন্নিধান।
কহে জন্ম বিবরণ গুণরাজ খান॥

গ্রন্থের যে অংশখানি পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা ইহাদের নিবাস কোথায়, জানিতে পারা যায় না। গ্রন্থের হস্তলিপির তারিখ পাওয়া না গেলেও তাহা বড় প্রাচীন। ইহার আর এক স্থানে দেখা যায় :—

এ ভুত ভাঙ্গিতে যদি মনে কর আশ।
কতুয়া বাজারে চল প্রমদনের পাশ॥
শুদ্ধকে আছএ এক গ্রাম করিপুর।
সুনগরে সুনগরী সুসাধু প্রচুর॥
তথা গেলে জানিবা যে এই স্থান স্থিতি।
হরিদাস রায় তথায় পুরিব আরতি॥
সেই প্রমদনের চরণে সেবা রয়।
গুণরাজ খানে কহে যোগেন্দ্র সে হয়॥

ইহা হইতে কোন তথ্য নিষ্কাশন সম্ভব হইলে, তাহা পাঠক মহাশয়েরাই করিবেন। এই গ্রন্থ সাধারণের অনধিগম্য।

২৭। তুলসী চরিত্র।

প্রারম্ভ :—অথ তুলসী জন্ম।

রসিক জনের সঙ্গে বসি মনোরঙ্গে।
মন দিয়া শুন কহি তুলসীর রঙ্গে॥
*　　*　　*
সারদার চরণে মাগিএ পরিহার।
তুলসী চরিত কিছু করিনু প্রচার॥
পূর্ব্বে এক আছিলেক বৃন্দা নামে সতী।
শঙ্খ নামে আছিলেক তার নিজ পতি॥
মহাবল পরাক্রম প্রচণ্ড দুর্ব্বার।
জিনিলেক দেবগণ দেব পুরন্দর॥
বাহু বলে মারি সব জিনিল সকল।
দেবগণ হইলেক চিন্তাএ বিকল॥
ব্রহ্মার চরণে দেব কৈলা নমস্কার।
এই দুরাচার কেনে না কর সংহার॥

শেষ :—

বিষ্ণুর সমান করি তুলসী সেবিব।
সব তীর্থ চারি ধর্ম্ম একখানে পাইব॥
পরকালে সুখভোগ তুলসী সেবএ।
সর্ব্ব কাল সুখে থাকে অন্তরে সুখ পাএ॥
ব্রহ্মা বোলে গঙ্গা কেনে হয় ভ্রম।
আপনে ভাবিয়া চাহ তুলসী জনম॥
ব্রহ্মার বচনে গঙ্গা চলি গেলা ঘর।
তুলসী চলিয়া গেলা পৃথিবী ভিতর।
তুলসী চরিত্র কথা যেই জনে শুনে।
অন্তকালে পাএ সেই বৈকুণ্ঠ ভুবনে।

ভণিতা :—

পরাশর পণ্ডিত সুত দ্বিজ ভগীরথ।
পদ্মপুরাণে কহে তুলসী মহত॥

ইহা একখানি ক্ষুদ্র সন্দর্ভমাত্র। হস্তলিপির তারিখ ১১৯২ মঘি ১৩ পৌষ।

২৮। শীত-বসন্ত পুস্তক।

এই পুঁথির একখানি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে। তাহা দ্বারা ইহার রচয়িতার নাম বা পুঁথির আকার কিরূপ ছিল, জানিবার উপায় নাই। আরম্ভ এইরূপ :—

শুনহ রসিকজন রহস্য কথন।
সংক্ষেপে কহিব কিছু করহ শ্রবণ॥
সুরসেন রাজা ছিল কাঞ্চন বসতি।
শীত বসন্ত তাহার এই দুই সন্ততি॥
দুই শিশু জন্মিলেক রূপের নাগর॥
দেখিয়া রাজার মনে হরিষ অন্তর।
এক বিংশতি দিন হইল দুই কুমার।
পুত্রমুখ দেখি রাজা হরিষ অপার॥
আনন্দে আছয়ে রাজা আপনা ভুবন।
কত দিন পরে হইল রাণীর মরণ॥
আচম্বিত এই বার্ত্তা পাইল রাজন।
রাণীর যে শোকে রাজা করয়ে ক্রন্দন॥

২৯। মনসামঙ্গল গায়ন।

দেখিয়া বোধ হয়, এই শ্রেণীর কাব্যগুলি সেই কালে অভিনীত হইত। এই দৃশ্য কাব্যে গান, কথা, পটী, ধুয়া অভিধেয় ভিন্ন ভিন্ন অংশ রচিত এবং তদংশের অভিনয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক নিযুক্ত দেখিতেছি। 'কথা' স্থলে কোন কোন স্থানে "কাণ্ডকথা" লেখা আছে। 'কথা'র ভাষা গদ্য, অপর সকলের ভাষা পদ্য।

গ্রন্থখানি সমগ্র পাওয়া যায় নাই। আরম্ভ ভাগের ও শেষের কত পাতা পাওয়া যায় নাই, বলা যায় না, কারণ কোথাও পত্রাঙ্ক নাই। গ্রন্থকারের নাম নাই। হস্তলিপির তারিখ না থাকিলেও দেখিয়া বোধ হয়, উহা অন্ততঃ ষষ্টি বৎসর পূর্ব্বের লেখা। ইহা যে চট্টগ্রামে রচিত হইয়াছে; তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না।

গ্রন্থকার প্রথমেই জমাদার সাহেব, কালুয়া, হাড়ি (মেথর) ও মেথরাণীকে আসরে

আনিয়া একটা বিকট হাস্তরসের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাদের ভাষা কিরূপ, দেখুন—

কথা।

তোমরা কোন লোক হে, মহারাজ্‌কো
নগর্‌মে এত্তা রাইতমে ঝুম্‌ঝাম্‌ কিয়া?
হে আমারা যাত্রাওয়ালা গাইন্‌ হে।

কথা।

আরে ভাই তোম্‌লোক্‌ কোন্‌ হে?
আরে হাম্‌ মহারাজকা জমাদার হে?
আরে তোম্‌ কাহা চলতে হো?
আরে হাম্‌ কালুয়া হাড়ি বলানেকওআস্তে
চলতে হো।

কালুয়া হাড়ির গান।

মেরা কোন্‌ বোলাহে চিস্তে নারি,
সারা রোজ হুজুর্‌মে দিয়ে হাজিরি।
ঝাকুরি দিয়া, ছাকুরি কিয়া,
ফের্‌ কিস্তেরে বোলাহে বুজর্‌গে নারি॥

ইহার পর প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা কিরূপ হইল, জানা যাইতেছে। এখানে দুই এক পাতা নাই। তবে আসল প্রস্তাবের আরম্ভ এইরূপ:—

পটী।

চন্দ্রধর নামে সাধু চম্পক নগর।
ধনেত কুবের জিনি রূপে বিদাধর॥
রাজকার্য্য করে চান্দ নগর চম্পকেতে।
সোনকাসুন্দরী হয়েন তাহান বনিতে॥
সদয় আছেন তানে দেব ত্রিপুরারি।
মহাজ্ঞান দিছেন আর হেমতানের বারি॥
পাইয়া শিবের বর তুষ্ট সদাগরে।
ত্রিভুবন মধ্যে কারে শঙ্কা নাহি করে॥
মনসার সঙ্গে বাদ করে চিরকাল।
তেকারণে মারে চান্দের ছঅটী ছাওাল।

লক্ষ্মীন্দরকে কালনাগে দংশন করিলে সোণকা চন্দ্রধরকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইহার পর কতক পাতা পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের অনেকস্থলের ভাষা উদ্ধৃতাংশের অনুরূপ।

লক্ষ্মীন্দরকে লইয়া যাইতে সতী বিপুলা অনেক অসচ্চরিত্র লোকের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা অবশ্য নূতন কথা নহে। কিন্তু কবি বিপুলার সহ আমাদিগকে ধলামলার বাঁকে নিয়া সাহিত্য সংসারে এই নূতন কথাগুলি শুনাইয়াছেন:—

কথা।

ওরে দাদারে, ওরে ইনি য়াএ য়াএ।
ওরে ভাই, কি জন্ত ডাইক্যাস্‌?

ওরে ডাকি জে, তুই চাইর্‌ বিহা করিয়াছস্‌, তবেহ য়াহ্মার বিহা না হইল। অখন্‌ বর্‌ সুন্দর একটী কৈন্তা জলে ভাসি যায়, তাইরে আনি য়ামারে বিহা গরা।

য়ারে ভাই, তুই কি পাগল হইয়স্‌ না। সেই কৈন্তা জারে কবুল হএ, তে বিহা করিতে পারে। যদি কৈন্তা য়ামারে কবুল হএ, তবে য়ামার জে চাইর্‌ জননা আছে, হেস্তেতুন্‌ একটা তোরে দিয়ম্‌ য়ারি। য়খন চল ধরি য়ানি গই।

চট্টগ্রামের কথিতভাষা শুনিবার ইচ্ছা করিলে, পাঠক মহাশয়কে কত কষ্ট করিতে হইত, আমাদের এই কবির কৃপায় সেই কষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবান্‌ মনে করিবেন, নিশ্চয়ই।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণটি পাওয়া গিয়াছে; তাহা এখানে তুলিয়া দিতেছি।

খর্ব্ব স্থূলতন, গজেন্দ্র বদন,
গণপতি প্রথমে মানম্‌।
ষড়াননাগ্রজ, বিঘ্নবিরাজ,
গজস্কন্ধ ধারণ॥
মূষিক বাহন, রুদ্রাণী নন্দন,
প্রকাশিতে গুণ, হএ মন ভ্রম,
খর্ব্ব কলেবর, বিনাজক বৈমাত্তর,
রুধির সিন্দুর শোভন॥

পরিই সন্দ, মদগন্ধ,
গতি মন্দ সুন্দর তম্।
শৈল সুতাসুত, বিচিত্র গুণযুত,
বিঘ্ন কর নাশন॥
মুখে করি দন্ত, সুচারু মন্ত,
না পাএ তব বৃত্তান্ত,
দেব নম নরোত্তম।
ত্বং অনন্ত মহিমা, দিতে নাহি সীমা,
চতুরভুজ ধারণ।
ভুবন পালিতে, জীব নিস্তারিতে,
শিব আজ্ঞা হইতে লভিল জনম॥
বন্দে গণপতি, হরের সন্ততি,
দীনহীনকে কর তারণ।
হেরম্ব লম্বোদর, নিরালম্বে কৃপা কর,
রবিসুত করে তার,
হেরিএ অধম জন॥

৩০। অজ্ঞাতনামা বৈদ্যকগ্রন্থ।

বঙ্গভাষায় ইহা নূতন পদার্থ। প্রাচীন বঙ্গভাষায় বিস্তর পুঁথি আবিষ্কৃত হইলেও এ পর্য্যন্ত কোন বৈদ্যকগ্রন্থই পাওয়া যায় নাই। *

দুঃখের বিষয়, গ্রন্থের আদ্যন্ত নষ্ট হওয়ায় ইহার ও ইহার অনুবাদকের নামাদি পাওয়া যাইতেছে না। গ্রন্থখানি অতীব জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রথম পাতা নাই; শেষ পত্র সংখ্যা কত ছিল, কি করিয়া বলিব? মোট ১৭ পাতা পাওয়া গিয়াছে। কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। এক কোণে "জিতরাম কানগোই" (কানুন গো) বলিয়া একটা নাম পাওয়া যায়; তাহা বোধ হয়, নকল নবিশের নাম। বহিখানি যে চট্টগ্রামী লোকের রচনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অথ ফুলা মহাকুষ্ঠের লক্ষণ।

গাও ফুলএ জার অঙ্গলি খসি পরে।
নাক ফুলিআ চেভা হএ কথ কালে॥
এ সব লক্ষণ জার হএ বিপরীত।
ঔষধ নাহিক তার জানিঅ নিশ্চিত॥
চিকিৎসা করিব তাহা জে জন পণ্ডিত।
দৈব জোগে তার ব্যাধি হইব খণ্ডিত॥

অথ চিকিৎসা।

কৃষ্ণবর্ণ সর্প মারি জতনে রাখিব।
লেজ মুণ্ড কাটি তারে রৌদ্রেত শুখাইব॥
বাবরির বীজ সমে গুণ্ডি করিব।
চারি মাসা প্রমাণে গুণ্ডি তখনে খাইব॥

অন্য প্রকার।

কটু তৈল চারি সের আনিব তখনে।
সর্প মাংস এক সের আনিব যত্তনে॥
চিতামূল দুই সের গন্ধক কুড়ি তোলা।
একত্র করিআ পেষিবেক ভালা॥
সিদ্ধ করিয়া তৈল লইব জত্তনে।
এক মণ্ডন তৈল লাগাইব তখনে॥

অন্য প্রকার।

কুম্ভার পোঅনি মত করিবেক গাত।
ভরির কুম্ভারিয়া নোয়া কেরণের পাত॥
উপরে লাগাইব চুমা লেপিব সকল।
* * লাগাইব চুমা বসিব সত্তর॥
অগ্নি জ্বালিআ তারে করিবেক সেবা।
আচ্ছাদন করি অঙ্গে লইবেক ধুমা॥
ক্লেদ সব বাহির হইব * * কারণ।
এই মত সপ্ত দিন শুন মহাজন॥

অন্য প্রকার।

নিম্ব পত্র নিম্ব ফল আনিয়ে যত্তনে।
আমলকী ফল তবে আনিব তখনে॥

---

* বঙ্গভাষায় বৈদ্যকগ্রন্থ কবিরাজী পাতড়া নামে খ্যাত। কতকগুলি ইতিপূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে, বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে আছে, তবে নগেন্দ্র বাবু সেগুলির কোন বিবরণ কোথাও প্রকাশ করেন নাই।—পাঃ পঃ সঃ

সমভাগে লই তারে করিবেক গুরা।
তিন তোলা প্রমাণে থাইব তার চুরা॥
দুই তোলা জল তবে করিব অনুপান।
খণ্ডিবেক মহাব্যাধি এই সাম্বধান॥

এইরূপ প্রত্যেক রোগেরই একাধিক প্রয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেখানে পদ্য করিবার সুযোগ হয় নাই, সেখানে লেখক কেবল "তবে খণ্ডে" বা "অমুক রোগ খণ্ডে" এইটুকু লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দিলাম।

অথ দন্তশূল চিকিৎসা।
সাবিত্রীর পত্র আনিবো যত্তনে।
দন্ত চাপাইয়া তারে রাখিব সেইক্ষণে॥
তবে দন্তশূল খণ্ডে॥

৩১। কৌশল্যার বার মাস।

আরম্ভ :—

হাহা পুত্র রামচন্দ্র কমললোচন।
আর নি দেখিবো মাএ এ চন্দ্রবদন॥
মাঘ মাসের পুত্র গেলা বনবাসে।
সে ধরি অভাগী মাএ ছাড়ে গৃহবাসে॥
পুত্রের লাগিয়া মাএ বড় দুঃখ পাএ।
দিনে দিনে অভাগী মায়ের পাঞ্জব শুকাএ॥

শেষ :—

পৌষ মাসেত রাম যুদ্ধে দিলা মন।
রাবণের সনে রাম আরম্ভিলা রণ॥
রাবণ বধিয়া সীতা করিলা উদ্ধার।
সমুদ্র বান্ধিয়া রাম সৈন্য কৈলা পার॥

ভণিতা নাই।

'২। রামচন্দ্রের বার মাস (চৌতিশা)।

আরম্ভ :—

মাঘে মারীচ আইল মায়ারূপ ধরি।
মরিতে রাবণ রাজা সীতা কৈল চুরি!
মারিমু রাবণ রাজা মনে কৈলুম সার।
মদন আনন্দ-বাণে করিমু সংহার॥
ফাল্গুনে ফাফর চিত্ত সীতা অদর্শনে।
ফলিল প্রমাদ বড় জানকী-রমণে॥
ফিরিয়া না দেখয় মুঞি জনকনন্দিনী।
ফুকরি ফুকরি কান্দে রাম রঘুমণি॥

শেষ :—

পৌষে পিরীত পাকে চলে বিভীষণ।
পরম পিরীত পাইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
পরম পিরীত পাইল রাম রঘুমণি।
প্রেমে আলিঙ্গন কৈলা ভরতে তখনি॥

ভণিতা :—

রাম রাম রাম রাম রাম রঘুপতি।
জগত বল্লভে বোল উদ্ধার রঘুপতি॥

৩৩। শ্রীমন্তের চৌতিশা।

আরম্ভ :—

করযোড়ে শ্রীঅপতি করয়ে স্তবন।
কি হেতু করুণামহি হইয়াছ বিমন॥
কমল না দেখি আমি কালিদহের জলে।
কাটিবারে আনিয়াছে রাখ পদতলে॥

শেষ :—

হারাইলাম বল বুদ্ধি হইলাম কাতর।
হরিষে দরশন দেয় নৃপতি গোচর॥
হুঙ্কার মারিয়া বৈরী করহে সংহার।
হরিহরে না বুঝায়ে চরিত্র তোমার॥
ক্ষুদ্রবুদ্ধি শিশু মুই কি বোলিমু আর।
ক্ষম অপরাধ জানি দাসীর কুমার॥

ভণিতা :—

ক্ষয় করি রিপু সৈন্য ক্ষণ্ডয়াও আপদ।
ক্ষীণ দেবীদাস সেনে মাগে মুক্তিপদ॥

৩৪। কণ্বমুনির পারণা।

এই নামের দুইখানি পুঁথি পাইয়াছি। দুইখানির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

হস্তলিপির তারিখ আধুনিক। একখানির ভণিতা আছে, অপরখানির নাই। এইখানির চরণ সংখ্যা ২৭২।

আরম্ভ :—

এমত্ত অপূর্ব্ব কথা আছয়ে সংসারে।
বৈকুণ্ঠের নাথ হরি নন্দ ঘোষের ঘরে॥
নন্দ যশোদা পূর্ব্বে হরিভক্ত ছিল।
ভক্তির কারণে তারা কৃষ্ণ পুত্র পাইল॥
রামকৃষ্ণ পাইআ রাণী মনে বড় সুখ।
নআন ভরিআ দেখে কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ॥

শেষ :—

মুনির সাক্ষাতে আইলা যশোদা রোহিণী।
মুনি বোলে কোলে লও তোমার নীলমণি॥
আইস আইস বোলি রাণী তুলি লইল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল শ্রীকৃষ্ণের কপালে॥
মুনি বোলে গোকুলেতে থাক নন্দরাণী।
অখনে গমন করি দেঅত মেলানি॥
রাণী বোলে আশীর্ব্বাদ কর তপোধন।
মোর মনে এই সাধ পূরাও অখন॥
মুনি বোলে আশীর্ব্বাদ করিলাম আমি।
ঘরেত লইআ জাও তোমার নীলমণি॥

ভণিতা :—

আশীর্ব্বাদ করি মুনি গমন করিলা।
দ্বিজ মাধবে কৃষ্ণের চরণ বন্দিলা॥

৩৫। কণ্বমুণির পারণা।

ইহাতে হস্তলিপির তারিখ নাই। লেখা অতি অপ্রাচীন নহে। লেখকের নাম শ্রীতারিণীচরণ দাস, সাকিন আনোআরা জেলা চট্টগ্রাম। চরণ সংখ্যা ৪৫৬।

আরম্ভ :—

শুন শুন সর্ব্বলোক হইআ একমন।
কণ্ব মুনির পারণা কথা করহ শ্রবণ॥
এক দিন উপবাস মুনির কুমার।
পারণা করিতে গেল নন্দঘোষ ঘর॥
উপস্থিত হইল মুনি ক্ষুধাএ বিকল।
ক্ষুধাএ তিষ্ণাএ মুনি হইছে পাগল॥
নন্দঘোষ নন্দঘোষ ডাকে উচ্চস্বরে।
ক্ষুধাএ পীড়িত হইআ মুনিবর ফিরে॥
নন্দঘোষ বাথানে, যশোদা আছে ঘর।
গৃহে থাকি যশোদাএ পাইল খবর॥

শেষ :—

কণ্ব মুনির পারণা কথা বড়ই কৌতুক।
যেই জনে শুনে সেই জাএ বিষ্ণুলোক॥
গ্রহস্ত শুনিআ যেই না লয় কৃষ্ণনাম।
নিতান্ত জানিঅ তারে বিধি হইল বাম॥
কৃষ্ণ কথা ছাড়ি যেবা অন্ত কথা কহএ।
বহুপাপ হঅ তার জানিঅ নিশ্চঅ॥
এই গ্রহস্ত যেবা লিখিআ রাখএ।
গ্রহস্ত প্রভাবে তার লক্ষ্মী না ছাড়এ॥
এই কণ্ব মুনির পারণা কথা (থাকে) যার ঘরে।
জন্মে জন্মে লক্ষ্মী দেবী তাহারে নাহি ছাড়ে॥

৩৬। শনির পাঞ্চালী।

ইহার শেষ একপাতা পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত পত্রগুলির শেষ পৃষ্ঠার লেখা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। লেখা বহুদিনের বলিয়া বোধ হয়। পত্র সংখ্যা ২৯। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

আরম্ভ :—

সরস্বতী পাদপদ্ম করি নমস্কার।
তোহ্মার প্রসাদে জ্ঞান শরীরে আহ্মার॥
আদি দেব প্রণমোহ দেব নারায়ণ।
সহস্র প্রণাম করম্ তোমার চরণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যথেক দেবগণ।
পুনি পুনি প্রণমোহ তাহার চরণ॥
হিমালয় তনয়া মাতা বন্দম এক চিত্তমনে।
পুনি পুনি প্রণমোহ তাহান্ চরণে॥
জ্ঞান হইতে বর মাগম তুহ্মি সবের ঠাই।
জ্ঞান হউক মোর অঙ্গে এই বর চাই॥

ভণিতা :—

এই বর দিআ সূর্য্য গেল নিজ বাস।
শনির পাঞ্চালী রচে কবি কালিদাস॥
বাণীপুত্র কালিদাস দেবীপদে আশ।
শনির পাঞ্চালী কিছু করিল প্রকাশ॥

৩৭। সত্যপীর পাঞ্চালী।

পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের পঞ্চম সংখ্যক পুঁথিতে পূর্ব্বে একবার ইহার বিবরণ দেওয়া গিয়াছে। সেইটি ও এইটি অভিন্ন হইলেও মধ্যে মধ্যে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আরম্ভে ও শেষে এইখানিতে কিছু বেশী আছে। অন্যান্য স্থলে বোধ হয় একই।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ সত্যপীর পরম কারণ।
তান নাম লৈলে নরে তরিব শমন॥
সত্যপীর হজরত পীর বুজুরুআ।
মুছলমানে ত জন্ম প্রভু ছিন্নি লাগিআ॥
যেই বর মাগে লোকে সেই বর পাঅ।
বর পাইআ লোকে সব করে একি দাঅ॥
একদা করিয়া ছিন্নি করে যেই জন।
সর্ব্ব সিদ্ধ হয় তার দারিদ্র্য মোচন॥

শেষ :—

দেঅ মোরে পদছায়া, কেএ বুঝি তোমার মাআ,
ভক্তি হউক তুআ পদ পাএ।
জেবা শুনে যেবা গাহে, সহ পড়ে সর্ব্বধাএ
বার্ত্তা সিদ্ধি হউক লীলায়॥
আমি হীন মতি, না বুঝি পদের গতি,
অপরাধ ক্ষেম রাঙ্গা পাএ।
পণ্ডিত যে মহামতি, দোষ ক্ষেএ রাতি রাতি,
উপহাস্য না হএ উচিত।
নাস্তি মোর দিব্য চক্ষে, আরোজ করম দুঃখে,
মন্দ না বোল পুনি পুনি।

ভণিতা :—

শুচিয়া গ্রামে স্থিতি, ফকিরচান্দ হীনমতি,
পীরের পদে কোটী নমস্কার॥

ইতি সন ১১৪০ সন তারিখ ৪ চৈইত্র রোজ মঙ্গলবার, এই পুস্তক শ্রীমন্তু বড়ুআ সাং রুদ্রা, জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার লেখক কেবল 'আকার' 'একার' দিয়াই যথেষ্ট মনে করেন নাই, তত্তৎস্থলে স্বতন্ত্র 'আকার' 'একার'ও দিয়াছেন; যেমন 'খেম' 'না হএ' এই দুই স্থলে লেখা হইয়াছে 'খেএম', ও 'নাআ হএ'। এইরূপ অনেক স্থলে। 'য' এর ব্যবহার নাই বলিলেও হয়। শুচিয়া,—চট্টগ্রাম জেলার একটি গ্রাম। পত্র সংখ্যা ১১, কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা —

৩৮। নিত্যমঙ্গলচণ্ডিকার পাঞ্চালী।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারায়ণী জগত জননী।
আদি অনাদি দেবী শিব সনাতনী॥
হরি হর ব্রহ্মা আদি ভাবে মনে মন।
স্থাবর জঙ্গম আদি তোমার সৃজন॥
সুর মুনি তোমা পূজা করে তত্ত্ব জানি।
সুখ মোক্ষ দুঃখ দাতা হরের ঘরণী।
মৈষাসুর শুম্ভ আর নিশুম্ভ ঘাতিনী॥
কার্ত্তিক গণেশ মাতা ব্রহ্ম নারায়ণী॥

শেষ :—

এক চিত্ত হইয়া যেবা পাঞ্চালী শুনএ।
কোন দিন সেই নরে দুঃখ না ভোগএ॥

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

নহি জানম্ সর্ব্ব তত্ত্ব না জানম পদবন্ধ।
অপরাধ ক্ষেমহ না জানম ভালো মন্দ॥
ভক্তি ভাব নাহি জানি না জানি পূজাক্রম।
সেবক রক্ষণে মাও না ভাবিও ভ্রম॥
পরলোকে কর মোরে তুয়া পদে লীন।
স্বইচ্ছাএ বিকাইলুম তুমি মোরে কিন॥

ভণিতা :—

ব্রতীগণ ভাগ্যবতী কি কৈমু কথন।
চণ্ডীদাস দেয় কহে শিব নারায়ণ॥

"ইতি সন ১৭৩৯ শকাব্দা সন ১২২৪ বাঙ্গালা, সন ১৮১৭ ইংজী, সন ১১৭৯ মঘী তারিখ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রোজ বৃহস্পতিবার তিথি চতুর্দ্দশী শ্রীরামমোহন দাস পালিত।" পত্র-সংখ্যা ১২। রচয়িতা "চণ্ডীদাস দেয়" না "শিবনারায়ণ" ?

৩৯। লক্ষ্মী চরিত্র।

ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় পাত ও রচয়িতার নাম নাই। পুঁথির লেখকই রচয়িতা কিনা বুঝিলাম না। প্রাপ্তপত্রগুলির সংখ্যা ১০; কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ। দ্বিতীয় পত্রে আরম্ভ :—

লক্ষ্মীর চরিত্র কথা মধুরস বাণী।
শুনিলে শ্রবণ তুষ্ট অমৃত কাহিনী॥
প্রণমহ নারায়ণ লক্ষ্মীদেবী পতি।
তদন্তরে প্রণমোহ দেবী সরস্বতী॥
সরস্বতীর পাদপদ্ম করি নমস্কার।
লক্ষ্মীর চরিত্র গীত সঙ্গেত অপার॥

*　　*　　*
*　　*　　*

মেরু শৃঙ্গাসনে হরি আছন্ত বসিয়া।
লক্ষ্মীরে কহন্তি কথা কৌতুক করিয়া॥
কোন দোষ দিয়া যাও পুরুষ ছাড়িয়া।
কোন্ কোন্ ঘরে দেবা বেড়াও ভ্রামিয়া॥
সে সব রহস্য কথা কহ মোর স্থানে।
তোমার কাহারে প্রেম শুনিয়ে শ্রবণে॥

শেষ :—

নিরবধি দেবতারে পূজে যেই জনে।
সেই ভক্ত গৃহে থাকি শুন নারায়ণে॥—
দিবাতে পঠএ কিবা পঠএ রাত্রিতে।
যেই জনে পঠে শুনে থাকি আমি তাতে॥
শ্রীহরি ভাবিয়া যেবা করে মনস্কাম।
সে জন উদ্ধার হৈতে না হৈব সংগ্রাম॥
লক্ষ্মীর চরিত্র যেবা করএ প্রচার।
দুঃখদশা নাই তার প্রতিষ্ঠা অপার॥
বিনি যজ্ঞে বিনি হোমে উপাসনা দিতে।
সত্য সত্য এই প্রভু কহিলুম তোমাতে॥

"ইতি শ্রীহরি কমলা সম্বাদে লক্ষ্মীচরি[ত্র] পাঞ্চালিকা সমাপ্ত। যদক্ষরং পরিভ্রষ্টমিত্যা[দি] শ্লোক। ইতি সন ১১৮০ মঘী তার[িখ] ২৫ কার্ত্তিক।

শূন্য বেদ মুনি চন্দ্র শকাদিত্য মং।
গিরিজার সুতে দিনমণি গ্রহ তাত॥
ভূত হস্ত অংশ ভোগ সায়মুপস্থিত।
কাব্যবারে লিপি লেখা হইল পূর্ণিত।*
শ্রীজিত রাম নাথস্য পুস্তকং।
শ্রীহরি চরণে মম ভক্তি রস্তু।"

৪০। রাম বনবাস।

এই পুঁথিখানির রচনা কখন হইয়াছে জানি না। কোন ভণিতাও নাই। রচন[া] ভঙ্গীতে প্রাচীন ও আধুনিক ভাব উভয়[ই] আছে। গান, পয়ার, ধুয়া, পটী ছড়া ইত্যা[দি] নাম শিরোদেশে স্থাপন করিয়া তন্নিম্নে পয়া[র] বা ত্রিপদীতে বক্তব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে ইহা এক প্রকার দৃশ্য কাব্য মাত্র। হস্তলিপি[র] তারিখ নিতান্ত আধুনিক—পঞ্চাশ বৎসরে[র] কিছু উপর। আবশ্যক হয় ত, পরে বিস্তৃ[ত] বিবরণ দেওয়া যাইতে পারিবে। রচন[া] প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ।

---

* অর্থাৎ ১৭৪০ শকাব্দে কার্ত্তিক মাসে ২৫শে তারি[খ] শুক্রবার সন্ধ্যাকালে "লিপি লেখা হইল পূর্ণিত।"

আরম্ভ :—

অযোধ্যাখণ্ডের কথা অপূর্ব্ব কথন ।
শুনিলে বিপদ খণ্ডে পাপ বিমোচন ॥
শুনিতে অযোধ্যাখণ্ড পাষাণ বিদরে ।
যেই হেতু মহারাজা দশরথ মরে ॥

* * *

মুনিগণ আর বশিষ্ঠ পুরোহিত ।
রাজার সভাএ সব হইলেন উপস্থিত ॥
আহ্লাদেতে জিজ্ঞাসা করেন নৃপবর ।
কি হেতু তোমারদিগের হইল আগমন ॥

* * *

গান ।

তোমার রামেরে দেহ রাজসিংহাসন ।
শুন শুন মহারাজ !
রামে রাজা কর রাজা, রাজ্য কর সমর্পণ ॥
শুন শুন নরপতি, প্রজার এই অনুমতি,
অধিবাস করি রাজা, রাজা কর নারায়ণ ॥

* * * *

শেষ :—ছড়া : (অর্থাৎ অধিকারীর উক্তি) ।

কিষ্কিন্ধ্যাতে যাই রাম বধিলেন বালী ।
সুগ্রীবের সনে রাম করিলেন মিতালি ॥
সীতাকে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ ।
সাগর বান্ধিয়ে লঙ্কা করিলেন গমন ॥

* * * *

বিভীষণকে রাজা কৈলেন লঙ্কার মাঝারে ।
চলিলেন দেশেতে সীতা করিয়া উদ্ধারে ॥
রাক্ষসী বানরী চলিল রাম সঙ্গে ।
অবিলম্বে আইল রাম অযোধ্যায়ে রঙ্গে ॥
ভরতে করিয়া আছে অগ্নির সাজন ।
প্রবেশিব হেন কালে হইল দরশন ॥

* * * *

ভরতেরে লইয়া কোলে রাম রঘুমণি ।
অযোধ্যায়ে সকলে করে রাম জয়ধ্বনি ॥

৪১ । লবকুশের যুদ্ধ ।

এই পুঁথিখানি যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বালোচিত পুঁথি ও ইহা একই হাতের ও একই সনের লেখা। ইহাও দৃশ্য-কাব্য। সম্ভবতঃ এই সকলই পূর্ব্বকালে অভিনীত হইত। পয়ার, গান ও ধুয়া সন্নিবেশিত পয়ার বা ত্রিপদীচ্ছন্দে সমগ্রগ্রন্থ লিখিত। রচনাপ্রণালী নবীনে পুরাতন মিশানো। কৃত্তিবাসের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার রচিত হওয়া সম্ভব কি ?

আরম্ভ :—

পশু সঙ্গে শিশু রাম, জিনিয়ে কিষ্কিন্ধ্যা ধাম,
বালী রাজা বধিল রণেতে ।
বান্ধিয়া পয়োধিবন্ধ, বধিলেক দশস্কন্ধ,
অবহেলে উদ্ধারিলেন সীতে ॥
দেশেতে আসিএ রাম, বসিয়া অযোধ্যাধাম,
লক্ষ্মণ সঙ্গে করিয়া মন্ত্রণা ।
সীতা না রাখিবো দেশে, শীঘ্র দেও বনবাসে,
নইলে হবে কলঙ্ক ঘোষণা ॥

* * * *

সীতা বনবাস দিএ, শ্রীরাম সুমন্ত্র লইয়ে,
ভাবিছেন মন্ত্রণা উপায় ।
পিতৃলোকের ব্রহ্মশাপ, ঘুচাইব মনস্তাপ,
তাহা নইলে জীবন বৃথাএ ॥

* * *

শেষ :— গান—খরতাল ।

পিতা সুধাও কি গো আর ।
এ চিন্তার ঘর চিন্তামণি ছাড়ে নিয়াছে ।
আমার পুত্র হইএ বৈরী, হইল প্রাণের বধী,
আমা অনাথিনী কৈরেছে ॥
আমার লাগিএ দেওর শক্তিশেল বুকে ধারণ
কৈরেছে ।
আমাএ সেহ বাম হইএ, গিএছে ছাড়িএ,
শিরছেদে কি আর প্রাণ বাচে ॥

ভণিতা :—

(১) ভণে কীর্ত্তিবাস অতি, দেখিএ আকৃতি,
চিন্তা মন প্রাণ ভুলাছি।

(২) প্রমাদে পরাণ গেলো, সূর্য্যবংশ নিপাত হইল,
কীর্ত্তিবাসের কীর্ত্তি রইল, সকলি হইল অসার।

৪২। বলি-ছলন-গায়ন।

এই খানি ও পূর্ব্বোক্ত দুই পুঁথির লেখা একই হস্তের। সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। গান, পটী, ধুয়া ইহাতেও আছে। সম্ভবতঃ এই তিনখানি পুঁথি একই সময়ে রচিত হইয়াছিল।

আরম্ভ :—

শুন সবে প্রশংসা করি সার।
অথ যুগে হইল হরি জন্ম অবতার।
অন্ত অবতার কথা করিবেক ব্যক্ত।
কারণেহ কি কহিব ব্যক্ত তার শক্ত।
সত্য যুগ অবতার কশ্যপের ঘরে।
তথাএ জন্মিল বামন অদিতি উদরে।
নয় বৎসর বয়ঃক্রমে বামন যখন।
যজ্ঞ উপবীত দিলেন তবে কশ্যপ তপোধন।

শেষ :—

পটী।

এথ শুনি প্রতিজ্ঞা করিল তিনবার।
সত্য সত্য পূর্ণ সত্য প্রতিজ্ঞা আমার।
সত্য বলি ধর্ম্ম সাক্ষী করিলেন বামন।
তিন পাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিলো তখন।
রাজা বোলে বুঝি নাই বোল আরবার।
বুঝিএ বামনে বোলেন এই সমাচার।

ভণিতা :—

আমি অতি মূঢ়মতি, পাইআছি গোলোকের পতি,
দ্বিজ দুর্গ প্রসাদে কহে এমন যজ্ঞ হবে কার।

৪৩। বিপুলার বারমাস।

আরম্ভ :—

ভাদ্র মাসেতে মুঞি ভাবিয়া মনসা।
মরা প্রভু জীয়াইতে মনে কৈল আশা।
ভাসিতে ভাসিতে গেলুম গৃধিনীর বাকে।
মরুআর গন্ধ পাইআ গিলিবার আইসে।

শেষঃ—

শ্রাবণ মাসেতে শুক্ল পঞ্চমী তিথিরে।
পূজা দিয়া ধনে জনে আ'লুম নিজঘরে।
এক লক্ষ বলি দিয়া পূজিব পদ্মাবতী।
ঘুচিব সকল দুঃখ পাইবাম পতি।

ভণিতাঃ—

রামদাস সেনে বোলে সনকা রূপবতী।
মরা পুত্র জিয়াইলা তুমি ভাগ্যবতী।

৪৪। নিমাই সন্ন্যাস।

এখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। চরণ সংখ্যা ১৬৮ মাত্র। হস্তলিপির তারিখ আধুনিক। দুই স্থলে দুই জনের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। চট্টগ্রামে অনেক বৈষ্ণব পদাবলী পাওয়া যায়, কিন্তু এইখানি ভিন্ন চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অন্য কোন গ্রন্থ অদ্যাপি প্রাপ্ত হই নাই। তাই মনে হয়, নিম্নশ্রেণীতে ভিন্ন চট্টগ্রামে চৈতন্য মাহাত্ম্য বিশেষ প্রকটিত হয় নাই। এখানি বেশ সুন্দর।

বন্দ মাতা সিন্ধু-সুতা করি পুটাঞ্জলি।
কৃপা কর নারায়ণী কহি পদাবলী।
সুধামৃত কৃষ্ণ কথা দিবেন যোগাই।
যেন মতে অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই।
নৈরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম সনাতন।
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহশ্চ রূপে যে বামন।

* * * *

নিমাই রূপে গৌরহরি নদিআ প্রকাশ।
যেন মতে কৈলেন প্রভু আপনে সন্ন্যাস।

শেষঃ—

নিমাই আসিলেন শুনি, ধাএন শচী ঠাকুরাণী,
বিষ্ণু ধাএ বিদ্যুতের প্রায়।

শচী বোলে বাছা মোর, কে পৈরাইল কৌপীন ডোর,
বোল মাএর কি হবে উপায় ॥
শচীমাতা গৌরাঙ্গ, তিন জন হইল সঙ্গ,
ভকতের পুরিল মনের আশ।

ভণিতা—

(১) কবি শঙ্কর ভট্টে কএ, ভাবিয়া কলুষ ভয়,
অন্তে গৌরাঙ্গ রাখ দাসের দাস ॥
(২) সদানন্দ বোলেন গৌর করিবেন সন্ন্যাস।
জগ নিস্তারিলেন গৌর আমি সে নৈরাশ ॥

"ইতি সন ১২২৩ মঘী তারিখ ৩ শ্রাবণ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণ (ভট্ট) পীং সদানন্দ ব্রাহ্মণ সাং কদলপুর।" কদলপুর—চট্টগ্রাম উত্তর রাউজান মুনসেফীর এলাকাস্থিত একটি গ্রাম। তথায় বহু ভট্ট ব্রাহ্মণের বাস। সম্ভবতঃ এই গ্রাম হইতেই গ্রন্থখানি রচিত হয়। বলিয়া রাখা ভাল, ইহার অধিকাংশ স্থলই শঙ্কর ভট্টের লেখা।

৪৫। লক্ষ্মণ-শক্তিশেল।

এখানি রামায়ণের লক্ষ্মণ-শক্তিশেলের বিশদ বিবৃতি, বলাই বাহুল্য। হস্তলিপি বড় বেশী দিনের নহে। কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে ; কিন্তু রামায়ণের লেখার সহিত মিলে না। কোন ছদ্মবেশী লোক কৃত্তিবাসের নামে ভণিতা দিয়া যান নাই ত ? হস্তলিপির তারিখ নাই।

আরম্ভ—বেদে নারায়ণে চৈব ইত্যাদি শ্লোক।

আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সীতা দেবীর বিহা।
অযোধ্যা কাণ্ডে গেল রাম রাজ্য হারাইয়া ॥
রাজ্য গেল বাপ মৈল অযোধ্যার কাণ্ডে।
অরণ্য কাণ্ডে হরিল সীতা রাজা দশস্কন্ধে ॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্র হইল পরাজয়।
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডেতে কটক সর্জ্জয় ॥
সুন্দরাকাণ্ডে কৈল রাম সাগর বন্ধন।
বিভীষণ রাজা আসি হইল মিলন ॥
লঙ্কাকাণ্ডে কৈল রাম যুদ্ধের সাজন।
রাবণের শত পুত্র করিল নিধন ॥

শেষঃ—

হরসিতে রহে সবে হইয়া সাবধান।
রাবণ বধিতে যুক্তি করে নারায়ণ ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে রচিল অদ্ভুত রামায়ণ ॥
এক মনে শুনে যেবা সুখে রাজ্যবাস।
অন্তকালে স্বর্গে যায় শত্রু হয় নাশ ॥
এহকালে ধন বস্ত্র বাড়িব (সত্বরে)।
ধনবন্ত পুণ্যবন্ত সুখে রাজ্য করে ॥
যেই জনে পঠে শুনে পুণ্য রামায়ণ।
তাহারে প্রসন্ন হয় রাম নারায়ণ ॥

ভণিতাঃ—

মুরারি ওঝার নাতি নামে কীর্ত্তিবাস।
রামায়ণ রচিলেক গঙ্গা কুলে বাস ॥
পলি গ্রামে ঘর তার মাণিক্য দেবী মাও।
নিত্যানন্দ সহোদর বাপ * * ॥
বাল্যকালে কীর্ত্তিবাসের মুখে সরস্বতী।
বাল্মীকি পুরাণ চাহি পুরাইলেক পুথি ॥
* * * *
এই মতে লক্ষ্মণের লঙ্কাকাণ্ডের কথন।
রাবণের শক্তিছেলে পাইল পরিত্রাণ ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে কহে মধুর পাঞ্চালী।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইব গীত করিয়া ছিকলী ॥
যেবা পঠে যেবা শুনে পুণ্য রামায়ণ।
তাহারে অনুগ্রহ হয় শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

"ইতি লঙ্কাকাণ্ডে শক্তিশেলকাণ্ড সমাপ্ত ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক।

শুদ্ধ অশুদ্ধ কিবা যেই বা দেখিবা।
অশুদ্ধ হইলে মোর অপরাধ ক্ষেমিবা ॥

শ্রীরামকুমার দেবশর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং। এই পুস্তকের মালীক নিজ আপন সর্কার।"

গ্রন্থখানি চট্টগ্রাম—আনোয়ারা ফাঁড়ির এলাকাস্থিত বারাশত নামক গ্রামে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামমণি ন্যায়ভূষণের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামেই বোধ হয় উহার নকল হইয়া থাকিবে। উপরে কৃত্তিবাসের পিতার নামটা উদ্ধার করিতে পারিলাম না। 'মুজে-মাও' কি অন্য একটা শব্দ আছে, ভাল বুঝা যায় না। হিন্দুর মধ্যে ঐরূপ কোন নাম আছে কি? আরও একটা কথা বলি। রামায়ণের শক্তিশেলে বেশী ভণিতা নাই। সমালোচ্য পুঁথিতে কিন্তু স্থানে স্থানে অনেক গুলি ভণিতা আছে।

৪৬। তউফা। (আলাওলের নূতন গ্রন্থ।)

কবি আলাওল ইহার প্রণেতা না হইলে এখানে আমরা ইহার বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। মুসলমানের রোজা, নমাজাদি আবশ্যক বিষয় সকল ইহার আলোচ্য। আলাওল বৃদ্ধকালে এই সামাজিক গ্রন্থখানি পারস্য হইতে অনুবাদ করিয়াছেন। 'তউফার' মূল আরবী ভাষা। তাহা হইতে মহাত্মা ইউসুফ গদা পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। আকার নিতান্ত সামান্য নহে। আলাওলের জীবনী আলোচনায় ভবিষ্যতে সুবিধা হইবে বিবেচনায় এখানে এতৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাই-তেছে।

সম্ভবতঃ ইহাই আলাওলের সর্ব্বশেষ গ্রন্থ। রোসাঙ্গের রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মের আমলে রাজার অমাত্য শ্রীমন্ত ছোলেমানের অনুরোধে গ্রন্থখানি বিরচিত হয়। পদে পদে কবি ছোলেমানের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। রোসাঙ্গ রাজদরবার হইতে আলাওলের সকল কাব্য গুলিই রচিত। এই শ্রীমন্ত ছোলেমানের আদেশে কবি আলাওল কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত লোর চন্দ্রাণী'র শেষাংশও রচনা করিয়া দেন। স্থানান্তরে আমরা আলাওলের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর রচনাকাল নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছি। এই গ্রন্থও সপ্তদশশতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

অন্যান্য গ্রন্থে রোসাঙ্গরাজের স্তুতি বর্ণনায় আলাওল পঞ্চমুখ; এই গ্রন্থে তাঁহার সামান্য উল্লেখ মাত্র দৃষ্ট হয়। ইহার ভাষার ⅔ অংশ বাঙ্গালা; অপর অংশ আরবী। আরবী পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা দেওয়া বড় সহজ নহে। তজ্জন্য মুসলমানের হস্তে পড়িয়া আলাওলের সুন্দর কাব্যগুলির বড়ই দুরবস্থা হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব। এখনও মূল হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থগুলির প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আলাওলের কীর্ত্তি রক্ষায় যত্নবান হউন। এতদ্দ্বারা বঙ্গভাষার প্রভূত উপকার সাধন করা হইবে।

'তউফার' অর্থ হাদিয়া অর্থাৎ হিন্দুদের যেমন সংহিতাদি। নিম্নোদ্ধৃত পদগুলির মীমাংসার ভার পাঠকগণের উপর রহিল।

৭ ৯ ৫

(১) সিন্ধু শত গ্রহ দশ সন বাণাধিক।
রচিলা ইউসুফ গদা তোহফা মাণিক।
দুই শত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল।
আলিমে পাইল মর্ম্ম আমে না পাইল।

এবে আম লোক সবে গ্রন্থ বুঝিবার ।
কহি শুন উপদেশ হৈল যে প্রকার ॥
(২) সপ্ত শত একাশী বয়েত কৈল সার ।
রবিউল আখের দশ দিন সোমবার ॥

উদ্ধৃত বাক্য দুইটি গ্রন্থের রচনা কাল বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। আলাওলের অনুমিত আবির্ভাব কালের সহিত সামঞ্জস্য করা যায় না।

আরম্ভ :—

শিরেত লৌলাক ছত্র প্রসাদ অমূল ।
ডাকুয়া সমান সঙ্গে যথেক রছুল ॥
যাবতে না যাবে নবী ভেহেস্ত মাঝারে ।
যথেক রছুল নবী থাকিবেক দ্বারে ॥
হেন মহম্মদ নবী সংসারের সার ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সমান নাই যার ॥
পাতকী তরাণ হেতু অবতার পূর্ণ ।
গিরি সম পাতক স্মরণে হয় শূন্য ॥
নবীকুল কেরামত ক্ষিতিতে প্রচণ্ড ।
আকাশের শশীকে করিলা দুই খণ্ড ।

পূর্ব্বোদ্ধৃত কালজ্ঞাপক প্রথম অংশের পর এইরূপে গ্রন্থের ভূমিকা আরম্ভ হইয়াছে :—

সুধর্ম্ম রোসাঙ্গ দেশ, নাই মন্দ পাপ লেশ
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্ম তাতে রাজা ।
অধিক মহিমা যার, দৈবের নির্ব্বন্ধ তার,
নৃপকুলে আসি করে পূজা ॥
তান পাত্র দিব্য জ্ঞান, শ্রীযুত ছোলেমান,
শুভক্ষণে সৃজিলা বিধাতা ।
নানা শাস্ত্র অবধান, দত্তা সত্য শান্তিমান,
গুণবন্ত গুণিগণ জ্ঞাতা ॥

*　　*　　*

আলেম সকল তথা, নানা কেতাবের কথা,
সর্ব্ব অর্থ বাখানি কহিতে ।
তোহফা কেতাব বাণী, মনেতে কৌতুক মানি,
মোকে আজ্ঞা কৈলা হরসিতে ॥
দেখ এই সুকেতাব, পড়িলে অনেক লাভ,
কেহ বুঝে কেহ হয় ধন্ধ ।
যদি হয় দেশী ভাষা, পুরএ মনের আশা,
রচতাকে পয়ার প্রবন্ধ ॥
হইলে মহৎ আজ্ঞা, না আইসে কার শঙ্কা,
অন্নদাতা সমান পিতার ।
তান আজ্ঞা লক্ষ্য করি, হৃদয় সাহস ধরি,
রচিতে করিনু অঙ্গীকার ॥
মুই আলাওল হীন, দৈববশ অনুদিন,
বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকালে ।
পাইতে ঈশ্বর মর্ম্ম, না করিলুম কোন কর্ম্ম,
বৃথা জন্ম গোয়াইলুম কালে ॥
আজু কালু হৈব ভাল, এই মতে গেল কাল,
না পুরিল মনের বাঞ্ছিত ।
আছে প্রভু কৃপাময়, সে পুনি অন্যথা নয়,
ধর্ম্ম লক্ষ্যে নিবারন্তে চিত ॥
তাকে বলি সাধু ব্যক্তি, শেষে রহে যার কীর্ত্তি,
তার মৃত্যু জীবন সমান ।
হীন আলাওল ভাণ, শ্রীযুত ছোলেমান,
পুণ্যাকৃত রসের সুজান ॥

শেষ :—

সকলের মনে প্রবেশুক এই গ্রন্থ ।
মুক্তা প্রায় কর্ণে কণ্ঠে পরৌক মহন্ত ॥

*　　*　　*

শ্রীযুত ছোলেমান সুপণ্ডিত দাতা ।
আপনে সে গুণবন্ত গুণী পালয়িতা ॥

*　　*　　*

তান পোষাহীন আলাওল জীর্ণকায় ।
রচিলা কেতাব কথা পয়ার ভাষায় ॥
তান দানে শ্রুতি জল ঘন বরিষয় ।
তান ত গো মুক্তাপুঞ্জ বাক্যে নিঃসরয় ॥
এই পুস্তকের কথা শুন দড় ভাবে ।
দিন দুনিয়াই দোহ লাভ হৈব তবে ॥
পরিশ্রমে রচিলুম মনে করি উক্তি ।
যেবা পড়ে যেবা শুনে অন্তে হৌক মুক্তি ॥

সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে হিতকর এরূপ সামাজিক গ্রন্থের আলোচনায় পত্রিকার এতদূর স্থান দেওয়া উচিত নহে, জানি; কিন্তু ইহা আলাওলের চরিতাখ্যায়কদিগের গোচরে আনিবার অন্য কোন সুযোগ না থাকায় অগত্যা এই খানেই এতদ্বিবরণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

৪৭। কালিকা-মঙ্গল।

এইটি একখানি নূতন বিদ্যাসুন্দর। 'পত্রিকায়' পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ করা গিয়াছে। তখন একাংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া গেলেও প্রথম পৃষ্ঠার অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। এখানি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অল্প পরে রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উভয় কাব্যের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ঘটনা স্থান 'উজ্জয়িনী', সুন্দরের পিতার নাম গুণাসার, মাতার নাম কলাবতী, রাজ্যের নাম রত্নাবতী, বিদ্যার পিতার নাম বিক্রমকেশরী, বিদ্যার মাতার নাম চন্দ্ররেখা, বলিয়া উল্লিখিত আছে। যে যে স্থলে ভারতচন্দ্র তাঁহার লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন, এই কাব্যে সেই সেই স্থল অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং ততটা রুচিদুষ্ট হয় নাই। কবিত্ব হিসাবে ভারতচন্দ্রের সহিত ইহার তুলনাই হইতে পারে না, কিন্তু ভারতচন্দ্রকে বিস্মৃত হইয়া পাঠ করিলে, ইহাতে যে একবারে সৌন্দর্য্য মিলিবে না, এমন নহে।

সকলেই জানেন যে, ভারতের বিদ্যাসুন্দরের শেষেই বিদ্যার বারমাস আছে। কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থে বিদ্যার বারমাসটিই সুন্দরের কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়াছে। সুন্দরের উজ্জয়িনী যাত্রার সময় ইহা গীত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইহার কবি আর কোথাও ভারতচন্দ্র হইতে কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া অবিকল এই বার মাসটি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা বিশ্বাস্য নহে। সম্ভবতঃ কোন বারমাসী প্রিয় নকলনবিশ পরে বিদ্যার বারমাসটী প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। মহাকালী স্তবে তুষ্ট হইয়া রাজা গুণাসারকে দেখা দিলে রাজা স্তুতি করিতেছেন।

মালনী।

মায়ের চরণে নিবেদি। ধ্রু।

জননী গো মা,

হরে যারে হৃদে ধরে, সে পদ নি পাব নিরে,

অন্তরে জপিলে পাব নি।

তরাই জঙ্গম আদি, আমি কথ অপরাধী.

না জানি কোন পাপ কৈরাছি।

দয়াময়ি নাম ধর, অধম তরাইতে পার,

আহ্মারে তরাইতে ক্ষতি কৈই।

আলি আকবর মতিহীন, মনের বাঞ্ছা অনুদিন,

ত্রাণ কর পদ ছায়া দি॥

উদ্ধৃত অংশের শেষ পদে 'আলি আকবর' কে কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না। অন্য কোথাও এরূপ নাই। হিন্দুকাব্যে মুসলমানের নাম কেন? তাহা ভণিতা বলিয়াও বুঝা যায় না।

ইহার রচয়িতার নাম নিধিরাম কবিরত্ন। বাসস্থান কোথায়, জানা যাইতেছে না। শুনিতে পাইতেছি, চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তঃপাতী চক্রশালা নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। সেই চক্রশালার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম আজিমপুরের পূর্ব্বে আলি আকবর চৌধুরী নামক এক মুসলমান জমিদার ছিলেন। ইহার বংশ অদ্যাপি বর্ত্ত-

মান আছে। কবি তাঁহার কোনরূপ প্রসাদ-লাভাকাঙ্ক্ষায় প্রোক্ত স্থলে তাঁহার নামটি দিয়া গিয়াছেন কি ? কবির পরিচয় জ্ঞাপকভণিতা-গুলি এখানে তুলিয়া দিতেছি :—

(১) আনন্দে নয়নের জলে পাখানি লো পাএ।
দুর্লভ আচার্য্য-সুত নিধিরামে গাএ।

(২) জোড় হস্তে মালিনীরে জিজ্ঞাসএ বাত।
শ্রীকবি রতনে ভণে জ্যোতির্ব্বিদ জাত।

(৩) বন্দি বাণী পদাম্বুজ, গঙ্গারাম সুতাসুত
জ্যোতির্ব্বিদ কুলেতে উৎপত্তি।
গুরু রামচন্দ্র পদ ধরিয়া মাথাএ।
লক্ষ্মীর নন্দন কবি নিধিরামে গাএ।

কবি গ্রন্থ রচনার কাল দিতে ভুলেন নাই। তাহা এই :—

শকাব্দা ষোড়শ শত জলনিধি বসু।
দৈববিধ বিরচিত নিধিরাম শিশু।

সুতরাং ১৬৭৮ শকাব্দায় বা ১৪৫ বৎসর ইহা রচিত হয়। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে বা ১৪৯ বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সমাপ্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিধিরামের বিদ্যাসুন্দর ভারতের বিদ্যাসুন্দরের চারি বৎসর পরেই রচিত হইয়াছে।

এইখানিকে বঙ্গের পঞ্চম বিদ্যাসুন্দর বলা যাইতে পারে। কবি প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী ও নিধিরাম কবিরত্ন অবশ্য নদীকূলে বাসা নির্ম্মাণের মত বিফল প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের উৎপত্তি বিস্তৃতি ও পরিণতি প্রদর্শন জন্য এইখানি রক্ষিতব্য নমুনা স্বরূপ নিম্নে অত্যল্পমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ; তদ্দ্বারা পাঠকগণ দেখিবেন কবিত্ব যতই সামান্য হউক না কেন, তাহা নিধিরামের নিজস্ব সম্পত্তি।

দুই জনের চারি চক্ষু হইল দরশন।
সাক্ষাতে দেখিলো যেন দ্বিতীয় মদন।
লজ্জা পাইআ বৈদগধী রৈলো খাটের হেটে।
ইষদ্ হাসিআ বীর বৈসে স্বর্ণ খাটে।
হরিষে কুমারী করে লাস অভিলাস।
কাহার ঘরের চোর আইলো মোর পাশ।
কোথার নাগর চোর আইলো মোর ঘরে।
গৃহস্থের না পুছি বৈসে খাটের উপরে।
কি কারণে হাসে চোর কার কিবা দেখে।
না করে এমত কার্য্য লজ্জা যার থাকে।
ওহে সখি কি আশ্চর্য্য দেখরে জাগিআ।
চোরে উপদ্রব করে কিসের লাগিয়া।
* * *
উপেক্ষি মরণ ভয় কেনে হইলো সাধ।
এরূপ যৌবন মোর চোরের প্রমাদ।

বিদ্যার রূপ বর্ণনা হইতেও একটু দেখাইব।

সুন্দরীর মুখ খানি দেখি যুবরাজ।
কলঙ্ক শশীর চান্দে পাইলেক লাজ।
কষ্ট স্তব (তপঃ ?) করে চান্দে পাই অপমান।
মাসে মাসে মরে জীএ না হএ সমান।
পূর্ণিমার চন্দ্র যে না হএ তুলনা।
আর কারে আনিআ করিমু বিড়ম্বনা।
তিল ফুল জিনি চারু নাসিকার ঠাম।
রূপ গুণ খগ পক্ষীর চঞ্চুর সমান।
লজ্জায় আকুল হইয়া পক্ষী খগেশ্বর।
বিষ্ণুসেবা করে পক্ষী হইতে সমস্বর।
তথাপিহ না পারিল নাসা সমান হইতে।
লজ্জা পাইয়া তদবধি না আইসে ভারতে।
খঞ্জন চকোর আর কুমুদ কুরঙ্গ।
নয়নে দেখিয়া তারা অপমানে ভঙ্গ।
খঞ্জন উড়িয়া গেল মৃগ বনমাঝে।
চকোর চান্দের আড়ে রহিলেক লাজে।

হস্তলিপি আধুনিক—প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বের, পত্র সংখ্যা ৪৩। লেখকের নাম শ্রীমান আচার্য্য, পীং দুর্গারাম আচার্য্য সাং পাটনাকোটা (জেলা চট্টগ্রাম)।

৪৮। মৃগলব্ধ।

এই গ্রন্থে শিব মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। আকারে অতি ক্ষুদ্র না হইলেও গুণে তত বড় নহে।

প্রাচীন ভাষার গ্রন্থ বলিয়া ইহা রক্ষিত হওয়ার উপযুক্ত। বহু দিনের রচনা বলিয়া ইহার ভাষা তেমন সরল নহে।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ সরস্বতী শঙ্কর-চরণ।
অবিনাশী গুণনিধি আদি নিরঞ্জন॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে ধায় যার চরণ।
হেন শিব জগৎ জীব ভিখারি লক্ষণ॥
সোরণে (স্মরণে) সকল দুঃখ দারিদ্র্য পলায়।
যেই জনে বোলে ইহা হেলায় শ্রদ্ধায়॥
সেই শিব পাদপদ্ম বন্দিয়া সানন্দে।
মৃগলব্ধ কথা কহি পাঞ্চালীর ছন্দে॥
শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী ব্রত উপবাস।
যেন মত অবনীতে হইল প্রকাশ॥

গ্রন্থারম্ভকাল :—

রস অঙ্ক বায়ু শশী শাকের সময়।
তুলা কার্ত্তিক মাসে সপ্ত বিংশতি শুক্রবার হয়।

ভণিতা :—

মৃগলব্ধ পোথারম্ভ মহাদেবের পাএ।
ভব তরিবার হেতু রতিদেব গায়।

গ্রন্থকারের পরিচয় :—

পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা মধুমতী।
জন্মস্থান সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি।
জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দম রাম নারায়ণ
ধরণী জোটাইয়া বন্দমজন্ম গুরুজন।
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী বন্দম্ মহেশ শ্বশুর।
মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর।

শেষ :—

শিবে বোলে মুচুকুন্দ তুহ্মি পুণ্যবান্।
রাজ্য সনে আইলা তুহ্মি মোর বিদ্যমান॥
গঙ্গা গৌরী ছুইমাত্র না দিবো তোহ্মারে।
রাজা হইআ প্রজা পাল কৈলাস-শিখরে॥

* * *

সেবক বৎসল হর আদি নিরঞ্জন।
ভক্তিভাবে সেব যদি তরিবা শমন॥

* * *

পুত্রে পৌত্রে ধনে জনে বাড়ে ঠাকুরণ।
অন্তকালে স্বর্গবাস থাকে চিরকাল॥

* * *

ভক্তিভাবে শুনে যদি মৃগলব্ধ পোথা।
অবিচারে স্বর্গে জাএ তাতে নাই বাধা।
গোপীনাথ-সুত দ্বিজ রতিদেবে গাএ।
অপরাধ ক্ষমা করি রাখ রাঙ্গা পাএ।

উল্লিখিত সুচক্রদণ্ডী গ্রাম, চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তঃপাতী। এই গ্রামে এখনও রতিদেবের ধ্বংশ থাকাই সম্ভব। উক্ত গ্রাম বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের জন্মস্থান হইলেও রতি দেব সম্বন্ধে অন্য কথা সংগ্রহ বিস্তর আয়াস-সাধ্য।

৪৯। সারদা-মঙ্গল।

এই সুন্দর কাব্যখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। ১ম হইতে ২৮শ পত্র পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যেও ২য় পাতা নাই। মাধবাচার্য্য প্রভৃতির চণ্ডী কাব্যের মত ইহাও একখানি চণ্ডীকাব্য। বোধ হয়, এই বিষয়ে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ২৮শ পাত পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখক নকল করিতে নিরস্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হইতেছে। এই গ্রন্থখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

আরম্ভ :—

এক দন্ত মহাকাএ, জোগাসন সদাএ,
চারি ভুজ গজেন্দ্র বদন।

সিন্দূরে শোভিত অঙ্গ, অতিশয় সর্ব্ব রঙ্গ,
কুসুম সুগন্ধি মালা সাজে।
ভ্রমরা ভ্রমরী উড়ে, মত্ত হইয়া মধু স্বরে,
মদগন্ধ গণ্ডেতে বিরাজে॥
ঘটেতে আসিয়া, বিঘ্ন সব নাশিয়া,
কৃপা কর নায়কের প্রতি।
মূষিক বাহনে জেবা, মহিমা জানিবে কেবা,
মুক্তারাম সেনের প্রণতি॥

নিম্নোদ্ধৃত অংশটি ঘোষা স্বরূপ গ্রন্থের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে :—

রাগ—সঙ্গীত ভাঙ্গা ঘোষা।

তেহি ত্রাতা দেবী জগ দেবী দাতা।
সেই মাতা হও মোরে প্রসন্নতা॥ ধুয়া।
আদি শকতি দুর্গা ভাবিএ বিষমে।
যার গুণ গাএ বেদ আগম নিগমে॥
নমহ চণ্ডিকা দেবী প্রসিদ্ধ পার্ব্বতী।
যে করে তোমারে পূজা খণ্ডাএ দুর্গতি॥

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ঘোষা লিখিয়া কবি সর্ব্বত্রই "আদি শকতি ইত্যাদি" বলিয়া উহা শেষ করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের পরিচয় :—

চাটেশ্বরী পাজ্জা বন্দোম্ পশ্চিমে সাগর।
বাড়ব আনল পূর্ব্বে তীর্থ মনোহর॥
* * *
তাহার উত্তরে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ হর।
চন্দ্রশেখর জাতে বসতি শঙ্কর॥
* * *
মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রী দেশ অধিকারী।
সিংহ সম রণে দ্বিজগণ প্রতিকারী॥
* * *
চাটিগ্রাম রাজ্যেতে বন্দোম্ নিজ গ্রাম।
যন্মহ জনম ভূমি দেবগ্রাম নাম॥
আদ্য গোত্র আদ্য সেন তেজ যে বিশ্রাম।
বসতি জাহ্নবী কূলে রাঢ় হেন নাম॥
স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্ব্বাপর।
বেদের উৎভব বৈদ্য পঞ্চম প্রবর॥
আদ্য অত্রি অজুন গারগব বারস্ পৈত্য।
স্বকীয় বিদ্যাতে পর উপকারী চিত্ত॥
তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া।
বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়া॥
সে বংশে প্রপিতামহ রায় জয়দেব।
তান পুত্র নিধিরাম স্বাগত পারগ॥
পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি।
তিন পুত্র লৈআ কৈল দেঅাঙ্গে বসতি॥
সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম।
সদাএ ভবানী পদে মানস বিশ্রাম॥
দয়ারাম দাস ভরদ্বাজ কুলমণি।
তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-সুতা আমার জননী॥
পত্নী সঙ্গে সহগামী হইলে স্বর্গবাস।
তদবধি চিত্ত মোর সদাএ উল্লাস॥
রচিতে ভবানী গুণ মনে ছিলো আশ।
অতএব মায়ে মোরে না হইঅ নৈরাশ॥

গ্রন্থের সর্ব্বত্র এই সুন্দর ভণিতাটি আছে :—

গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুধা-অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

গ্রন্থ রচনা কাল :—

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী॥

এই একটি ধুয়া কেমন সুন্দর দেখুন :—

কুহু রাগ।

মধুপুরী জাএ রাধার বন্ধু হে,
না জানি কপালে কিবা আছে।
পাইলে যুবতী নব মধু হে,
অলি হইয়া রহে কালা পাছে॥ ধুয়া।
রাধার বধের ভাগী হইবো সেই নারী।
ভোলাইয়া রাখে যদি কাছে॥
মরিমু পুড়িমু শোকে জড়ি হে,
জল বিনে মীন যেন আছে॥

ন জাইয় রাধার প্রাণবন্ধু হে,
হারাইলে না পাএ হেন দেখি।
মুক্তারাম সেনে ভণে বিধি হে,
হেন কি কপালে আছে লিখি।

গ্রন্থকার তরল-পয়ার-প্রিয় ছিলেন, বোধ হইতেছে। তরল পয়ারে গ্রন্থের অনেকাংশ লেখা। একটুকু দেখুন :—

খুলনাএ সদাএ স্মরে মহামাএ।
স্বপ্নে গিয়া হরপ্রিয়া সাধুরে চেআএ।
দেবী বোলে তুমি ভালে আছ সদাগর।
তোমার গৃহে নৃপতিএ করে অথান্তর।

এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থের শেষ পত্রের শেষ এইরূপ :—

রাগ—তুড়ি। ঘোষা।

কেলি কমলে গো ত্রিপুর সুন্দরী ছোহে।
একি অঙ্গ ছটা, কথ অরুণ ঘটা,
শিব যোগিয়া মন মোহে।
কালীদহে সৃজে মাতা কমলের বন।
তছুপরি মাহেশ্বরী কুমারী বরণ।
অবহেলে গজ গিলে হেরিআ অবলা।
ক্ষেণে ক্ষেণে ক্ষেণে পেলে অতিশয় চপলা।
কোন খানে ব্যাঘ্র সনে মৈষে করে কেলি।
ফণী সঙ্গে ভেক রঙ্গে রহে একুমেলি।
ব্যাঘ্র ঠাই মৃগে যাই পুছএ কুশল।
তথাপিয় কারে কেহ নাহি করে বল।

'দেবগ্রাম' অপভ্রষ্ট হইয়া 'দেয়াঙ্গ' নামে পরিচিত। কিছুকাল পূর্ব্বে কাগজে পত্রে 'দেবগ্রাম' বলিয়া লিখিত হইত। এখন তৎস্থলে 'আনোয়ারা' হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে মুনসেফী আদালত ছিল, এখন পটীয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। গ্রন্থকার মুক্তারামের বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

৫০। তারিণী-চৌতিশা।

আরম্ভ :—

গো তারিণি, তার গো এইবার।
বিপদে পড়িয়া মা ডাকম্ বারে বার।

রাগ—কাকি ছন্দ।

আদো বন্দম মুই সরস্বতী মাতা।
আমার কণ্ঠেতে মাও হও সুরজ্ঞাতা।
অক্ষর দিয়াছেন গুরু আমার হৃদেতে।
আইস শিরেতে মোর চৌতিশা গাহিতে।
করজোড়ে করম স্তুতি কর প্রতিকার।
কাকুতি করম মুক্রি চরণে তোমার।
কুপুত্র দেখিয়া মোরে না চাও ফিরিয়া।
কিঙ্কর জানিয়া মোরে কিন্তু কর দয়া।

শেষ :—

ক্ষীণবুদ্ধি মুই মূঢ় কি বলিতে পারি।
ক্ষেম অপরাধ মোর হেমন্ত কুমারী।
ক্ষিতির জথেক লোক শুনরে বচন।
ক্ষিতিতে তারিণীর গুণ গাও সর্ব্বক্ষণ।
তারিণীর চৌতিশা যেবা শুনে আর পঠে।
অন্তকালে যাইবা সেই ভবানী নিকটে।

* * *

ভক্তি করি যেবা পঠে কার্য্যসিদ্ধি হএ।
হেলা করিলে ভাই নরকে পচএ।

ভণিতা :—

দৈবজ্ঞ শ্রীরাম প্রসাদ তাহার যে সুতে।
শ্রীরাম তনু কহে তারিণী পদেতে।

রচনাকাল :—

রুদ্র মণি নেত্র মহী সন যেই বটে।
দেবগ্রাম বসতি করে জয়কালী নিকটে।

শুভঙ্করের ন্যায় এই রামতনু ঠাকুর মহাশয় দেশীয় কালীর অনেক আর্য্যা লিখিয়াছেন। আমাদের নিকট অনেকগুলি আছে। দেবগ্রাম, বর্ত্তমান দেয়াং বা আনোয়ারা।

৫১। ভারত সাবিত্রী।

আরম্ভ :—

দেবী সরস্বতী ব্যাসদেব প্রণমিয়া।
ভারত-সাবিত্রী রচে রাজা প্রণাম করিয়া॥
ধৃতরাষ্ট্রে বলে শুন সঞ্জয় সুদন।
কথায় চতুর তুমি গুণের ভাজন॥
কৌরব পাণ্ডব যদি রণে দাঁড়াইল।
সমবায় করি কেবা যুদ্ধে প্রবেশিল॥
কেমতে হইল যুদ্ধ কহত সঞ্জয়।
কার হইল যুদ্ধে জয় কার পরাজয়॥

*   *   *

শেষ :—

সংগ্রামেতে ভক্তি করি যেই নরে পঠয়।
কার্য্যসিদ্ধি হয় তার নাহিক বিস্ময়॥

*   *   *

মাতা পিতা গঙ্গার জলে স্নান করাইলে।
তথা পুণ্য হয়ে তবে ভক্তি এ শুনিলে॥
কৃষ্ণ ব্যাসদেব যারে কহিল নিশ্চয়।
পাপ নাশ হইয়া যাবে গোবিন্দ আলয়॥
কৃষ্ণ সনে গোপ্ত বেক্ত করিয়া প্রবন্ধে।
ভারত সাবিত্রী রচিলা নানা ছন্দে॥

"ইতি ভারত সাবিত্রী সমাপ্ত। ভীমস্তাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্লোক। বিষ্ণুনমো অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্রপক্ষে নবম্যাঃ তিথৌ বাশ্ব গোত্রস্ত শ্রীরামহরি সিংহ দাস স্বঅক্ষরং-মিদং শাস্ত্রং। এই পুস্তকের মালিক শ্রীরাম-তনু দেগ দাস সাং ধর্ম্মপুর। লিখনং পুস্তক মোকাম কৈলকাতা বাসা খিদিরপুর। ইতি সন ১১৫৬ মঙ্গি তারিখ ৩১ আশ্বিন রোজ রবিবার।" পত্র সংখ্যা ৭; দুই পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা নাই।

৫২। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

এই গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু একাধিক ভণিতা আছে। হস্তলিপি তত প্রাচীন নহে।

আরম্ভ :—

আদ্য অনাদ্য সেই পুরুষ আকার।
যাহারে ভাবিলে হয় শমন উদ্ধার॥
গণেশ বন্দিয়া বন্দম্ ভবানী চরণ।
দেব শূলপাণি বন্দম্ বৃষবাহন॥

*   *   *

মুনির সঙ্গে রঘুনাথ বেসেস্ত কানন।
জনক দুহিতা আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
মুনিতে কহেন রামে করি পরিহার।
মোর সম দুঃখিত নাই রাজার কুমার॥
মুনি বোলে রঘুনাথ শান্ত কর চিতে।
তোমা হতে দুঃখিত কত আছে পৃথিবীতে॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা নৃপ শিরোমণি।
রাজা সমে মহা দুঃখ পাইল মহাগুণী॥

শেষ :—

স্ত্রী পুত্র যত লোক অযোধ্যাতে বৈসে।
জয়ধ্বনি দিয়া তবে উঠিলা হরিষে॥
পুষ্পরথে চড়ি সবে স্বর্গপুরী যায়।
ঋষি সবে বেড়িয়া মঙ্গল গীত গায়॥
অপ্সরায় নৃত্য করে গন্ধর্ব্বে গায় গীত॥
মহাদেবী সনে রাজা হইলা আনন্দিত॥
বিশ্বামিত্র মুনি রাজায় করিলেক স্তুতি।
পুত্রদারা সহিতে সব স্বর্গে হৈল স্থিতি॥

ভণিতা :—

(১) বিদরিব কাল হিয়া, পাসরিনু কি দেখিয়া,
মাধবে রচিল সুরচন॥
(২) কহেন মাধব দাসে রচিয়া পয়ার।
(৩) কহেন মাধবানন্দে শুন সভাজন।
রাজাদান দিয়া রাজা চলিলেন বন॥
(৪) মাধবানন্দ সুতে ভণে, বিরচিত নাহ মনে।
(৫) মাধব সুত নন্দে কহে ভাবি চক্রপানি।
রাজারে সান্তাই বোলে সুন্দর কামিনী॥

তবে কি 'মাধব' 'মাধবানন্দ' আর 'মাধব-সুত-নন্দ' এই ব্যক্তিত্রয় মিলিত হইয়া

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি প্রণয়ন করিয়াছেন? 'মাধব'কে 'মাধবানন্দের' সংক্ষিপ্ত নাম মানিয়া লইলেও 'মাধব' 'মাধব-সুত নন্দ' ত কখনও উক্ত নামদ্বয়ের সহিত অভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং পিতা পুত্রে এই বহিখানি লিখিয়াছেন, এইরকম বুঝা যায় নাকি ?*

৫৩। জঙ্গনামা।

পারস্য ভাষায় নামকরণ হইলেও এখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থ। 'যুদ্ধ কাহিনী' বলিয়া ইহার বাঙ্গালা নামকরণ হইতে পারে। হজরত মহম্মদ মস্তফা সাহেবের জামাতা বীরকেশরী হজরত আলির কৃত যুদ্ধ বিবরণ ইহার আলোচ্য। গ্রন্থবর্ণিত অনেক যুদ্ধে স্বয়ং হজরত সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন মূর্ত্তিপূজকদিগের বিরুদ্ধে এ সমস্ত আহব সংঘটিত হইয়াছিল। সকল যুদ্ধেরই পরিণাম মহম্মদীয়গণের জয়লাভ ও বিজিতাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করণ। সঙ্গে সঙ্গে অনেক অলৌকিক ঘটনাও সংযোজিত হইয়াছে, দেখা যায়। বর্ত্তমান যুগে সে সকলে কেহ আস্থা স্থাপন করিবেন কিনা, বলা যায় না।

গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড। যে হস্তলিপি পাইয়াছি, তাহাতে শেষ পর্যান্ত লেখা হয় নাই। প্রাপ্ত অংশের আনুমানিক চরণ সংখ্যা ছয় হাজার। হস্তলিপিখানি নিতান্ত আধুনিক। গ্রন্থকার একজন শিক্ষিত ও উচ্চবংশীয় লোক। বঙ্গভাষায় মুসলানগণের প্রভাব প্রদর্শন জন্য এ গ্রন্থ প্রকাশ করা মুসলমানগণের একান্ত উচিত। বিষয়ান্তর গ্রহণ করিলে এই গ্রন্থকার বঙ্গভাষার ইতিহাসে নাম রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

সম্ভবতঃ গ্রন্থের 'বন্দনা'টি নকলনবিশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রাচীন বঙ্গীয় সকল কবিই গ্রন্থারম্ভে ছোট বড় একটা মঙ্গলাচরণ দিয়া গিয়াছেন; ইনি সেই চিরাচরিত পন্থানুসরণ করেন নাই, সহসা এমন বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ :—

আরব দেশের এক সহর অনুপাম।
বহুলোক বসয়ে নগশ ধরে নাম ॥
সে রাজ্যেতে আছে এক বৃহ উচ্চতর।
দেখিতে পর্ব্বত আলওন্দ সমশ্বর ॥
হারিছ আজদর নামে এক নরপতি।
তথায় বসতি অবিরত পূজে মূর্ত্তি ॥
সেই মহীপাল ঘরে ছিল তিন সুত।
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ রূপে অদ্‌ভুত ॥
সেই পাপিষ্ঠের ছিল যত সব ঘটে।
সাধুগণ ধন হরে নিরোধিয়া বটে ॥
অবিরত রাহাজানি করে পাপমতি।
আপনার পুত্রগণ করিয়া সঙ্গতি ॥

বঙ্গভাষায় বিস্তর মুসলমানী গ্রন্থ পাওয়া যায়। সবগুলি কিন্তু বঙ্গভাষার ইতিহাসে আলোচনা করা যায় না। অনেকগুলি গ্রন্থ কেবল 'মুসলমানী বাঙ্গালা'-নামক অদ্ভুত ভাষায় লিখিত। তাহাতে আরবী, পারসী, হিন্দী, উর্দ্দু, প্রভৃতি নানা ভাষার মিশ্রণ আছে। সমালোচ্য গ্রন্থ সেরূপ নহে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, অপিচ সরল। তরল পয়ার ছন্দে কবি বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। একটু নমুনা দিতেছি :—

মহীপাল এই বোল শুনি সর্ব্ব সৈন্য।
সাজ রণ সর্ব্বজন হৈল ততক্ষণ ॥

* এই পুঁথির বিস্তারিত বিবরণ প্রথম বর্ষের 'আলো' পত্রে (১৩০৬) অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে।

যত বাদ্য নৃপ বিদ্যমানে আনাইলা।
একবারে বাদ্যোপরে প্রহার করাইলা॥
দগরেত কাটিঘাত হইলেক যবে।
কম্পমান ত্রিভুবন হই গেল তবে॥
অশ্ববার পদাতির হইল সিংহধ্বনি।
বারণগণ আস্ফালন বিদরে মেদিনী॥

গ্রন্থখানি চট্টগ্রামে রচিত হইয়াছে. ইহাতে অনেক প্রাচীন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্য রকমে তৎসম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ না থাকায়, আমরা এখানেই কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ দেখাইতেছি।

১। উদ্ধামিলা = উঠাইলা।
সর্ব্ব শক্তি আলি প্রতি খড়্গ উদ্ধামিলা।
একগাছি লোম বেক্কা করিতে নারিলা॥

২। জান = সংবাদ।
আমার জনকস্থান, তুমি যাই দেও জান.
তবে আমা রক্ষা করিব।

৩। ঘন = সেনার ঘন সন্নিবেশ।
ইংরাজীতে যেমন Thick of battle
'আপনাকে দেখিলন্ত সৈন্যের ঘনএ।

সপ্তমী বিভক্তির 'এ' যোগ না করিয়া অনেক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

৪। ঠাঠার = বজ্র। Thunder শব্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য।
যদি দেখ অন্ধকার ঘন বায়ু বৃষ্টি।
ঠাঠার গর্জ্জনে টলমল হৈল সৃষ্টি॥

৫। তোকাই = তালাস কর।
লাগিলা পদাতি বাস চাহিতে তোকাই।

৬। তোহর = তোমার।
বিক্রম তোহর, 　　ধিক হোস্তে মোর,
কোথা প্রাণ তোর নিবে।

'ধিক' শব্দ অনেক স্থলে 'অধিক' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখা যায়। এখানেও তাহাই।

৭। দোহারি মোহারি = অর্থ কি?
'কাড়া শিঙ্গা ভেউল কর্ণাল যে ঝাঁঝারি।
কাঁসা করতাল বাজে দোহারি মোহারি॥'
'দোহরি মোহরী বাঁশা, 　　কবিলাস রাশি রাশি'
কাড়া শিঙ্গা রবে লড়ে মাটী।'

৮। আছউক = থাকুক।
আছউক তুলিব শিলা লাড়িতে নারিলা।

৯। উভা = দণ্ডায়মান।
তা শুনিয়া উভা হৈয়া বলে আমনাক।

১০। অশ্বেতু = অশ্ব হইতে।
তা দেখি হানিফাসুত অশ্বেতু নামিলা।

১১। অহর্মণি = সূর্য্য।
অহর্মণি বিনে জগ হৈল অন্ধকার।
কালিম বরণ হৈল সকল সংসার॥

১২। জিজ্ঞাসাসূচক 'কি' স্থলে 'নি'।
বলে বারে ততক্ষণ, 　　সুস্থ হৈতে দোহ জন,
তোমা মনে শ্রদ্ধা নি আছয়।

১৩। রইছ = প্রধান ব্যক্তি।
রইছ যাহার বলে শুন গুণিগণ।
হিন্দুয়ানী ভাষে তারে বলে মুখ্য জন॥

ইহা আরবী শব্দ। ইহা হইতে ইংরাজীতে 'Reis' হইয়াছে।

১৪। সয়াল = সকল, নিখিল।
টল মল হই গেল সয়াল সংসার।

১৫। অনাখড়্গো = বিনা খড়্গো; খড়্গহীন
অনাখড়্গো আমারকে দেখিয়া রছুল।

১৬। অনাকাজে = অকাজে, অনর্থক।
অনাকাজে করন্ত রোদন।

১৭। অনাদেখা = অদেখা; অদৃষ্টপূর্ব্ব।
অনাদেখা রছুলকে দেখিলা নয়ানে।

১৮। চোখা = তীক্ষ্ণ।
মুষ্টি ভিড়ি হানিলেক চোখা অসিধার।

১৯। অঘোষ = অখ্যাতি।

অঘোষ ঘুষিব যত সংসারের লোক।

২০। ধরাহর = সম্ভবতঃ সভা গৃহ।

এই শব্দটি কবি আলাওল বহুবার প্রয়োগ করিয়াছেন। 'ডেহাব' শব্দের সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য থাকা সম্ভব।

দেখিতে অদ্ভুত রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
কম্পিতে লাগিল নৃপতির ধরাহর।'
'নৃপতির ডেহরির দ্বারে গেল যবে।'

'ডেহরি' শব্দ চট্টগ্রামে এখন 'বাহির বাড়ী' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২১। খাঁথার = কলঙ্ক।

আমার দাসের পুত্র কুলের খাঁথার।

২২। 'ঘন' শব্দ অনেক স্থলে 'অতি নিকট' অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়।

ধরি ফণী ফণা, যাই আলি ঘনা,
দংশিবারে চাহে তানে।

নিম্নের বাক্যে 'মধ্য' অর্থও হইতে পারে।

এক স্থানে দেশ ঘনে উতরিলা যবে।

২৩। গ্রন্থকার অনেক প্রাকৃত বিভক্তি ব্যবহার করিয়াছেন। করসি, যাওসি, জানসি, হসি (হওসি), ইত্যাদির অনেক প্রয়োগ আছে। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

২৪। রাখি অর্থে 'রাখোঁ'। অনেক কবি 'রাখম' ব্যবহার করিয়াছেন।

ঐ মীন হোস্তে মুই রাখোঁ অতি জ্ঞান।

শুনিছোঁ = শুনিছম।

মোর জন্মাবধি না শুনিছোঁ হেন বোল।

২৫। করন্ত, বোলন্ত ইত্যাদি ক্রিয়া প্রয়োগও অনেক আছে। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

গ্রন্থকারের নাম নছোরোল্লা খান। এইরূপে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

ধৈর্য্যবন্ত বীর্য্যবন্ত, মর্য্যাদার নাহি অন্ত,
পিতামহ হামিদুল্লাখান।
তান পুত্র কল্পতরু, বোরহানদ্দি জগগুরু,
রূপান্তর ইছুক সমান।
মহীপাল রোসাঙ্গের, ধবল মাতঙ্গেশ্বর,
নিজ মুখে প্রশংসিলা যারে।
তান পুত্র মহাবীর, অস্ত্রে শাস্ত্রে রণে স্থির,
ইব্রাহিম খান নাম ধরে।
তান পুত্র জ্ঞানবান, শ্রীসুজাওদ্দি খান,
পুণ্যবন্ত সঙ্গে তান বেলা।
অনেক গ্রামের পতি, যাকে কৃপা করি অতি,
নিজ কন্যা সমর্পিয়া দিলা।
তান পুত্র রূপবান, শ্রীযুত বাবুখান,
অবিরত ফকিরীতে মন।
ত্যজিয়া সংসার মায়া, প্রভু ভাবে চিত্ত দিয়া,
করিলেন্ত আগমে গমন।
আছিলেন পুত্র তান, শ্রীইছাহাক খান,
সরিয়ত খাদেম প্রধান।
তান পুত্র শীল ধর্ম্ম, ছৈদানী উদরে জন্ম,
সরিফ মনছুর গুণবান।
তান পুত্র অল্পজ্ঞান, হীন নছরোল্লা খান,
পাঞ্চালী রচিল শিশুবুদ্ধে।
শুন সব গুণিগণ, কৌতুহল করি মন,
ক্ষম মোর দোষ পাও যদি।

গ্রন্থকার স্থানান্তরে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

কল্পতরু জগগুরু শাস্ত্রেতে বিজ্ঞান।
পিতামহ কাজি ইছাহাক গুণবান।
তান পুত্র সরিফ মনছুর খোন্দকার।
* * *
রাস্তু দেশ নরপতি নামে ফতেখান।
যাকে মান্য করি বসাইলা বিদ্যমান।
রোসাঙ্গের নরপতি ভুবন বিখ্যাত।
যেবা গেছিলেন দিল্লীশ্বরের সাক্ষাত।
গ্রাম ভূমি আপনার অধীন করিয়া।
আনিলেক দিল্লীশ্বর স্থাহে যেবা গিয়া।

হেন জনে যাহাকে করিয়া আগুয়ান।
নমাজ করন্ত সঙ্গে যত মুছলমান॥
যাহার মধুর স্বর শোতবা শুনন্ত।
যাহাকে আলিম সব নিতি প্রশংসেন্ত॥

* * *

তান পুত্র নছরোল্লা আমি হীন জ্ঞান।
পাঞ্চালী পয়ারে কহি গুণিগণ স্থান॥

নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে গ্রন্থকারের পীরের (ধর্ম্মগুরুর) নামও জানা যাইতেছে।

অস্ত্রে শাস্ত্রে জগগুরু, দান ধর্ম্মে কল্পতরু,
পির হামিদাদ্দি গুণবান।
আখেরে তরান পার, করিবারে মোরে সার,
সেই বিনে গতি নাই আন॥

স্থানে স্থানে কবি তাঁহারই চরণে এইরূপ গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন :—

তান পদ পাদুকা মস্তকেত বান্ধিয়া।
হীন নছরোল্লা কহে পাঞ্চালী রচিয়া॥

চট্টগ্রামে 'কাছিম বাজার' বলিয়া কোন স্থান ছিল, কবি উল্লেখ করিয়াছেন। সেই স্থান কোথায়?

* * *

চাটিগ্রাম সহর মাঝার।
এক দিন মনোরঙ্গে, কতজন যুবা সঙ্গে,
গেলাম বাজারে ভ্রমিবার॥
নানা বাক্য আলাপিতে, হাসি রসি রঙ্গ চিতে,
চলি গেনু কাছিম বাজারে।
সেই বাজারের কাছে, এক উচ্চ গিরি আছে,
জাঁহা-নমা বলয়ে যাহারে।

* * *

পূর্ব্বকালে সে সহর, ছিল মহা কলেবর,
কুলশীল এক অধিকার।
সেই মহা গিরিপর, টঙ্গী এক মনোহর,
নির্ম্মিলেক চট্টগ্রাম পতি।

* * *

এই গিরি অনুপাম, জাঁহানমা থুইল নাম,
এথা বসি দেখে বহুদেশ॥

এখন ত ইহার নাম গন্ধও শুনা যায় না। চট্টগ্রামের কোন্ গিরিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, কি জানি?

কবি কোথাও আপন বসতি স্থানের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের যে সকল নাম দেওয়া গেল, তাহা চট্টগ্রামের মীরেশ্বরী বা নেজামপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। 'বোরহানদ্দি প্রভৃতি নাম নেজামপুর অঞ্চলে আছে, চট্টলের দক্ষিণ অংশে নাই। তথায় এরূপ নামকে 'নকারান্ত' করা হইয়া থাকে, যথা, বোরহানদ্দিন। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, কবির বাসস্থান ঐ অঞ্চলেই হইবে।

রচনা প্রণালী বিবেচনা করিলে নিঃসন্দেহে তাঁহাকে অন্ততঃ সার্দ্ধ শতাব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নিশ্চিত করা যাইতে পারে। ইহার আলোচনায় ইতঃপূর্ব্বেই অনেক স্থান দেওয়া গিয়াছে, সুতরাং আর নমুনা প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধ কলেবর বৃদ্ধি করা যুক্তি সিদ্ধ মনে করি না। এই গ্রন্থখানি চট্টগ্রাম আনোয়ারান্তর্গত ডোমরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আমির আলি চৌধুরীর নিকট আছে।

৫৪। ষড়ানন ব্রত-কথা।

গুয়া মেলানি পুস্তক।

কার্ত্তিক ব্রত।

আরম্ভ :—

অথ স্কন্দপুরাণে কাৰ্ত্তিক ব্রত উক্ত গুয়া মেলানি পুস্তক লিখ্যতে।

ঘোষা :—ওহে হরিবোল বোলিয় ভালো হে।

প্রথমে বন্দিলুম প্রভু ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
উক্ত পতি প্রলয় সৃষ্টি যাহার কারণ॥
গরুড়ের পিষ্টে বন্দম প্রভু গদাধর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি কর॥

তার পাছে বন্দম মুই দেব ত্রিলোচন।
ত্রিশূল ডুম্বুরু বৃষ আরোহণ॥
* * *
ওরিশা বন্দিয়া গাম * ঠাকুর জগন্নাথ।
নানা জাতি একত্র হইয়া খাএ ভাত॥
শুন শুন সর্ব্বলোক করি জোর হাত।
এমত প্রভুর লীলা নহি জানে জাত॥
উত্তরে বন্দিয়া গাম হেমন্ত কেদার।
যাহার প্রসাদে তাল যন্ত্রের সঞ্চার॥
চক্রশালা বন্দি গাম বুড়ারে শ্রীমাই। †
হাওলা বন্দিয়া গাম কালচান্দ গোসাই॥
ঝিওরি বন্দিলুম মুই বদরের মোকাম।
বাজালিয়া বন্দম মুই কাতালের পএজান॥
* * *
অতি পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
পুত্র কন্যা তান ঘরে কিছু না জন্মিল॥

শেষ :—

ধনপতি কালকেতু গুয়াত মেলান।
ফুলরা খুলনা দুই গুয়াত মেলান॥
শ্রীমন্তের হইল গুয়াত মেলান।
সকল প্রভৃতি হইল গুয়াত মেলান॥
শুন শুন ব্রতী সব হইয়া এক মন।
তোমার সবের হইল গুয়াত মেলান॥
মেঘনালে কাটে গুয়া মাজে দুই খান।
ক্ষীর নদীর সাগর হইতে চুন ভালো আন॥
সেই চুন দিআ তবে তুলাইল পান।
সুবর্ণের খিলান দিআ সেই পান তুলান॥
* *
জ্ঞাতি সকল আসি দিল দরশন।
ষষ্ঠী পূজা করিলেক করি শুভক্ষণ॥
অপুত্রারে পুত্র দেঅ দেব ষড়ানন।
পুত্র পৌত্রে রক্ষা প্রভু করহ আপন॥

ভণিতাঃ—

পুস্তক সমাপ্ত হইল কর সঙ্কলন।
শ্রীভৈরবচন্দ্র অধীনের এক নিবেদন॥
এই পুস্তক অতি ছোট জানিআ তখন।
সরস্বতী স্মরি কৈলাম পুস্তক রচন॥
আর এক নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
জরিবের সময় তবে শুনহ বচন॥
আমার জননী তখন ঘরে নাহি ছিল।
চোরে তস্করে তবে জিনিষ লই গেল॥
সকল সম্বল নিল জিনিষ জে জথ।
পুস্তক জে নিল যদি মনে উতকত॥
এই পুস্তকখান পড়ি রহিলেক।
উদ্ধার করিলাম আমি লিখিআ পুস্তক॥
এই পুস্তক তবে হইল সমাপন।
অধীনেরে বর দেঅ দেব ষড়ানন॥
তোমার চরণ মোর কণ্ঠের কবজ।
অধীনেরে কৃপা কর আপনে দেবরাজ॥

"ইতি সন ১২০০ মঘী তারিখ ২ কাত্তিক মতাবেক সন ১২৪৫ বাঙ্গালা মতাবেক সন ১৮৩৮ ইংরেজি তারিখ ১৬ আক্তুবর রোজ বুধবার বৈকাল বেলা চতুর্দ্দশী কৃষ্ণপক্ষ ক্ষেণে লিখা সমাপ্ত। শ্রীভৈরবচন্দ্র আউচ সাকিন দেবগ্রাম (বর্ত্তমান দেয়াং বা আনোয়ারা)।" অতি ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৫।

৫৫। রাজকুমার পরিণাম।

পদসংখ্যা—৩৯।

এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভের কোন নাম নাই। উক্ত নামটি আমরা দিলাম। ইহাতে কীর্ত্তিপাশা গ্রামের জমিদার রাজকুমার বাবুর হত্যাকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার দেওয়ান কিশোর মলানিশ (মহলানবিশ ?) বিষ প্রয়োগে উক্ত নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই কাণ্ড কখন ঘটিয়াছিল, এবং কীর্ত্তিপাশাই বা

* গাম —গাই (গান করি)।
† চক্রশালা, হাওলা, ঝিয়রি এবং বাজালিয়া গ্রাম সকল চট্টগ্রামে অবস্থিত। শ্রীমাই (শ্রীমতী), ক্ষুদ্র নদীর নাম। হিন্দুরা পূত সলিলা মনে করেন।

কোথায়, তাহার কোন উল্লেখ নাই। একটি অতীত ঘটনার সাক্ষী বলিয়া এখানে আমরা তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

আরম্ভ :—

কবিতা প্রবন্ধ কিছু করিএ প্রচার।
কীর্ত্তিপাশা গ্রামে ছিল বাবু রাজকুমার॥
তায়ের কীর্ত্তি যত, কৈমু কত, শুন্‌তে চমৎকার।
ধর্ম্ম শাস্ত্রে মতি সদাএ অতি সদাচার॥
একদিন খুসী হইএ, পাল্কীত চইড়ে, কাচারিতে যাএ।
কাচারিতে যাইআ বাবু নিকাশ তলব চাএ॥
বাবুর কপাল মন্দ, সময় মন্দ, ঘঠ্‌ল মন্দ দশা।
অকস্মাৎ লাগিল বাবুর জলের পিপাসা॥
দেওান তার কুলাঙ্গার কিশোর মলানিশ।
মেশ্রীতে মিশাইআ দিল হলাহল বিষ॥
ছিল তার মনে এত দিনে পূরাইল মনের আশা।
নিকাশে নিকাশ দিল সোণার কীর্ত্তিপাশা॥

শেষ :—

মনে ভাবে বাদ্‌সা হবে এটা মনে জানে।
তাহাতে পাষণ্ড হইল চন্দ্রকুমার সেনে॥

*　　　*　　　*

বড় ফেরববাজ ইংরাজ সহায় করিআ।
মলানিশের বংশে বাতি দিলেন জ্বালাইআ॥

ভণিতা :—

বোলে গঙ্গারাম দাস মনেতে ভাবিআ।
এবার আমি আইসাছি হে শ্রীকৃষ্ণ ভজিআ॥

৫৬। ত্রিপদী চৌতিশা।

কএ মাতা কাত্যায়নী।
খএ মা খাবর-পাণি।
গএ মাতা গজানন-আই॥
ঘএ ঘোরতর রূপা।
উমে উমা স্বরূপা।
চএ চতুর্ভুজা দেবী মাই॥
ছএ ছন্ন তারা গৌরী।
জএ জগজ্জনেশ্বরী।
ঝএ মাতা ঝটিত-কারিণী॥
ঞিএ নিত্য আনন্দিতা।
টএ টঙ্কার স্থিতা।
ঠএ মাতা বট ঠাকুরাণী॥
ডএ ডাবুশ পাণি।
ঢএ ঢক্কাকারিণী।
আনন্দে রুধিরে কর পান॥
তএ মা ত্রিশূলধারী।
থএ মাতা স্থানেশ্বরী।
দএ দুঃখ কর পরিত্রাণ॥
ধএ ধূম্র বদনী।
নএ নমো নারায়ণী।
পএ মাতা পর্ব্বত-নন্দিনী॥
ফএ মাতা রূপা ফণী।
বএ মাতা বারাহিণী।
ভএ ভক্ত ভবের ভাবিনী॥
মএ মাতা মহেশ্বরী।
যএ জগৎ গৌরী।
রএ রম্ভারূপা সনাতনী।
লএ লক্ষ্মই বট মাতা।
বএ বৈকুণ্ঠ স্থিতা
শএ মাতা শঙ্কর ঘরিণী॥
ষএ মাতা শাকাম্বরী।
সএ মা সঙ্কটেশ্বরী।
হএ মাতা হেমন্ত দুহিতা।
ক্ষএ ক্ষেম অপরাধ।
কর মাতা প্রসাদ।
রামলোচন দাসের বগ্রতা॥

এই কবির আরও একখানি চৌতিশা পরে উল্লিখিত হইয়াছে।

৫৭। লক্ষ্মী-চরিত্র।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারায়ণ লক্ষ্মী-দেবীর পতি।
পদতলে প্রাণমোহ দেবী সরস্বতী॥
গণেশ দেবতা বন্দম গৌরীর নন্দন।
হরগৌরী প্রণমোহ যথ দেবগণ॥

যেই ভাবে লক্ষ্মী দেবী সর্ব্বত্রে থাকিব।
যেই দোষ পাএ লক্ষী পুরুষ ছাড়িব॥
যেই সব নারী জান লক্ষ্মী দেবী ছাড়ে।
সেই সকল নারী জান লোকে না আদরে॥
তাহার বিধান কিছু শুন দিআ মন।
লক্ষ্মীর চরিত্র কিছু শুন বিবরণ॥
মেরু পৃষ্ঠে সুখে হরি আছন্ত বসিয়া।
লক্ষ্মীরে জিজ্ঞাসা করে কৌতুক করিয়া॥
কোন কোন স্থানে লক্ষ্মী ভ্রমিআ বেড়াও।
কোন দোষে লোক ছাড় তাহা মোরে কও॥

শেষ :—

শ্রীকৃষ্ণ চরণে ভক্তি করি নমস্কার।
পুরাণের মত রচি লক্ষ্মীর প্রচার॥

* * *

এই কথা শুনে যেবা ভক্তি পুরস্কারি।
অবিরত লক্ষ্মী দেবী থাকে তার পুরি।
উপহাস্য করে শুনি লক্ষ্মীর চরিত্র।
তাহার শরীরে লক্ষ্মী ছাড়ে আচম্বিত॥

* * *

সুখ দুঃখ সমান যে পূর্ব্ব জন্মের ধর্ম্ম।
মনে ভাবি চাহ লোক কর পুণ্য কর্ম্ম॥
শুন শুন সাধু লোক লক্ষ্মীর চরিত্র।
শুনিলে অধর্ম্ম হবে শরীর পবিত্র॥

ভণিতা :—

গুণরাজখানে ভণে শুন সর্ব্বজন।
পুরাণের মতে আমি করিলাম রচন॥

ক্ষুদ্র গ্রন্থ। পত্র সংখ্যা ৬; দুই পৃষ্ঠে লেখা। পূর্ব্ব-সমালোচিত পুঁথির সহিত স্থানে স্থানে সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। বঙ্গ-সাহিত্যে আর এক 'গুণরাজ খাঁ' পাওয়া গেল। হস্তলিপির তারিখ আধুনিক,—১২১৬ মঘী ৫ মাঘ। পয়ারের পদ সংখ্যা ১৪৬ মাত্র।

৫৮। আত্মনিবেদনী চৌতিশা।

এই চৌতিশা খানির নাম নাই। দারিদ্র্য-পীড়িত লেখক ধনলাভের জন্য ভবানী পদে আত্ম নিবেদন করিয়াছেন বলিয়া ইহার উপরোক্ত নাম দেওয়া অসঙ্গত নহে। পদ সংখ্যা ১৩৬। হস্তলিপি বড় পুরাতন নহে,—পঞ্চাশ বৎসরের কিছু কম।

আরম্ভ :—

প্রেমানন্দে ভজ মন ভবানীর চরণ।
পরকালে পাপ ছাড়ি তরিবে সমন॥
করজোড়ে করি স্তুতি শুন গো অভয়া।
কিঙ্কর জানিয়া মোরে দেয় পদ ছায়া॥
কপাল লিখন দুঃখ না যাএ খণ্ডন।
কৃপা করি বিঘ্ন মোর করহ মোচন॥

শেষ :—

ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমাবতী ক্ষেম অপরাধ।
খণ্ডাইয়া আপন মোর করহ প্রসাদ॥
খণ্ড তপস্যা কৈল জন্মিয়া সংসারে।
খেদ রৈল তুয়া পদ নারি দেখিবারে॥

ভণিতা :—

শ্রীরামলোচন দাস কাশ্মিসে বসতি।
রামদুলাল মুন্দারের প্রথম সন্ততি॥
শিবচরণ দেওআনজীর বটএ জামাতা।
সদাএ ভবানীর পদে করএ বগ্রতা॥

রচনা কাল :—

রুদ্র বসু চন্দ্র মঘী সন নিরূপণ॥
কর্কটেতে ত্রয়োদশ দিনেতে লিখন॥
কুজবার সিতপক্ষ পঞ্চমী তিথিতে।
সমাপ্ত হইল বেলা দশদণ্ড স্থিতে॥

পূর্ব্ব-সমালোচিত ত্রিপদী চৌতিশাও ইহার লেখা। কাশ্মিস (কাশীয়াইস), চট্টগ্রাম পটীয়া থানার একটি গ্রাম। ইহার

প্রণীত একটি শ্যামাসঙ্গীত ও একটি বৈষ্ণব-পদ পাওয়া গিয়াছে।

৫৯। সহস্রগিরি রাবণ-বধ।

ইহার হস্তলিপির তারিখ অপেক্ষাকৃত আধুনিক,—১২১৬ মঘী। পত্র সংখ্যা ১১। দুই পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ। রচনা পরিস্কার হইলেও নীরস।

আরম্ভ ঃ—বেদে রামায়ণেচৈব ইত্যাদি শ্লোক।

একদিন কৈলাসেতে মিলে দেবগণ।
বিরিঞ্চি প্রভৃতি যথ দেবের আগমন॥
দেবতা সকলে তবে হইল একন্তর।
বসিলেক সভা করি শিবের গোচর॥

*　　*　　*　　*

শিব পুজি একত্রে মিলিল দেবগণ।
বিষ্ণুর সঙ্গে কহে শিবে পুর্ব্ব বিবরণ।
হস্ত জোড়ে বোলে শিবে শুন নারায়ণ।
নাম মধ্যে রাম নাম পরম কারণ।
লঙ্কার রারণ রাজা দশমুণ্ড ধরে।
আর কোন রাবণ মারিল গদাধরে॥
সাতকাণ্ড রামায়ণে নাহি সেই গাথা।
শুনিবার শ্রদ্ধা মোর সেই পুর্ব্ব কথা॥
বিষ্ণু বোলে শুন কহি সেই সব বিবরণ।
সহস্রগিরি নামে রাজা আছিল রাবণ॥

শেষ ঃ—

সীতা বোলে শুন প্রভু করি নিবেদন।
বধিছি সহস্রগিরি শুন নারায়ণ॥

*　　*　　*

শ্রীরাম শুনিয়া তবে সীতার বচন।
বিস্ময় জন্মিল তবে শ্রীরামের মন॥
জগতের মাতা তুমি জানকী সুন্দরী।
প্রণাম করিব তোমার চরণেতে ধরি॥

*　　*　　*

সীতা বোলে শুন ওহে প্রভু গদাধর।
ব্রহ্মশাপ হেতু তুমি সকল পাসর॥
পতিএ কোথাতে দেখ পত্নী নমস্কার।
ত্রিভুবনে অকীর্ত্তি রাখিল গদাধর॥

*　　*　　*

সীতা বোলে কহি আমি শুন সর্ব্বজন।
এথেক ভাবিআ দেবী শাপিলা তখন॥
স্মরণ না হুঁক সবের যুদ্ধ বিবরণ।
জানকীর শাপ কভু না যাএ খণ্ডন॥

*　　*　　*

সর্ব্ব সৈন্য বিদায় দিআ রাম নারায়ণ।
পদ্মাবতী চলি গেলা আপনার স্থান॥
শুভলগ্ন করি রাম করিল গমন।
দেশেতে চলিআ গেল রাজা বিভীষণ॥

ভণিতা ঃ—

দেব রাম কেশবে বোলে, 　　গতি অতি মতিহীন,
কালীরূপে শত্রু করে ক্ষয়।

৬০। অনন্তব্রত কথা (পাঁচালী)।

ইহা সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রকায় হইবে। সমগ্র পাওয়া যায় নাই। তিন পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। অনন্তব্রত এদেশে এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তখন ইহা গীত হইত।

আরম্ভ ঃ—

প্রণমোহ নারায়ণ প্রভু নিরঞ্জন।
সর্ব্ব দেবগণ বন্দম দেবগণ চরণ॥
অনন্তব্রতের কথা শুন এক চিত্তে।
যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণেতে পুছেন্ত যেন মতে॥
যুধিষ্ঠির রাজা তবে চারি সহোদর।
সভা করি বসি আছে দেব গদাধর॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে শুন দেব নারায়ণ।
কোন মতে হএ মোর-পাপ বিমোচন॥

*　　*　　*

শ্রীকৃষ্ণ কহেন কথা ধর্ম্মরাজার ঠাই।
অনন্তব্রতে সম ত্রিভুবনে নাই॥

ভণিতা :—

দ্বিজ মাধবে ভণে অনন্ত চরণে।
কান্দিতে কান্দিতে মুনি প্রবেশিল বনে॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণ।

৬১। দক্ষযজ্ঞ গায়ন।

এই 'গায়ন' শ্রেণীর সমস্ত পুঁথিগুলি এইরূপ দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে এ সকল অভিনীত হইত না কি? এই পুঁথির অত্যল্প-মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা নাই। হস্ত-লিপি ১২১৫ মঘীর। বড় অধিক দিনের রচনা নহে।

আরম্ভ :—

অনুমতি দেও ভোলানাথ যাইব যজ্ঞেতে।
পিতের বাড়ী কন্যা যাইতে অপমান কি তাতে?
চিরদিনের আশা মনে, যাইব পিতের ভুবনে,
মিছে বাধা দেও গো কেনে ধরি চরণেতে।
যাবে সতি যাও তোমার যেমন ইচ্ছা হএ মনে।
থাক্‌লে তুমি থাক্‌তে পার গেলে
রাইখতে পারি না॥
তুমি আমার সাধনের ধন, হৃদে রাখ যতনে,
এই ভিক্ষে চাহি গো সতি, হায় গো সতি.
তোমা যেমন হারাইনে॥

কথা।

ওহে প্রাণসখি ভোলানাথকে দেখা করার
জন্যে যাব;
তোমার ইচ্ছা হইএ থাক্‌লে
অবশ্য যাইতে হএ॥

গান।

আমি মা বাপের ঝি, লোকে বোলবে কি,
পিতের বাড়ী কন্যা যাইতে, অপমান কি?
যাইতে ইচ্ছা হইল থেনে,
মিছে বাধা দেও গো কেনে,
মিছে বাধা দিও না গো ধরি শ্রীচরণে॥

দক্ষালয়ে সতি তোমার যাওয়া ত হবে না।
বিনা নিমন্ত্রণে গেলে মনের গৌরব রবে না॥

কথা।

ওহে প্রিয়ে, পিতের বাড়ী কন্যে যাইতে
আমন্ত্রণ কৈর্ত্তে হএ না; তুমি অনুমতি দেও।

৬২। রাধিকার বারমাস।

আরম্ভ :—

বৈশাখ মাসেতে কৃষ্ণ গেলা মধুপুরে।
বিরহ আনলে দগ্ধ করিআ রাধারে॥
বিদগ্ধ নাগরী পাইআ ছাড়ি গেলা মোরে।
বংশীরবে প্রাণি দহে শূন্য দেহ ঘরে॥

শেষ :—

চৈত্রে নিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ দরশন।
চন্দ্র চকোরে যেন হইল মিলন॥

ভণিতা :—

রামতনুর শিষ্য হএ শ্রীরামশরণ সেন।
এই বারমাস আমি পাইআছি এখন॥
দীননাথের শিষ্য হএ নামে ছত্রনারায়ণ।
অগনে গুরুর পদে করি আরাধন॥
আমার কনিষ্ঠ জান নামে শ্রীরাধামোহন হএ।
মম পুত্র শ্রীকালীকিঙ্কর নাম হএ॥
মম পিতার নাম হএ নামে ঘনশ্যাম।
খুলতা উৎসব রায় জানএ সংগ্রাম॥

পদ সংখ্যা ২৯। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী। লেখকের নিবাসস্থান চট্টগ্রাম—আনোয়ারা। অদ্যাপি বংশ আছে।

৬৩। স্বপ্নাধ্যায়।

আরম্ভ :—

পঞ্চ ভাই সহোদর রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাক্লেশ বনবাস করে মহাধীর॥
একদিন পঞ্চ ভাই গহন কাননে।
দেখিবারে ব্যাসদেব তথা আগমনে॥
ব্যাস দেখি পঞ্চ ভাই দণ্ডবত হইল।
পরম আনন্দ মনে তাকে জিজ্ঞাসিল॥

কহ কহ পিতামহ শুনিএ তোমাতে।
রাত্রি শেষে যথা স্বপ্ন দেখিতে প্রভাতে ॥
চক্ষু মুদিত স্বপ্ন দেখি প্রতিনিত।
দুঃস্বপ্ন কুস্বপ্ন কিবা হএ কদাচিত ॥

শেষ :—

দিবাতে দেখিলে স্বপ্ন সকল বিফল।
ভালো মন্দ দেখিলে না হইব বিকল ॥
স্বপ্ন দেখিলে নিদ্রা জাগিব কদাচিত।
শুচিত হইয়া কথা কহিব বিধিত ॥
জল মধ্যেতে যেবা করিছে ভোজন।
অবশ্য নৃপতি হয়ে শুনহ রাজন ॥
স্বপ্নে কুকুট পক্ষী দেখিছ মহাশয়ে।
পাইবা যে ভালো ভার্য্যা শুন মহাশয়ে ॥
দ্রুপদ রাজার ভার্য্যা (?) আছে স্বয়ম্বর।
তথাতে চলিয়া যাও পঞ্চ সহোদর ॥
স্বপ্ন দেখিয়া বন্ধুজনে না ভাবিব ভাল।
তবে সেই স্বপ্ন হইতে হইব জঞ্জাল ॥
এথ বলি ব্যাস দেব হইলা অন্তর্দ্ধান।
এই মতে স্বপ্নাধ্যায় হইল সমাধান ॥

ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পদ সংখ্যা ৮৮ মাত্র।

৬৪। লবকুশের যুদ্ধ।

ইহার কয়েকটি পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই নামে তিনখানি পুঁথি পাওয়া গেল;—একখানি পূর্ব্বে সমালোচিত হইয়াছে, আর একখানি পরে আলোচিত হইবে। সমালোচ্য পুঁথির ভণিতা পাই নাই। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী।

আরম্ভ :—

অশ্বমেধ কহি এক কৌতুক প্রসঙ্গ।
জয়মুনি ভারত মতে করি পদবন্ধ ॥
লবকুশ জন্মিলেক মুনি তপোবনে।
শব্দ পরিচয় নহে রাম দরশন ॥
সবে মাত্র দুই ভাই পরিমিত অস্ত্র।
পৃথিবীর সৈন্য সমে প্রভু রামচন্দ্র ॥
পিতাপুত্রে মহারণ অতি অসম্ভব।
লব কুশ স্থানে সব সৈন্য পরাভব ॥
কথদিন ভ্রমি ঘোর দেশ দেশান্তর।
দৈবযোগে নিজ দেশে আসিল অশ্ববর ॥
জাহ্নবী তরিআ গেল মুনির আশ্রমে।
লবে দেখি অশ্ব বান্ধে কদলীর বনে ॥
অশ্বের বন্ধন দেখি কোপ করি মনে।
কেবা দিছে কেবা দিছে পুছে জনে জনে ॥

৬৫। বিরস পাঞ্চালী—ভ্রমরপদ্মিনী।

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। অনেক স্থল পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহা বড়ই দুষ্পাঠ্য। এজন্য এতৎ সম্বন্ধে বিশেষরূপে কোন কথা বলা চলে না। গ্রন্থের নামটি যথাযথ লিখিয়া দিলাম। প্রণেতার নাম পাওয়া যায় নাই; হস্তলিপির তারিখ আধুনিক—১২১৫ মঘী। ভাষা গদ্য পদ্য মিশানো। নিম্নে নমুনা দেওয়া গেল। ইহা আধুনিক রচনা কিনা, আমি বলিতে পারি না :—

আরম্ভ :—

হেম ঋতু যথ দিন ছিলো, তথ দিন ভ্রমর কেতকী ইত্যাদি নানা ফুলের মধু খাইতো। পরে বসন্ত ঋতু আইসে উপস্থিত হওয়াতে পূর্ব্বাকার আহ্লাদে পদ্মিনীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাতে অনেক দিনের পর ভ্রমর আইসাতে পদ্মিনীর মনেতে পরিচিত্ন হইয়া ভ্রমরকে কি বলেছে তাহা শুন :—

শুন শুন ভ্রমরা বন্ধু, খাইয়া কেতকীর মধু,
রঙ্গে ভঙ্গে কৈরে ফের ছলা।
সাধে বোলে বার-যাইতে, সাধে এ বেড়াস্ পথে পথে,
পদ্মিনী হইয়াছে এখন হেলা ॥

তাইতে তোরে যাইতে বলি, শুনরে কমলের অলি,
প্রেমের কথা ছাপা নাহি রহে (রএ)
এখন হইয়া কেতকিনীর বশ, সদাএ করস্ রঙ্গরস,
দেখনা তোর ঐ চিহ্ন আছে গাএ ॥

(এস্থলে পদ্মিনী ভ্রমরকে যত সব দেবতা-দের চিহ্ন সকলের তালিকা দিতেছেন); যথা :—

'ব্রহ্মার চিহ্ন চতুর্মুখ কমণ্ডলু করে।
বিষ্ণুর চিহ্ন চতুর্ভুজ গদাচক্র ধরে ॥'
ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার পর একটি 'গায়ন'; তার পর,—

"পদ্মিনীর অতিশয় মান দেইখে ভ্রমর বৈলেছে :—

পদ্মিনীর দেইখে মান, ভাবে অলি অপমান,
বিনয় করিআ কাইন্দে বোলে।
শুন ওগো কমলিনী, তোমা বহি নাহি জানি,
কখন না যাই অন্য ফুলে ॥
আমি দেহ তুমি প্রাণ, ইথে কিছু নাহি আন,
আটা আছে পিরীতির খিল।
আমি যেইখানে যাই, তোমা হইতে গুণ গাই,
তোমা ছাড়া নাই এক তিল ॥
ভ্রমর-বিক্রীতি পদ্মিনী কাছে, এই কথা প্রসিদ্ধ আছে
আমি নাকি বন্ধ থাকি হইআ।
মিথ্যা অপবাদ দিএ, এবার সইবে লো প্রিয়ে,
কথা কহ সূর্য্য অস্ত যাএ ॥"

নিম্নের পরিচিত বাক্য দুইটি এই পুঁথি-তেও পাওয়া যাইতেছে :—

ওহে ভ্রমরা আমার কলঙ্ক হউক তাহে নাহি ডর।
তুমি মাত্র সুখে থাক ভাবি নিরন্তর ॥
আমি হৈলাম পুরাতন ফুরাইল মধু।
অখন কি দিআ মন ভোলাও বধু ॥

স্থানে স্থানে সুন্দর কথাও আছে, এই দেখুন :—

(১) ভাবিলে অলি তোমার গুণ,
জলেতে লাগে আগুন,
পাষাণ ভিন্ন হৈআ যায়।

(২) কৃষ্ণ প্রেমে ব্রজঙ্গনা কথ দুঃখ পাইলে।
কালো কোকিলের স্বরে বিরহিনী জ্বলে ॥
কালো নয়ানের তারা দুইকুল মজায়।
কালোজন দেখিলে পরে দ্বিগুণ জ্বালা হএ ॥
যার রূপে এতিন ভুবন হয় আলো।
সেই হৈলো কলঙ্কের শশী কলঙ্কের কালো ॥
তুই তো ভ্রমরা কালো আমি তোরে জানি।
দেখ মধু দান দিএ তোর হইলাম দোচারিণী ॥

গ্রন্থের পরিসমাপ্তি কিরূপ জানিবার উপায় নাই। ইহার পর আর লেখা হয় নাই।

৬৬। জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালী।

পূর্ব্বে এই নামের আরও একখানি পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। সেখানি ও এই-খানি মূলতঃ এক হইলেও ভিন্ন হস্তের রচনা। ক্ষুদ্র পুঁথি। পদ সংখ্যা ৭২। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ গণপতি গৌরীর নন্দন।
যাহার স্মরণে হএ বিঘ্ন বিনাশন ॥
সরস্বতী পাদপদ্মে প্রণতি করিয়া।
আহ্মার কণ্ঠেতে স্থিতি করহ আসিআ ॥
শিরে করি বন্দম্ উমা মহেশ্বর।
যাহার প্রসাদে তরি এ ভবসাগর ॥
জয় মঙ্গল চণ্ডিকার পাঞ্চালী যেবা শুনে।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয়ে তার চণ্ডিকা কারণে ॥
এক দিন কৈলাসেতে মহাদেব গৌরী।
নানা রঙ্গে পুষ্প ফুটে বোলেন অধিকারী ॥

শেষ :—

নমস্কার করি রম্ভা সুখ অন্নে বৈসে।
মরি গেল ভদ্রা চেরী চণ্ডীর আদেশে ॥
ভদ্রার পেলিল নিআ তেলাকুচি বন।
এহারে শুনিলে হরে দারিদ্র্য লক্ষণ ॥
* * *
স্বর্গ হোতে পুষ্প ঘন বরিষণ।
ভদ্রারে পেলিল নিআ জলের ভুবন ॥
পুত্রবধূ বরে কথা শুনে যেই জন।
রোগ শোক দরিদ্রতা খণ্ডে ততক্ষণ ॥
চণ্ডীর পাঞ্চালী যেবা পঠে শুনে গাএ।
লক্ষ্মী দেবী দৃষ্টিতে অলক্ষ্মী ছাড়ি যাএ ॥
ভক্তজনের মতি জন্মে করি নমস্কার।
পুস্তক বিশাল হএ না লিখিল আর ॥

"ইতি সেবক শ্রীমাগনদাস সেন সাং ববমা (জেলা চট্টগ্রাম)। ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণ ॥"

৬৭। লবকুশের যুদ্ধ।

এই পুঁথির প্রথম পাতা নাই। পত্র সংখ্যা ১৮; দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

দেখিল পড়িছে রণে শত্রুঘ্ন কুমার।
ভাই ভাই বোলিআ লাগিল কান্দিবার ॥
ধুলা ঝারি শত্রুঘ্ন রথে তুলি লইল।
কথ দুরে সেই দুই বালক দেখিল ॥
দেখিআ লক্ষণ বীর ভাবে মনে মনে।
গর্ভবতী সীতারে এড়িল এই বনে ॥
বাল্মীকি আসিআ সেই নিলেক সীতারে।
দৈবে বুজি এ দুই সীতার কুমারে ॥
এথ ভাবি পরিচয় পুছে লব স্থানে।
সত্য করি কহ শিশু হও কোন জনে ॥

শেষ :—

এথেক কহিআ তবে দেব প্রজাপতি।
চলিল যে নিজ পুরে দেবের সঙ্গতি ॥
তখনে ভূতল হোন্তে শব্দ নিঃসরিল।
শান্ত হও রামচন্দ্র পৃথিবী বলিল ॥
ইহলোকে সীতা সঙ্গে নাহি দরশন।
গীত শেষ রামায়ণ করএ শ্রবণ ॥
ক্রোধ সম্বরিলা রাম অনেক যতনে।
পৃথিবীর বচনে রাম ব্রহ্মার বচনে ॥

ভণিতা :—

লোকনাথ সেনে কহে, না করিঅ শোক ভয়ে,
রাম পুনি যাইব দেশেতে ॥

"ইতি লবকুশের যুদ্ধ সমাপ্ত। স্বাক্ষর শ্রীছাত্র নারায়ণ আউচ। ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণ।"

৬৮। সত্যপীরের পাঞ্চালী।

এই পুঁথিখানি পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রাচীন-পুঁথিগুলি একরূপ প্রহেলিকা মাত্র। এই পুঁথিরই আর একখানি নকল পাইয়াছি, তাহাতে 'ফকির চান্দ' ভণিতা আছে। আবার অদ্যকার সমালোচ্য পুঁথিতে ভণিতা দেখিতেছি, দ্বিজ পণ্ডিতের; অথচ মূল বিষয় একই, স্থানে স্থানে দুই এদের পার্থক্য আছে মাত্র। অদ্যকার পুঁথির প্রারম্ভের এই দুইটি চরণ নুতন :—

প্রণমোহ আদি দেব আদি নিরঞ্জন।
অনাহেতু কৈলা প্রভু জগত সৃজন ॥

ভণিতা :—

পীরের চরণতলে, দ্বিজ পণ্ডিত বোলে
কৃপা কর সাধু দুই জন ॥

নিম্নলিখিত শব্দগুলি আলোচনার যোগ্য বোধে এখানে দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিয়া দিলাম
নিকার=দাসী কর্ম্ম।

আর এক দিন তবে সাধুর কুমারী।
নিকার করিতে গেল ব্রাহ্মণের বাড়ী ॥

নিশ্চয়ার্থক 'টি' স্থলে 'খানি' প্রয়োগ :—

তা দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সাধুর কন্যাখানি।
তারা সবে শুনিয়া জে বলিলেক বাণী ॥

অথান্তর = বিপদ।

এথাতে ঠেকিল এক অথান্তর বাণী।
মাএ ঝিয়ে দুই জনে করএ জে ছিন্নি ॥

ছাপা = (নৌকা) ঘাটে লাগা।

শ্বশুরে ছাপাইছে নৌকা জামাতা হইছে তল।
তা দেখিয়া মাএ ঝিএ কান্দিয়া বিকল ॥

"ইতি সন ১১৮২ মঘী তারিখ ১৯ ফাল্গুন রোজ বৃহস্পতিবার। এই লুস্তকের হক মালিক শ্রীবৈষ্ণবচরণ চৌং পীং কীর্ত্তিচন্দ্র চৌং।" পত্র সংখ্যা ১২। দুই পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক।

৬৯। পরাদ (প্রহ্লাদ) ভক্তের চৌতিশা।

পদ সংখ্যা ১৩৬।

আরম্ভ :—

করজোড়ে পরাদে করএ নিবেদন।
করুণা সাগর হরি তুমি নারায়ণ ॥
কাটিবারে চাহে মোরে জনক দুর্ব্বার।
কাতর হইলুম রক্ষা কর এইবার ॥
খরতর দৈত্য সবে বেড়ি চারি ধার।
খাণ্ডাএ কাটিতে চাহে শরীর আহ্মার ॥
খগপতি নাথ তুমি জগতে খ্যাতি।
খণ্ডাও আপদ মোর প্রভু যদুপতি ॥

শেষ :—

সাতালি পর্ব্বতে তুলি মারিল পাছার।
সারিলা আপনে মোরে না কৈলা সংহার ॥
সকল তোহ্মার মায়া জানিলুম নিশ্চয়।
শরণাগতেরে রক্ষা কর দয়াময় ॥
হরষিতে যাইমু প্রভু বৈকুণ্ঠ নগর।
হিত কর আপনে আসিআ গদাধর ॥
হুহুঙ্কারে দৈত্য সৈন্য করিলা সংহার।
হইলুম দাসের দাস রক্ষ এইবার ॥
ক্ষেপিআ অসুর সৈন্য করহ সংহার।
ক্ষিতিতলে খ্যাতি রাখ আপনার ॥

ভণিতা :—

ক্ষম অপরাধ মোর প্রভু গদাধর।
ক্ষীণ সীতারাম দন্তে মাগে এইবর ॥

'প্রহ্লাদ'—"ডলয়োরভেদঃ" সূত্র মতে 'পড়াদ' হওয়াই উচিত নহে কি ?

৭০। বিদ্যাসুন্দর (গায়ন)।

শুনিতে পাই, 'গায়ন' শ্রেণীর সমস্ত কাব্য-গুলি এদেশে পূর্ব্বে অভিনীত হইত। এই-গুলি বর্ত্তমান কালের নাটকের অভাব পূর্ণ করিত, সন্দেহ নাই। আবার দেখিতেছি, প্রায় সব 'গায়ন' গুলিই একই ধরণের। আলোচ্যমান গ্রন্থখানির ভাষা মার্জ্জিত; রচনা কোন সময়ের বলা যায় না। লেখকের নাম নাই। হস্তলিপির তারিখ ১২০২ মঘী অর্থাৎ ৬১ বৎসর পূর্ব্বে। সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। আরম্ভ এইরূপ :—

জগদম্বে তোমার অপার লীলে অনন্ত মায়াএ
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সদাকাল পুরন্দর।
বসে আছে তদুপর (?) তোমার লীলাএ ॥
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা কাশীবাসিনি।
অন্নের জন্যে হইলেম ছন্ন ত্রিশূলপাণি।
তোমার চরণ পুজিএ দশাননেরে বধিএ,
রামচন্দ্র রাজা হলে কল্লেন আপনি।
কেলুয়া ডাবিস্ ফিরে আর।
দিএশলাই আনেছিলাম বিকাই না গো আর ॥

এইরূপে মেথর, মেথরাণী দিয়া গ্রন্থের অবতারণা। কোনটি কাহার উক্তি, সহজে নির্দ্দেশ করা যায় না। স্থানে স্থানে ভাষা

সুন্দর। মালিনীর উক্তির কিছু নমুনা দেখুন :—

"একলা প্রাণে ক'দিক যাব,
পড়াছি এক বিষম লেটাএ।
যে দিকে না চাইএ দেখি, সেই দিগেতে
সব রৈএ যাএ।
পাড়াতে না গেলে পরে, বিরহিণী প্রাণে মরে,
মালঞ্চে না গেলে পরে, কুসুম কলি সব
লুটে যাএ।"

৭১। গোবিন্দ-বিজয়।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে এই গ্রন্থখানি বোধ হয় প্রকাশিত হইয়াছে। নাম সম্বন্ধে এই বৈষম্য কিরূপে হইল, বলা যায় না। ইহা ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ মাত্র। আমি দশম স্কন্ধের অনুবাদ পাইয়াছি। রচয়িতার নাম মালাধর বসু। তাঁহার উপাধি গুণরাজ খাঁ। ইহা গৌড়ের সম্রাট হোসেন শাহার প্রদত্ত। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই 'গুণরাজ খাঁ' উপাধির ভণিতা। 'মালাধর বসু' ভণিতা কেবল এক স্থানে পাইয়াছি। বাবু দীনেশ-চন্দ্র সেন মহোদয় কবির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। তাহা একাদশ স্কন্ধের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে কি ?

'বাপ মোর ভগীরথ মাও ইন্দুমতী।
তাহার প্রসাদে মোর নারায়ণে মতি।

এই দুই ছত্র ভিন্ন তাঁহার আত্ম-বিবরণী সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই।

প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পত্র সংখ্যা ১৩৭। দুই পৃষ্ঠে লেখা। আনুমানিক চরণ সংখ্যা ১৪৭৪২। পয়ারে অধিকাংশ স্থান লেখা। বিস্তর সুন্দর স্থান আছে। তাহা ছাড়া, প্রাচীন-সাহিত্যের বিভক্তি প্রভৃতির চিহ্ন সংগ্রহ পক্ষে এই গ্রন্থ-খানি অতি মূল্যবান পদার্থ।

দেখা যাইতেছে, এই গ্রন্থ রচনা সময়ে বাঙ্গালা ক্রিয়াগুলি কতকটা সংস্কৃতের অনু-যায়ী নিষ্পন্ন হইতেছিল। অবশ্য বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ার কথাই বলিতেছি। সংস্কৃতে বচনভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়,—বাঙ্গালায় কেবল একবচন ও বহুবচনের রূপই চলিত। যেমন, 'করন্তি', 'চলন্তি' 'করসি' ইত্যাদি।

সপ্তমী বিভক্তিতে কিছু বিশেষত্ব ছিল। 'রে', 'এ', এবং 'তে' তিনটিই ব্যবহৃত হইত। যেমন, 'দেশেরে', 'দেশএ', 'দেশেতে'। পরবর্ত্তী কালে 'রে' বিলুপ্ত হইয়াছে এবং 'এ' পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'ক' চিহ্ন ছিল। যেমন, বাপুক, বৎসক। পরবর্ত্তী সময়ে 'এ' যোগ হইয়া 'কে' হইয়াছে।

আর আর কথার এখানে আলোচনার স্থান ও সময় নহে। এই গ্রন্থের হস্তলিপির তারিখ "স্বস্তি সৌর মাঘস্য সপ্তবিংশ দিবসে চন্দ্রদণ্ড স্থিতে পুস্তিকা সমাপ্ত। সন ১১৫১ মঘী তাং ২৭ মাঘ শ্রীরামহরি দাস পীং জয়নারায়ণ দাস, স্বঅক্ষর। আমলে শ্রীশ্রীযুক্ত কালীচরণ দেবানজীউ। যেই দিন কৈলগাতা রাহি করিলেন সেই দিন।"

৭২। লঙ্কাকাণ্ডে মহীরাবণ।

এই গ্রন্থখানির মোট পাঁচ পাতা পাওয়া গিয়াছে। দুই পৃষ্ঠে লেখা। লেখকের নাম শ্রীভৈরবচন্দ্র আউচ, সাকিন আনোয়ারা। হস্তলিপির তারিখ সন ১২৪০ বাঙ্গালা। প্রথমে কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে; শেষাংশ পাওয়া যায় নাই।

আরম্ভ :—

বন্দম প্রভু নারায়ণ অনাদি নিধন।
ক্ষীরোদ সাগরে প্রভু তুমি (নারায়ণ) ॥
লক্ষ্মী স্বরস্বতী বন্দম করিয়া ভকতি।
শঙ্কর পার্ব্বতী বন্দম কার্ত্তিক গণপতি ॥
বেদের বেধানে বন্দম দেব পদ্মাসন।
অষ্ট লোক পাল বন্দম দেবতা পবন ॥
চন্দ্র সূর্য্য প্রণমোহ য়ার পুরন্দর।
দশরথ রাজা বন্দম অজের কোঞর ॥

* * *

বাল্মীকি প্রভৃতি বন্দম জথ মুনিগণ।
যাঁহার প্রসাদে হইল পুস্তক রাবায়ণ* ॥
একে একে প্রণমোহ জথেক দেবতা।
কৃষ্ণ সনে রাধা বন্দম রাম সনে সীতা ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুসার।
দেবী সরস্বতী জান কণ্ঠেতে যাহার ॥
শুন শুন সর্ব্বলোক অপূর্ব্ব কথন।
মনে মনে বিরোধিয় রাজা দশানন ॥
পাত্র মিত্র কেহ নাহি শান্তাইতে রাবণ।
সিংহাসনে বসি রাজা করএ ক্রন্দন ॥

উদ্ধৃতাংশে কৃত্তিবাসের যে নাম আছে তাহাকেই ভণিতা বলিয়াছি। ইহা সত্য নাকি ?

৭৩। চাণক্য-শ্লোকের অনুবাদ।

অনেকখানি অনুবাদ পাওয়া গেল। সবগুলি একজনের কৃত বলিয়া বোধ হয় না। একটারও অনুবাদকের নাম নাই। সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনেক নীতি-কবিতা চাণক্য-শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; অথচ সংখ্যার অষ্টোত্তরশতটিই আছে। মুদ্রিত চাণক্য শ্লোকের অনেক শ্লোক বাদ দিয়া অন্যান্য গ্রন্থের শ্লোক তৎস্থানাধিকার করিয়াছে। দুইটি শ্লোকের অনুবাদ এই :—

(১) উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রু বিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সহায় যে হয়।
দুর্ভিক্ষে আর শত্রুবৃন্দে সদয় ॥
বিপদে বিপদ যাহার সমান জ্ঞান।
সেই সে বান্ধব বলি প্রধান ॥

(২) পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখং ॥
পর হস্তে কার্য্যনাশ করে যেই জন।
সমুখেয় কঅ প্রিয় মধুর বচন ॥
বিষ পরিপূর্ণ কুম্ভ মুখে মাত্র ক্ষীর।
এমত দুর্জ্জন মিত্র তেজিবেক ধীর ॥

হস্তলিপির তারিখ আধুনিক—১২১৬ মঘী। প্রাপ্তিস্থান আনোয়ারা।

৭৪। ছাতন—ময়নাবতী-পুঁথি।

এই পুঁথির প্রকৃত নাম "লোর চন্দ্রানী ও সতী ময়না"। পুঁথিখানির উপখ্যানাংশ দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগে লোর রাজ ও চন্দ্রানীর বৃত্তান্ত প্রকটিত; এবং দ্বিতীয় ভাগে ছাতন ও ময়নাবতী রাণীর প্রসঙ্গ মুখ্যতঃ বর্ণিত হইয়াছে। লোর গোহারী নামক দেশের রাজা, ময়নাবতী তাঁহারই প্রথমা মহিষী; চন্দ্রানী মোহরা নামক দেশের রাজকুমারী,—পরে লোরের দ্বিতীয়া মহিষী হয়েন। 'পদ্মাবতী'কাব্যে অমর কবি সৈয়দ আলাওল সাহেব

"যেহেন দৌলত কাজী 'চন্দ্রাণী' রচিল।
লস্কর উজির আসরকে আজ্ঞা দিল ॥"

এই বাক্যে যে চন্দ্রানীর ইঙ্গিত করিয়াছেন, এই সেই (লোর) চন্দ্রানীর পুঁথি।

এই পুঁথির প্রথমভাগ অপেক্ষা দ্বিতীয়

---

* হস্তলিখিত অনেক পুঁথিতে রামায়ণ শব্দের পরিবর্ত্তে রাবায়ণ দেখা যায়।

ভাগ শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর। এই কারণে পাঠক মহলে দ্বিতীয় ভাগেরই বেশী আদর; এবং এই কারণেই পাঠক সমাজ মূল পুঁথি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দ্বিতীয় ভাগকে ছাতন ময়নাবতী পুঁথি নামে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। আরও একটা বিশেষত্ব এই যে, দ্বিতীয় ভাগ বুঝিবার জন্য প্রথমভাগ জানা না থাকিলেও চলিতে পারে;—তাহাতে মর্ম্মপরিগ্রহের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে না। বস্তুতঃ 'ছাতন-ময়নাবতী পুঁথি' কবির স্বপ্রদত্ত নাম নহে।

কবিবর দৌলত কাজী পুঁথিখানি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম ভাগ সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয় ভাগের কিয়দংশ রচনার পর তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়; 'লোর চন্দ্রানী'ও (সচরাচর পুঁথিখানি এই নামেই বেশী পরিচিত) বহুদিন অসম্পূর্ণাবস্থায় পড়িয়া থাকে। বহুদিন পরে (কত দিন পরে বলা যায় না। সম্ভবতঃ 'পদ্মাবতী' ও সয়ফল মুলুক বদিয়জ্জমাল' রচনার পর) কবি আলাওল এই অসম্পূর্ণ পুঁথির অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিয়া দেন। বঙ্গীয়-সাহিত্যজগতে এক কবির আরব্ধ কার্য্য অন্য কবির হস্তে সম্পন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত তৎকালে ইহাই প্রথম কি না, জানি না।

চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য রোসাঙ্গের বা পূর্ব্বকালীন মগরাজাদের ইতিহাস আমাদের একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রোসাঙ্গের বা মগদের কোন ইতিহাসই এই পর্য্যন্ত পাইতে পারি নাই। রোসাঙ্গের ইতিহাস পাইতে পারিলে কবি দৌলত কাজী ও আলাওলের সময়-নির্ণয় সহজেই হইত।

রোসাঙ্গের রাজা 'রুস্তধর্ম্ম সুধর্ম্মার' আমলে—তাঁহারই রাজসভায় থাকিয়া কবি দৌলত কাজী উক্ত রাজার 'লস্কর উজির' আসরফ খাঁর আদেশে 'লোর চন্দ্রানী'র রচনা আরম্ভ করেন। এতদধিপতির পরবর্ত্তী চতুর্থ রাজা 'শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার' আমলে তাঁহারই সভায় থাকিয়া 'শ্রীমন্ত ছোলেমান' নামা রোসাঙ্গের কোন মহাত্মার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া কবি আলাওল 'লোর চন্দ্রানীর' শেষাংশ সম্পূর্ণ করিয়া দেন। সুতরাং বহুদিন পরেই 'লোর চন্দ্রানী' সমাপ্ত হইয়াছিল, বলা অসঙ্গত নহে। স্থানান্তরে আমরা আলাওলের গ্রন্থাবলীর সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি; এবং ভবিষ্যতে কবি দৌলতের সময় নির্ণয় ও গ্রন্থ সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিব বাসনা আছে বলিয়া অদ্য তৎপ্রসঙ্গে বাক্যব্যয় অনাবশ্যক বিবেচনা করি। সংক্ষেপতঃ বলা যাইতে পারে যে, কবি দৌলত কাজী ষোড়শশতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

কবি আলাওলের জন্মস্থান গৌড়ের ফতেয়াবাদ—জালালপুর হইলেও তিনি চট্টগ্রামেই জীবনাতিবাহন করিয়াছিলেন। কবি দৌলত কাজীর জন্মস্থানের উল্লেখ পুঁথিতে না থাকিলেও তিনি রোসাঙ্গবাসী ছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে। রোসাঙ্গের রাজসভা তখন মুসলমান উজির ওমরাহেই অলঙ্কৃত ছিল, বোধ হইতেছে। মহাত্মা মাগন ঠাকুর, শ্রীমন্ত ছোলেমান, সৈয়দ মছা, সৈয়দ মহম্মদ খান, মজলিশ নবরাজ, সৈয়দ ছউদ শাহ, এবং লস্কর উজির আসরফ খাঁ, ইঁহারা সকলেই রোসাঙ্গরাজদরবারের উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি

পাঠে জানা যাইতেছে। ইঁহাদের কাহার জন্ম কোথায়, জানিবার উপায় নাই। চট্টগ্রাম রাউজানের এলাকাধীন কদলপুর নামক গ্রামে 'লস্কর উজিরের দীঘি' বলিয়া একটি প্রকাণ্ড জলাশয় অদ্যাপি প্রতিষ্ঠাতার নাম ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। সম্ভবতঃ এইটি লস্কর উজির আসরফ খাঁরই কীর্ত্তি চিহ্ন হইবে। চট্টগ্রামে প্রাচীন গৌরবের অনেক ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে ;—নাই কেবল সেই দিন,—নাই কেবল তাহার খোঁজ করিবার লোক! হা মাতঃ জন্মভূমি! যাঁহারা তোমার মুখ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম, তাঁহারা তোমার প্রতি উদাসীন,—তোমাকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। আর অন্ন-চিন্তা-বিষধর-দংশন-কাতর এই অভাগার চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে তোমার পদসেবার প্রবল বাসনা থাকিলেও তোমার কি কাজই বা করিতে পারিবে ?

'লোর চন্দ্রানীর' দ্বিতীয় ভাগ বড়ই সুন্দর, আগেই বলিয়াছি। 'ছাতন' কোন ধনবানের পুত্র ; ময়না রাণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎসমাগমাশে 'রতন'মালিনীকে দূতী নিযুক্ত করে। মালিনী নানা কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াও ময়না রাণীর সতীত্ব টলাইতে পারিল না! অবশেষে ষড়ৠতুর মোহকরী বর্ণনায় রাণীর মন টলিবে ভাবিয়া ঋতুবর্ণনা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই ঋতুবর্ণনাই এই খণ্ডের সৌন্দর্য্য সার। ইহার ভাষা ব্রিজবুলী মিশ্রিত। প্রাচীন পুঁথিতে বর্ণবিন্যাসবিভ্রাটের কিরূপ প্রাবল্য, পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকগণ বেশ জানেন ; তদুপরি মুসলমানের লেখা হইলে ত কথাই নাই। 'লোর চন্দ্রানী' চট্টগ্রাম হইতে বহুদিন পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল মুসলমানদেরই জন্য। গ্রন্থখানি জাতি নির্ব্বিশেষে পঠিত ও আদৃত হওয়ার উপযুক্ত। মুসলমানদের মধ্যে প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনের যোগ্য লোক খুব কম আছেন ; সুতরাং 'লোর চন্দ্রানী' (তথা 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি কাব্যও) সে অতি কদর্য্যভাবেই মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য! অধিকাংশ স্থলেই অর্থবোধ হয় না ; এমন কি অনেক স্থলের ভাষাকে বাঙ্গালা না বলিয়া অন্য কোন ভাষা বলা যাইতে পারে। তাই এ গ্রন্থখানি বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বলিয়া রাখা উচিত, এ প্রকাণ্ড গ্রন্থ বর্ণিত আখ্যানটি হিন্দু আখ্যান।

একখানি মাত্র হস্তলিপি আশ্রয় করিয়া প্রাচীন পুঁথির সুন্দর আলোচনা সম্ভব নহে। এই পুঁথির ভাষা ও কবিত্বের নমুনা স্বরূপ নিম্নে কয়েক স্থান হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

মালিনীর উক্তি।

রাগ—দক্ষিণান্ত শ্রী।

প্রাণি মোর দহে দহে।

রাজার নন্দিনী কেন রে ময়না, এত দুঃখ সহে ॥ ধু।

প্রথম বরিষা দেখ প্রবেশ আষাঢ়।
বিরহিণী বিরহ বাড়এ অতি গাঢ় ॥
মদন অসিক জিনি নীরকলা ঘন।
শিখরে নাচএ শিখী ধরিআ পেখন ॥
নবনীর পানে মত্ত চাতক চপল।
পিউ পিউ উচ্চস্বরে ফুকারে মঙ্গল ॥
কেহ নাচে কেহ গাএ সারস বিহঙ্গ।
দোলএ দম্পতী সব মদন তরঙ্গ ॥
আইসএ পন্থিক জন বধু প্রেমগুণি।
নির্জ্জন সঙ্কেত সুখ বরিষা রজনী ॥

নিজ গৃহে অনুসারি আইসে বণিজার *।
বরিষা নিকটে কান্ত না দেখি ময়নার॥
যার ঘরে নিজ কান্ত করএ বিলাস।
কামাকুল কামিনী না ছাড়ে কান্তপাশ॥
তুই ময়নার দুঃখ দেখি বিরহে তাপিনী।
এ বোলিআ ভূমি পড়ি বিলাপে মালিনী॥

মালিনীর বিনয়।

রাগ—সুহই।

তোর দুঃখ দেখি　　মুঞি মরি যাম,
　　বোলে ছুরি দেও রাণী।
মালতী ভোমরা,　　যেন সমাগম,
　　চারু ছৈলা † দেও আনি॥ ধু।
দেখ ময়নাবতী,　　প্রথম আষাঢ়,
　　চৌদিগে সাজে গম্ভীর।
বধুজন প্রেম,　　ভাবিতে পন্থিক,
　　আইসএ নিজ মন্দির॥
যার ঘরে কান্ত　　সব সোহাগিনী,
　　পুরএ মনোরথ কাম।
দুর্লভ বরিষা　　তমসী রজনী,
　　নির্জ্জন সঙ্কেত ঠাম॥
দারুণ ডাউক,　　দাদুরী ময়ূর,
　　চাতকে নিনাদে ঘন।
তা ধ্বনি শুনিতে　　শ্রবণে বিরহিণী,
　　ছোহএ মনে মদন॥
যাবন্তে বয়েস,　　কেলি কলা রস,
　　পুরএ মনোরথ জানি।
হট পরিপাট,　　মান উপরোধ,
　　চাতুরী তেজ কামিনী॥
বৃদ্ধ হৈলে নারী,　　যুবকের বৈরী,
　　ফিরি তাকে না পুছারি।
জাইব যৌবন,　　নিশির স্বপন,
　　জীবন দিবস চারি॥
হরি মধুপতি　　মান রসবতী,
　　মতি ভোর তোর ছাঞি। ‡
অবধি অন্তর,　　ফিরি না পুছল,
　　আর তোর কি বড়াই॥
শুনহ উকতি,　　করহুঁ ভকতি,
　　মানহ সুরতি রাই।
নাগর সুজন　　মিলাইয়া দেও,
　　রাধার কোলে কানাই॥
কহেন্ত দৌলত,　　সতী সৎপথ,
　　না তেজে যাতে প্রাণ।
লস্কর নায়ক　　রস বানি জার
　　শ্রীযুত আসরফ খান॥

আষাঢ় মাসের 'ময়নার উত্তর' উদ্ধার করিতে না পারায় শ্রাবণ মাসের উত্তরটা তুলিয়া দিলাম।

ময়নার উত্তর।

রাগ—উত্তর।

মালিনী কি করব বেদনা তোর।
লোর বিনে বাম ভি বিধি ভেল মোর॥
শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর।
তবে মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর॥
মদন অসিক জিনি বিজলীর রেহা।
তর্কএ যামিনী কম্পয় মোর দেহা॥
না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল।
আন পুরুষ নহে লোর সমতুল॥
লাখ পুরুষ নহে লোরের স্বরূপ।
কোথায় গোময় কীট কোথায় মধুপ॥
গরল সদৃশ পর পুরুষের সঙ্গ।
দংশিয়া পলায় যেন একাল ভুজঙ্গ॥
বিরহ পীড়ারি ধনী জপয়তি লেহা।
লস্কর নায়কমণি রসগুণ গাহা॥

এইরূপ দৌলত কাজীর রচনা; কবি আলাওলের রচনাও কতকটা দেখুন :—

---

* বণিজার—বণিক, সওদাগর।
† ছৈলা—ছেলে ?

‡ ছাঞি (স্বামী) কোমল করার জন্ত 'স' কে অনেক স্থলে 'ছ' করা হইয়াছে।

ময়নার উত্তর।

সঘন গর্জ্জন করে বিষ বরিষণ।
যাহার নাহিক স্বামী সংশয় জীবন॥
ডাউক দাদুরী রবে হিয়া জ্বলে ফুকে।
গরল বরিখে কর্ণে শিখিনী কুহকে॥
বায়ু বৃষ্টি হইলে শীতল হয় তনু।
মোহর শরীরে জ্বলে বাড়ব কৃশানু॥
কোকিল দোরেক নাদে কর্ণে ফুটে শাল।
বিচটির পত্র প্রায় জাগে পুষ্পমাল॥
চতস্‌সম চন্দনে অন্তর ধিক্ জ্বলে।
কলি পরে পলি যেন লিপয় কুলালে॥
কণ্টক ফুটয় অঙ্গে কোমল শয্যাত।
প্রিয় বিনে মোর গৃহে লাগয় উৎপাত॥
পুষ্পের সৌরভে নাসা শ্বাস বন্ধ হএ।
সলিল বিহীনে হিত অহিত করয়॥
হিত শত্রু হইল জীবন কিসে আর।
নহে অনুচিত বাক্য বোল বারে বার॥
বিরহ মাতঙ্গ নিবারএ সিংহ-পতি।
সিংহ শৃগালের নহে একত্রে বসতি॥
নিজ পতি বিনে ভিন্ন নাগরের সঙ্গে।
নাগরিকা নারীর মনে উপজয় রঙ্গে॥
ধাই বলি সহমু তোম এথ দুর্ব্বচন।
অন্য হইতে শাস্তি তারে দিতুম ততক্ষণ॥

স্থানে স্থানে কথার ও ছন্দের বাঁধুনির উদাহরণ যথা :—

দৌলত কাজী রচিত।

(১) মাঘের পঞ্চমী কি মোর গুণ,
কামপুরে মোর হইল শুন।
কি মোর জীবন রে!
জীবন যৌবন জঞ্জাল-জাল,
ধাত্রি হইল মোর প্রাণের কাল॥
তাতে ধাত্রি কহে রঙ্গের বাণী,
খায়েত লবণ মিলাএ আনি॥
হাস পরিহাস বিকল ধাত্রি।
মুক্তিরেবে আকুল ছাত্রি হারাই॥

* * *

কুলটা মালিনী কুপথে চলে।
নোহাকে কুপন্থে লই যাইতে চলে॥
সহজে মালিনী জাতিএ হীন।
সুজনর পিরীতি মরণ চিন॥

(২) নবচুত অঙ্কুর কিসলয় মঞ্জুল,
রঞ্জিত তরুলতা পুঞ্জে॥
কোকিল কাকলী, কল কল কুঞ্জিত
ললিত ললিত নিকুঞ্জে॥
কেতকী চম্পক, কদম্ব মরবক,
বকুল নকুল রঙ্গে।
তেরইতে মধুর, মধুপানে মধুকর,
মালিনী মন বিহঙ্গে॥

আলাওল-রচিত।

(৩) চন্দ্রিমা চন্দন দহে যেন অঙ্গ।
বারিখে বাদর বিষের তরঙ্গ॥
মলয় সমীর আনলের তুল।
কঠিন কণ্টক মালতির ফুল॥

(৪) তরণি প্রচণ্ড, ধরণী খণ্ড খণ্ড,
গগন খণ্ড খণ্ড বাজেউ।
বাহির দিনকর, বিরহ অন্তর,
নিদাঘ সময় কঠিনে॥ ধ্রু।

আর নমুনা প্রদর্শন অনাবশ্যক। গ্রন্থ শেষে গ্রন্থসমাপ্তিজ্ঞাপক একটা তারিখ আজ পুঁথি নিকটে না থাকায় উদ্ধৃত করিতে পারিতেছি না। কালটা আলাওলের দেওয়া। আমাদের অঙ্গীকৃত প্রবন্ধে পরে তাহার আলোচনা হইবে। পরিষৎ এই পুঁথি-খানির উদ্ধার করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের কলেবর ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহায় হইবেন, আশা করি।

৭৬। শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন।

গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। মোট পত্রসংখ্যা ১১; কিন্তু প্রথম ৩ পাত নাই। ক্ষুদ্র পুস্তক। অতি কদর্য্য হস্তলিপি। অনেক স্থলে পাঠ অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

যে ভণিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহা যদি ঠিক হয়, তবে বঙ্গ-সাহিত্য ও চণ্ডীদাসের জীবনে নূতন আবিষ্কার হইল, বলিতে পারা যাইবে। ভণিতাগুলি এইরূপ :—

(১) চণ্ডীদাসে বোলে সার।
কৃষ্ণ গতি সভাকার॥
(২) যশোদায় দিল কৃষ্ণ শ্রীদামের কোলে।
রাধাকৃষ্ণ পানে চাহিয়া চণ্ডীদাস বোলে॥

ভণিতাগুলি আমাদের প্রথিতনামা কবি চণ্ডীদাসের কিনা, বিচারের পূর্ব্বে ইহার কবিত্বাদি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাউক।

শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণের কপট-মূর্চ্ছায় অপনয়ন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। অতি সহজ বিষয়, সকলেই জানেন। মৎ-প্রকাশিত 'রাধিকার মানভঙ্গের' যেইছন্দ, এই গ্রন্থেও সেই ছন্দ স্থানে স্থানে সামান্য ইতর বিশেষ মাত্র। আবার, বাসুদেব ঘোষের 'গৌরাং চরিত' বা গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পটি'তেও এইরূপ ছন্দ দেখিতেছি। চণ্ডীদাসের রচনার মত সহজ রচনা বঙ্গ-সাহিত্যে আর নাই। সমালোচ্য গ্রন্থেরও একটা অলঙ্কার—সহজ রচনা। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে সে কথা সহজে সমর্থিত হইবে।

রাণী বলে বৈদ্যরাজ আমি ত না চিনি।
কি ঔষধে ভালো হয় আমার নীলমণি॥ ধু।
রাণী বোলে বৈদ্যরাজ নাম ধর।
নীলমণিকে রক্ষা কর॥
বৈদ্য বোলে নন্দরাণী কহি তোমার ঠাঁই।
কত ধন দিবা রাণী তাহা বোল চাই॥
রাণী বোলে নন্দপুরে জন্ম রত্নমণি।
সকল দিলাম আমি যাদব নিছনি॥
এই সব ধন জদি মনে নহি ধরে।
দাসী করয়া নিয়া যাও নন্দ-যশোদারে॥
আঞ্চল পাতিল আমি।
বাছা ভিক্ষা দেহ তুমি॥

আরও কিঞ্চিৎ দ্রষ্টব্য :—

রাধে বোলে কলঙ্কিনী হইয়াছি আমি
সব লোকের ঠাঁই।
কেমনে আনিব জল যমুনাতে যাই॥ ধু।
নিবেদি তোমার ঠাঁই।
আমার সমান কলঙ্কিনী নাই॥
মনের দুঃখ নিবারিতে যাই যার ঘরে।
শ্যাম-কলঙ্কিনী বলি খোটা দেহি মোরে॥ ধু।
দুঃখ নিবেদিতে যাই।
বোলে আইল কলঙ্কিনী রাই॥
তৃষ্ণাযুক্ত হৈয়া আমি যার ঠাই খুজি পানি।
সেহ বোলে ঐ আইল রাধা কলঙ্কিনী॥
যশোদাও বোলে রাধা শুনহ বচন।
জল আনি রক্ষা কর কানাইর জীবন॥ ধু।
তুমি বহি কে মোর আছে।
কৈব দুঃখ কার কাছে॥

এখন আমরা বলিতে পারি, এরূপ সহজ রচনা, এরূপ সরল কল্পনা চণ্ডীদাসের লেখনীরই উপযুক্ত। "চণ্ডীদাস" গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "যদিও চণ্ডীদাসের কোন পৃথক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।" এ পর্য্যন্ত বঙ্গ-ভাষায় একাধিক চণ্ডীদাস কবির আবির্ভাব জানা যায় নাই, ইহাও এ গ্রন্থকে চণ্ডীদাসের রচিত বলিবার পক্ষে একটা যুক্তি বটে।

বলা বাহুল্য, প্রাচীন সাহিত্যসুলভ সকল বিভক্তি চিহ্নাদি এ গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইবে। অসমাপিকা ক্রিয়া গুলি প্রায় 'য' ফলা দিয়া লিখিত,—যেমন, 'করয়া,' 'বল্যা' ইত্যাদি।

আর একটি নূতন কথা জানা যাইতেছে। উত্তম পুরুষে প্রথম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহার নূতন নয় কি ?

তৎ যথাঃ—

(১) (যদি) না বোল তুহ্মি।
মর‍্যা যাবে অভাগিনী আহ্মি॥

(২) যদি আহ্মি মর‍্যা যাবে।
বধের ভাগী তুহ্মি হবে॥

গ্রন্থের শেষ এই :—

রাণী বোলে য়গো রাধে নেয় গোবিন্দেরে।
তোমার ঘরেতে রইলে দেখিবাম তাহারে॥
তোমার অধীন কৃষ্ণ দেবে সে হইয়াছে।
দাস তুলা হৈয়াছে তাহা কিনিয়া লৈয়াছে॥ ধু।
যদি তোমার দয়া থাকে।
পুত্র দান দেয় মোকে॥
শুনিয় রাণীর বাণী,
কহে রাধে সুবদনী,
লৈয়া যাও তোমার গো নন্দন।
কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ দেখি,
রাধার অন্তরে সুখী,
করিলেক চরণ বন্দন॥
শ্যামের বামে দাঁড়াইল,
দুই হরষিত হইল,
দুই প্রেমে ছরসিত হৈল সর্ব্বজন॥ ধু।
শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল,
ভক্তের আনন্দ হইল।
সবে হরি হরি বোল,
শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল॥

"ইতি শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮২ মঘী তারিখ মাহে ১৮ ফাল্গুন রোজ বুধবার বেকাল বেলা। এই বৈহর মালিক শ্রীকাশীনাথ দেয়দাস পীচরে রাম মোহন চৌধুরী।" (সাকিন সম্ভবতঃ আনোয়ারা)।

পাঠক মহাশয় লক্ষ্য করিবেন, 'রাধিকার মানভঙ্গে'র পরিসমাপ্তিও প্রায় এইরূপ। একখানি পূর্ণাঙ্গ হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীদাসের এই কীর্ত্তি রক্ষার জন্য সকলে চেষ্টিত হউন।

৭৭। জন্মধূপাচার।

আরম্ভ :—

হাতে ধূপঝারি মাথাএ করম্ সেবা।
অবধান করম্ নাগবেদমাতা॥
জাইতে জাইতে শিব সরস্বতী তীরে।
পিছে ফিরি চাহে শিব দেবী নাহি সঙ্গে॥
জাইতে জাইতে শিব সরোবর তীরে।
সরোবরে গিআ দিষ্টি করিল সত্বরে॥

শেষ :—

ধূপ দিআ পড়ম্ জে তুয়া রাঙ্গা পাএ।
সেবকেরে বর দেহ বিষহরী মাএ॥
নহি জানি জপ স্তব ন জানি ভকতি।
অপরাধ ক্ষেম মোর জয় পদ্মাবতী॥

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। পদ সংখ্যা ৫০এর ঊর্দ্ধ নহে। পূর্ব্বে সমালোচিত 'মনসার ধূপাচারে'র সহিত মূলতঃ সাদৃশ্য আছে। ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১১৯৩ মঘীর লিখিত।

৭৮। ছকিনার বারমাস।

পদসংখ্যা ১৮।

এই খানি মুসলমানী বিষয়। ছকিনা— আমাদের নবিবংশের একজন বিবি। যুদ্ধে পতিকে হারাইয়া এই 'বারমাসি' গাহিয়াছেন।

আরম্ভ :—

ফাল্গুন মাসের ভোগ কাউ খেলে রসে।
আমাকে ছাড়িয়া প্রভু গেল কোন দেশে।
কান্দিয়া ছকিনা কহে মধুরস বাণী।
মুকুতা ঝরণি বরে দুই আঁখির পানি॥
চৈতল মাসের ভোগ শুনল গোসাই।
স্বামী হেন দরদবন্ ত্রিভুবনে নাই॥

এবে জানিলুম মুই স্বামী বড় ধন।
হস্তে চন্দ্র দিয়া বিধি কৈল বিড়ম্বন॥

শেষ পাত পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ কোন মুসলমান কবির রচনা।

৭৯। জ্ঞান-চৌতিশা।

পদ সংখ্যা প্রায় ১৪০।

আরম্ভ :—

আজি সে অক্ষর আদি চৌতিশার ভিন্ন।
আজির আকৃতি নাহি অক্ষরের চিহ্ন॥
আজিরে প্রণাম কৈলে সঙ্গে আজি পায়।
আজি অনাদি দেব বন্দম মাথাএ॥
কদাচিত না ছাড়িও আপনার বল।
কুটুম্ব অধীন হইলে জীবন বিফল॥
কুৎসিত আচার কর্ম্ম কভু না করিও।
কুচক্রা লোকেরে জাই ইষ্ট না বলিও॥

শেষ :—

হিত উপদেশ কথা যতনে পালিব।
হীন জনের সেবা কৈলে মহিমা টুটিব॥
হরিষ হইয়া হরি বোল বারে বার॥
হরির চরণ বিনে গতি নাই আর॥
ক্ষয় না করিয় কাল মায়াতে ভুলিয়া।
ক্ষয় কর সর্ব্বপাপ গোবিন্দ ভজিয়া॥
ক্ষীরোদ নিবাসে প্রভু দেব ভগবান।
ক্ষেম অপরাধ প্রভু ভজিলুম চরণ॥

ভণিতা নাই। "স্বাক্ষর শ্রীদাতারাম বিশ্বাস, সাকিন সাধনপুর, থানা সাতকানীয়া সন ১২০১ মঘী তাং ৮ আশ্বিন।"

৮০। মোহ-মুদ্গর প্রস্তাব।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পূর্ব্বে একবার 'মোহ-মুদ্গর' পুঁথির আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহার রচয়িতা পুরুষোত্তম দাস। ১৭০১ শাকের লিখিত আর এক খানি হস্তলিপিতে আমরা এই রকম ভণিতা দেখিয়াছি :—

অধম রাঘব দাস যুগপাণি হৈআ।
বিষ্ণুভক্ত গুণ কহে সংক্ষেপ করিআ॥

মূলতঃ দুই খানির মধ্যে ঘটনা সাদৃশ্য আছে, বলিতে পারিলেও, দুই খানিই অবিকল এক পুঁথি কিনা এখনও দেখিবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু অদ্য আবার সেই হস্তলিপির শেষ পাত মাত্র পাইলাম, তাহা প্রোক্ত পুঁথিদ্বয় হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। কোন ভণিতা নাই। নিম্নে শেষাংশটি উদ্ধৃত হইল।

মোহ মুদ্গার স্থানে বিদাএ করিলা॥
আলিঙ্গন করি কৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ কৈলা॥
তোহ্মরা সকল মোর প্রাণাসমচর।
অবশ্য পাইবা দেখা গোলকে আহ্মার॥
কৃষ্ণের পদ ধরি হস্তে মস্তকেতে দিলা।
নঅানের জল দিয়া পাও পাখালিলা॥
রথে আরোহিআ কৃষ্ণ দ্বারিক চলিলা।
অবহেলে মায়ামোহ সব পাশরিলা।
কনাঞ্চলি (?) * দিয়া সবে জয়ধ্বনি দিলো।
সন্তোষ হইআ হরি দ্বারিকা চলিল॥
কৃষ্ণে বোলে পার্থবীর চল হস্তিনাতে।
আহ্মিএ চলিআ জাই পুরী দ্বারিকাতে॥
জার জেই গৃহে রহে করিলা গমন।
পার্ব্বতীর স্থানে শিবে কহিলা কথন॥
শিবে বোলে শুনিলান কার্ত্তিকের আই।
দেবী বোলে শুনিলাম জগত গোসাই॥
ভক্তি করি কৈলা দেবী শিবেরে প্রণাম।
তোহ্মার প্রসাদে মোর পূর্ণ মনস্কাম॥
শুন শুন সাধু ভাই হইআ সাবধান।
ভারতের পুণ্য কথা অমৃত সমান॥

* করতালি?

বিষ্ণুভক্ত মোহমুদগর অদ্ভুত চরিত্র।
জনম সফল হইল শরীর পবিত্র॥
এক মনচিত হইআ জে সবে শুনএ।
পাপ তাপ দুরে জাএ সম্পদ বাড়এ॥
এক মন হইআ শুন ভক্তিযুক্ত হইআ।
বিষ্ণুপুরে জাএ সেই চতুর্ভুজ হইআ॥

"ইতি মোহমুদ্গর পরন্তাপ সমাপ্ত। ইঃ সন ১১৭৯ মঘী তারিখ মাহে ১৫ বৈসাক। শ্রী× ছিরাম আইচ দাস স্বঅক্ষরমিদং ইতি।" পত্র সংখ্যা ১২ লেখা আছে। নকলের স্থান বোধ হয় আনোয়ারা।

৮১। শনি চরিত্র।

এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। কয়েকটী অযত্নলিখিত পত্র মাত্র পাইয়াছি। পত্রগুলি যেন 'মুসাবিদা' লেখা বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থলে কাটা ছিঁড়া, অপাঠ্য ও অশুদ্ধ। 'ষষ্ঠীচরণ' ভণিতা আছে। সম্ভবতঃ প্রথিতনামা ৺মহাত্মা ষষ্ঠীচরণ মজুমদার হইবেন। ইনি জম্মুরাজের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার জীবনকাহিনী অদ্ভুত ঘটনাবলীতে পূর্ণ। নিবাস চট্টগ্রাম—পটীয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী—এই প্রবন্ধ লেখকের স্বগ্রামেই। যৌবনে দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া দেশত্যাগী হয়েন; অল্পদিন পরেই প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। কয়েক বৎসর হইল, কাশীধামে ইনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার উন্নতিশীল বংশ ও জমিদারী আছে।

হস্তলিপিটি কবিরাজ মহাশয়ের স্বহস্তের বলিয়াই বোধ হয়। একখণ্ড কাগজের উপরিভাগে লেখা আছে, "শ্রীকালী পাদপদ্মে শ্রীষষ্ঠীচরণ।" ইহা পাওয়াও গিয়াছে তাঁহার বাড়ীতে। এই কারণেই ইহাকে আমরা তাঁহার রচিত অনুমান করিতেছি। আশা আছে, তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতা ও ভ্রাতষ্পুত্রগণ এই অদ্ভুতকর্ম্মা মহাত্মার জীবনকাহিনী সাধারণে একদিন প্রচারিত করিবেন। *

ইঁহার রচিত অনেক শ্যামাসঙ্গীত আছে বলিয়া শুনিয়াছি। ২।১টী আমাদের নিকটও আছে। নিম্নে একটি তুলিয়া দিতেছি। আবার, "শুকাখ্যানলহরী" বলিয়া আরও একখানি গ্রন্থে তাঁহার ভণিতা দেখা যাইতেছে। তাহারও আদ্যন্ত কিছুই পাই নাই। সেইটি পরে সমালোচ্য। আলোচ্যমান পুঁথির নাম 'শনিচরিত্র' কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কোথাও স্পষ্ট কিছু লেখা নাই।

ইহার প্রারম্ভে গুরুবন্দনা, গণেশবন্দনা, অভয়াবন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, সর্ব্বদেববন্দনা, গ্রহবন্দনা এবং শনিবন্দনা। তার পর ভূমিকা হইতে প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ। ভূমিকার আরম্ভ এইরূপ :—

শ্রীগুরু গণেশ শক্তি সর্ব্বদেবগণ।
চরণ বন্দিয়া বলি শুন সর্ব্বজন॥
দীনহীন হই আমি অতি ক্ষুদ্রমতি।
শণির গ্রহস্ত কিছু করিবারে মতি॥
পূর্ব্বকালীন রাজা ছিলেন শ্রীবৎস রাজন।
শনিরিষ্টে হইএ আগে ভ্রমাইল বন॥
রাণী সনে মহারাজা চলিল বনেতে।
বনপন্থে নদী পাইয়া ভয় পাইল চিতে।

ভণিতা :—

তব পদ পঙ্কজে, অলিরূপে যেই মজে,
সেই যায় অমর-ভুবন।
পাদপদ্মে অলি করি, রাখ মোরে সুরেশ্বরী,
ষষ্ঠীচরণের এই আকিঞ্চন॥

---

* এই কাগজগুলি কবিরাজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র আমার প্রিয় বয়স্য ইন্দ্রকুমার মজুমদার ও গীত কয়টি প্রিয় কৃষ্ণকুমার মজুমদার আমাকে দিয়াছেন।

তাঁহার একটি গীত এই :—

আমার কি হবে কালিকে !
জীবনযাত্রা গত মাগো করি আজি কালিকে ॥
(মা) মজিয়ে বিষয় সম্পদে, না ভজিলেম ঐ পদে,
পড়েছি বিপদে নৃমুণ্ডমালিকে।
এ ভবসিন্ধু অকূল, সাতারি না পাই কুল,
কুলকুণ্ডলিনী কুলনগবালিকে ॥
প্রাণ যায় গো শঙ্করী, না পেলেম শ্রীপদতরী,
শ্রীষষ্ঠীচরণতরী ত্রিলোকতারিকে ॥

৮২। তাল-মালা।

পূর্ব্বে এ অঞ্চলে সঙ্গীতবিদ্যার বড়ই আদর ছিল। তাহার প্রমাণ, এতদঞ্চলে প্রাপ্ত সঙ্গীত বিষয়ক বিবিধ পুঁথি। রাগ তালের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে সেকালের অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। কেহ নিজ গ্রন্থের নাম দিয়াছেন—'তালমালা,' কেহ বা 'রাগমালা,' কেহ বা 'ধ্যানমালা' দিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থের পারস্য রীত্যনুযায়ী নামও আছে, দেখিয়াছি ; যেমন, 'রাগনামা,' 'তালনামা'। আমাদের নবাবিষ্কৃত বৈষ্ণব কবি আলিরাজার কৃত 'ধ্যানমালা'র বিষয় অতঃপর আলোচিত হইবে।

এই সকল গ্রন্থে সাধারণতঃ রাগতালের জন্ম, কোন্ সময়ে কোন্ রাগতাল ব্যবহার্য্য, কোন্ রাগের ভার্য্যা কে, কাহার বেশভূষা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় সকল আলোচিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে রাগতালের ইতিহাসাদি লিখার পর সংস্কৃতে একটী 'ধ্যান' দেওয়া আছে, পরে তাহার অনুবাদ। ইহার পর উক্ত রাগে গেয় একটি প্রাচীন সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপে তৎকালের প্রায় সকল সঙ্গীতগুলিই এ সকল গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। সঙ্গীতগুলি নানা লোকের রচিত। প্রায় সবই বৈষ্ণব পদাবলী। এই সকল পদাবলীই আমি পূর্ব্বে 'পূর্ণিমায়' ও 'সাহিত্য-সংহিতায়' ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিয়াছি।

প্রাচীন পুঁথির বর্ণবিন্যাস প্রণালী কিরূপ অদ্ভুত, বলা নিষ্প্রয়োজন। তাহাতে সংস্কৃত ভাষা হইলে ত স্পর্শ করিবার উপায়ই নাই! 'সঙ্গীত দামোদরাদি' সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে 'ধ্যান' গৃহীত হইয়াছে কিনা, জানি না। মাদৃশ অল্প সংস্কৃতাভিজ্ঞ লোকের নিকট এই সকল 'ধ্যানের' উদ্ধারের প্রত্যাশা কেহই করিবেন না, জানি। এজন্য নিম্নে একটি 'ধ্যানের' পয়ারানুবাদ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া কৌতূহলী পাঠকবৃন্দকে উপহার প্রদান করিতেছি :

রামক্রিয়া রাগিণীর পয়ার।

আইল রামক্রিয়া দেবী পরম রূপসী।
সুগন্ধি কুসুম হস্তে মুখ পূর্ণশশী ॥
তপ্ত সুবর্ণ প্রায় সোণার বর্ণ তনু।
অমলা বিমল বর্ণে রূপে ফুলধনু ॥
কথেক কহিতে পারি সেরূপ প্রতিমা।
দেবগণ মধ্যে জেন রূপের প্রতিমা ॥

রামক্রিয়া রাগিণী গীয়তে।

সই দেখরে রঙ্গকেলি।
নাট মন্দিরে নাচে রাধা বনমালী ॥ ধু।
খেলে রাই কানু মিলি দুই তনু।
সেই রূপে উজলে এ জিনি কোটী ভানু ॥
খেনে খেনে শ্যামনাগর গোকুলে ব্যাপিত।
শ্যামরূপ হেরিআ রাধা হরসিত ॥
কহে ছৈয়দ আইনদ্দিনে আনন্দ কথা।
শুনিতে শ্রবণে সুখ পাও যথা তথা ॥

এমন অনেক পদ সমালোচ্য গ্রন্থে আছে। দুঃখের বিষয়, অনেকটি অসম্পূর্ণ ও পাঠ-বিকৃতি-দুষ্ট। ইহাতে নিম্নলিখিত কবিগণের গীত পাওয়া যায়ঃ—দ্বিজ রঘুনাথ, শ্রীচান্দ রায়, ছৈয়দ আইনদ্দিন, গোপীবলভ, ছৈয়দ মর্ত্তুজা, হরিহর দাস, নাছিরদ্দিন, গএআজ, আলাওল, ভবানন্দ, আমান, সেরচান্দ, শিবরাম দাস, এবং হীরামণি। অনেক কবিতার ভণিতা পাওয়া যায় না। এই 'তালমালা'র মালিক ঠিক জানা যায় না। তবে এক স্থানের ভ্রমসঙ্কুল অংশ হইতে 'ফাজিল নাছির মহম্মদ'কে নির্দ্দেশ করা যায়। আর—

'মঘী সন পরিমাণ, এগাড় শ আট জান,
শকাব্দা সতর শ চলিশ বৎসর।'

এ বাক্যটি গ্রন্থ রচনার কাল কি না, নিশ্চয় বলা যায় না। আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এই গ্রন্থের শেষভাগে তালের 'গৎ' দেওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অধুনা এই সকল রাগ তালের ব্যবহার দেখা যায় না। নিম্নে 'ললিতাঙ্গ' তালের গৎ তুলিয়া দিতেছি।

"গেগেতা ২ গেগেতা গীদিতা, ঘেনিতা কেতা দ্বিত গিদিতা, ঘেনিতা কেতা দ্বিত ঝা ; (তার ঘাত জথা) দ্বিত ঝা ২ গীতিতা ঘেনি কেতা ঝা গীতিতা ঘেনিতা কে ঝা ঝা তেনিতা, কেতেনা গীরিতা ঘেনিতা, কেতাহিত ঝা।"

পত্র সংখ্যা ২৩। দুই পৃষ্ঠে লেখা। "এই পুঁথির মালিক শ্রীছত্র নারায়ণ আউচ চৌং (সাং আনোয়ারা) স্বাক্ষর লিখনং—আদরসর (আদর্শের) মালিক শ্রীবাবুরাম মুং সাং রাগনি আ। ইতি সন ১১৯০ মঘী তারিখ ২ আস্রাণ রোজ কুজবার।"

৮৩। সত্যনারায়ণের পাঞ্চালী।

আরম্ভঃ—নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি শ্লোক।

কালিকামঙ্গল জদি কৈলা গদাধর।
করজোড়ে জিজ্ঞাসিলা হস্তিনা ঈশ্বর॥
শুন নারায়ণ হরি প্রভু গুণনিধি।
কলিযুগে অবতার কোন কৈলা বিধি॥
দুষ্ট কলিযুগ দেখি মনে লাগে ভয়।
শুন শুন নারায়ণ কৃষ্ণ মহাশয়॥
কিরূপে হইব সৃষ্টি কেমত প্রকার।
করিবেক কোন ধর্ম্ম কেমত আচার॥

এইরূপে, ভূমিকায় কলিযুগের ফলাফল অনেক দূর বিস্তৃত। প্রস্তাবারম্ভ এইরূপঃ—

অবশ্য ছাড়িআ আহ্মি সত্যরূপী হইব।
পৃথিবীতে যেবা পুজে অনৈক্য করিব॥
নানা উপহার দিআ পুজিব সমাই।
ভক্তিরূপে দিলে পুজা আহ্মি তারে পাই॥
* * *
ভক্তিএ মানস করি যে মাগস্থি বর।
আপদ খণ্ডাই তার বাড়াই নিরন্তর॥
* * *
এ সকল কথা জথ শুনিআ রাজাএ।
দণ্ডবত হইলেক গোবিন্দের পাএ॥
দয়ার সাগর প্রভু দেব নারায়ণ।
তুষ্ট হইআ নৃপতিরে দিলা আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির যদি হইল মিলন।
দ্বারিকাতে গেল প্রভু দৈবকী নন্দন॥
হস্তিনা পুরীতে রৈলা পাণ্ডব নন্দন।
কিরূপে জাইমু স্বর্গে চিন্তা হইল মন॥
মহাপ্রভু গোবিন্দের মহিমা অপার।
কাল পাইআ সত্য পুজা করিল প্রচার॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশ ধরিআ কপটে।
বসিলেন গিআ প্রভু সমুদ্রের তটে॥

শেষ :—

জয় জয় শব্দ হইল সকল সংসারে।
যুবতী সকলে মিলি করে জয়কারে॥
মঙ্গল করিআ নৌকায় তুলিলেক ধন।
সহস্র মুদ্রা ভাঙ্গি পুজে সত্য নারায়ণ॥
নিয়মিত দ্রব্য বস্তু উপহার দিআ।
সমুদ্রের কুলে পুজে রচনা করিআ॥
সাধুরে প্রসন্ন হইলা সত্যনারায়ণ।
মনোরথ সিদ্ধি হইল আনন্দিত মন॥

* * *

পাঞ্চালী শুনিআ জেবা অবজ্ঞা করএ।
যমপুরে গিআ সেই নরক ভোগএ॥
ভক্তি যুক্ত হইআ খাএ প্রসাদ পুজার।
মনবাঞ্ছা সিদ্ধি হএ বাড়এ সংসার॥
জেবা গাএ জেবা শুনে সত্যদেবের পাঞ্চালী।
অন্তকালে স্বর্গ পাএ বাড়ে ঠাকুরালী॥

ভণিতা :—

(১) দ্বিজ রঘুনাথে কহে শুন সভাগণ।
লাচারী প্রবন্ধে কিছু কহিমু কথন॥

(২) দ্বিজ রামকৃষ্ণের বাণী, শুন সাধুর কন্থাখানি,
সত্য দেব কর আরাধন॥

'লাচারীর' ১০টি চরণ ভিন্ন সমস্তই পয়ারে লেখা। এই 'লাচারী'তে ভিন্ন সর্ব্বত্রই রঘুনাথের ভণিতা আছে। তাই 'রামকৃষ্ণ' ভণিতার যাথার্থ্য সম্বন্ধে মনে সন্দেহ হয়। ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৯; দুই পৃষ্ঠে লেখা। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী ২৫ পৌষ।

মুসলমানের সত্যপীর, হিন্দুর সত্যনারায়ণ একই। তাই সত্যপীর পাঞ্চালীর সহিত ইহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য।

৮৪। চাণক্য শ্লোকের অনুবাদ।

চাণক্যের নীতিবাক্যগুলি অখণ্ড সত্য; তাই লোকের মুখে কথায় কথায় এই সকল শ্লোক শুনা যায়। নানা লোকে নানারূপ অনুবাদ করিয়া নীতিগুলি বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচারিত করিয়াছে। অন্যের রচিত অনেক নীতি বাক্যও চাণক্য শ্লোকের অন্তর্গত হইয়াছে। পূর্ব্বেও আমরা একথা বলিয়াছি। নিম্নে চারিটি শ্লোকের অনুবাদ প্রদর্শিত হইল।

(১) পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥
পর দ্বারায় কার্য্য নষ্ট করে যেই মিত্র।
সাক্ষাতে বোলয়ে প্রিয় সাধুর চরিত্র॥
বিষকুম্ভ দেখি যেন দুগ্ধের পিধান।
হেন মিত্র ত্যাগিবেক চিন্তিয়া কল্যাণ॥

(২) অল্প কিঞ্চিৎ শ্রিয়ং প্রাপ্য নীচো গর্ব্বায়তে লঘুঃ।
পদ্মপত্র তলে ভেকাঃ মন্যন্তে দণ্ডধারিণঃ॥
পাইয়া যে অল্প লক্ষ্মী যে কিছু কিঞ্চিৎ।
গর্ব্ব করে নীচ জনে বড়হি তুরিত॥
পদ্মপত্র তলে ভেকে করে অনুমান।
মাথে ছত্র ধরিয়াছে হেন করে জ্ঞান॥

(৩) নদীতীরে চ যে বৃক্ষাঃ যা চ নারী নিরাশ্রয়া। ইত্যাদি।
যে বৃক্ষ সকল থাকে নদী সন্নিহিত।
যেই নারী হয়ে আর আশ্রয় বর্জ্জিত॥
মন্ত্রী না থাকএ জান যেই মহীপাল।
তাহার জীবন পুনি নহে চিরকাল॥

(৪) খলঃ করোতি দুর্ব্বৃত্তং নুনং ফলতি সাধুষু।
দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যাৎ মহোদধেঃ॥৩৫
খল দুষ্ট জন যদি দুশ্চরিত্র করে।
নিশ্চয়ে সে ফল পুনি ফলে সাধুতরে॥
রামের রমণী সীতা হরে দশানন।
তার লাগি মহোদধি হয়েত বন্ধন॥

অনুবাদকের নাম নাই। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী।

৮৪। শুকাখ্যান-লহরী।

ইতিপূর্ব্বে ৮১ সংখ্যক পুঁথি সমালোচনায় বলিয়াছি, ইহার আদ্যন্ত কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল কয়েকটি যথেচ্ছলিখিত ভ্রান্তিসঙ্কুল পত্রমাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা ইহার আখ্যানবস্তু কি এবং কিরূপ জানিবার উপায় নাই। ভণিতা হইতেই গ্রন্থের নামটি জানা যাইতেছে। একস্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

পয়ার। শুকে রাজবিবাহের উপদেশ কহিতেছে :—

শুকে বোলে শুন দ্বিজ বচন আমার।
বিবাহের উপদেশ শুন কহিএ রাজার॥
শান্তিপুর গ্রামে এক আছএ রাজন।
আদিকান্ত নামে রাজা অলঙ্ঘ্য বচন॥
সেই রাজার কন্যা এক চন্দ্রাবলী।
তাহার স্ত্রীর নাম হএত কুন্তলী॥

ভণিতা :—

শ্রীষষ্ঠী চরণ দীন, গুরুপদে করে মন,
মনেতে করিএ আকাঙ্ক্ষিত।
তোমার চরণে মতি, হই অতি ক্ষীণমতি,
শুকাখ্যান করিলো রচিত॥

৮৫। সারগীতা।

নামেই বিষয় সূচিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদীয় পুরাণ, মোহমুদ্‌গর প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থরাজি হইতে বাছিয়া বাছিয়া শ্লোক লইয়া বঙ্গানুবাদ সহ সারগীতা সঙ্কলিত হইয়াছে। রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরম ভক্ত। পত্রে পত্রে কৃষ্ণ ভক্তির পরাকাষ্ঠা। অনেক সার কথা আছে। হস্তলিপি দেখিয়া সংস্কৃত শ্লোক গুলি উদ্ধার করা আমার পক্ষে অসম্ভব,—মূল গ্রন্থগুলি হইতে বাছিয়া লওয়াও বিস্তর সময় ও আয়াস সাধ্য। এজন্য মূল শ্লোক গুলি বাদ দিয়া কেবল বঙ্গানুবাদ গুলিই উদ্ধৃত করিব।

আরম্ভ :—

শুন শুন য়এ ভাই হইয়া এক মন।
পুরাণ প্রমাণ কিছু শুনহ শ্রবণ॥
কলি-সর্প-পাপবিষে গ্রাসিল ভুবন।
তার প্রতিকার কিছু শুন সর্ব্বজন॥
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র আছেন বিদিত।
তথাপি পাপিষ্ঠ লোক করে অনুচিত॥
শ্রুতি স্মৃতি দুই শাস্ত্র বিপ্রের লোচন।
এক না থাকিলে অন্ধ বোলিএ ব্রাহ্মণ॥
দুই না থাকিলে অন্ধ বোলি এহারে।
হেন শাস্ত্র পঠি শুনি নানা ক্রীড়া করে॥

অত্র শ্লোক। পয়ার।

শুন শুন নরহরি কর অবধান।
প্রভুর অমৃত নাম কর আস্বাদন॥
সানন্দে ভজই রাধা কৃষ্ণের চরণ।
বৃথা অহঙ্কার কর কিসের কারণ॥
এমন দুর্ল্লভ জন্ম না হইব আর।
শমনে ধরিলে কেহ নাহিক নিস্তার॥
এহা জানি ভজ কৃষ্ণ আনন্দ কৌতুকে।
ভবসিন্ধু তরি যাইবা কৃষ্ণ পাইবা সুখে॥

গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে এই সুন্দর গীতটি পাঠ করুন।

রাগ—বসন্ত।

ভজরে ভজরে ভাই গোরা গুণমণি।
কলিযুগে ধন্য ধন্য করিলা অবনী॥
ধন্য কলিযুগে চৈতন্য অবতার।
পাইআ ধন হারাইলাম অক্ষয় ভাণ্ডার॥
না জানা প্রেমের রতি কৌতুক বাখানে।
গোপাল গোরাচান্দ পাইমু কেমনে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে কলিযুগে শেষ।
জীবের করুণা দেখি চৈতন্য প্রবেশ॥

শিব বিরিঞ্চি যারে ধ্যাএ নিরন্তর।
সে পন্থে যাগেন প্রভু প্রতি ঘরে ঘরে॥
অস্ত্র যুদ্ধ ছাড়ি কৈলা ডোর কৌপীন।
উদ্ধারিলা জগজন আমি দীনহীন॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে রতিরাম দাস।
সমাইরে করিলা দয়া আপনে নৈরাশ॥

শেষ :—

অত্র আদিপুরাণের শ্লোক।
পয়ার।

কলিযুগ মহা ঘোর প্রাণ তৃপ্তি হইল।
অন্তে অন্তে জ্ঞান কর্ম্ম ধর্ম্ম না বৰ্জ্জিল॥
বাসুদেব পরায়ণ হএ জেই জন।
সেজনে পাইব কৃষ্ণ জানিঅ কারণ॥
ভজ ভজ অরে লোক যার আছে জ্ঞান।
কৃষ্ণের পদে ভজ ভাই পাইবা পরিত্রাণ॥
সংসার অসার জান স্বপ্নের জে প্রায়।
বাদিআর বাজি জেন দুই কুল নাচাএ॥
তিলেক অপেক্ষা হইলে সর্ব্ব মিথ্যা হএ।
এ সব সংসার মায়া কার কেহ নহে॥
রাম ২ রাম ২ রাম ২ রাম।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে মোর সহস্র প্রণাম॥

ভণিতা :—

অতি দীন অতি হীন অতি নীচাচার।
রতিরামে কহে কিছু গ্রহন্ত অর্থসার॥

তখনকার লোকের লিখনপ্রণালী কি অদ্ভুত! সংস্কৃতজাত শব্দগুলি পর্য্যন্ত বিসদৃশভাবে সংন্যস্ত। আমরাও তাহাই পালন করিব কি? কিন্তু তাহাতে বঙ্গভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে দূরান্তরিতাই হইবে। যেমন,—'দয়া' কে 'দআ' লিখিলে। একটি মাত্র শব্দের নাম করিলাম, এ রকম সর্ব্বত্র জানিবেন। প্রাকৃত শব্দ ও বিভক্তিগুলি যথাযথ রাখিলেই ভাল হয়। যেমন,—

বোলিআ, নাঞি, তথাএ ইত্যাদি। সেকালের সকল লেখকেরাই কিছু স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। কেহ কাহারও দিকে তাকাইয়া দেখেন নাই। অবশ্য তেমন সুযোগও ছিল না। এই গ্রন্থে 'বোলিএ', 'জিহ্বাএ' 'এ সকল' প্রভৃতি শব্দ অনেক স্থলে 'বোলিঅে', 'জিহ্বাঅে.' 'অে সকল' রূপে লিখিত হইয়াছে। এখনকার কালে কেহ ঐরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে সমালোচক-বিচারকগণ তাঁহাকে সাহিত্যরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। আর আর কথা বিস্তৃতভাবে বলার স্থান ইহা নহে।

লেখকের বাসস্থান বা পুঁথি রচনার কাল গ্রন্থে দেওয়া নাই। পত্র সংখ্যা ২১, দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। "ইতি সন ১১৯৬ মঘী তারিখ ১৮ চৈত্র। মালীক শ্রীভৈরব চন্দ্র আইচ দাস "সাং আনোয়ারা।"

৮৭। ফাতেমারছুরত্-নামা।

বিবি ফাতেমা আমাদের ভবার্ণবের কর্ণধার হজরত্ মহম্মদ মস্তাফার প্রিয় দুহিতা,—হজরত্ আলি মর্ত্তুজার সহধর্ম্মিণী, ইমাম হাছন হোছনের জননী। তাঁহার অন্তর্নিহিত অব্যক্ত রূপ দেখিবার জন্য একদিন হজরত আলি মহাশয় ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তাহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। রচনা সাদাসিধে ও প্রাঞ্জল।

মুসলমানি গ্রন্থ হইলেও ইহার ভাষা বাঙ্গালা-প্রধান। এজন্য আমরা এখানে ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। পরিষৎ পত্রিকার অনেক পাঠকের নিকট আর একটি কথা নূতন বোধ হইবেক।

ইহার ভাষা বাঙ্গালা, কিন্তু লেখা আরবীয় বর্ণমালায়। কেহ যেন মনে না করেন, গ্রন্থখানি বঙ্গীয় বর্ণমালা সৃষ্টির পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল।

গ্রন্থখানি কখন বিরচিত হইয়াছিল, নির্ণয় করা সহজ নহে। লেখক সে বিষয়ে নীরব। তবে আরবীয় বর্ণমালা কেন? তাহার উত্তর এই যে, মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ লোকে আরবীয় অক্ষর অন্ততঃ পড়িতে জানেন,—বাঙ্গালা ভাষা মাতৃভাষা হইলেও তাহার সহিত অধিকাংশ লোকের অহি-নকুল সম্বন্ধ,—অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত নাই। পুস্তকের বহুল প্রচার ও মুসলমান পাঠকদিগের সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব্বে অনেক পুঁথি আরবীয় বর্ণমালায় লিখিত হইয়াছিল। কাল ক্রমে বঙ্গভাষার প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ঐ প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। পারস্ত বর্ণমালায়ও পূর্ব্বে মুসলমানেরা বাঙ্গালা পুঁথি লিখিয়া রাখিতেন, আমরা জানি। এই পারস্ত বর্ণমালা হইতে বাঙ্গালায় পরিণত হইতে যাইয়া মহাকবি আলাওলের অমূল্য গ্রন্থগুলির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আরব্য, পারস্ত এবং বঙ্গভাষার মধ্যে উচ্চারণ প্রভৃতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুতরাং এ সকল হস্তলিপির পাঠোদ্ধার করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষায় ভালরূপ দখল থাকা চাই। এই সকল অক্ষরে লিখিত এখনও অনেক পুঁথি থাকা খুব সম্ভব।

অনেকে জানিতে পারেন, বাঙ্গালা বর্ণমালার অনুরূপ আরব্য ভাষায় সকল বর্ণ নাই, কিন্তু পারস্ত ভাষায় কতকটা আছে। তত্তৎস্থলে পারস্ত বর্ণমালার সাহায্যে বাঙ্গালা শব্দগুলি লিখিত হইয়াছে। আরও কয়েকটা বিষয়ে পার্থক্য আছে। আরব্য ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সে কথা বুঝান কিছু কষ্টসাধ্য বলিয়া আর বাগ্বাহুল্য অনাবশ্যক। ছাপাইবার সুবিধা থাকিলে এখানে কতকটা আরবীয় অক্ষরে লিখিয়া দিয়া পাঠকগণের কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিতাম।

আরম্ভ :—

একদিন আলি গেলা বক্করের ঘরে।
দরজায়ে ডাণ্ডাইয়া ডাকে উচ্চস্বরে॥
বক্করে বোলেন্ত তুমি হও কোন জন।
কি কারণে আসিয়াছ ডাক কি কারণ॥
শুনিয়া কহিলা তবে মোর নাম আলি।
মোলাকত কর আসি বাহিরে নিকলি॥
তা শুনি বক্করে তানে চাতুরী করয়ে॥
কোন আলি হও তুমি দেও পরিচয়ে॥

শেষ :—

ছুরত দেখিয়া আলি শান্ত হইল মন।
ছোব্‌হান্ আল্লা বুলি বুলিলা জোবান॥

*　　　*　　　*

এই মতে সাহা আলি ফাতেমা দেখিল।
আপনার মনে ভাবি পরিচয় পাইল॥
ফাতেমার ছরত নামা সমাপ্ত হইলো।
পুস্তক দেখিয়া জান এই সব লোখিল॥

ভণিতা :—

হীন সাহা বদিয়ুদ্দিন কহে হস্ত জোড় করি।
দোষ ক্ষেম সভাগণ হীন জন জানি॥

হস্তলিপির তারিখ নাই। পুরাতন কাগজে লেখা বটে, কিন্তু দেখিয়া বোধ হয়, লেখা বড় অধিক দিনের নহে; ন্যূনাধিক ৮০ বৎসর হইতে পারে। লিপিকারের নাম "শ্রীছৈয়দ আছহাবদ্দিন পীং ছৈয়দ রকিয়দ্দিন সাকিন বাবুপুর।" বাবুপুর কোথায়?

এই হস্তলিপির শেষ পত্রে নিম্নোদ্ধৃত পারমার্থিক সঙ্গীতটিও আরবীয় অক্ষরে লিখিত আছে।

নাচারি।

দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ। ধু।
অবলা মন্দিরে বসি, প্রাণের নাথ বাজায় বাঁশী,
অভাগিনী শুনি বাঁশীর গীত।
অই বন্ধের বংশীর সানে, ধৈরজ ন মানে প্রাণে,
আকুল করিল নারীর চিত।
শুনিয়া মোহন বাঁশী, হইলুম তোমার দাসী,
ভজিলুম তুই শ্যামের চরণে।
ন দেখি তোমার জ্যোতি, থির নহে মোর মতি,
একবার দেখা কর নারীর সনে।
দয়ার ঠাকুর তুমি, তোমার ভাবক আমি,
তুমি দয়া না করিলে মোরে।
তুমি প্রাণনাথ বিনে, আর দয়া করিব কেনে,
তুমি বিনে কে আছে সংসারে।
তোমার কৃপার ফলে, মোহর ভাগ্যের বলে,
আসিয়াছ অবলা মন্দিরে।
এই ঘর আন্ধার করি, এক দিন যাইবা ছাড়ি,
কেনে দেখা না দেও রাধারে।
তনুর অন্তরে পশি, মনুরা * রহিছে বসি,
কিরূপে ভজিলে দেখা পাই।
কহন্ত বদিয়ুদ্দিনে, গুরুর আদেশ বিনে,
দেখিবার আর লক্ষ্য নাই।

'সাহা' মুসলমান ফকিরদিগের উপাধি। সম্ভবতঃ এই কবিও কতকটা সেরূপ ছিলেন। উদ্ধৃত গীতটির ভাব দেখিলেও ঐরূপ অনুমানের কতকটা সার্থকতা দেখা যায়।

৮৮। মেহেরনেগারের বারমাস।

পদ সংখ্যা ৫৩।

আরম্ভঃ—

প্রথমে প্রণাম প্রভু কায়মনে স্মরি।
বিরহ বিয়োগ পাএ জ্ঞানহীন হারি।
কৃষ্ণ মিত্র মাস আদ্যে করিমু রচন।
রুদ্রদেব মাস পাছে করিমু প্রথন।
নৃপকুল পতি সুতা মেহের নেগার।
অন্তরে অঙ্কুর নিত্য বিরহ বিকার।

শেষঃ—

চৈত্র মাস উপস্থিত বৎসর পুরণ।
চপলে চাতক পক্ষী প্রিয়ার কারণ।
চাচর চিকুর মোর বিথুরিত কেশ।
চান্দ বিনে চাকার গণিতে প্রাণশেষ।
চপল এ প্রাণ মোর প্রাণনাথ বিনে।
চলিমু অথাতে প্রভু চঞ্চলা গমনে।

৮৯। সুন্দর কাণ্ড।

এখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণেরই এক কাণ্ড। কেবল এক পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ছাপা রামায়ণের সহিত কিছুই মিল নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া এখন যে সকল রামায়ণ দেখা যায়, তাহাতে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কীর্ত্তি কিছু বজায় আছে, বোধ হয় না। এই হস্তলিপি বহুদিনের বোধ হয়। আরম্ভটি দেখুন :—

নমো গণেশায়।

অথ সুন্দর কাণ্ঠ লঙ্কা দাহন পুস্তক লিখি।
অধিক সুন্দরা কাণ্ঠ শুনিতে সুন্দর।
বাপে পুত্রে পক্ষীরাজ গেলন্ত উত্তরে।
কটক অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগরে।
ভয়ে গর্জ্জে বানর সৈন্ত ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গুণেন্ত প্রমাদ।
দিগবিদিগ নাহি সাগরের জলে।
হিল্লোল কল্লোল করি সমুদ্র উথলে।
সাগর দেখিআ কপি লাগিল তরাস।
অঙ্গদের সন্তান সবে করিআ আশ্বাস।
বিশেষ বিক্রম টুটে বুদ্ধি হএ নাশ।
রাক্ষস সকলে দেখি করেন্ত উপহাস।

ইহার পর আর পাওয়া যায় নাই। ছাপা

* মনুরা—আত্মা।

রামায়ণের ঐ অংশটি এই :—

পিতা পুত্রে পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ॥
তমোময় দেখা যায় গগন মণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল তুলে সাগরের জল॥
সিন্ধু জলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে॥

* * *

সাগর দেখিয়া তবে পাইল তরাস।
অঙ্গদ সভারে তথা দিলেন আশ্বাস॥
বিষাদে বিক্রম টুটে বিষাদেতে মরি।
বিষাদ ঘুচিলে ভাই সর্ব্বত্রেতে তরি॥

ইহার উপর আর টিপ্পনী অনাবশ্যক।

৯০। মুক্তালতাবলী।

হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত পুঁথিখানি সন ১২৭৯ সালে কলিকাতা নিমু গোস্বামীর লেনস্থ সুধার্ণব-যন্ত্রে মুদ্রিত। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কালেও বটতলায় ইহার প্রচার আছে। বটতলার দিগ্‌গজগণের মাহাত্ম্যে, প্রাচীন রচনা হইলেও ইহাকে নব বেশভূষায় ভূষিত হইতে হইয়াছে। বটতলায় কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের আত্মার কি গতি হইয়াছে, সকলেই জানেন; এই গ্রন্থেরও যে সেইরূপ পরিণতি ঘটে নাই কিরূপে বিশ্বাস করিব?

গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই :—

কলিকাতা রাজধানী বিদিত সংসার।
পরগণে মেদনমল্ল দক্ষিণে তাহার॥
রামচন্দ্রপুর নামে গ্রাম সুবিখ্যাত।
পশ্চিমবাহিনী পূর্ব্ব অংশে অদূরত॥
সেই গ্রামে নিবসতি বহুদিন হয়।
শ্রীরামশঙ্কর বাচস্পতি মহাশয়॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপারগ সুপণ্ডিত অতি।
শ্রীদুর্গা প্রসাদ দ্বিজ তাঁহার সন্ততি॥
ধর্ম্ম শাস্ত্রে ব্যবসায় করি অকপটে।
পুরাণ প্রসঙ্গ করি ভক্তের নিকটে॥

* * *

মুক্তালতাবলী ভাষা করিনু রচন।
অনায়াসে বুঝিতে পারিবে সর্ব্বজন॥

* * *

শিশুরাম বাক্যে গ্রন্থ সমস্ত পূরণ।
এই হেতু করি পদে এই নিবেদন॥
শিশুরাম হরেকৃষ্ণ শ্যামাচরণেরে।
নিরাপদ করিয়া রাখ নিরন্তরে॥

কবির নাম দুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মা। শিশুরাম ও হরেকৃষ্ণের নাম আরও দুই স্থানে দৃষ্ট হয়। কবি একটা বিষয়ে বড়ই ভুল করিয়াছেন। কোথাও গ্রন্থারম্ভের কি সমাপ্তির কোন তারিখ দিয়া যান নাই।

গ্রন্থখানি "কল্কি পুরাণান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ-নন্দার্ণবোদ্ধারিত দ্বাদশাধ্যায়ঃ হইতে সংগৃহীত" বলিয়া মার্কা-মারা। কৃষ্ণলীলা প্রতিপাদ্য বিষয়। কবি একজন পণ্ডিতাত্মজ, নিজেও পণ্ডিত না হউন বেশ শিক্ষিত ছিলেন, দেখা যাইতেছে। কবি বলিতেছেন :—

পণ্ডিতের বোধ হেতু কোন কোন স্থান।
যত্ন করি লিখিয়াছি মূলের প্রমাণ॥

এই বাক্য সত্য কি না, দেখা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে মূল সংস্কৃত অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে 'তস্য ভাষা' দিয়াছেন। রচনা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। 'গণেশ বন্দনার'

আরম্ভ :—

জয় লম্বোদর গণপতি।
আপনি যোগেশ হয়ে যোগে সদা মতি। ধু।
নমস্তে পার্ব্বতী-পুত্র পুরুষ প্রধান।
পরম যোগেন্দ্র যোগাসনে যোগবান॥

'গ্রন্থ-সূচনার' আরম্ভ :—

একদিন গৌরমুখ আদি মুনিগণ।
ব্যাসের নিকটে গিয়া উপনীত হন॥
দ্বৈপায়ন বলে ব্যাসদেব তপোধন।
শিষ্য সঙ্গে করিছেন শাস্ত্র আলাপন॥

*　　　*　　　*

বীজ হৈতে হইয়াছে অঙ্কুর সৃজন।
অঙ্কুর হইতে বীজ সৃষ্টি হয় পুনঃ॥
ইহা মধ্যে প্রধাণ্যতা শক্তি আছে কার।
বীজ কি অঙ্কুর আদ্য কহ সারোদ্ধার॥

গ্রন্থ শেষঃ—

এই গ্রন্থ সার, মুক্তির আধার, যে শুনে তাহার কলুষ নাশে।
ধন পুত্র জয়, ইহকালে হয়, অন্তে নিবসয় বিষ্ণুর বাসে॥

*　　　*　　　*

শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, মনের আহ্লাদে, রাধাকৃষ্ণ পদে, যাচ রে সার।
দিয়া পদতরী, হইয়া কাণ্ডারী, ভব ঘোর বারি, করহ পার॥
তব কৃপাবলে, শমনের দলে, যাই আমি চলে, তোমার বাস।
শিশু রামদাসে, চির সুখবাসে, রাখিয়া উল্লাসে, পুরাও আশ॥

প্রায় প্রত্যেক প্রস্তাবের শীর্ষদেশে সুন্দর সুন্দর ধুয়া আছে। গ্রন্থখানি বেশ সুন্দর। স্থানান্তরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার বাসনা রহিল। আট পেজি, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৭।

৯১। লৌহ-স্বর্ণ বিবাদ—

চরণ সংখ্যা ৭০।

সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। মধ্যে মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। হস্তলিপির তারিখ বা রচয়িতার নাম নাই। হস্তলিপি তত প্রাচীন নহে।

আরম্ভ :—

ঈশ্বর ইচ্ছাএ শুন দৈবের ঘটন।
লোহা স্বর্ণ বিবাদ হইল জে কারণ।
কৈলাশ সেখর মাঝে অষ্ট ধাউত ছিল।
তার মধ্যে লোহ গিআ স্বর্ণকে নিন্দিল॥

শেষ :—

অমূল্য আমার মূল্য তুলা হবে কে।
জন্ম দেবতা মোরে হস্তে রাখাছে॥
ত্রেতাতে জানকী হরিল দশানন।
আমা হইতে কনক লঙ্কা হইল নিধন॥
সূর্য্য বংশ ধ্বংস হইল আমার কারণ॥
কুন্তীসুত রক্ষা পাইল বিপদ ঘটন॥
আমা হইতে * * * কাটি কলম।
চাইর বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র হইল লিখন॥
আক্ষা ছাড়া কোন কর্ম্ম পৃথিবীতে আছে।
বিবেচনা করি দেখ কহিলুম তব কাছে। ইতি।

৯২। জ্ঞান-সাগর।

বহুদিনের চেষ্টাতেও এই গ্রন্থখানি অদ্যাপি সমগ্র সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অত্যল্প মাত্র পাওয়া গিয়াছে; তাহাও আধুনিক নকল। রচয়িতার নাম আলি রাজা। কেহ কেহ ইহাকে 'কানু ফকির' নামে নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। এই ফকিরের নিবাস স্থান, চট্টগ্রাম বাঁশখালি থানার অন্তর্গত ওশখাইন। এখনও বংশ আছে। আলি রাজাই নাকি 'কানু ফকির' নামে প্রসিদ্ধ। আলি রাজার রচিত 'ধ্যান মালা' পাওয়া গিয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থ সম্পূর্ণ পাওয়া গেলে ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

আরম্ভ :—

এক প্রভু নিরঞ্জন, এক ডিম্ব ত্রিভুবন,
এক তনু সকল জগত।
এক মোহাম্মাদ মুখা, ত্রিভুবনে এক বৃক্ষ,
ডাল ফল হয় নানা মত॥
সর্ব্ব জগ এক সিন্ধু, নানা রূপ জলবিন্দু,
সর্ব্ব স্থানে আছে বেক্তময়।
জথা তথা রহে বারি, চলে সর্ব্ব স্থান ছাড়ি,
সর্ব্ব গিয়া সাগরে মজ্জয়॥

এইখানি ফকিরী গ্রন্থ। এই সাধক-কবির গুরুর নাম সাহা কেয়ামদ্দিন। প্রত্যেক অনুচ্ছেদের সমাপ্তিতে তাঁহার চরণ বন্দনা আছে।

১৩০৬ সালের ৩য় সংখ্যক 'আলো' পত্রের আলি রাজা ও এই জ্ঞান-সাগর প্রণেতা অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হইতেছে। সেই প্রবন্ধে আলি রাজার যে বিবরণাদি দেওয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে এখন আমাদের মত পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা দেখিতেছি। কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

৯৩। রাধিকা-মঙ্গল।

ইহার অনেকগুলি হস্তলিপি আমরা দেখিয়াছি। তজ্জন্য বোধ হইতেছে, ইহা চট্টগ্রামেই রচিত হইয়াছে। ভাষা সরল ও আড়ম্বর হীন। মধ্যে কতকটা অশ্লীলতাপূর্ণ। ১৩০৬ সালের 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ :—

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি শ্লোক।
প্রণমোহ গিরিসুতাসুত মহাশএ।
জাহার স্মরণে মাত্র বিঘ্ন বিনাশ হএ॥
সরস্বতীর চরণ যুগে করি নমস্কার।
জাহার প্রসাদ হএ কবিত্ব প্রচার॥
প্রণতি করিআ বন্দম হরিহর ধাতা।
সত্ব রজ তম গুণ তিনের জে কর্ত্তা॥
নিশাপতি দিনমণি বন্দম হরিষে।
শীত উষ্ণরাশি জার সংসার প্রকাশে॥

ভণিতা :—

কৃষ্ণরাম দত্তে বোলে রাধিকামঙ্গল।
শুনিলে পাতক নাশে শরীর নির্ম্মল॥

লেখকের বাসস্থানাদির কোন উল্লেখ নাই। পত্র সংখ্যা ২৯; লেখার তারিখ পাওয়া গেল না। দুই পৃষ্ঠে লেখা। পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন অন্য ছন্দ নাই। স্থানে স্থানে রচনা সুন্দর।

৯৪। দাতাকর্ণ।

আরম্ভ :—

রাজা বোলে শুন শুন মুনির নন্দন।
কহ কহ কৃষ্ণ কথা করিব শ্রবণ॥
মুনি বোলে সেই কথা শুনহ রাজন।
যেই রূপে লীলা করে ব্রজের নন্দন॥

ভণিতা :—

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পালা হৈল সায়।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হএ জে জন গাওআএ॥

৯৫। দেবীর চৌতিশা।

শ্রীমন্তের স্তব।

আরম্ভ :—

কালী কপালিনী, কৈলাস বাসিনী,
শ্রীমন্তেরে হও সুপক্ষ।
কোপে কাপে মোর, কাতর কিঙ্কর,
করি কৃপা * * রক্ষ॥

শেষ :—

লএ লক্ষ্মী রূপে ক্ষিতি, বএ বৈষ্ণবী স্থিতি,
শএ শিব শম্ভুর ঘরিণী।
ষএ ষষ্ঠী সনাতনী, শক্তিরূপা শোকাম্বরী,
হএ হরের ঘরিণী॥

ক্বএ কেমঙ্করী জায়া,　　ক্ষুদ্র জনেরে কর কৃপা,
ক্ষিতি চান্দ দাসের কাকুতি।

৯৬। সুবচনীর পাঞ্চালী।

অতি ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৯; দুই পৃষ্ঠে লেখা। হস্তলিপির তারিখ নাই। লেখা তত প্রাচীন নহে। লেখকের নাম শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মা (সাকিম সম্ভবতঃ পরৈকোড়া)।

শেষঃ—

এই মতে মহামায়া স্তুতিয়ে হইল তুষ্ট।
সেবকের প্রতি তুমি না হইঅ রুষ্ট।
তোমার মহিমা দেবী জানিবেক কে।
আপনে প্রসন্ন হইলে তবে সর্ব্বলোকে।
এই কথা শুনে জেবা হয়ে এক মন।
রোগ শোক দুঃখ তার হএ বিমোচন।
তোমার চরণে মাতা মাগি এই বর।
জন্মে জন্মে হই যেন তোমার নফর।

ভণিতাঃ—

নৃপতি জে হরিদাস,　　সবংশে হউক নাশ,
মোর পুত্র বন্দী কৈল কেনি।
কহে দুঃখী দ্বিজবরে,　　বন্দন মাতা জোড় করে,
উদ্ধার করহ সুবচনী।

৯৭। শ্রীধর্ম্ম ইতিহাস।

আকারে এই গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। পত্র সংখ্যা ৬২; দুই পৃষ্ঠে লেখা। আনুমানিক চরণ সংখ্যা প্রায় ২৩৫০। সমস্তই পয়ার, কেবল ১৯শটি চরণ মাত্র লাচাড়ি ছন্দে লেখা। যুধিষ্ঠিরাদি শ্রোতা, শ্রীকৃষ্ণ বক্তা। রামচরিত প্রতিপাদ্য বিষয়। রচনার বিষয়টি আমাদের এত পরিচিত যে, রামায়ণ ভিন্ন অন্যত্র দেখিতেও ইচ্ছা যায় না। এই জন্যও এই গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয়। রচনা শুষ্ক এবং নীরস। ভাষাও কিছু প্রাচীন বোধ হয়। সর্ব্বোপরি এত বড় এক খানি কাব্য কেবল পয়ারে লিখিত হওয়ায়, পাঠকালে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি অনিবার্য্য। কিন্তু ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর নিকট এ সকল প্রতিকূলতা কিছুই নয়।

আরম্ভ :—

হরি হর নারায়ণ শ্রীমধুসূদন।
অখিলের নাথ প্রভু দেব নারায়ণ।
শরীর পবিত্র হএ লইলে হরির নাম।
শরীর পবিত্র হএ লৈলে রামের নাম।
মহা মহা মুনি সবে জপে যার নাম।
হেন জে গোবিন্দর নামের কি দিমু উপাম।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে যার গুণ গাএ।
আমি অতি মূঢ়মতির কি হৈবা উপায়।

শেষঃ—

অবিলম্বে হএ তোমার শত্রু নাশ।
পাইবা পৃথিবী সব তুমি না হইঅ হতাশ।
আমি সে বনিতা রূপ আমি সে গ্রাম।
আমি সে বনিতারূপ আমি পুণ্য কাম।
ধর্ম্মাধর্ম্ম মনুষ্যের আমি সে বাড়াই।
আগে পাছে পথ ক্রমে আহ্মি সে পাঠাই।
সংহারিআ গেল বীর পৃথিবী দিবা তরে।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ মোর উদর ভিতরে।
বসিব সারথি সব অর্জ্জুন সঙ্গতি।
কালরূপ হইল আমি কুরুবংশপতি।
পঞ্চ ভাই তোহ্মরা জে রহিব কেবল।
আর সব দেখি জেন পদ্মপত্রের জল।
এই মতে যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর।
কৃষ্ণের চরণে ভক্তি সদাএ পঞ্চবীর।
এই ত অমৃত ভাণ্ড ধর্ম্ম ইতিহাস।
শুনিলে পাতক খণ্ডে অন্তে স্বর্গবাস।

ভণিতা :—

গুণরাজ খানে ভণে শ্রীরামের চরণে।
বলিকে ছলিলেন প্রভু হইআ রাবণে।

ইতি শ্রীধর্ম্মে ইতিহাস পুস্তক সমাপ্ত। ভীমাস্তাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্লোক। দুঃখেন

লিখিতং। ইতি সন ১২১৫ মঘী তারিখ ২৪ আঘ্রাণ রোচ শুক্রবার বেহান বেলাতে লেখা সমাপ্ত। শ্রীল শ্রীযুক্ত অভআচরণ শর্ম্মণঃ স্বআক্ষর সাং পাটনিকোটা (জেলা চট্টগ্রাম)।

তৎকালে 'গুণরাজ' নামের ভূরি প্রচলন ছিল, দেখা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়কার মালাধর বসু গুণরাজোপাধিক ছিলেন; কবি ষষ্ঠীবর সেন ও হৃদয় মিশ্রেরও ঐরূপ উপাধি ছিল, তাহা দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন। এসব ছাড়া আমরাও আরো দুই জন গুণরাজের আবিষ্কার করিয়াছি। এক জন 'লক্ষ্মীচরিত্র' প্রণেতা, আর এক জন একখানি অজ্ঞাতনাম গ্রন্থ-রচয়িতা। আলোচ্য গ্রন্থে কবির কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই।

এই গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা পরে করার বাসনা আছে। ইহার স্বত্বাধিকারী পরৈকোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী। উপযুক্ত মূল্য দিলে তিনি ইহা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন।

৯৮। দূতী সংবাদ।

এই গ্রন্থখানি সুন্দর; রয়াল ফরমের পৃষ্ঠা, সংখ্যা ১৩; হস্তলিপির অপকৃষ্টতা হেতু আমি অনেক স্থান উদ্ধার করিতে পারি নাই। রামবল্লভ ভণিতা আছে।

আরম্ভ :—

কি কর সখি দুঃখ আমার।
আপনার কর্ম্মের ফলে, নবীন যৌবন কালে,
বিদেশেতে প্রিয়া রইল মোর।
সেই দুঃখ সহিতে নারি, মরম বাঞ্ছিত করি,
শমন হইল আজ দুর।
আর এক দেখ সখি, দারুণ কোকিলা পাখী,
নিরবধি বোলে সুমধুর।
সহস্র বাহুর সুতা, তাহার পতির পিতা,
সেহ মোরে গৌরব কৈল চুর।
রাম বল্লভ বাণী, হইআ কুল কামিনী,
কেমনে বঞ্চিব নিজপুর। ধুআ।

ইহাতে 'ধোয়া', 'কথা', 'ঘোষা" আছে। ধুয়া ও ঘোসা একই কথার ভাষা গদ্য।

কথা।

তখন রাধে বোলতেছেন।

আমি আহিরিনী কুলকামিনী সোআগিনী রাজরাণী ছিলাম। ধুআ।

আমি ছিলাম বন্ধুয়ার সোআগিনী।
বন্ধুআ কর‍্যা গেল পরাধিনী।

তখন রাধে রোদন করতেছেন, আর ধর ধর (দর দর) কইরে দুটি নেত্রে জলধারা পতন হইতেছে—আর বোলিতেছে, ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকা ও সব সখি। ধুআ।

আমার গমন কালে আইল না।
আমার মরণ কালে হইল না।

রাধে কান্দিয়া কান্দিয়া বোইলছেন;—ও প্রাণ সখি এই কৃষ্ণপ্রেমে আমার প্রাণ পরিত্যাজ্য করিবো। তখনে তোরা একটি কাজ্য কইরো। ধুআ।

আঙ্গি কৃষ্ণপ্রেমে জখন মরি, তখন সবে বৈল হরি হরি।

শেষ :—

অমনি কালেতে বৃন্দাদুতী জাইআ বল্যাছে
ও ধনি রাধা গো। ঘোষা।
উঠ রাধে শীঘ্র চল, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেতে আইল।
তখন রাধে প্যারি বোল্যাছেন,—
ও প্রাণনাথ আনিবার তরে,
মধুপুরে গিআছিলে।
কোথাএ প্রাণনাথ রহিআছে তাহা কহ শুনি। ঘোষা
গেলা একা আইলা এথা,
রাধামোহন রৈল কথা
অমনি সময়েতে রাধে মুরারি ধ্বনি শুনি বল্যাছেন।
ও সখি শুনহ শ্রবণে,
কোন বিপিনে মুরারি বাজাএ কোনে।

জেছা মৃগী হানে ব্যাধ কি বনে,
এহা হানে মোর মনে। ঘোষা।

"ইতি সন ১১৮৭ মঘী তারিখ ৩০ পৌষ রোজ বৃস্পতবার বেহান বেলা**শ্রীকাশীনাথ পীং রামমোহন চৌধুরী সাং সুচিআ মতা-লোকে চাকলে পটিআ জিলে চাটিগ্রাম** মোকাম ফিরিঙ্গি বাজার সমাপ্ত।"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে যে দাসখত লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও এই কাব্যে দেখা যায়।

৯৯। মুক্তাল্ হোসেন।

ইহাতে নবীবংশের, বিশেষতঃ ইমাম হাসন হোসেনের বিষাদকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহরমের ইতিবৃত্ত অনেকেই জানেন, ইহাতে তাহারই আমূল বৃত্তান্ত প্রকটিত আছে। গ্রন্থের বিষয় ও নাম মুসলমানী আবররণে আবৃত হইলেও ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। প্রকাণ্ড গ্রন্থ। ভাষা সুন্দর।

আমাদের নিকট দুইখানি পাণ্ডুলিপি আছে, দুই খানিই অসম্পূর্ণ। একখান বাঙ্গালায় আর একখানি আরবীয় বর্ণমালায় লেখা। বঙ্গীয় ভাষার বিভক্তি প্রভৃতির অনেক আলোচনাযোগ্য বিশেষত্ব আছে।

রচয়িতার নাম মহম্মদ খান। বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথিতে তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। পরে এ সকল আলোচনা করা যাইবে।

১০০। শ্রীকৃষ্ণের শত নাম।

ইহার পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। তখন ভণিতাটি পাওয়া যায় নাই। আজ তাহা দিতেছি:—

অষ্টোত্তর শত নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ॥
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংস ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ॥
বকাসুর বধ আদি কালির দমন।
দ্বিজ হরি কহে এই নাম সংকীর্ত্তন॥

১০১। চৌত্রিশ পদাবলী।

নিম্নের এই কয় ছত্র মাত্র পাইয়াছি। চৌত্রিশ অক্ষরে চৈতন্য চরিত বর্ণনা। কোন বৈষ্ণবের লেখা।

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার।
খেলাবার প্রবন্ধ কৈল খোল করতাল॥
গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্ত্তনে।
ঘরে ঘরে হরি নাম দিছে সর্ব্ব জনে॥
উচ্চস্বরে কান্দেন প্রভু জীবের লাগিয়া।
চেতন করাইল চৈতন্য নাম দিয়া॥
ছল ছল আখি নয়নের জলে।
জগত পবিত্র কৈল গৌর কলেবরে॥
ঝলমল মুখ যার পূর্ণ শশধর।
এমন কোথা দেখি নাই দয়ার সাগর॥
টলমল [illegible] অঙ্গ ভাবেতে বিহ্বল।
ডোর কৌপীন ক্ষীণ কটির উপর॥

১০২। সূর্য্যব্রত (পাঞ্চাল)।

ইহা অসম্পূর্ণ। ২য়, ৩য়, ৫ম এবং ২২শ হইতে শেষ পত্র নাই। অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। হস্তলিপি আধুনিক; লেখকের নাম নাই। আখ্যান বস্তু একই, সামান্য ইতর বিশেষ যদিও আছে, তবে নূতনত্বের মধ্যে দেখিতেছি, তিনটি লোকের নাম,—পার্ব্বত, কুঞ্জা ও দুবরাজ। এ সকল কি হিন্দু নাম? আরম্ভ:—

ওহে মাতঃ সরস্বতী বরপ্রদায়িনী।
গোলকের মহাপ্রভু বিষ্ণুর ঘরিণী॥

তোমার চরণে মোর এই অভিলাষ।
সূর্য্যদেব ব্রত কথা কহিতে প্রকাশ॥
সত্যযুগে ছিলেন বিপ্র একজন।
এক পত্নী দুই সুতা * * ব্রাহ্মণ॥
প্রভাতে চলেন বিপ্র ভিক্ষা করিবার।
নগরে নগরে বিপ্র ফিরে নিরন্তর॥

ভণিতা :—

দুই কন্যার বিলাপে, বনে মৃগ পশু কান্দে,
ভক্ষ্য বস্তু কেহ নাই খাএ।
দ্বিজ লক্ষ্মণে ভণে, শোক ক্ষেমা কর মনে,
কর্ম্মভোগ ভুগিলে সে যাএ।

এই গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত প্রাচীন শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে:—ব্যাজ—বিলম্ব, দুর্ভিক্ষতা—দরিদ্রতা, ভাইআ—ভায়া, (যথা, 'সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হইবে শুন অহে ভাইআ'), দাওন—ধান্য কর্ত্তনকারী, (যথা, "অএরে দাওনা ভাই শুনহ বচন। এগইশ ছারা ধান্য দেও ব্রতের কারণ"।), তহনা—তবুও না, (যথা 'সর্ব্ব সৈন্যে জল খাএ তহনা ফুরাএ।'),কেনি—কেন, উহারি মেহারি— অর্থ কি ? (যথা 'হস্তি ঘোড়া যতেক ভাণ্ডার আদি করি। সর্ব্ব নষ্ট হইল তার উহারি মেহারি।'), বিমুখ—বিষণ্ণ।

১০৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

ইহা ঠাকুর নরোত্তম দাস বিরচিত, বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। প্রকাশের একান্ত উপযুক্ত। একখানি প্রাচীন হস্তলিপি আমাদের নিকট আছে। হস্তলিপির তারিখ বা লেখকের নাম নাই। পত্র সংখ্যা ১১, এক পৃষ্ঠে লেখা।

আরম্ভ :—

শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপং কদা মহ্যং দদাতি স পদান্তিকং॥

শ্রীগুরু চরণ পদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম,
বন্দোম মুক্তি সাবধান মনে।
যাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিআ যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়ো যাহা হনে॥

শেষ :—

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে বোলায়ে জেবা বাণী।
তাহা বহি ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
লোকনাথ-পদ-দ্বন্দ্ব হৃদয়ে বিলাস।
প্রেম ভক্তি-চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা সম্পূর্ণঃ। শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ বিহার শ্রবণং কীর্ত্তনং। বিষ্ণু স্মরণং। পাদসেবনং। অর্চ্চনং। বন্দনং। দাস্যং সখ্যং। আত্ম নিবেদনং। ইতি। পুংসার্পিতা বিষ্ণুভক্তিশ্চেন বলক্ষ্যং প্রাপ্য। প্রণম্যাদৌ কৃপাদৃষ্টি কৃতার্থে কৃত ভূতলঃ॥ সর্ব্ব বাঞ্ছা কল্পতরুং গুরুং শ্রীপুরুষোত্তমং। বন্দেহং শ্রীগুরুং শ্রীযুতপাদকমলং শ্রীগুরু বৈষ্ণবাংশ্চ।

শ্রীরূপ সাগ্রজাতং সগণ রঘুনাথং দাসানিত্বং ওং সজীবং সাদ্বৈতং সাবধৌতং পরিজন সহিতং। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদানাং। সগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

১০৪। সেকান্দর নামা।

এই গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি সৈয়দ আলাওল সাহেবের রচিত। অন্যত্র আমরা তাঁহার জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সময় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। এই গ্রন্থ খানি স্বতন্ত্র ভাবে সমালোচনা না করিয়া এই স্থলে সকল কথা বলা অসম্ভব। অদ্য

ইহার একটা স্থূল বিবরণ মাত্র সাহিত্য সমাজের গোচর করিব।

'সেকেন্দার নামা' পারস্য মহাকবি 'নেজামী কর্ত্তৃক আদৌ পারস্য ভাষায় বিরচিত হয়। আলাওল তাহাই ভাষান্তরিত করেন। সে কালের ভাষান্তরকে কেহ সাধারণ অর্থে গ্রহণ করিবেন না; তাহার অর্থ অনেক স্থলেই 'নূতন সৃষ্টি'। এই কাব্যও কতটা সেইরূপ মনে করিতে হইবে।

গ্রন্থ মধ্যে মহাবীর সেকান্দরের আজন্ম-মরণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আনুষঙ্গিক ভাবে পারস্যরাজ দারার (দারায়ুসের)ও অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণ সুতরাং ইহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বও নিষ্কাশিত করিতে পারিবেন।

হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নাই। কলিকাতা শিবাদহ হইতে একজন মুসলমান ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। মুসলমান-সম্পাদিত গ্রন্থরাজির দুর্দ্দশার কথা সকলেই জানেন। এই সুন্দর কাব্যখানিও সেই দুর্দ্দশার হস্ত এড়াইতে পারে নাই। "পদ্মাবতী" প্রভৃতির মত গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থনিচয় সম্পাদন করিবার লোক মুসলমানদের মধ্যে অতি কম আছেন। হিন্দু-সাহিত্য প্রেমিকগণ হস্তক্ষেপ না করিলে মুসলমান-রচিত কাব্যগুলির দুর্দ্দশা কখনই ঘুচিবার নহে।

এই সকল কাব্যপ্রকাশকগণ বিজ্ঞাপন দ্বারা অন্য লোককে কাব্যগুলি প্রকাশিত করিতে নিষেধ করিতেছেন। তাহা হইলে আইনানুসারে নাকি দণ্ডিত হইতে হইবে। জিজ্ঞাসা করি, এ সকল গ্রন্থে তাঁহাদের কোন স্বত্ব আছে নাকি? কবিদিগের কোন বংশ আছে বলিয়া জানা যায় নাই এবং তাঁহারাও বহু পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে তাঁহাদের সম্পত্তিতে ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব বর্ত্তিল কিরূপে?

গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড,—রয়েল আট পেজী ফরমের ১৯৬ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। আরম্ভ এইরূপঃ—

> প্রভুর মহিমা আগে কহিএ অপার।
> নর অপ্সরা আদি সৃজন যাহার॥
> শূন্য পরে আকাশ স্থাপিছে শুম্ভ বিন্দু।
> প্রকাশিছে তাহাতে নক্ষত্র শশী ভানু॥
> নিজ গৃহ আর্শের মহিমা কিছু যথ।
> কহিতে না পারি তার সংখ্যা আছে কথ॥

কবি আলাওল আপনার সকল কাব্যেই অল্প বিস্তর আত্মবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পুঁথি হিন্দু সাহিত্যিকগণের দৃষ্টিপথের পথিক হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। তাই ত প্রাচীনকালের দুই জন শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াও, আলাওল ও দৌলত কাজি অদ্যাপি তাঁহাদের নিকট একরূপ অপরিজ্ঞাতই আছেন। আলাওল সাহেবের জীবনী স্বাধীনভাবে আলোচনা করার পক্ষে হিন্দু সাহিত্যিকগণের সুবিধা হইবে বিবেচনায়, এই গ্রন্থ হইতে কবির স্বপ্রদত্ত বৃত্তান্তটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আমরা ক্রমে ক্রমে তাঁহার সকল কাব্যগুলিরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'পত্রিকায়' প্রকাশিত করিব।

> গ্রাম মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ ভূম।
> বৈসে সাধু সৎলোক হংস মনোরম॥ (?)
> অনেক দানে সমন্দ খলিফা সুজন।
> বহুত আলিম্ গুরু আছে সেই স্থান॥
> হিন্দুকুলে মহা সভা আছে ভট্টাচার্য্য।
> ভাগীরথী গঙ্গা ধার বহে মধ্যরাজ্য॥

রাজেশ্বর 'মজলিস কুতুব' মহাশয়।
আমি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয়॥
কার্য্যহেতু পন্থক্রমে আছে কর্ম্ম লেখা।
দুষ্ট হার্ম্মাদ সঙ্গে হই গেল দেখা॥
বহু যুদ্ধ করিয়া 'সহিদ' হইল বাপ।
রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গে আইল মহাপাপ॥
না পাইল সৎপদ আছে আকুলেশ (?)।
রাজ-আছওয়ার হৈনু আসি এই দেশ॥
রোসাঙ্গেতে মোছলমান যথেক আছেন্ত।
তালিব আলিম বলি আদর করেন্ত॥
বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর।
পাঠ গীত সঙ্গেতে শিখাইনু বহুতর॥
বহুল মহন্ত লোক কৈল গুরু ভাব।
সকলের কৃপা হন্তে ছিল বহুলাভ॥
মোর বাক্য এথা প্রকাশিল সব ঠামে।
বহু গ্রন্থ রচিনু মহন্ত সব নামে॥
এই মতে সুখে গোয়াইনু কথ কাল।
বৃদ্ধ ব'সে অবশেষে হইল জঞ্জাল॥
সাহা সুজা সঙ্গে যদি আইনু দৈবগতি।
হতবুদ্ধি পাএ সবে দিল হতমতি॥
আপনার দোষ হন্তে পাই অবসাদ।
এক পাপী আমারেও দিল মিথ্যাবাদ॥
কারাগারে পৈনু আমি না পাই বিচার।
যত ইতি বসতি হৈল ছার খার॥
শাল শেষে মৈ'ল যেই দিল অপবাদ।
অস্থানে পড়িয়া পাইল বহুল প্রমাদ।
মন্দকৃত ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।
পুত্র দারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ॥
গুণহেতু মহাজনে করএ আদর।
ভিক্ষা করি দেয় পুত্র দারা নিজ কর॥
সৈয়দ মছউদ সাহা রোসাঙ্গের কাজি।
জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজী॥
দয়াল চরিত্র পীর অতুল মহন্ত।
কৃপা করি দিলেক 'কাদিরী খেলাফত'॥

* * *

আপনা দুঃখের কথা কহিতে অনেক।
সমুখে পুস্তক কথা আছে অতিরেক॥
এই মতে একাদশ অব্দ বহি গেল।
পুনরপি ভাগোদয় প্রকাশিত হইল॥
শ্রীযুত মজলিশ অতুল মহন্ত।
মজলিশ পাইয়া যদি হইল শ্রীমন্ত॥
মধুর বচন মোর শুনিবার সাধ।
আদরে আনিয়া আমা দিলেক প্রসাদ॥
অন্নে বস্ত্রে তুষিয়া পোষেন্ত নিরন্তর।
তান দানে সুসমে শোধম্ রাজকর॥
বহু গুণমন্ত আছে তাহান সভাএ।
তথাপিও মোর বাক্য মনে অতি ভায়॥

উক্ত মজলিশ মহাশয়ের আদেশেই 'সেকান্দর নামা' রচিত হয়। মজলিশের আদেশের উত্তর স্বরূপ আলাওল বলেন :—

তবে আমি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধকাল।
বিশেষ রাজার দায় অধিক জঞ্জাল॥
নীরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি।
তাহা শুনি মজলিশে দয়া হৈল অতি॥
ভক্ষ বস্ত্র রাজদায় নিয়ম করিয়া।
আর নানাবিধি দানে মন সন্তোষিয়া॥
স্থির করি আমারে করিল অঙ্গীকার।
ভাঙ্গিয়া 'বয়েত' ছন্দ রচিতে পয়ার॥

নেজামীর 'সেকান্দর নামা' সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন :—

সমুদ্রে 'সাঞ্চর' * যেন গ্রহন্ত গুথন।
বিশেষ ফারসী ভাষে 'বয়েত' ভাঙ্গন॥
মহন্ত নেজামী পদ ইঙ্গিত আকার।
বিশেষত পঞ্চভাষ কিতাব মাঝার॥
আরবী ফারসী অর্থ নছরাণী ইহুদী।
পাহলবি সঙ্গে পঞ্চ ভাষ রত্নাবধি॥

গ্রন্থের সর্ব্বত্র ভণিতা প্রায় এই ভাবের:—

মজলিশ মণি, নবরাজ গুণী,
যশপূর্ণ ভূমণ্ডলে।
তাহান আরতি, মধুর ভারতী,
কহে হীন আলাওলে॥

* সাঞ্চর—সাঁতার।

পাঠক মহাশয় দেখিবেন, উপরোদ্ধৃত অনেক স্থলেই পাঠাশুদ্ধি বশতঃ অর্থ প্রতীতির পক্ষে বিস্তর ব্যাঘাত জন্মিবে। বলা বাহুল্য যে, তাহা মূর্খ প্রকাশকগণেরই কাণ্ড।

আদেষ্টার নাম 'মজলিশ গুণ নবরাজ' দেখা যায়; কিন্তু উহা কিরূপ নাম? 'গুণ নবরাজ' ত মুসলমানের নাম হইতে পারে না। সম্ভবতঃ উহা মগরাজার প্রদত্ত উপাধি। 'পদ্মাবতীর' আদেষ্টা মহাত্মা মাগনের উপাধি ছিল 'ঠাকুর'। মজলিশ মহাশয়ও সম্ভবতঃ রাজমন্ত্রী ছিলেন।

গ্রন্থখানি সাহিত্যিকগণের পর্য্যালোচনার একান্ত উপযুক্ত। অনেক পাণ্ডিত্য আছে, অনেক কবিত্বও আছে। কিন্তু আজ তাহার আলোচনা করিব না। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে কবি এইরূপে উদ্দীপনা প্রার্থনা করিয়াছেন :—

(১) আইস গুরু দেও সুরঙ্গিম মধুজল।
কদর্য্য খণ্ডিয়া চিত্ত হউক নির্ম্মল॥
(২) আইস গুরু সুরা দেও ভাঙ্গ মন ধন্ধ।
খণ্ডিয়া মনের ক্লেশ বাড়ুক আনন্দ॥
(৩) আইস গুরু প্রেম সুরা দেও মোরে ভরি।
যার পানে মিত্র লাভ আপনা পাসরি॥

এইরূপ কথাগুলি পারস্য হইতে অনূদিত কিনা বলিতে পারি না।

সমাপ্তি এইরূপ :—

সমাপ্ত হইল এথা জোলকর্ণ কবিতা।
নেজামী রচিত যাহা ফারসী বারতা॥
আইস গুরু সুরা দেও সুরঙ্গ সুবাস।
যার পানে মিত্র লাভ হয়ে শত্রুনাশ॥
মজলিশ নবরাজ রসময় নিধি।
তান দানধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম রহে সদাবধি॥
তাহান আদেশে কহে হীন আলাওল।
অনিত্য সংসার ধর্ম্ম মিথ্যা যে সকল॥
কোথা গেল সেকান্দর ক্ষিতি অধিপতি।
কোথা গেল পাত্র তান আরস্তু সুমতি॥
কোথা গেল জালিমুচ আর কালাতুন।
কোথা গেল ধ্বজছত্র মর্য্যাদা নিপুণ॥
না রহিল এক জন ভুবন মাঝার।
কেবল প্রশংসা রৈল লোক ঘুষিবার॥
এত ভাবি কর সবে শুদ্ধ সদাচার।
এহা ভিন্ন কেহ সঙ্গী না হইব আর॥
ভাল মন্দ আছএ পৃথিবী ব্যাপিত।
অপবিত্রে উপহাস্য না কর নিশ্চিত॥
দোষ বিনা নাহি কেহ এ তিন ভুবন।
বিনি প্রভু নিরূপ নৈরূপ নিরঞ্জন॥

চেষ্টা করিলে এ দেশে প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া অসম্ভব হইবে না।

১০৫। বাত্যাবর্ত্ত-বিবরণ।

চরণ সংখ্যা ৬২।

বক্ষ্যমান সন্দর্ভটির নাম পাওয়া যায় নাই। আলোচিত বিষয় হিসাবে ঐ নামটি দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে চট্টগ্রাম প্রদেশের একটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের বর্ণনা আছে।

আরম্ভ :—

রাম রাম রাম রাম রাম নারায়ণ।
বিষ্টি অগ্নি মারুত কথা শুন দিআ মন॥
সরস্বতী পাদপদ্মে করি নিবেদন।
রচিবো অপূর্ব্ব কিছু কবিত্ব কথন॥
এগার শত সাত পঞ্চাশ মঘি জ্যৈষ্ঠ মাস।
সন্ধ্যাকালে বুধবার প্রতিপদ প্রকাশ॥
তৃতীয় বিংশতি তারিখ জ্যৈষ্ঠ মাস ছিল।
পূর্ব্বভাগ হোতে পুনি মারুত উঠিল॥

* * *

এই সমেতে অগ্নি উঠিল চারি ভিত।
সর্ব্ব দেশের ঘর সব ভাঙ্গিল ত্বরিত॥

ভণিতা :—

নরোত্তম কেরাণী বোলে এই বিবরণ।
শাকের নিয়ম অথ কহিল বিধান॥

কবির পরিচয় :—

"শাণ্ডিল্য গোত্র গোবিন্দ রাম তনয় শ্রীনরোত্তম কেরাণী দেঅস্য তান পুত্র শ্রীরাম চন্দ্র ও শ্রীকৈলাশচন্দ্র দুহ স্বকিঅ বহি। সাং কধুরখীল। (জেলা চট্টগ্রাম) ইতি সন ১১৭৯ মঘি তারিখ ৩ ফাল্গুন।"

"মাহে আসার ২৪ রোজ মঙ্গলবার শুক্লপক্ষ চোতুরদশি তিথউ প্রাতকালে শ্রীরাম চন্দ্রর পিতা (নরোত্তম কেরাণী) স্বর্গ প্রযাতি সন ১১৮০ মঘিতে।"

আমাদের আদর্শ হস্তলিপির মধ্যে পৃথক পৃথক স্থানে এই কথাগুলি স্বয়ং উক্ত রামচন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত আছে।

১০৬। মনসা-মঙ্গল।

এই একখানি সুন্দর মনসা পুঁথি। প্রকাণ্ড আকার। রচয়িতা বিদ্যাভূষণোপাধিধারী জনৈক পণ্ডিত। গ্রন্থখানি সর্ব্বথা প্রকাশের যোগ্য। গ্রন্থে ভস্তা ও ঘোষা নামক বিশেষ বিশেষ স্থল আছে। ধুয়া ও ঘোষা অভিন্ন পদার্থ। ভস্তা কি? একটী সুন্দর ঘোষা এখানে তুলিয়া দিলাম।

পরাণে সে জানে।
মরম দুঃখ পরাণে সে জানে।
কিরূপে দেখিব কালা কালিন্দীর কূলে॥
ধড়ে ধৈরজ নাহি মানে।
অধর রঙ্গিমা, ভুরুর ভঙ্গিমা,
চূড়াটি বান্ধ্যাছে ঠানে।
নিষেধ না মানে, বিষম সন্ধানে,
হান্যাছে গোবিন্দের বাণে।
জাগিতে ঘুমিতে আন না লয় চিতে,
কালিয়ার বাঁশীর সানে॥
চিত্ত ধরান দিআ, রাখিতে না পারি হিয়া
অনাহুতে বান্ধি টানে।
বাঁশী বাজাএ নীতি, কালার পিরীতি,
বুঝিতে বুঝন ধান্ধ্যা।
কহে শিবচরণ দাসে, প্রেম ভকতি আশে,
মুই কেনে গেলুম বান্ধা॥

এইরূপ সব ঘোষা সম্পূর্ণ দেওয়া হয় নাই। পুঁথি নিকটে না থাকায় বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারিলাম না।

ভণিতা :—

কমল চরণ পদ্মার ভাবি অনুক্ষণ।
কহেন পয়ার দ্বিজ শ্রীরাম জীবন॥

১০৭। সিরাজ কুলুপ।

ইহাকে মুসলমানী ধর্ম্ম বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। পৃথিবী কিসের উপর অবস্থিত, কয় স্বর্গ, কোন্ দিন ঈশ্বর কি সৃষ্টি করেন, প্রলয়কালে এবং পরে কি হইবে ইত্যাদি বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতার নাম আলি রাজা। এই আলি রাজাকেই আমরা 'বৈষ্ণব কবি' অভিধানে পূর্ব্বে পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইনি তত্ত্বজ্ঞানী ফকির ছিলেন। ইহার গুরুর নাম কেয়ামদ্দিন; তৎসম্বন্ধে এই গ্রন্থে এইটুকু আছে :—

সহরিবে ভজি সাহা পিরের চরণ।
যাহার প্রসাদে পাইলাম ভাবের কথন॥
ত্রিভুবনে আউলিয়াৎ গুরু মহাধন।
শিশু বুদ্ধি মোহর করিছে স্থির মন॥
শ্রীযুক্ত কেয়ামদ্দিন আলিম ওলমা।
অনন্ত অপার সেই পীরের মহিমা॥

অপরূপ গুণ মহা ভুবন মোহন।
ব্রাহ্মণির (?) জ্যোতি পীর জীবন জীবন॥
গুণবন্ত মহন্ত সে য়াছিলা দরবেশ।
তপসী ভাবের ভেদ কহিল বিশেষ।
ধার্ম্মিক সুধীর স্থির য়াছিল অধিক।
সতান্তরে তপ জেন প্রকাশ মাণিক॥
গুণের সাগর ছিল স্বর্গের চন্দ্রিমা।
পৃথিবীতে ছিল জেন আল্লার মহিমা॥
শাস্ত্রত ওলমা ছিল সভাতে প্রচণ্ড।
তপসী পরম ভাবে ছেদিয়া ত্রিখণ্ড॥
নজাহা (?) য়ানাওদিন সুত মহামন্ত।
কেয়ামদ্দিন সাহা সুনাম য়াছিলেন্ত॥
* * জেন প্রকাশে মার্ত্তণ্ড।
প্রকাশিল চাটিগ্রাম সে নাম য়খণ্ড॥
ফেনীর দক্ষিণ এক সহর উপাম।
সে পীর চরণে মোর সহস্র প্রণাম॥
তাহান কৃপান ভাব করিলম দেশী।
রচিলুম পয়ারে শুদ্ধ পীর পরশি॥
ছিরাজ কুলুপ নামে য়াছিল কিতাব।
উত্তম মছলা তাত শুদ্ধ পরস্তাব।
গুরু মুখে এ সব জে হাদিছে পাইলুম।
সভানে বুঝিতে ভাল বাঙ্গালা করিলুম॥
ইঞ্জিল।কিতাব এই মছলি সকল।
জুহদ (?) সকল এই করিল আমল॥

ভণিতা :—

সাহা কেয়ামদ্দিন পির, তানপদে মতি স্থির,
কহে হীন আলি রাজা ছাই।

শেষ :—

পূর্ব্বে মসরিব বুলি ধরে তার নাম।
পচিমেত মগরিব নাম সে উপাম॥
উত্তরে সিমাইল নাম জুনুব দক্ষিণ।
চতুর্দ্দিকে চারি নাম জান তান চিন॥
সাহা কেয়ামদ্দিন সাহা গুণের সাগর।
সিরাজ কুলুপ কথা অমৃতের ধার॥

"লেখিতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধলঘাঠ সন ১২১৫ মাঘ তাং ৮ আশ্বিন। এই পুস্তক মালিক শ্রীমাহামুদ ওআলি পিং বোচা গাজী সাকিন সুচক্রদণ্ডী।" পত্র সংখ্যা—১৮২; দুই পৃষ্ঠে লেখা।

১০৮ কালিকার চৌতিশা।

চরণ সংখ্যা ১৩৬।

আরম্ভ :—

কএ কালিকা পদে করিএ নিবাস।
করজোরে করি মুক্তি নিতি করম্ আশ॥
কাকুতি মিনতি করম্ তুআ দাসের দাস।
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে রক্ষ না কর বিনাশ॥

শেষ :—

ক্ষএ ক্ষয় নাহি মাগ ত্রিজগতে সার।
ক্ষয় কর শিশু জানি এ কোন বিচার॥

ভণিতা :—

ক্ষয় করি অরিগণ রক্ষএ শরীর।
ক্ষীণ বুদ্ধি ক্ষেমানন্দ দাস কালিকার॥

১০৯। ধ্যানমালা।

এখানি সঙ্গীত-বিষয়ক-গ্রন্থ। রাগ তালের উৎপত্তি, কোন্ রাগ কোন্ সময়ে গেয়, কাহা দ্বারা আদৌ বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আধুনিক সঙ্গীত বিশারদগণ এই সকল বিষয়ে একমত হইবেন কি না, জানি না। সঙ্কীর্ণ স্থানে এইরূপ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণাম করি জগত ঈশ্বর।
দ্বিতীএ প্রণামি মোহাম্মদ পয়গম্বর॥
জেখনত ন আছিল ত্রিভুবন সংসার।
আছিল আপনে এক শয় করতার॥
মহা অন্ধকার শূন্য আছিল গোপতে।
আকার না ছিল কেহ দোসর সাক্ষ্যাত॥

ভাবের সমুদ্রে ডুবি হইলা চেতন।
শ্রদ্ধা হৈল করিবারে এ তিন ভুবন।
আপনার নাম গুণ প্রচার করিতে।
সংসারেত সবে এক ঈশ্বর জানিতে।
গাঢ় প্রেমভাবে প্রভু অনাদি নিধন।
নররূপে মোহাম্মদ করিল সৃজন।

এইরূপে সৃষ্টি পত্তন শেষ করিয়া রাগাদির আকার প্রকার সাজসজ্জা, ঋতুভাগ, দিবারাত্রি ভাগ, রাগের বিবাহ এবং দণ্ড ভাগাদি বিহিত হইয়াছে। তৎপর ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর সংস্কৃত ধ্যান, বাঙ্গালা পয়ার ও প্রত্যেক রাগে গেয় এক একটি সঙ্গীত। এই শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থে সঙ্গীতগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা; এই গ্রন্থে আলি রাজার সঙ্গীতই অধিক। ইঁহার গুরু 'সাহা কেয়ামদ্দিনে'র চরণে গ্রন্থখানি সমর্পিত। ইনি পরম জ্ঞানী সাধু পুরুষ ছিলেন। আলি রাজার বাড়ী চট্টগ্রাম আনোয়ারান্তর্গত ওশখাইন গ্রামে। সাধারণতঃ 'কালু ফকির' নামেই প্রসিদ্ধ। একজন প্রসিদ্ধ ফকির। তাঁহার পুত্র 'সর্কতোল্লা'ও একজন ফকির কবি। 'সাহিত্য সংহিতায়' তাঁহার ফকিরী গীতগুলি প্রকাশিত হইতেছে। আমরা আলো পত্রে মুসলমান বৈষ্ণব কবি শীর্ষক প্রবন্ধে যে আলি রাজার পরিচয় দিয়াছি, ইনিই সেই আলি রাজা। আমাদের সেই মত ভ্রান্তি-পূর্ণ। জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইলে এইরূপ ভ্রম না হইয়াই পারে না। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে পুনরালোচনা করিয়া সকল বক্তব্য বলিব, বাসনা আছে।

এখানে একটি পদমাত্র উদ্ধৃত করিয়েছি, ধ্যানগুলি উদ্ধার করা কঠিন।

রাগ—মালব।

বনমালী শ্যাম, তোমার মুররী জগপ্রাণ। ধুয়া।
শুনি মুররীর ধ্বনি, ভ্রম জাএ দেব মুনি,
ত্রিভুবন হএ জর জর।
কুলবতী জথ নারী, গৃহবাস দিল ছাড়ি,
শুনিআ দারুণি বংশী স্বর।
জাতি ধর্ম্ম কুলনীতি, তেজি বন্ধু সব পতি,
নিত্য শুনে মুররীর গীত।
বংশী হেন শক্তি ধরে, তনু রাখি প্রাণি হরে,
বংশী মূলে জগতের চিত।
জে শুনে তোমার বংশী, সে বড় দেবের অংশী,
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়।
গৃহ বাস কিবা সাধ, বংশী মোর প্রাণনাথ,
গুরুপদে আলি রাজা কয়।

প্রত্যেক তালের গৎ আছে। তালগুলির ব্যবহার অধুনা নাই। বাহুল্য ভয়ে এখানে 'গৎ' তুলিয়া দেখাইলাম না।

পত্র সংখ্যা ৫৮। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

"লেখিত শ্রীমহোম্মদ জামিল সাকিনে গোমদণ্ডী থানে পটিআ। ইতি ১২২১ বারষ এগেশ মঘি তারিখ ১৭ সোতর মাহে জ্যৈষ্ঠ হক মালেক অআএদ কানুর চরণে নিত্য রাখ মন। তুমি বিনে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর॥"

এই পুঁথির বহিঃপৃষ্ঠায় এই কথাগুলি লিখিত আছে :—

নক্ষত্র বিমতি হৈলে, সুপন্থ না দেখে মূলে,
মিত্রে দেন্ত জহর খাইতে।
সুকর্ম্মেত কৈলে মন, বিধি হএ পরসম,
মিত্রে চাহে জীবন হরিতে। (?)
ভাগ্য মাত্র দুই অক্ষর, কেহ নহে সমসর,
কপালর সবে করে পূজা।
কপাল বিমতি হৈল, ভাই সবে খেদাইল,
রোসাঙ্গে পলাই গেল সুজা।

সাহ সুজার পলায়নবার্ত্তা তখন দৃষ্টান্ত স্থানীয় হইয়াছিল দেখা যাইতেছে।

১১০। খঞ্জন-বচন।

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ; ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১১৭৯ মঘীর। ইহাতে খঞ্জন দর্শনের ফলাফল বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ :—

পক্ষী মধ্যে বিধাতাএ স্থজিল খঞ্জন।
তার ফাল মন্দ কহি শুন দিআ মন॥
ছঅ মাস থাকে পক্ষী সমুদ্রের কুলে।
প্রথম যে ভাদ্র মাসে নিকলে সংসারে॥

শেষ:—

বৈশাখ মাসেত জদি দেখএ খঞ্জন।
সর্ব্বথাএ ধন লভ্য জানিবা কারণ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেত জদি দেখএ খঞ্জন।
ছঅ মাসে না মরিলে বৎসরে মরণ॥
জেবা গাএ জেবা শুনে খঞ্জনর বচন।
পাপ ছাড়ি পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠে গমন॥

১১১। মহাভারত—দাহপর্ব্ব

চরণ সংখ্যা ১১৪।

আরম্ভ :—

পুনরপি জিজ্ঞাসিলো রাজা জন্মেজয়।
তার পাছে কি হইলো কহ মহাশয়॥
মুনি বোলে শুন বাপু সারদানন্দন।
দাহপর্ব্ব কথা কহি শুন বিবরণ॥

শেষ:—

দাহ পর্ব্ব কথা সাঙ্গ হৈল এথ দুরে।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে (জাএ) বিষ্ণুপুরে॥

ভণিতা:—

মহাভারতের শ্লোক রচিয়া পয়ার।
সঞ্জয় শুনিয়া কহে লোক তরিবার॥

"ইতি মহাভারতে দাহপর্ব্বনি সমাপ্ত। গোবিন্দরাম তনঅ শ্রীনরোত্তম কেরানি দেঅ দাসস্য পত্র শ্রীরামচন্দ্র স্বকিঅ বহি লিক্ষ্যতো সমাপ্ত। ইতি সন ১১৭৯ মঘি তারিখ ১১ এঘার ফাল্গুন।"

সঞ্জয় রচিত পর্ব্বগুলি প্রকাণ্ড। সমালোচ্য পর্ব্বটি কি বাস্তবিক ক্ষুদ্র? এই পর্ব্বখানি আমাদের বাড়ীতে আছে।

১১২। রাগতালের পুঁথি।

ইহাতে রাগ ও তালের উৎপত্তি, দণ্ড ভাগ, ঘড়ি ভাগ, রাগ তালের বিবাহ, কর্ণভেদ, ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পুঁথির আদ্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং নামটা কি ছিল, জানা যাইতেছে না। এই রকম গ্রন্থ অনেক লোকের লেখা থাকে, দেখিয়াছি। এই খানিতে নিম্নলিখিত দুইটি ভণিতা দেখা যায়:—

(১) দেবগ্রামে বসি মুই কালীপদ তলে।
দিবারাত্রি ঘড়ি ভাগ রামতনু বোলে॥
(২) পণ্ডিত সভার পদে প্রণাম যে করি।
হীন জীবন আলি কহে ভূমিগত পড়ি॥

হস্তলিপির তারিখ নাই। পুঁথিটি প্রাচীন। ৭ম হইতে ৪০শ পত্র পর্য্যন্ত আছে। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

এই 'রাম তনু' আচার্য্য বা গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেকালের পাঠশালার গুরু ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামপ্রসাদ; বাড়ী দেবগ্রাম। শুভঙ্করের ন্যায় অঙ্কবিষয়ক তাঁহার রচিত অনেক আর্য্যা আছে। পূর্ব্বে 'তারিণী চৌতিশায়' তাঁহার পরিচয় একবার দেওয়া গিয়াছে।

'জীবন আলি'র নিবাস চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত 'খান মোহনা' নামক গ্রামে। এতদঞ্চলে তিনি সাধারণতঃ 'জীবন পণ্ডিত' নামে পরিচিত। তিনিও গুরুগিরি করিতেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি অনেক লোককে,—বিশেষতঃ হাড়ি-দিগকে বাদ্যাদি শিক্ষা দিতেন। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও তাঁহার অনেক শিষ্য আছে। সম্ভবতঃ তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সমসের আলি আজও বর্ত্তমান। বয়স প্রায় ৫০।

১১৩। মুছার ছোয়াল।

এই গ্রন্থখানি সুন্দর। হজরত মুছা (Moses) পয়গম্বরের সহিত 'তোর' নামক পাহাড়ে নিরঞ্জন সঙ্গে যে সওয়াল জওয়াব হয়, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এখনও আমরা ইহা পড়িবার অবকাশ পাই নাই। পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার বাসনা রহিল।

আরম্ভঃ—

গুণিগণ কর অবধান।
মুছার ছোয়াল এক কিতাব প্রধান॥
সে কিতাবে আছে বহু অশক্য কথন।
জোআব ছোয়াল হইল নিরঞ্জন সন॥
বাঙ্গালে না বুঝে সেই করেছি কিতাব।
না বুঝি কারবি ভাবে পাএ মনস্তাপ॥
দেশী ভাবে পাঞ্চালিকা করিতে অথন।
মোর মনে হইল সেই কিতাব বচন॥
তেকারে কারসি ভাঙ্গি কৈলুম হিন্দুআনি।
বুঝিবারে বাঙ্গালে সে কিতাবের বাণী॥
আপনে বুঝন্ত যদি বাঙ্গালের গণ।
ইচ্ছা সুখে কেহ পাপে না দেয়ন্ত মন॥

শেষ :—

বাক্য আনপিতে যদি চাহ প্রভু সঙ্গে।
হুদমন কোরানে পড়হ মন রঙ্গে॥
পঞ্চ খেনে নমাজ পড় হই এক মন।
সভা করি বৈস নিতি নমাজির সন॥
শাস্ত্র বুঝিবারে বহু নমাজির গুণে।
একে একে কহিলাম শুন জথ গুণিগণে॥

ভণিতা :—

কহে হীন নছরুল্লা শুন গুণিগণ।
ওজনথু—ওজন হইতে।
ওজনথু * বাড়াটুটা নহে কদাচন॥

হস্তলিপির তারিখ ও লেখকের নামটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। হস্তলিপিটি প্রাচীন। পত্র সংখ্যা ২৯, দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকারে তেমন ক্ষুদ্র নহে।

এই 'নছরল্লা' ও পূর্ব্ব সমালোচিত 'জঙ্গ নামার' কবি 'নছরোল্লা খান' এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে না।

১১৪। কৌশল্যার চৌতিশা।

চরণ সংখ্যা ১১৩।

আরম্ভঃ—

কর জোরে কৌশল্যাএ কহে রাজার স্থানে।
কি কারণে রামচন্দ্র পাঠাইলা বনে॥
কথ জন্ম জন্মান্তরে তপ সে করিনু।
কমল নয়ান পুত্র উদরে ধরিনু॥

শেষঃ—

ক্ষয় করি রিপুজন ভুবন মণ্ডলে।
ক্ষীণ প্রাণি মাএ ডাকম্ আইস মায়ের কোলে॥

---

* ওজনথু—ওজন হইতে॥

ভণিতা :—

ক্ষীণজীবী ক্ষীণ তরি ক্ষীণ কুলকুলে।

ক্ষীণ রামজীবন রুদ্র রাখ পদতলে॥

হস্তলিপি ১১৭৯ মঘির লিখিত।

১১৫। সাহাদল্লা পীর পুস্তক।

এইখানি মুসলমানী দরবেশী গ্রন্থ। সাহাদল্লা পীর নামক কোন সিদ্ধ পুরুষ বক্তা ও চান্দ নামক কোন ব্যক্তি প্রশ্নকর্ত্তা। যোগসাধন হিন্দুর আর মুসলমানের একই; কেবল নামে প্রভেদ মাত্র। মাদৃশ অনধিকারী লোকের পক্ষে এই কঠিন বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। মুসলমানগণের এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি রক্ষায় যত্নবান্ হওয়া উচিত।

ভণিতা :—

অষ্ট কলে তালি দিলে রহিব আনন্দ।

সাহাদল্লা পদে কহে তত্ত্বহীন চান্দ॥

শেষ :—

জনমের কথা এবে শুন দিয়া মন।

যথনে গর্ভের মাঝে হইল সৃজন॥

গর্ভনাতি শিশু যদি পঞ্চমাস হইল।

বিধাতাএ তরে কিছু ললাটে লিখিল॥

হয়াত মওত যার রিজিগ দৌলত।*

আপদ সহিতে জ্ঞান লেখিল পঞ্চমৎ॥

* * *

সাহাদল্লা পীর কথা অমৃতের ধার।

জেবা পড়ে যেবা শুনে হএ হুসিয়ার॥

* * *

আদি চন্দ্র—মগজ, গরলচন্দ্র, কামভাব,

নাছুত—কাণ, মলকুত, নাক;

জবরুত—নয়ন, লাহুত—মুখ॥

"ইতি সাহাদল্লা পুস্তক সমাপ্ত। লেখিতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধলঘাট সন ১২১৫ মঘি তাং ৪ য়াসিসন। এই পুস্তকের মালিক শ্রীমামুদালী পিং বোচাগাজি সাং সুচক্রদণ্ডী।

পত্র সংখ্যা ২২, দুই পৃষ্ঠে লেখা।

১১৬। বৌদ্ধ রঞ্জিকা।

অনেক অনুসন্ধান করিয়াও চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ পাইতে পারিলাম না। বঙ্গভাষায় বৌদ্ধগণ কোন গ্রন্থই লিপিবদ্ধ করেন নাই, বিস্ময়ের বিষয়! শীর্ষোক্ত গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার এক মাত্র অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাও কিন্তু বৌদ্ধের লেখা নহে। ইহার প্রকাশক চট্টগ্রাম—চন্দনপুরা নিবাসী ৺আবদুল হামিদ মাষ্টর সাহেব ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"এই প্রাচীন পালি ভাষায় 'থাদুত্তাং' বিস্তীর্ণ গ্রন্থ নামে অভিহিত ছিল; সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা মৃত ধরম বক্স খান বাহাদুরের পত্নী রাজ্ঞী কালিন্দী রাণী বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে অনুবাদিত করিয়াছেন। (?) এই গ্রন্থ বৌদ্ধদিগের একমাত্র সার গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কেননা, বুদ্ধদেবের বাল্যক্রীড়া হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সম্যক্ ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত আছে।" ১২৯৬ বাঙ্গালায় ইহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। হস্তলিখিত পুঁথিও পাওয়া যাইতে পারে। মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়ায় আমরা আর তাহার খোঁজ করি নাই। রচয়িতা সম্ভবতঃ উক্ত রাজ সরকারের কোন

---

* হয়াত=আয়ু। মওত—মৃত্যু। রিজিগ—জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়।

দৌলত—ধন সম্পত্তি।

কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নিবাস কোথায়, জানিতে পারি নাই। গ্রন্থের এই ভাগটি ক্ষুদ্র; অঙ্গীকৃত দ্বিতীয় ভাগ বোধ হয় আর প্রকাশিত হইল না। শুনিয়াছি, 'থাঢ়ুন্তাং' প্রকাণ্ড গ্রন্থ। ভণিতা এইরূপ :—

শ্রীমতী কালিন্দী রাণী, ধর্ম্মবন্ত রাজরাণী,
পুণ্যবতী সুশীলা মহিলা।
তান আজ্ঞা অনুবলে, দাস শ্রীনীলকমলে,
এ বৌদ্ধ রঞ্জিকা প্রকাশিলা।

এই রাজবংশের রাজগদিতে এখন রাজা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় বাহাদুর সমাসীন। আবশুক হইলে এ গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

১১৭। লক্ষ্মী দেবীর পাঞ্চালি।

আরম্ভ :—

বন্দম যে গণপতি মুষিকবাহন।
চারিভুজ এক দন্ত গজেন্দ্র বদন।
গরুড় বাহনে বন্দম দেব নারায়ণ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কস্তুভ ভূষণ।
* * *
পিতামহ পিতামহী আর মাতা পিতা।
প্রণতি করিয়া বন্দম শ্রীগুরু দেবতা।

শেষ :—

পাঞ্চালি শুনিতে যেবা মনে করে সাধ।
মনস্কাম সিদ্ধি হএ খণ্ডে বিসম্বাদ।
ভক্তি করি এই পুস্তক পঠে যেই জন।
অন্তকালে জাএ সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন।

ভণিতা :—

লক্ষ্মীর পাঞ্চালি ভণে রঞ্জিৎরাম দাস।
চরণে শরণ দেয় বলি তব পাশ।

রচনা কাল :—

বসু যুগ সিন্ধু শশী শক পরিমাণ।
কমলার চরিত্র কথা হইল সমাধান।

"ইতি লক্ষ্মী দেবীর পাঞ্চালি সমাপ্ত। শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ স্বাক্ষর (সাং পরৈকোড়া)। পত্র সংখ্যা ১৫; দুই পৃষ্ঠে লিখিত। প্রতি পৃষ্ঠে ৫ পংক্তি লেখা। সুতরাং ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র। হস্তলিপির তারিখ নাই, পুঁথির বয়স পঞ্চাশের অনধিক, বোধ হয়।

এই পুঁথিতে কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দ আছে। নিম্নে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল :—

তাইর=তাহার (তুচ্ছার্থে)।

"সর্ব্বাঙ্গ অলক্ষ্মী তাইর বড় দুরাচারী।"

ভোম=ভূমি।

"কথ দূর ভোম রাজা দিছেন নালাকার।"*

অপ্সর=অবসর।

"দিনে অপ্সর না পাএ ভোম রূপিবার।"

উজাল=মশাল।

"ভার্য্যার তরে বলিলেক উজাল ধরিতে।"

জালা=ধান্য অঙ্কুরিত হইয়া কিছু বড় হইলে সেই গাছকে 'জালা' বলে।

"জমিনেতে গিয়া জালা করএ রোপন।"

নিবৃত্তে=নিমিত্তে।

"সপ্ত মুঠ চাউল দিলা তাহার নিবৃত্তে।"

চোবা=অন্তঃসার বিহীন ধান্য।

"গোলার ধান্য রাজার জে চোবা হই উঠে।"

চার=ভগ্ন মৃৎপাত্রাদির টুকরা বিশেষ।

"তামা কাঁসা আদি জথ তৈজসের বাসন।
চার প্রায় হৈয়া উঠে কি কৈব কথন।"

পেরুআ=পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন সময়ে যে পাত্র করিয়া মাটি উঠান হয়, সেই পাত্রকে 'পেরুআ' বলে।

---

* যে ভূমি দাসদিগকে দান করা যায়, তাহাকে 'নালকর' বলে।

"জেবা এক পেরুআ মাটী করএ কাটন।
তারে এক পেরুআ কড়ি দিবাম এখন॥"

ঢেকা = ধাক্কা।

গর্ত্তের পারে গেলে তাই, ঢেকা মারি পেলাই,
মাটী দিআ রাখিবা সর্ব্বথা।"

মরে = মোরে।

"পাতকী দেখিয়া মোরে মরে, ছাড়ি যাও নিজ পুরে।

কথাকারে = কোথায় ?

"আমা ছাড়ি জাও কথাকারে।"

উল্লিখিত শব্দগুলি প্রায় অবিকল এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য কথা বলার স্থান ইহা নহে।

১১৮। বিপুলার চৌতিশা।

চরণ সংখ্যা ১৩৬।

আরম্ভ :—

কান্দএ বিপুলা রামা করিআ কাকুতি।
কাতর জনারে কৃপা কর পদ্মাবতী॥
কমল পত্রেতে মাতা জনম তোমার।
কাকুতি করম্ পতি রক্ষ এইবার॥

শেষ :—

ক্ষ্যাতি রক্ষা কৈলা মাতা অনন্ত রূপ ধরি।
ক্ষ্যাতি রাখহ মাতা ত্রিজগত ভরি॥

ভণিতা :—

ক্ষিতি লোটাইআ বন্দাম চরণ যুগল।
ক্ষীণ রামচন্দ্রে ভণে জীবো লক্ষিন্দর॥

বর্ত্তমান ইংরেজী সভ্যতার দিনে আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। সেকালের লোকেরা সকল কাজেই শাস্ত্র মানিয়া চলিতেন। তাঁহারা গৃহাদি বন্ধনের যে সকল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিতেন, বর্ত্তমানের বিজ্ঞানবাদীগণ তাহা মানিবেন না, নিশ্চয়ই। যাহা হউক, তাঁহাদের 'গৃহবন্ধন-নীতিটি রক্ষণোদ্দেশ্যে এইখানে তুলিয়া দিলাম :—

বাড়ী করি সম ভাগ,
মাঝে রাখ এক পাত,
তার দক্ষিণে বান্ধ ঘর ;
পিছে রাখ বার হাত,
তবে গাড় সূতের গাত,
জথ তথ বান্ধ ঘর,
তের মিশাই সাতে হর,
সাতে হরি রহে যে,
ঘরের পতি হএ সে।
সাতে হরি রহে শশী,
পরেআর ধন খাএ দুআরে বসি ;
সাতে হরি রহে যুগ,
অন্নে বস্ত্রে সমানে সুখ,
সাতে হরি রহে তিন,
সেই ঘরে বাঝে ঋণ ;
সাতে হরি রহে চাইর,
সেই ঘরে গিরি খাএ ;
সাতে হরি রহে পাঁচ,
সেই ঘরে গিরি খাচ ;
সাতে হরি রহে ছএ,
সেই ঘরে গিরি ক্ষয় ;
সাতে হরি রহে শূন্য,
সেই গিরি অতি ধন্য।

১১৯। মদনকুমার-মধুমালার পুঁথি।

ইহার কোন নাম পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের নায়ক-নায়িকার নামানুসারে শীর্ষদেশস্থ নামকরণ হইল। প্রথম হইতে পঞ্চম পাতা নাই ; ষষ্ঠ পাতা হইতে ২৯শ পাতা মাত্র আছে। দুইজন নায়ক নায়িকার অদ্ভুত প্রেমকাহিনী বর্ণনার বিষয়। ভাষা সরল। হস্তলিপির তারিখ পাওয়া যায় না ; অক্ষর দেখিয়া বোধ হয়, বড় প্রাচীন নহে।

ভণিতা :—

(১) কোন বিধি আনি দিল, নয়ানে দেখাইল,
কেবা লইয়া গেল ভাণ্ডি।
নুর মোহাম্মদ ভাবিআ সে পদ
ভণিল বিরহ লাচারি॥

(২) নুর মোহাম্মদ বড় দুঃখী ক্ষিতিতল।
সন্তোষ নিজোগ জথ বিধির খেয়াল॥

১২০। মা বাপের বারমাস।

আরম্ভ :—

হাহা রে দারুণ বিধি কিনা ভাবম্ তোরে।
অল্প বয়সের কালে ছেঁঅর * কৈলা মোরে॥
বৈশাখ মাসেত মা বাপ রবির কিরণ।
অবিরত পোড়ে মোর মা বাপের কারণ॥

শেষ :—

চৈত্র মাসেত মা বাপ বৎসর হৈল শেষ।
আমারে ছেঁঅর করি রহিলা স্বর্গবাস॥
স্বর্গেতে গিআ মা বাপ নিশ্চিন্তে রহিলা।
আমরা হেন পুত্র কন্যা জলেতে ভাসাইলা॥

১২১। সপ্ত পয়কর।

ইহা মহামতি সৈয়দ আলাওল রচিত কাব্য। গ্রন্থের নাম বাঙ্গালায় "দিন-সপ্তকোপাখ্যান" দেওয়া যাইতে পারে। সাতটি উপাখ্যানে কাব্যটি গ্রথিত বলিয়া গ্রন্থের এই নাম।

রোসাঙ্গের রাজসভায় থাকিয়া আলাওল তাঁহার সকল কাব্যগুলি প্রণয়ন করেন। পত্রান্তরে আমরা তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি; এখানে তাহার দ্বিরুক্তি বাহুল্য মাত্র। এই কাব্য সৈয়দ মহাম্মদের আদেশে পারস্য ভাষা হইতে অনূদিত হয়।

কবির স্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধে এই গ্রন্থে এইটুকু পাওয়া যায় :—

শ্রীমন্ত রোসাঙ্গ স্থল, নাহি তাহে বলাবল,
হেম রত্নে জড়িত বেষ্টিত।
বৈসে সাধু সৎলোক, সদত আনন্দ ভোগ,
শস্য মৎস্য সদাএ পুর্ণিত॥
তাহে নৃপ অনুপাম, শ্রীচন্দ্র সুধমা নাম,
খল নাশ দুঃখিতের গতি।
পুত্রবৎ প্রজাপাল, বিপক্ষ জনের কাল,
ধর্ম্মশীল মহাছত্রপতি।

* * *

হাটক বেষ্টিত ঘর, মণিরত্ন থরে থর,
শুদ্ধ সুবর্ণের দিব্য পাট।
হয় হস্তী নাই লেখা, পয়দল হীন সংখ্যা,
রোধি চলে মারুতের বাট॥

* * *

মনেত ভাবিয়া ডর, নৃপকুলে দেএ কর,
সিন্ধু শৈল লাঙ্ঘ্য যার সীমা।
দিল্লীশ্বর বংশ আসি, যাহার শরণে পশি,
তার সম কাহার মহিমা॥
যুবাকালে ব্রতধর্ম্ম, শাস্ত্রনীতি সৎকর্ম্ম,
দান জ্ঞান মান নাহি ওর।
অপার মহিমা সিন্ধু, ক্ষুদ্র বুদ্ধি এক বিন্দু.
কহিতে কি শক্তি আছে মোর॥

* * *

হেন মহা রাজেশ্বর অখণ্ড সম্পদ।
তান মুখ্য সৈন্যমতি (?) সৈয়দ মহাম্মদ॥
অঙ্গ দুর্ব্বাদল শ্যাম মুখ পূর্ণশশী।
অমিয়া মিশ্রিত বাক্য মৃদু মন্দ হাসি॥

* * *

নানা শাস্ত্র পারগ বিদ্যাবান বিদ্যাধ।
আরবী ফারসী আর হিন্দবী মগধ॥

* * *

নবীকুল ছৈয়দ জাতি জাতির প্রধান।
নিশিদিশি রাগরঙ্গে বিনোদ থাকেন॥

---

* ছেঁঅর=পিতৃমাতৃহীন (orphan)

সদত পণ্ডিত গুণী তাহান সভাএ।
তত্ত্ব রস কথা কহি থাকেন্ত সদাএ॥
* * *
আমিহ সভাতে তান থাকি অবিরত।
অন্ন বস্ত্র দানে আমা পোষেন্ত সতত॥
* * *
তান সভাসদ (?) থাকি সভাসদ হইয়া।
শাস্ত্রনীতি রস কথা প্রসঙ্গ কহিয়া॥
এক নিশি পণ্ডিত সমাজে মহাশয়।
কথা রসে বসিছেন্ত আপনা আলয়॥
আমা প্রতি কলা আজ্ঞা হরষিত মনে।
উত্তম প্রসঙ্গ এক কহিতে কারণে॥
সপ্ত পয়কর কথা অতি মনোহর।
মনোগত প্রকাশিলুং তাহান গোচর॥
* * *
তান আজ্ঞা লংঘিতে না পারি কদাচিত।
যদ্যাপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত॥
যদিবা অযোগ্য আমি গ্রন্থ রচিবার।
তান ভাগ্যলক্ষ্যে (মাত্র) সমুদ্র সঞ্চার॥
যেন চন্দ্র ধরিতে বালকে হস্ত তোলে।
কেবল ভরসা মাত্র গুরু পদতলে॥

আরম্ভ :—

আদ্যের অনাদি স্বামী অন্তরে অনন্ত।
প্রথমে মহিমা তান সুশোভিত গ্রন্থ॥
বিনা লক্ষ্যে শূন্য পরে স্থাপিছে আকাশ।
করিছে মিহির শশী নক্ষত্র প্রকাশ॥

ভণিতা :—

গুণী জন বন্ধু, দানে দয়াসিন্ধু,
ছৈয়দ মহাম্মদ খান।
তাহান আরতি, মধুর ভারতী,
হীন আলাওলে ভাণ॥

হস্তলিপি পাওয়া যায় নাই। চট্টগ্রাম হইতে বহুদিন পূর্ব্বে চারিজন মুসলমানের চেষ্টায় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা কিন্তু বিশ্রী সংস্করণ। অনেকবার বলিয়াছি, মুসলমানদের অত্যাচারে আলাওল সাহেব নিতান্ত হীনাবস্থায় আছেন। হিন্দু ভ্রাতৃগণ কৃপা না করিলে তাঁহার উদ্ধারের আশা নাই।

এই গ্রন্থশেষে যে কালজ্ঞাপক বাক্য আছে, তাহা এই :—

মুসলমানী সন কহি শুন গুণীগণ।
চন্দ্র যুগ কলানিধি গ্রহের স্থাপন॥
ইছুপী সনের কথা কহিএ বিচারি।
ইন্দুপৃষ্ঠে বস * শূন্য শেষে দিয়া চারি॥
কহিতে বাঙ্গালা সন মনে বিমর্ষিয়া।
দধিসুত শেষে যুগ চান্দ্র চন্দ্র দিয়া॥
মঘী সন কহি মনান্তরে করি ভিত।
চন্দ্রাপারে চন্দ্র রিতু (ঋতু) পৃষ্ঠে তার নিত॥

বাক্যটি যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি, কোন সাহিত্য প্রেমিক এই মহাত্মার জীবনী আলোচনা করিয়া এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

আলাওল এখন পরিচিত ব্যক্তি; তাঁহার লেখনীর শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় আর কি দিব? সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে, কোন অংশেই ইহা অনাদরের যোগ্য নহে।

আকার বৃহৎ। ডিমাই আট পেজী আকারের ২৩৩ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। (এই সংস্করণের অক্ষর বড় বড়।)

চেষ্টা করিলে এখনও হস্তলিখিত পুঁথি বিস্তর পাওয়া যাইতে পারে। সময়ান্তরে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার বাসনা আছে।

---

* 'বস'—এই শব্দটি 'রস' কি 'বসু' হইবে, বোধ হয়।

১২২। জ্ঞান-চৌতিশা।

চরণ সংখ্যা ১৫২।

আরম্ভ :—

প্রণাম পুরুষ তত্ত্ব দেবের প্রধান।
কোটি চন্দ্র (?) ব্রহ্মাএ জার না বুঝে সন্ধান॥
মহেশে ভাবিআ ওর না পাএ জাহার।
মনি সবে ধ্যানে মর্ম্ম না পাএ জাহার॥

শেষ :—

শিব শক্তি দুহ জান ভিন্ন মাত্র নাম।
শিবের আধার শক্তি লিঙ্গেতে বিশ্রাম॥
সমযুক্ত কলেবর মলিন অধর।
সেই সে আওমা জান জগতে প্রখর॥

*　　*　　*

ক্ষমা হোতে অধিক তত্ত্ব নাহি পৃথিবীত।
ক্ষেত তপ না জাএ জপ আত্মহিত॥ (?)

ভণিতা :—

ক্ষীণ অতি শিশুমতি সৈদ সুলতান।
ক্ষীণবুদ্ধি রচিলেক চৌতিশা জে জ্ঞান॥

এই চৌতিশাটি কবির স্বকৃত 'জ্ঞান-প্রদীপে'ও দেখিয়াছি। হস্তলিপি ১১৭৯ মঘির লিখিত।

১২৩। পদ্মা পুরাণ।

আমরা এ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে যত হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, তন্মধ্যে এইখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। হস্তলিপির মত ইহার ভাষাও অনুরূপ প্রাচীন। এখানি নারায়ণ দেবের রচিত বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে অপর কবির ভণিতাও দেখিতে পাইতেছি। তৎসমস্ত এখানে দেওয়া গেল :—

(১) সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঞ্চালি।
কালীর করুণে ভণে এক লাচারি॥

(২) নারায়ণ দেবে কহে, সুকবি বল্লভ হএ,
গোদের বাকে দিল দরশন।

(৩) পাইআ না পাইলু বিধি বঞ্চিল বচনে।
মনসার চরণে বন্দি বিপ্র জগন্নাথে ভণে॥

(৪) না কর ক্রন্দন এর, মনসার উদ্দেশে লড়,
পণ্ডিত জানকীনাথে ভণে।

(৫) দ্বিজ বংশীদাসে কহে সত্যবতী নারী।
অবশ্য পাইবা প্রভু গেল দেবপুরী॥

(৬) যদুনাথ পণ্ডিত, রচিল মধুর গীত,
শৃকালী (শৃগালী) বাকে দিল দরশন।

তৃতীয় ও চতুর্থ ভণিতাগুলি দুই দুই স্থানে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভণিতাগুলি এক এক স্থানে আছে এবং প্রথম ভণিতা দুইটি গ্রন্থের সর্ব্বত্র মিলিবে; দীনেশবাবু তাঁহার গ্রন্থে কেবল বংশীদাস ও কবিবল্লভেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন। একই গ্রন্থে এত গুলি কবির ভণিতা কি করিয়া আসিল, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

এখানে আর একটি কথা বলিব। দীনেশবাবু দ্বিতীয় ভণিতায় উল্লিখিত 'কবি-বল্লভকে' পৃথক ব্যক্তি অনুমান করিয়াছেন, আমাদের মতে উহা ঠিক নহে। তাঁহার উদ্ধৃত "নারায়ণ দেবে কয়, সুকবি বল্লভে হয়" এই পাঠ হইতে ঐরূপ একটা নাম মাত্র পাওয়া যায় বটে। কিন্তু ঐবাক্যের কিছু অর্থ হইতে পারে না। বটতলার ছাপা পদ্মাপুরাণ দেখিয়াই তিনি ভ্রমে পড়িয়াছেন; আমরা কিন্তু হস্তলিপিতে সর্ব্বত্রই প্রাগুদ্ধৃত পাঠ দেখিতেছি। আমাদের বোধ হয়, 'সুকবি বল্লভ' পদে কোন ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া নারায়ণ দেবকেই বিশেষিত করিতেছে। যিনি নিজে গুণদ্যোতক 'সুকবি' উপাধি স্বীয় নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি কি তদপেক্ষা মহত্তর গুণজ্ঞাপক 'সুকবিবল্লভ'

নাম গ্রহণ করিতে পারেন না? ফলতঃ উপস্থিত ক্ষেত্রে 'সুকবিবল্লভ' একটা উপাধি—বিশেষণ বই আর কিছুই নহে।

এই গ্রন্থের ভাষায় চট্টগ্রামী শব্দ ও বিভক্তি প্রভৃতির ব্যবহারের এত বাহুল্য যে, দীনেশবাবু নারায়ণ দেবকে জোয়ানসাহী পরগণাবাসী না বলিলে, আমরা নিশ্চয়ই কবিকে আমাদের স্বদেশীয়—চট্টগ্রামী—অবধারণ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে। পুঁথিতে আমরা কোথাও তাঁহার বাসস্থানের উল্লেখ দেখি নাই; দীনেশবাবু কোথায় পাইয়াছেন, জানি না। কবির স্ববৃত্তান্তের মধ্যে এই টুকু মাত্র গ্রন্থে পাইয়াছি :—

নারায়ণ দেবে কহে নরসিংহ-সুতে।
পদ্মার চরণে মন রহুক এই মতে॥

আমাদের প্রাপ্ত হস্তলিপির প্রথম পাতাটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; পঞ্চম পাতা মোটেই পাওয়া যায় নাই।

শেষ :—

ছোট বড় জথ জন সভাতে বৈসন।
পরম সানন্দে দেখি একহি সমান॥
কার জানি নাম কার নহি জানি।
সকলেরে বর দেয় জয় ব্রহ্মণি॥
জার দ্বারে গীত তাল ধ্বনি গাই।
তার তরে বর দেঅ অনন্তের আই॥
নারায়ণ দেবে কহে নরসিংহ-সুতে।
পদ্মার চরণে মন রহুক এই মতে॥

"ইতি পদ্মাপুরাণ তক্রপাণি (?) সমাপ্ত।

'যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং' ইত্যাদি শ্লোক-ইতি শকাব্দা ১৬ মঘি ১১২২ তারিখ ১১ আশিন। ফণিফণ মণি-মন ভুমিসির মস্তে খরতর বিসধর কঙ্কণ হস্তে বহু জন জনিত জয়ধ্বনি শব্দে ভগবতী বিসহরি দেবী নমস্তে। পদ্মোদ্ভবা নাগমাতা সুরসা হংসবাহিনী। আন না ভবতি মাত্রেণ সন্তুষ্টা বরদা ভব। আস্তিকস্য মুনিঃ মাতা ভাজীনি বাসুকি বরে জরৎকার মুনিপত্নী মনসা দেবী নমস্তে।

শ্রীজএনারায়ণ (জয়নারায়ন) আইচদাস সয়ক্ষরং কুরুঃ। শ্রীবাঞ্চারাম আইচ দাসস্য। শ্রীকৃষ্ণ।"

পত্র সংখ্যা ৮২; কোথাও দুই পৃষ্ঠে, কোথাও এক পৃষ্ঠে লিখিত। আকার বৃহৎ। প্রথম পাতের প্রথম পৃষ্ঠার অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। এই হস্তলিপির অক্ষরগুলি অদ্ভুত, আলোচনার যোগ্য বটে।

১২৪। জেবল মুল্লুক সামারোকের পুঁথি।

মুসলমানী আখ্যানগ্রন্থ মাত্র হইলেও ইহার ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। বঙ্গভাষার প্রতি সেকালের মুসলমানগণের ভক্তি ও অনুরাগের নিদর্শন প্রদর্শন জন্য মাত্র ইহার উল্লেখ আবশ্যক মনে করি।

চট্টগ্রাম—কদমরছুল নামক গ্রামবাসী হামিদুল্লা সাহেব আলাওল হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নগণ্য কবির পুঁথিগুলি পর্য্যন্ত একচেটিয়া অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। বস্তুতঃ ইঁহার কৃপায় জনসমাজে পুঁথিগুলির গতি বিধি থাকিলেও প্রায় সমস্ত পুঁথিগুলিই বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কাশীদাসী মহাভারতে কাশীদাস যতদূর বিদ্যমান আছেন, আলাওলাদির গ্রন্থেও আলাওলাদির বিদ্যমানতা ততদূর।

আলোচ্য পুঁথিখানি সৈয়দ-আকবর আলির রচনা, কিন্তু পুঁথির অধিকাংশ স্থানেই প্রকাশক হামিদুল্লার ভণিতা দেখা যাইতেছে। দুঃখের বিষয় ইঁহার উচ্চ দুরাশার মত উচ্চ শিক্ষা দীক্ষা নাই।

এই পুঁথিখানি প্রথমতঃ "আরবী অক্ষরে চট্টগ্রামী ভাষায় ছিল" বলিয়া প্রকাশক বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা চট্টগ্রামী লোকের রচনা।

আরম্ভ :—

অদ্য নাম ধরি আমি প্রভু করতার।
ত্রিজগত নাথ প্রভু করিম ছত্তার॥
নিলক্ষ্যেতে রাখিয়াছে পৃথিবী গগন।
এক তিলে ডংশিতে পারয় ত্রিভুবন॥

শেষ :—

প্রভু-পদ শিরে ধরি মা বাপ মানাই।
সিংহাসনে বসি বীর করেন বাদসাই॥
পাত্র মিত্র লই সদা রাজার কুমার।
সুবিচার করে সদা ভাবি করতার॥
প্রভুর কৃপায় বীর তক্তেত বসিল।
জেবল মুলুক উক্তি সমাপ্ত হইল॥
লেখন সমাপ্ত হৈল কাকে ডিম্ব দিল।
আরবা অনাছের মধ্যে ভাস্কর ভাসিল॥ *

ভণিতা :—

(১) সৈয়দ আকবরে কহে শুনহ রাজন।
প্রভু যাহা লিখিয়াছে না যায় খণ্ডন॥
(২) অধীন হামিদুল্লা কহে শুন গুণিগণ।
প্রমাদ খণ্ডিবে পাছে ভাব নিরঞ্জন॥

১২৫। গৌরাঙ্গ-চরিত।

১২৬। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পটি।

আলোচ্য বিষয় দুই পুঁথিতে মূলতঃ এক বলিয়া এই দুই খানি গ্রন্থ আমরা একত্র সমালোচনা করিতেছি। নিমাই চাঁদের সন্ন্যাস যাত্রা প্রতিপাদ্য বিষয়; কিন্তু উভয় হস্তলিপিতে নাম সম্বন্ধে গোলযোগ আছে। একই গ্রন্থ হইলেও এক হস্তলিপিতে গৌরাঙ্গ চরিত ও অপর হস্তলিপিতে 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি' নাম আছে। প্রথম পুঁথির প্রথমাংশ ও দ্বিতীয় পুঁথির শেষাংশ আছে। সুতরাং মোটের উপর গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যাইতেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, দুই হস্তলিপিই নিতান্ত কদর্য্য ও ভ্রমপূর্ণ।

আরম্ভ :—

তপ্ত কাঞ্চন কান্তি দেখ না অপরূপ পরং।
তপত কাঞ্চন জিনি, গৌরাং বরণখানি,
গৌরাং চান্দের মুখে সুধাহাসি নয়ানে তরঙ্গ॥
ছাড়িয়া নটরালি ভেশ, মুড়াইআ চাচর কেশ,
বংশী ছাড়িআ ধর গৌরাং শ্রীদণ্ডক ত্বং
রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পাও, সোণার বরণ গাও,
দেখিআ খঞ্জন পাখী হল তার সং॥
আইস আইস নিত্যানন্দ কহ বিবরণ।
কুশলে নি আছে গৌরাং ভারতীর সং॥
ছাড়িয়া কমল মধু, তেজি বিষ্ণুপ্রিয়া বধু,
কি সুখে রহিছ নিমাই রস করি ভং।

ভণিতা :—

বাসুদেব ঘোষে বোলে, ঐ রাঙ্গা চরণতলে,
নিদানকালে রাখ মোরে চরণে শরণ॥
(গৌরাঙ্গ চরিত)

---

* আরবা=(আরবী) চারি। অনাছ=(আরবী) আকাশ। এই পদটির তাৎপর্য্য কি?

শেষ :—

ও গৌরাঙ্গ হে। ঠাঁঠ।
রাধাকৃষ্ণ বোল মুখে।
ব্রজে জাইব আপন সুখে॥
তাহা শুনি গৌরাঙ্গ হরি ব্রজেতে চলিল।
শুনি ব্রজের নারী সবে জনম সাফল হইল॥
শুনরে ভকতজন করি নিবেদন।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে রে যার সদাএ মন॥ ঠাঁঠ।
রাধাকৃষ্ণ বোল মুখে।
এই জনম জাইবে সুখে॥

(সন্ন্যাসপটি)

"ইতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮৫ মঘি তারিখ ৮ আষাঢ় রোজ আদিত্যবার বৈকাল বেলা সমাপ্ত।"

"গৌরাঙ্গ চরিতের" শেষে কোন তারিখ নাই। এই পুঁথির সঙ্গে অন্য কতকগুলি বিষয় লিখিত আছে, তাহার শেষের তারিখ ১১৯৪ মঘির আষাঢ়। প্রাগুক্তগ্রন্থ ৬২ পাতা এবং শেষোক্তখানি ৮২ পাতা স্থানব্যাপী। কাগজের দুই পৃষ্ঠে লিখিত। লিপিকরের নাম নাই। সম্ভবতঃ আনোয়ারা গ্রামেই একই ব্যক্তি দ্বারা নকল হইয়াছিল।

এই গ্রন্থের বিশেষ বিবরণ 'সাহিত্য' ১২শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (আশ্বিন মাসে, ১৩০৮) "বাসুদেব ঘোষের নূতন কীর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

১২৭। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

একখানি সম্পূর্ণ সঞ্জয় মহাভারত আনোয়ারা গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল; এখন সব পর্ব্বগুলি নাই। হস্তলিপির আধুনিকত্ব হেতু গ্রন্থের ভাষা অনেকাংশে মার্জ্জিত হইয়াছে, বোধ হয়। এত বড় প্রকাণ্ড গ্রন্থ পাঠ করা এখনকার দিনে বড়ই ধৈর্য্য সাপেক্ষ। ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ ইহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কি না, বলা যায় না।

আরম্ভ :—

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
প্রণমোহ নারায়ণ পরম কারণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ছিষ্টি জাহার সৃজন॥
আদি অন্ত নাহি জার দেব ভগবান।
অপার অনন্ত লীলা না জাএ কহন॥

শেষ :—

সর্ব্বতীর্থ পুণ্য হএ সর্ব্বতীর্থ ফল।
জেই পড়ে জেই শুনে ভারত-মঙ্গল॥

ভণিতা :—

আদি পর্ব্ব বিবরণ পাণ্ডব বিজয়।
নরলোক নিস্তারিতে কহিল সঞ্জয়॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্ব পুস্তক সমাপ্ত।

ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক। লিখিত শ্রীতারিণীচরণ দাস পিছরে কালীচরণ দাস মৃত সাকিম কুএপাড়া এলাহান দেবগ্রাম। সন ১২১১ মঘির মাহে ৩ চৈত্র সনিবার তারিখে মোকাম সহর (চট্টগ্রাম) জামাল খা শ্রীরামগোবিন্দ সরকার পিছরে ভোলানাথ সরকার সাং কুএপাড়া তাহার বাটীতে বেহান বেলা ২ ঘণ্টার সময় লিখন সমাপ্ত হইল।"

পত্র সংখ্যা ১৬৬; উভয় পৃষ্ঠে লেখা। প্রতি পত্রে পয়ারের আনুমানিক চরণ-সংখ্যা ৯২।

১২৮। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

আদি পর্ব্ব কথা শুনি রাজা জন্মেজয়ে।
কৌতুকে পুছিল বৈশম্পায়ন স্থানএ॥
জন্মেজয় বোলে মুনি তুমি সর্ব্ব জ্ঞানী।
অপূর্ব্ব মধুর মুনি তোমার মুখের বাণী॥

শেষ :—

নিজ রাজ্য পরিহরি, তপস্বীর বেশ ধরি,
পাণ্ডব চলিআ গেল বন।
গোবিন্দের পদব্রজে, সদাএ ভাবে অক্ষরাজে,
ধর্ম্মবলে আপদ তরণ॥

ভণিতা :—

অনুপূর্ব্ব ভারত কথা, নানান প্রসঙ্গ গাথা,
সভাপর্ব্ব রচিল সঞ্জয়ে।
ধর্ম্ম সহায় জারে, রিপু কি করিতে পারে,
দুঃখ সুখ কর্ম্মের বন্ধন॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে সভা পর্ব্বণিঅ ব্যাস উক্ত শ্লোক ভঙ্গ সঞ্জয় পদবন্ধ বিরচিত সভাপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি ১৮৫০ ইং মুতাবেক সন ১২৫৭ বাঙ্গালা মুতাবেক ১২১২ মঘি তারিখ ১ আগ্রাণ রোজ শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সমাপ্ত হইল। লেখক (আদি-পর্ব্ব লেখক ঐ তারিণীচরণ ইত্যাদি) শ্রীআহিরাম সেনরগো বাটীতে।" পত্র সংখ্যা ৮০ ; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১২৯। মহাভারত—বনপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

সভাপর্ব্ব কথা যদি হইল সমাধান।
বনপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
তবে রাজা জন্মেজয় লোমাঞ্চিত হইয়া।
মুনিতে জিজ্ঞাসে রাজা কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
ধর্ম্ম সনে পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত।
কাম্যক বনেত গেল সব সমুদিত॥

শেষ :—

তবে জন্মেজয় রাজা জোড় করি কর।
করপুটে জিজ্ঞাসিলা মুনির গোচর॥
এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত সংহিতা।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস দেবের কবিতা॥

ভণিতা :—

সেই শ্লোক অতি যত্নে করিয়া পয়ার।
সঞ্জয়ে কহিল পাপী ভব তরিবার॥
জয় মুনি কহন্ত রাজা কর অবধান।
এই পরে বনপর্ব্ব হইল সমাধান॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্ব সমাপ্ত। ভীমস্যাপি রণে ইত্যাদি। স্বঅক্ষর (শ্রীতারিণীচরণ ইত্যাদি) এলাহান দেবগ্রাম বাস্তব্য। ইতি ১৮৫০ ইংরাজি মোতাবেক ১২৫৭ বাং মোং ১২১২ মঘি তাং ২৪ ভাদ্র মোং ৭ সেতাম্বর বেহান বেলা ১ প্রহর উদনের সময় জামাল খা মোকাম সহর (চট্টগ্রাম) শ্রীরামগোবিন্দ সরকারের বাসাতে লিখা সমাপ্ত। পত্র সংখ্যা ২৩৫, উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩০। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

বনপর্ব্ব কথা যদি হইল সমাধান।
বিরাটপর্ব্বের রাজা কর সঅবধান (?)॥
তবে রাজা জন্মেজয় পুনি জিজ্ঞাসন্ত।
তার পরে জেবা হইল কহ আদি অন্ত॥
তবে বৈশম্পায়নে কহে শুন জন্মেজয়ে।
মহা পুণ্য সার কথা বিরাটপর্ব্বএ॥

শেষ :—

বাপের বচনে দেবী কিছু শান্ত হইলো।
পাঞ্চালি সুগম করি সঞ্জয় কহিল॥
বিরাটপর্ব্বের কথা শুনি জন্মেজয়।
ব্যাস উপদেশ আহা কহিল সঞ্জয়॥

অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা ভারত সংহিতা।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কথা ভারত কবিতা॥
এক লক্ষ শ্লোক ব্যাখ্যা নরলোকে শুনে।
সপ্তলক্ষ শ্লোক বর্ণিলো দেবগণে॥
দৃঢ় মনে শুচি হইআ শুনিবো ভারত।
স্বর্গ পুরবাসী হএ পুরে মনোরথ॥
মহামুনি ব্যাস উক্তি ভারত পুরাণ।
এথ পরে বিরাটপর্ব্ব হইল সমাধান॥

লেখক ও তারিখ ইত্যাদি ঐ, পত্র সংখ্যা ৫৩। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩১। মহাভারত—উদ্যোগপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

বিরাটপর্ব্বের কথা হইল সমাধান।
উদ্যোগপর্ব্বেত রাজা কর অবধান॥
তার পরে জন্মেজয় জয় মুনিতে পুছে।
কহ শুনি মুনি গোসাঞি কিবা হইল শেষে॥

শেষ :—

হস্তী অশ্ব রাখিবারে আর অস্ত্রচয়।
কিঙ্কর আনিআ তারা কহিলা নিশ্চয়॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা হইল সমাধান।
শুন রাজা জন্মেজয় জেবা তোমার মন॥

ভণিতা :—

উদ্যোগপর্ব্বের কথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাস নির্গতে উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত।" লেখকের নাম ও তারিখাদি নাই বটে, কিন্তু সেই একই হাতের ও সময়ের লেখা। পত্রসংখ্যা—২৭; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩২। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

উদ্যোগপর্ব্বের কথা হইল সমাধান।
ভীষ্মপর্ব্বের কথা রাজা কর অবধান॥
কৌরব পাণ্ডব বল সোমক সহিত।
পৃথিমীর রাজা সব বল সমুদিত॥
কুরুক্ষেত্রে মিলিলেক সমবায় করি।
জার জথ সৈন্য সব সুসজ্জিত করি॥

শেষ:—

কর্ণ বীরে করিবো কৌরব পরিত্রাণ।
কুরু বলে ঘোসেন্ত নৃপতি বিদ্যমান॥

ভণিতা :—

মহাভারতের কথা পুণ্য অতিশয়।
লোক তরিবার হেতু কহিল সঞ্জয়॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে মহা পুরাণে ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মঘি তারিখ ২০ ভাদ্র রোজ শুক্রবার বেহান বেলা লিখা সমাপ্ত। স্বঅক্ষর উক্ত তারিণীচরণ ইত্যাদি।" পত্র সংখ্যা—৩৭, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৩। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

ভীষ্মপর্ব্ব কথা জদি হইল সমাধান।
দ্রোণপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
তবে রাজা জন্মেজয় লোমাঞ্চিত হইআ।
মুনিতে জিজ্ঞাসা করে কান্দিআ কান্দিআ॥

শেষ :—

দ্রোণপর্ব্ব মহাপোথা ভারতের মএ।
পদে পদে অশ্বমেধ কহিল সঞ্জএ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
দ্রোণবধ সঙ্গে এই দ্রোণ জে পর্ব্বএ।
সঞ্জয় কহেন কথা বাখানে সঞ্জএ।

"ইতি শ্রীমহাভারতে শত সহস্র সংহিতায়াং ব্যাস শিক্ষা দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১৮৫১ ইং মোতাবেক সন ১২৫৮ বাঙ্গালা মোতাবেক ১২১৩ মঘি তারিখ ১৬ শ্রাবণ

রোজ বৃহস্পতিবার বেহান বেলা লিখা সমাপ্ত হইল। স্বঅক্ষর উক্ত তারিণীচরণ ইত্যাদি।" পত্র সংখ্যা ১৩০, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৪। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

ভারতের পুণ্য কথা অমৃত লহরী।
শুনহ ভকত জন কর্ণঘঠ ভরি॥
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুঃখ ভাবি মন।
করুণা করিআ পুছে সঞ্জয়ের স্থান॥

শেষ :—

কর্ণপর্ব্ব সমাধান হইল এথ পরে।
সঞ্জয় কহিল কথা মধুরস স্বরে॥
ভারত লিখিয়া জেবা রাখে নিজালয়ে।
অচলা হইআ লক্ষ্মী তার ঘরে রহে॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডববিজয় কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত।"

ইতি সন ১২১২ মঘির তারিখ ২ মাঘ। লেখক ও লেখার স্থান ঐ।" পত্র সংখ্যা ২৬, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৫। মহাভারত—শল্যপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

কর্ণপর্ব্ব কথা জদি হইল সমাধান।
শল্যপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
সূর্য্য পুত্র কর্ণ জদি পড়িলেক রণে।
এথোইস অঙ্গুলি ভূমি ভাসিল তখনে॥

শেষ:—

এই মতে হইল শল্যপর্ব্ব সমাধান।
শুন জন্মেজয় রাজা শুদ্ধ করি মন॥
সত্যবতী সুত ব্যাস ধর্ম্ম অবতার।
মহাপুণ্য সার কথা করিল প্রচার॥
এক লক্ষ সংহিতা মনিস্ত প্রতিষ্ঠিত।
মুনি বৈশম্পায়নে কহে রাজার বিদিত॥

"ইতি ১৮৫১ ইং মোং সন ১২৫৮ বাং মোং ১২১৩ মঘি তাং ২ ভাদ্র রোজ রবিবার রাত্র এক প্রহরের সময় লিখা সমাপ্ত হইল। লেখক ঐ।" পত্র সংখ্যা ১৫, উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৬। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

আরম্ভ:—

শল্যপর্ব্ব কথা জদি হইল সমাধান।
গদাপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
মহারাজা জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা পুনি।
তদন্তরে ধর্ম্মরাজা কি বলিল শুনি॥

শেষ:—

মহাভারতের কথা পুণ্য অতিশয়।
সঞ্জয় রচিল পোথা বাখানে সঞ্জয়॥
ভারতের পুণ্য কথা ইত্যাদি।

"ইতি শ্রীমহাভারতে গদাপর্ব্বণি অষ্টা-দশ দিবস যুদ্ধে গদাপর্ব্ব সমাপ্ত। লিখক ঐ তারিণী ··এলাহান দেবগ্রাম বাস্তব্য শ্রীত্রাহিরাম সেনের বাটীতে লিখা সমাপ্ত হইল। ইতি সন ১২১৪ মঘি মং সন ১৮৫২ ইঙ্গরেজী মং সন ১২৫৯ বাঙ্গালা তারিখ ২৯ ভাদ্র রোজ সোমবার বেহান বেলা সমাপ্ত হইল।" পত্র সংখ্যা ১০, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৭। মহাভারত—সৌপ্তিকপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

গদাপর্ব্ব কথা জদি হইল সমাধান।
সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা কর অবধান॥
জন্মেজয় নৃপতিএ জিজ্ঞাসিল পুনি।
সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা কহ মহামুনি॥

শেষ :—

এথ পরে সমাধান সৌপ্তিক নামে পর্ব্ব।
অষ্টাদশ অক্ষোহিণী নাম পাইল সর্ব্ব॥
তার পরে ওসিকপর্ব্বের শুন কথা।
অশ্বথমা শিরোমণি কাটিলেক জথা॥
ভারতের পুণ্যকথা সুধা রসময়।
লোক পরিত্রাণ হেতু বলিল সঞ্জয়॥
ভারতের পুণ্য কথা অমৃত ইত্যাদি।

"ইতি সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মঘি তারিখে ৩১ ভাদ্র রোজ সোমবার বেলা আটঘণ্টার সময় লিখা সমাপ্ত হইল। লিখক শ্রীনীলমণি দাস পীং রাম-সেবক চৌধুরী মৃত সাং আনোয়ারা থানে পটিয়াকাড়ি আনোয়ারা চাকলে দেয়াঙ্গ।" পত্র সংখ্যা ৭, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৮। অকাত-রছুল।

ইহাতে হজরত মহম্মদ মস্তফার তিরোভাব বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে ইহা আমাদের পরম সমাদরযোগ্য। মুসল-মানেরা বঙ্গভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া পারসিক বা আরব্য নামে গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন; এই জন্য আপাত দৃষ্টিতে এই সকল গ্রন্থ কেবল মুসলমানেরই আলোচ্য বলিয়া বিবে-চিত হইবে। বস্তুতঃ এক সকল গ্রন্থের ভাষা বাঙ্গালা; আরব্যাদি ভাষার শব্দ সংখ্যা নিতান্ত কম। এক স্থান হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি :—

রছুল্লাহ্ যমদূতকে (আজরাইলকে) বলিতেছেন :—

জথেক তোমার শক্তি থাকে বল দিয়া।
লই জাও তুমি মোর পরাণ কাড়িয়া॥
মোর উম্মতের * দুঃখ বহুল না দিবা।
উম্মতের লাগি মোরে দুঃখ দিয়া নিবা॥
আজ্রাইলে বোলিলেন্ত তোমার পরাণ।
হরিমু জেহেন শিশু দুগ্ধ করে পান॥
রছুলে শুনিয়া মৃত্যুপতির বচন।
হৃদএত ডাইন কর রাখিলা তখন॥
বাম উরু পরেতে রাখিলা বাম কর।
উর্দ্ধমুখী হইয়া রহিলা পয়গাম্বর॥

* * *

আজ্রাইলে ইলাহির * নাম লেখি করে।
রাখিলা আপনা কর নবির গোচরে॥
আহার দর্শনে জেন উড়িল বহরী।
নিকলিল আওমা নবি দেহ ছাড়ি॥

* * *

তিরাসিআ লোক জল দেখি বিদ্যমান।
জল খাইবারে জেন করএ পয়ান।
রছুলের আওমা তেহেন গেল উড়ি।
আজ্রাইল করে য়াইল নিজ দেহ ছাড়ি॥
রছুলের দেহথু আওমা নিকলিতে।
দুই ওষ্ঠ রছুলের লাগিলা কাম্পিতে॥
দেহথুন আওমা নিকলিতে পয়গাম্বর।
লাগিলেন্ত উম্মত উম্মত করিবার॥
মোর উম্মতের প্রভু হরিতে জীবন।
এথ দুঃখ দিয়া জেন না কর নিধন॥

এরূপ মর্ম্মবিদারক কথা আর উদ্ধৃত করা যায় না।

ভণিতা :—

কাতর হইয়া কহে ছৈয়দ ছোলতান।
প্রভু বিনে সহায় য়ামি না দেখি নয়ন॥

শেষ :—

ভিন্ন এক পুস্তক রচিতে পারি জবে।
কদাচিত সেই কথা কহিতে নারি তবে॥
অধিক উত্তম কথা কিতাবে শুনিআ।
আলিম সভাতে দিল পাঞ্চালি রচিয়া॥

"ইতি য়কাতরছুল পুস্তক সমাপ্ত।

* উম্মত = হজরত মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বী।

* ইলাহি—ঈশ্বর।

সোয়ক্কর শ্রীকালিদাস নন্দী সাং ধলঘাট সন ১২০১ মঘি তাং ১৪ পউস।” পত্র সংখ্যা ২৫, দুই পৃষ্ঠে লেখা।

এই সৈয়দ সুলতানের অনেকগুলি গ্রন্থ পাওয়া গেল; ইতিপূর্ব্বে তাহা অনেকটা দেখান গিয়াছে।

১৩৯। জাগরণ।

এই গ্রন্থখানি আমরা দেখি নাই। চট্ট-গ্রাম—ছনহরা-নিবাসী জমীদার ও বিদ্যা-মোদী বাবু রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় কাব্যখানি সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি স্থানীয়—'জ্যোতিঃ' পত্রিকায় ইহার যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়া-ছেন, তাহা হইতে আমরা এখানে এতদ্বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

"গ্রন্থখানি কবি শঙ্কর দাসের রচিত। এবং বড় পুঁথির আকারে ৬৫০ পৃষ্ঠা। উহা ছনাহরা গ্রামে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুর মহা-শয়ের গৃহে সযত্নে রক্ষিত আছে। * * * কবিকঙ্কণ ও মাধবানন্দের 'জাগরণ' অপেক্ষা ইহা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। কবির প্রকৃত নাম ভবানী শঙ্কর, বাসস্থান চক্রশালা-ছনহরা গ্রামে। কবির আত্মপরি-চয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে" :—

দেব সব বন্দিলাম আনন্দ হৃদয়।
এবে আমি দেহি শুন নিজ পরিচয়॥
মোর আদি পুরুষ জন্মিল রাঢ়া গ্রাম।
আত্রেয় গোত্র কুলে জন্ম নরদাস নাম॥
মহাভাগ্যবন্ত কান্ত ছিলেন নরদাস।
রাঢ়া ভৌমে বদিখি প্রদেশেতে নিবাস॥
নিত্য নিত্য অর্চ্চিলেক জাহ্নবীর পার।
তান বরে সিদ্ধিশিলা পাইল তথায়॥
শিলার প্রসাদে সেই হৈল বড় ধনী।
দানধর্ম্ম করি সুখে বঞ্চিল অবনী॥
তান বংশে জন্মিলেক কৃষ্ণ হৃদানন্দ।
পূর্ব্বদিকে ব্রজ কৈল হইয়া আনন্দ॥
নিরন্নের নিয়ম যে না যায় খণ্ডান।
চট্টগ্রামে আসিলেক ত্যাগি সেই স্থান॥
চট্টগ্রাম রাজ্যে এক দেবগ্রাম স্থানে।
তথা গিয়া নিজ পুরী কৈলা আনন্দ মনে॥
কৃষ্ণানন্দের সন্তান জন্মিল বিষ্ণুদাস।
মহানন্দে সেই সাধু করিল নিবাস।
তান পুত্র নারায়ণ বঙ্কে নানা রঙ্গে।
কুল পুরোহিত রামচন্দ্র লইয়া সঙ্গে॥
তান পুত্র জন্মিলেক শ্রীমধুসূদন।
মোর পিতৃ পিতামহ সেই মহাজন॥
নিজ কুল ধর্ম্মে রত আছিল বিষেষ।
দৈব হেতু কিন্তু তথা পাইলেন ক্লেশ॥
গতি করিলেন সেই স্থান ত্যাগ করি।
নিবাস করিলেন সুখে চক্রশালা পুরী॥
তান মুখ্য পুত্র জন্মে নাম শ্রীয়মন্ত।
মহাসুখে বঞ্চিলেক সেই ভাগ্যবন্ত॥
শ্রীযুত নয়নরাম তাহান তনয়।
আমার জনক জান সেই মহাশয়॥
কুল ধর্ম্মে রত পূত ছিল অনুক্ষণ।
শঙ্কর আমার নাম তাহার নন্দন॥
নিজ পরিচয় দিয়া সবাকার তরে।
দেবীর প্রস্তাব গায় ভবানী শঙ্করে॥
একান্ত হইয়া যে ভাবিয়া জগমাতা।
প্রথমে কহিব সৃষ্টি পত্তনের কথা॥

ইতি মঙ্গলবারে দিবা পালা সমাপ্ত।

"এই পুঁথিতে দুইটি সংস্কৃত শ্লোকও দেখা যায়। তদ্দৃষ্টে বোঝা যায় 'রাঢ়ে শ্রীঅঙ্গ নামক নগরে নরহরি দাস জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ভাগীরথী জলে সিদ্ধি-শিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভরদ্বাজ গোত্রীয় রামচন্দ্র নামক কুলপুরোহিত সমভিব্যাহারে তাঁহার পুত্র চট্টলে সিন্ধুতীরে দেবগ্রামে অব-স্থিতি করেন।" শঙ্কর নরদাসের জন্ম রাঢ়ের

বদিখি প্রদেশে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও রাঢ়ে অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়াই তাঁহার পুত্রের পূর্ব্বদেশে আগমনের কারণ বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন। শ্রীঅঙ্গ বা বদিখি প্রদেশের বর্ত্তমান নাম কি আমরা জানি না। তবে রাঢ় হইতে কৃষ্ণানন্দের চট্টগ্রামে সমাগত হওয়া সুস্পষ্ট। মহাকবি শঙ্কর দাস কেবল ছনহরার প্রসিদ্ধ বিশ্বাস বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন এমন নহে। তদ্দ্বারা সমগ্র চট্টগ্রাম গৌরবান্বিত।

১৪০। সবে মেহেরাজ্।

ইহাতে হজরত মহম্মদ মস্তফার স্বর্গ পরিক্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা বাঙ্গালা প্রধান, ক্বচিৎ আরবীয় শব্দ আছে।
ভণিতা :—

রছুলের পদে কহে সৈয়দ সুলতান।
তুমি বিনা পাতকীর গতি নাহি আন॥

এই কবির অনেক গুলি গ্রন্থ আছে। আরও একখানি পুঁথি 'আলো' সম্পাদক মৃত মহাত্মা নলিনীকান্ত সেন মহোদয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত আছে। উহার নাম এখনও জানিতে পার নাই। 'জ্ঞান প্রদীপ'ও সম্ভবতঃ ইঁহার লেখা।

হস্তলিপির তারিখ ১১৬৫ মঘি। লেখক শ্রীসমসের সাং সাহামিরপুর (চট্টগ্রাম)। পত্র সংখ্যা প্রায় ১৪০। দুই পৃষ্ঠে লেখা। বৃহৎ পুস্তক। সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই।

১৪১। মাধব মালতী।

সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ 'মালতী মাধব' না থাকিলে সমালোচ্য গ্রন্থের ঐ নামই হইত। আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। এই গ্রন্থখানি বঙ্গের একজন বিলুপ্ত প্রথিতনামা ব্যক্তির নূতন কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে; সুতরাং ইহা রক্ষা করিবার জন্য উক্ত মহাত্মার সম্পন্ন এবং উপযুক্ত বংশধরেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। গ্রন্থ সূচনাটি, এই :—

মহারাজা নবকৃষ্ণ বিখ্যাত নগরী।
তাহার বর্ণনা আমি কিরূপে বা করি॥
আরোপিত কথনের নাম হয় স্তব।
যে সব বর্ণনা হবে নহে অসম্ভব॥
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইবেন জন্ম।
সেই মত তাবৎ ইহার দেখি কর্ম্ম॥
তার ছিল নবরত্ন ইহার সেরূপ।
সভাস্থের কিবা কব নিজে বিদ্যাকূপ।
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ।
তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত॥
মহাকবি বাণেশ্বর নদের শঙ্কর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
বিষ্ণুরাম পসপুরে স্মার্ত্ত কৃপারাম।
শান্তিপুরে বাস গোঁসাই ভট্টাচার্য্য নাম॥
এই নবরত্ন নিয়া সর্ব্বদা আমোদ।
আপনে আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ॥
মান্যের কি কব জার উজিরত্ত পদ।
হুকুম আছিল জার করিবারে বধ॥
বিলাতের বাদসাহ করিল সম্মান।
গবর্ণর ঘরে জিনি সদা চৌকি পান॥
অধিকার হাতে জার গঙ্গা মণ্ডল আদি।
হেন জন নাহি ছিল করে প্রতিবাদী॥
রূপের তুলনা নাই নামে গোষ্টাপতি।
মুখে বিনা কর্ম্ম নাই তাহার সাড়তি।
তার পুত্র বাহাদুর রাজা রাজকৃষ্ণ।
কি কব তাহার গুণ...দুষ্ট॥
পিতা তুল্য মান্যবান তাবত কর্ম্মেতে।
বিশেষ তাহার গুণ দয়ায় ধর্ম্মেতে॥
দেবিবর বল্লালের জেবা ছিল ঘাটী।
কায়স্থের কুলে করিল পরিপাটী॥

তার পুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নাম।
নবীন প্রবীণ জিনি সর্ব্ব গুণধাম॥
আদ্যাশক্তি কমলার কবিতা বিশেষ।
কবি রামচন্দ্র প্রতি করিলা আদেশ॥
আপনার পরিচয় দিতে কিছু হএ।
সংক্ষেপে কিঞ্চিত বলি নিজ পরিচয়॥
কানাই ঠাকুর বংশে গোপাল মুখুটী।
ইষ্ট নিষ্ট দাতা ধীর নিবাস গরিটী॥
কুলিআ বিখ্যাত কুল ভঙ্গ নিজে হন।
তস্য পুত্র রামধন কুলে সাটী নন॥
তাহার তনয় জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবি।
ভাষায় কবিতা বহু বিরচিতা সুছবি॥

এতদ্বিবরণ হইতে এই গ্রন্থকার কখনকার লোক, নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারিবে। আমরা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। তজ্জন্য অদ্য আর কিছু বলিলাম না। ফুলস্কেপ ½ অংশ পরিমিত কাগজের ১৭৭ পত্র পর্য্যন্ত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। শেষ কয় পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং হস্তলিপির তারিখ পাওয়া যায় নাই। লেখা দেখিয়া বড় প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না।

১৪২। শ্রীবৃন্দাবন-ধ্যান।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। প্রথম ও দ্বিতীয় পাতা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবগ্রন্থ, বৃন্দাবনের বিবরণ দেওয়া আছে।

শেষ :—

গোপীঘাটের পূর্ব্ব দুই ক্রোশ নন্দঘাট।
বরুণ হরিআ নৈল নন্দের নিজ পাট॥

* * *

সংক্ষেপে কহিল এই বৃন্দাবন স্থান।
সাধক জেজন এই সব করে ধ্যান॥

* * *

চোরাশী ক্রোশ বিষ্টিত এই শ্রীব্রজমণ্ডল।
তার মধ্যে সংক্ষেপে কহিল এ সকল॥
সাধকের লাগি স্থান নির্ণয় করিএ।
মুই সে অধম ন দোষ না লইবে॥

ভণিতা :—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার আশ।
শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥

'ইতি শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান সম্পূর্ণ। ইতি সন ১১৯৫ মঘি তারিখ ২২ শ্রাবণ। সোক্ষর শ্রীগোকুলচন্দ্র আইচ দাস জেলে চাটীগ্রাম সাং দেবগ্রাম। সদাএ শ্রীহরি চরণে মম ভক্তিরস্তু। পত্র সংখ্যা ৫ মাত্র। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পাতে মাত্র ৬৪টি পয়ার পদ আছে।

১৪৩। শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।

'শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান' আর এই খানি একজনের লেখা ও একই পুঁথি ভুক্ত। ষষ্ঠ পাতে ইহার আরম্ভ। কেবল এই পাতাই আছে—অবশিষ্টগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানিও বৈষ্ণব গ্রন্থ।

আরম্ভ :—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

একবার আমি আর একখানি 'নাম সংকীর্ত্তন' দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ভণিতা ছিল :—

'এমন সুন্দর পদে পুরাক মনের আশ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন গাএ নরোত্তম দাস॥'

অদ্যকার আলোচ্য গ্রন্থও কি ইঁহারই? নরোত্তমের বহিখানি আমার নিকটে না থাকায় তুলনা করিতে পারিলাম না।

১৪৪। সীতার বনবাস।

আরম্ভ :—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
শ্রীরামে বোলেন ভরত শুনহ বচন।
চৌদ্দ বৎসর দুসখ পাইলা আমার কারণ॥
আক্ষা তরে চৌদ্দ বৎসর ছিলা নানা দুসখে।
হেন যুক্তি করে জেন সভে থাকি সুখে॥
বড় দুসখ পাইলে তুমি ভাইরে লক্ষ্মণ।
ভরত শত্রুঘনের তুমি করহ পালন॥
রামের আগে তিন ভাই করিলা অঙ্গীকার।
জারে জেই আজ্ঞা ক র সেই তার ভার॥

ভণিতা :—

(এই কথা শুনি) রাম ছাড়িল নিশ্বাস।
রামের ক্রন্দন রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।

"ইতি সীতার বনবাস সমাপ্ত। নারায়ণ চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মং শ্রীবৎসলাঞ্ছনং দেবং গোবিন্দং প্রণমামিহং। ভীমস্যাপি ইত্যাদি। ইতি সন ১২১৬ সাল বাঙ্গালা তারিখ ১৫ য়াশ্বিন রোজ মঙ্গলবার বৈকাল-বেলা সমাপ্ত। সোয়ক্ষর শ্রীশিবচরণ সেন দাসস্য সাকিমে নয়াপারা। এই পুস্তক শ্রীরামতনু দাস দেয়দাসস্য সাং মামুর থাইন।"

এই পুঁথির প্রথম ও শেষ পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে, শেষ পত্রের সংখ্যা ১৪। শেষ পত্রে উপরোক্ত ভণিতাটি লেখার তারিখ ইত্যাদি মাত্র আছে। পূর্ব্ব সমালোচিত 'জানকী বনবাস' আর এই খানি এক কি না, বলিতে পারি না।

১৪৫। নলোদয়।

সম্প্রতি অনুসন্ধানে অনেক প্রাচীন পুঁথির বিচ্ছিন্ন কাগজরাশি পাওয়া গিয়াছে। কোন পুঁথির প্রথম, কোন পুঁথির শেষ, কোন পুঁথির মধ্য পত্র আছে। ইহা দ্বারা আর কিছু না হউক, অন্ততঃ কতকগুলি নূতন পুঁথির ও কবির নাম জানা যাইতেছে। শীর্ষোক্ত পুঁথিখানিও সেই শ্রেণীর। ইহার তিনটি পত্রমাত্র আছে,—প্রথম ও দ্বিতীয় পাতা এবং পত্রসংখ্যা-হীন এক পাতা। হস্তলিপি শতাবধি বৎসরের প্রাচীন বোধ হয়। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

আরম্ভ :—

নলদঅ পুস্তক লিখ্যতে।
বনবাসে যুধিষ্ঠির বড় দুক্ষ পাইআ।
অভিমানে বোলে রাজা ব্যাস প্রণমিআ॥
চন্দ্রবংশে মোর জন্ম হৈল অকারণ।
আমি ভিনে বংশে আর নাহি অভাজন॥
নিজ রাজ্য পরিহরি বনে করি বাস।
সর্ব্ব রাজাগণে মোরে করে পরিহাস॥
ললাট লিখন কভো খণ্ডন ন জাএ।
পৃথিবীতে এথ দুক্ষ কেহো নাহি পাএ॥
যুধিষ্ঠির করুণা শুনিআ মুনিবর।
ইতিহাস কথা কহে রাজার গোচর॥
চন্দ্রবংশে রাজা ছিল নল নৃপবর
বিষ্ণু অংশে রাজা ছিল গুণের সাগর॥

ভণিতা :—

গোবিন্দের পাদপদ্মে ভাবিআ হৃদএ।
হংসের বিলাপ তবে পার্ব্বতীনাথে গাএ॥

১৪৬। সত্যপীরের পাঞ্চালি।

এই পুঁথির একটিমাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে; তাহাও ষষ্ঠ পাতা। ইতিপূর্ব্বে

আরও তিনখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি; তন্মধ্যে একখানি ভণিতা-শূন্য, একখানি ফকিরচান্দের ও অপরখানি দ্বিজ পণ্ডিতের। মূলতঃ এই সকল পুঁথির বিষয় এক;—তবে কাহার মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য কতদূর নির্ণয় করিয়া বলা বিশেষ কষ্টসাধ্য। এই কার্য্যে এখন আমরা হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক। পুঁথি সংগ্রহ করার জন্যই এখন আমরা বিশেষ ব্যগ্র। পুঁথির ভণিতাটি এই :—

কহে দ্বিজ রামানন্দে শুনরে সাউধাইন। *
কোন হেতু বিপাক হইল আপনার কারণ।

১৪৭। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

কাশীদাসী মহাভারত ছাপা আছে বলিয়া এতদিন আমরা ইহার প্রচীন হস্তলিপি সংগ্রহ বা আলোচনা করিতে যত্ন করি নাই। সম্প্রতি বটতলার জয়গোপালগণের বুজ্‌রুকি বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতি মনোযোগী হইয়াছি। চট্টগ্রামে ইহার প্রাপ্তি একান্তই সুলভ। একখানি অসম্পূর্ণ বিরাটপর্ব্ব সম্প্রতি হস্তগত হইয়াছে। প্রথম ১১ পাতা আছে; এক পৃষ্ঠে লিখিত।

আরম্ভ :—

জন্মেজয় কহে কথা শুন তপোধন।
দুর্য্যোধন ভএ পূর্ব্বে পিতামহগণ।
কেনে ভেসে বৎসরক রহিলা কেমতে।
বিরাট নগর মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে।

ভণিতা :—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাসে কহে শুনে পুণ্যবান।

এবং অন্যত্র :—

বিরাটপর্ব্বের কথা, বিচিত্র ভারত গাথা,
সর্ব্ব দুষ্কর অবিলাশে। (?)
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাসে।

১৪৮। মনসার জাগরণ বা পদ্মা-পুরাণ।

কেতকাদাস বা ক্ষেমানন্দের পদ্মাপুরাণগুলি আমরা দেখি নাই। ঐ গুলি কি কেবল তত্তৎকবির লেখনীসম্ভূত, না দুই, তিন, বা ততোধিক কবির সমবেত লেখনীজাত? এই পুঁথির প্রথম যে দুইটি পাতা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে একাধিক কবির ভণিতা আছে। হস্তলিপি অতি প্রাচীন।

আরম্ভ :—

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
জয়দেবি পদ্মাবতী ভুজগ-জননি।
কিঙ্করের কর কৃপা বিষ-বিনোদিনি।
প্রথম যুগল পুটে, প্রণতি গণেশ ঘটে,
অবতার নায়ক আসরে।
গএ বন্দিআ গাএ, উর প্রভু রঘুরাএ,
গহিন গম্ভীর ধীরস্বরে।

ভণিতা :—

(১) আগম পুরাণ চাইআ, তব গুণ ন পাইআ,
রচনাতে করিব সন্ধান।
গণেশের চরণ আশে, রচিল কেতকা দাসে,
আসনেত হও অধিষ্ঠান।
(২)তেজিআ আপনা স্থান, কর মোরে পরিত্রাণ,
প্রধান স্বরূপে গাম গীত।
মনেতে মনসা ভাবি, ক্ষেমানন্দে কহে কপি, (কবি)?
নাআকেরে কর মন প্রীত।

---

* সাউধাইন—সাউধ (সাধু) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে। এরূপ প্রাকৃত শব্দ আরও আছে :—বেহাই (বৈবাহিক) স্ত্রীলিঙ্গে—বেহাইন। ঠাকুর—ঠাকুরাইন (ঠাকুরাণীর অপভ্রংশ)। 'নেকাইন.' 'চতুরা স্ত্রীলোক' অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, পুংলিঙ্গের ব্যবহার দেখি নাই।

ক্ষেতকাদাস বা ক্ষেমানন্দ কি চৈতন্য-দেবের সমকালীয়, না পরবর্ত্তী লোক? সমালোচ্য গ্রন্থে 'চৈতন্য-বন্দনা' আছে।

১৪৯। মৃগলুব্ধ।

দ্বিজ রতিদেবের রচিত 'মৃগলুব্ধের' পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' মাননীয় দীনেশবাবু 'রঘুরাম রায়' কৃত 'মৃগলুব্ধ' পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন। * আজ আমরা যে পুঁথি আলোচনা করিতেছি, তাহাতে ভণিতা দেখিতেছি 'রামরাজা' এবং 'শ্যাম রায়'।

পুঁথিখানি খণ্ডিত,—প্রথম, সপ্তম, অষ্টম, এবং চতুর্দ্দশ হইতে শেষপত্রের (২২শ পত্র ভিন্ন) অভাব। তবে ইহার মধ্যে ২২শ পত্রের হস্তলিপি ভিন্ন হস্তের। রতিদেবের গ্রন্থের সহিত মূলতঃ ঐক্য থাকিলেও ভাষাগত ঐক্য আদৌ নাই।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ :—

দেব দ্বিজ গুরু ভক্তা বর পতিব্রতা।
ব্রত উপবাসী সদাএ স্বামীরে ভকতা।
কৃষ্ণের কমলা জেন সঙ্গেত বসতি।
রোহিণী ন জানি কিবা বাহিনীর পতি।
শিবের পার্ব্বতী জেন ইন্দ্রের ইন্দ্রানী।
ত্রিভুবন জিনি সাজে রুপেস্ত মোহিনী।
ফাল্গুন মাসে জদি হৈল চতুর্দশী।
রুক্মিণী সহিতে রাজা হৈল উপবাসী।

ভণিতা :—(১)

(ক) মনের ছাড়িআ বিজে, গাইল শ্রীরাম রাজে,
মিগীর বিলাপ সাজে, শুন মৃগ লোধ্ব সার্ব্বাদ।
(খ) শঙ্কর কিঙ্কর শিশু রামরাজে গাএ। [সম্বাদ]
দ্বিতীয় ধ্যান গাইল নরক অধ্যাএ।
(২) হরষিত হইআ তবে শ্যামরাএ গাএ।
স্বর্গেতে গমন বাধ দ্বিতিয় অধ্যাএ।

লিপিকরের অনবধানে 'রামরাএ' যে 'শ্যামরাএ' হইতে পারে না, একথাও বলা যায় না। এই সমস্যা আজ কে পূরণ করিবে? শেষোক্ত ভণিতাটি ২২শ পত্রে আছে।

এই হস্তলিপি অতি প্রাচীন,—অক্ষরগুলি কিছু বিচিত্র। কাগজের একপৃষ্ঠে লেখা। লিপিকরের নাম "শ্রীরাম শঙ্কর সাং মহিড়া।" তারিখাদি নাই।

১৫০। প্রহ্লাদ-চরিত্র।

এই পুঁথির দুইখানি পাণ্ডুলিপি আমাদের নিকট আছে। দুইটাই অসম্পূর্ণ;—একটির দ্বিতীয় পাতা ভিন্ন প্রথম হইতে ত্রয়োদশ পাতা পর্য্যন্ত আছে; অপরটির পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং নবম পাতা ভিন্ন প্রথম হইতে পঞ্চদশ পাতা পর্য্যন্ত আছে। শেষোক্তটির শেষ আছে। এইখানির লেখা অতি জটিল হইলেও পাঠ করা যায়। গ্রন্থখানি পূর্ব্ববঙ্গের সম্পত্তি, নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আরম্ভ :—

বেদে রামায়ণে ইত্যাদি শ্লোক।
প্রণম নারায়ন প্রভু কৃপাময়।
যাহার কারণে হএ সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
অদ্বিতীয় নানারূপ নাহিক তার সীমা।
অন্ত নাহিক তার কৃপার মহিমা।

* দীনেশবাবু যত্ন করিয়া এই পুঁথির নামের বিশুদ্ধি সম্পাদন না করায় পুঁথিখানি ভ্রান্তনামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ 'মৃগলব্ধ' অর্থহীন শব্দ। রামরাজার পুঁথিতে 'মৃগলোব্ধ' নাম দেখিয়া আমি অভিধান খুঁজিতে প্রবৃত্ত হই; সুখের বিষয়, তাহাতে 'লুব্ধ' শব্দের অর্থ 'ব্যাধ'ও লিখিত আছে দেখিয়া এই পুঁথির প্রকৃত নাম যে 'মৃগলুব্ধ' ছিল এবং হইবে, তাহাতে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। পুঁথির আলোচ্য বিষয়ও মৃগ ও ব্যাধের বৃত্তান্ত (লেখক)।

যোগাধ্যানে শঙ্করে অন্ত ন পাএ জাহার।
দরিদ্রেরে দয়া কর মহিমা তোমার॥

* * *

হেন হরি নারায়ণ বন্দিআ সানন্দে।
রচিব কবিত্ব কিছু পয়ারের ছন্দে॥
হরিময় পুরাণে সকল ভাগবত।
কহিবারে চাহি কিছু বিষ্ণুর মহত॥
চিত্ত দিআ কহি শুন পরাদের চরিত্র।
শ্রবণে জে ক্লেশ হরে শরীর পবিত্র॥

শেষ :—

সেবক কারণে (লীলা) কৈলা নারায়ণ।
একান্ত ভক্তিএ ভজ গোবিন্দের চরণ।
হেন জানি ভাবিআ বোলএ হরি হরি।
অন্তকালে মুক্তিপদ দিবেন শ্রীহরি॥
দ্বিজ কংসারি কহে রচিল পদবন্ধে।
পরাদ চরিত্র গীত রচিল প্রবন্ধে।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর করিলেক রাজা।
আর জথ রাজগণ হৈল তাহার জে প্রজা।
এই মতে পরাদেরে রাজ্য দিলা হরি॥
অন্তর্দ্ধান হৈলা প্রভু গেলা নিজ পুরী।

ভণিতা :—

হেন হরিনাম লোকে শুন সাবধানে।
দ্বিজ কংসারি ভণে গোবিন্দের চরণে॥

"ইতি পরাদের চরিত্র সমাপ্ত। ইতি সন ১১৪১ মঘি তারিখ ২৬ কার্ত্তিক। যদি কৃষ্ণপদে ভক্তিমতি চ পদপঙ্কজে। বিষমে দুর্গমে ঘোরে কা চিন্তা মরণে রণে॥ রোজ মঙ্গলবার। শ্রীরামপ্রসাদ দেয়স্ত চাং দিআঙ্গ, সাং খীলপারা।"

১৫১। চণ্ডীমঙ্গল।

১২৪৯ মঘীর (১৮৯৭ ইং) সেই কাল ঝটিকায় চট্টগ্রামের সুতরাং বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের কতই না ক্ষতিসাধন করিয়াছে! উহার প্রকোপে আজ কতই না গ্রন্থ চিরতরে বিকৃতাঙ্গ হইয়া রহিয়াছে! এই দুঃসময়ে কত অমূল্য সাহিত্য-সম্পত্তি আবর্জ্জনার সহিত পরিত্যক্ত হইয়াছে, কে নির্ণয় করিবে? এই দৈববিপাকে শীর্ষোক্ত গ্রন্থেরও অঙ্গ-বিকৃতি ঘটায় উহার আদ্যন্ত কিছুই পাওয়ার উপায় নাই। আর ঐ নামটিও যে গ্রন্থের প্রকৃত নাম, নিশ্চয় করিয়া আমরা বলিতে পারি না। ইহার নিম্নোদ্ধৃত ভণিতা হইতেই আমরা ঐ নামটি গ্রহণ করিয়াছি।

ইহাতে চণ্ডী-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সবে মাত্র ২৭শ হইতে ৩০শ পত্র পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। হস্তলিপি প্রাচীন। একস্থান হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের স্মৃতিরক্ষা করিতেছি :—

ত্রিলোকের প্রাণধারক তাহা হোতে।
শাকম্ভরী নাম খ্যাতি হইব জগতে॥
তথাতে বধিব দুর্গা নামাখ্যা অসুর।
পুনর্ব্বার ভীমরূপা হইয়া সত্বর॥
হিমাচলে রাক্ষস সকল সংহারিয়া।
মুনিগণ ত্রাণ হেতু অবতার পাইয়া॥
তবে আমা মুনি সবে নম্র মূর্ত্তি মানে।
স্তুবিবেন্ত ভক্তিভাবে আমা বিদ্যমানে॥
ভীমা দেবী ইতি খ্যাত আমার হইব।
জখনে অরুণ নামে অসুর জন্মিব॥
ত্রিলোকের মহাবাধা করিয়া দারুণ।
তবে য়ামি ভ্রমরের রূপে অবতীণ॥

ভণিতা :—

(১) এই মতে মার্কণ্ড পুরাণ অভিমত।
একাদশ মাহাত্ম্য স্তবন দেব জথ॥
চণ্ডিকাচরণ-অবজ-মধুপ মানসে।
চণ্ডীমঙ্গল ছলা (?) ব্রজলালে ভাষে॥
(২) এই মতে মার্কণ্ড (পুরাণ) অনুমত।
দ্বাদশ মাহাত্ম্য হৈল পূর্ণ চণ্ডী মত॥

চণ্ডিকাচরণ-অমুজ-মধুপ মানসে।
চণ্ডীমঙ্গল ছলে ব্রজলালে ভাষে॥

সম্ভবতঃ এই গ্রন্থখানি মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদ।

১৫২। শীত-বসন্ত।

এই নামের আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। সেই পুঁথির প্রাপ্ত পত্রটির আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হয় যে, পুঁথিখানি আকারে বড় বৃহৎ না হইতে পারে। কিন্তু আজকার সমালোচ্য পুঁথি (সর্ব্বাঙ্গ পাওয়া না গেলেও) আকারে বৃহৎ, স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে। এই কারণ, এই দুই পুঁথি বিভিন্ন হস্ত-প্রসূত বলিয়া বোধ হয়। অদ্যকার পুঁথিতে প্রথম পৃষ্ঠার অভাব, সুতরাং আমরা তুলনা করিতে পারিলাম না।

উপরে গ্রন্থের যে নামকরণ হইল, তাহা প্রকৃত কি না, নিশ্চিতরূপে বলার উপায় নাই। সৎমার কুটিল-চক্রান্তোপহত শীত বসন্ত নামক দুই রাজপুত্রের কাহিনী গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়। তাহা হইতেই ঐ নামকরণ।

একে প্রাচীন হস্তলিপি, তাহাতে স্থানে স্থানে অক্ষর উঠিয়া যাওয়াতে, এই নষ্টাবশিষ্ট পত্রগুলিও সম্যক পাঠ করিবার যো নাই। চতুর্থ হইতে ৩৮শ পত্র পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক পাতা নাই।

ইহার সর্ব্বশেষ (৩৮শ) পত্র হইতে কতকটা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে এই গ্রন্থের উক্ত নামকরণের অনুমান-সঙ্গতিও অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

শীত বসন্ত বৈসে বিচিত্র আসনে।
পাত্র মিত্র প্রজা সব বৈসে স্থানে স্থানে॥
এই মতে ক্রমাগত বসিলা সকল।
চারি পাশে নানামতে করএ মঙ্গল॥
দুই পাশে বিদ্ধ (বৃদ্ধ) রাজাএ দুই পুত্র লইআ।
নানা মতে দান করে ভাণ্ডার ভাঙ্গিআ॥

*   *   *

এই মতে সপ্ত দিন দান কৈলা ধন।
দারিদ্র ভিক্ষুক না রাখিল এক জন॥
এহা দেখি বসন্ত জে হাসিতে লাগিল।
লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ চাপা তথাতে পড়িল॥

*   *   *

শীত সম্বোধিআ বোলে বৃধু নরনাথে।
একি অপরূপ বাপু * কহত আহ্মাতে॥ ইত্যাদি।

ইহার পর শীত বসন্তের রাজ্যত্যাগ, কাঞ্চীপুরে গমন ও রাজকন্যা-বিবাহ ইত্যাদি পূর্ব্ব ঘটিত ঘটনাসমূহ সংক্ষেপে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। বুঝা যাইতেছে, ইহার পর গ্রন্থ আর বড় বেশী বাকী নাই।

ভণিতা :—

নাহি ইষ্ট বাপ ভাই, নিবেদিমু কার ঠাই,
কে করিব দুঃখ উপশম।
কহে বাণীরাম ধরে, শুনহ মালিনী মোরে,
দেখাও সে পুরুষ উত্তম॥

এবং :—

কন্যারে লইআ কোলে, বুক ভাসি জাএ জলে,
ক্ষেণে ক্ষেণে ভুমিতে গড়াএ।
বাণীরাম ধরের বাণী, স্থির হও মহারাণী,
কন্যা রাখি নাহি কোন দাএ॥

১৫৩। রাধাকৃষ্ণ-বিলাস।

এ একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ। ইহার কবিত্ব, ইহার মাধুর্য্য, ইহার সরলতা অতুলনীয়। প্রাচীন পুঁথি অনেক দেখিয়াছি,

---

* এই 'বাপু' হইতেই আমাদের 'বাবু' আসিয়াছে, খুব সম্ভব।

কিন্তু এমন সুন্দর কবিত্বপূর্ণ গ্রন্থ বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আর কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে এমন সুন্দর সুরুচিসঙ্গত কাব্য প্রাচীন-সাহিত্যে নাই বলিলেও বলা যায়। পত্রান্তরে অন্য সময়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়া ইহার সৌন্দর্য্যাদি পাঠকগণকে উপভোগ করাইব ইচ্ছা আছে। এস্থানে তাহার আলোচনার স্থানাভাব।

গ্রন্থখানি বটতলার ধুরন্ধরগণ ছাটিয়া ছুটিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন দেখিতেছি। হস্তলিখিত পুঁথির সঙ্গে প্রায় মিল নাই। প্রত্যেক প্রস্তাবের শিরোভাগে অতি সুন্দর সুন্দর ধুয়া প্রদত্ত হইয়াছে; ছাপা পুস্তকে তাহা অনেক স্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। মৌলিকত্ব নষ্ট করিতে উক্ত মহাত্মগণ কেমন কেমন পটু, সকলেই জানেন। ছাপা পুস্তকে ইহারও সেই দশা হইয়াছে। ইহার রচনা আধুনিক নহে ত ?

রচয়িতার নাম দ্বিজ জয়নারায়ণ। তাঁহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

পাঠাশুদ্ধিপূর্ণ সুন্দর আরম্ভটি যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত করিতেছি। মুদ্রিত গ্রন্থে এই 'বন্দনাটি' পরিত্যক্ত হইয়াছে।

নম গণেসায়। অথ স্তবন্দনা।

সুর বন্দিত, অমর পূজিত, সুস্থ লোহিত শোভা।
কুঞ্জর শির, লম্বোদর, মনসিজ মনলোভা॥
পদযুগতল, যমল কমল, অলিকুল মন আসা।
অরুণবসন, মুষিকাসন, কোকিল কিল ভাসা॥
অলকাবলি, গণ্ডস্থলি, নিখিল খণ্ড এথা।
আদি পুরুষ, তুল্য মহেশ, সোক্ষ (সুখ ?) দাতা॥
অজ্ঞান জন, অতি দীনহীন, জয় নারায়ণ কুরু
কুরু কুরু কুরু করুণাং।

* * * *

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।

নারায়ণং নমস্কৃত্যেত্যাদি। নম স্বরস্বতী নমঃ। বেদব্যাশায় নমঃ। সময়ে গ্রন্থ প্রতিপাদ্য পরম দেবতা শ্রীনারায়ণ তার চরণেতে প্রণাম করে। তদন্ত নারায়ণ চরণারবিন্দে প্রণাম করে। বাক্‌দেবতা সরস্বতী তাহার চরণেতে প্রণাম করে। ভূদেব ব্রাহ্মণ ঠাকুর।

ধুয়া :—

ভজো ওরে মন সেই কাল মাধুরী।
কালী বল কিম্বা কিষ্ণ বলো সমান দশা উভএরি॥
শুন মন তোরে বলি, কালী কৃষ্ণ কৃষ্ণ কালী,
অভেদ জে ভাবে ভবে সেই জাএ তরি॥

ইহার পর গ্রন্থারম্ভ। উদ্ধৃতি অনাবশ্যক।

এই কাব্যের রচনা ও কবিত্বের নমুনা স্বরূপ নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

(কুটিলার প্রতি শ্রীমতীর কপট প্রবোধ)

ধুয়া :—

প্রাণ সইরে, কালা কলঙ্কিনী আর বলো না মোরে।
তোমার গঞ্জনাতে প্রাণ যাবে এবে।
ভেবেছি উপায়, ডুবি গো যমুনাএ, কৃষ্ণনাম করে।
যদি কৃষ্ণপদে থাকে মন, তবে সেই নারায়ণ,
অবশ্য দিবে চরণ, অধিনী ভেবে অন্তরে।
রাধে বোলে ননদিনী—সম্বরহ ক্রোধ।
কেনে মিছে কটু কহ তেজে অনুরোধ।
কি দেখিলে কি শুনিলে কি বুঝিলে মনে।
কলঙ্কিনী কহ আমা কিসের কারণে।
সূর্য্য পূজা জন্যে পুষ্প না পাইএ কোন স্থলে।
খুজিতে খুজিতে আইলাম বৃন্দাবনে চলে।
মনোরম সুকুসুম দেখে বৃন্দাবনে।
তুলিতে লাগিলুম ফুল পূজার কারণে॥
ইতিমধ্যে ঐ কালা হইএ উপনীত।
বলে এই বৃন্দাবন আমার পালিত॥
কাহার বচনে তোরা এখানে আইলি।
আমারে না বলে কেন কুসুম তুলিলি॥
এথ বোলি মো সভারে হইএ প্রতিকূল।
কাড়িয়া লইআছে কালা সকলের ফুল॥
এহা ভিন্ন অন্য ভাব মনে জানি নাই।
সত্য সত্য তত্ত্ব কথা জানেন গোসাঞি॥

এই অপরাধ কেনে অপবাদ গাও।
কালা কলঙ্কিনী নাম জগতে রটাও ॥
* * *
শ্রীমতীর এই মত বাক্যের কৌশলে।
কুবুদ্ধি কুটিল কোপে আর ক্রোধে জ্বলে ॥
বলে হা লো জানি জানি ছার এ তোমার।
পষ্ট আছে নষ্ট নারীর বাক্যে আটা ভার ॥
অথ তুমি গুণবতী সাধ্যা পতিব্রতা।
স্বচক্ষে দেখেছি আর কে শুনে আর ঐ কথা ॥
হরি হরি লাজে মরি কারে কব আর।
নষ্টামি ভ্রষ্টামি রীত আছে কি তোমার ॥
আমার কথাএ তোর কি হইতে পারে ॥
তবে সে জানিবি যবে কহিবি দাদারে ॥
একত্রে দোহারে যদি দেখাইতে পারি।
তবে লো জানিবি তুই ননদী তোমারি ॥
মন্দ কর্ম্ম কর এথ কথাএ আটনি।
মর্ মর্ কালামুখী কালা কলঙ্কিনী ॥
এখানেতে গৃহে চল হইআ সত্বরা।
ঘুচাইব আজি তোর উপপতি করা ॥
এথ বলি সঙ্গে লইএ গমন করিল।
জয় নারায়ণ কৃষ্ণ লীলা প্রকাশিল ॥

এইরূপে গ্রন্থের যে কোন স্থান উঠাইয়া দেখান যাইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ইহার ধুয়াগুলি। স্থান থাকিলে উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম।

এই হস্তলিপিতে যেরূপ পাঠ আছে, তাহাই উপরে দেওয়া গিয়াছে। ভাষা দেখিয়া ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিবে। হস্তলিপি বড় প্রাচীন নহে; সম্ভবতঃ ১৮৩১—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের লেখা। শেষ কয় পত্র নাই বোধ হয়। বৃহৎ গ্রন্থ,— পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২, দুই পৃষ্ঠে লিখিত। লেখকের নাম ধাম নাই। স্থানান্তরে ইহার প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া যাইতে পারে কি না দেখা, সাহিত্য-প্রেমিক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

১৫৪। মনসা পুঁথি।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে দুই রকমের মনসা-পুঁথি প্রচলিত আছে;—বাইশ কবির মনসা ও ষট্ কবির মনসা। আমাদের সমালোচ্য পুঁথিখানি খণ্ডিত,—সুতরাং ইহা কোন পুঁথি, স্থির করিতে পারিলাম না। ইহাতে গুণানন্দ সেন, পণ্ডিত জানকী নাথ, ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন এবং রতিদেবের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। মাননীয় দীনেশবাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ৫৯ পৃষ্ঠায় মনসার গীতিলেখকের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে গুণানন্দ ও রতিদেবের নাম নাই। পরে সম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আমরা এতৎসম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করিব।*

এই পুঁথিখানির প্রকাণ্ড আকার; ৩৭ হইতে ১৯২তম পত্র পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক পত্র নাই। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। প্রাচীন হস্তলিপি। গুণানন্দ ও রতিদেবের ভণিতা দুইটি মাত্র এখানে দিলাম:—

(১) ভণে গুণানন্দ সেনে কাজির বড়াই।
ভূত পূজা খণ্ডাইব খাবাইয়া গাই ॥
(২) বাজারিয়া লোকে চাহে, কান্দে দেবী মনসার হে
রতিদেবে রচিল পয়ার।

১৫৫। ঊষা-হরণ।

ইহার একটি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে। এই পুঁথির নামটা ঠিক ইহা কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলার উপায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা

* চট্টগ্রামের ছাপা 'বাইশ কবিতে' আরও কয়েকটা নাম বেশী দেখা যায়, সেইগুলি দীনেশবাবু উল্লেখ করেন নাই। যথা:—বিশ্বেশ্বর, রমাকান্ত এবং রামচন্দ্র।

"বাণ যুদ্ধ" প্রণেতা শ্রীনাথ দেবের রচিত। বাণ যুদ্ধেও অনিরুদ্ধ কর্তৃক উষাহরণ বর্ণিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থকারই আবার সেই একই বিষয়ে লেখনীচালনা করিলেন কেন, বুঝিলাম না। 'বাণযুদ্ধে' আর 'উষাহরণে ঘটনা বৈষম্য আছে নাকি ?

আরম্ভ ভাগটা এই:—

বেদে রামায়ণে চৈবেত্যাদি।
ব্যাস বশিষ্ঠ বন্দোম ত্রিভুবনে সার।
অষ্টবক্র দুর্ব্বাসা নারদ মুনিবর॥
সংসার সাগরে ডুবি বড় বাসম ভীত।
জেন তেন প্রকারেণ কহি কৃষ্ণের চরিত॥
কৃষ্ণ নাম (স্বরূপ) নাহি পৃথিবীত।
যম দ্বারে না জানাইবা লোক শুন সানন্দিত॥
হরিবংশ ভাগবত রচিলেক ব্যাস।
শ্রীনাথ দেবে কহে রচিয়া (?) প্রকাশ॥
এহাতে পণ্ডিত জন না হইঅ বিমন।
ত্রিণ হোতে জন্মিল যজ্ঞ হুতাশন॥
কাটেত জন্মিল মধু কাষ্ঠেত করবর (?)।
শ্রুতাএ গাথিআ পৈড়ে রত্নে প্রচুর॥
উষার হরণ গাইন বানের সমসর।
কৃষ্ণ স্বর্গ আরোহণ জন্মিল লক্ষিন্দর॥
নগর শুনিতপুর (শোণিতপুর ?) ত্রিভুবনের সার।
বাণ নামে রাজা তথা বিক্রম অপার॥
এক কোটী শিবলিঙ্গ পূজে এক দিনে।
মহাদেব পূজা বিনে য়ান নাহি মনে॥
উষা নামে কন্যা তার বিদ্বান পণ্ডিতা।
নানাগুণে পতিব্রতা রাজার দুহিতা॥
শিশু হোতে পূজে কন্যা গোবিন্দের চরণ।
অনিরুদ্ধ পতি হৈতে অভিলাষী মন॥
এক দিনে কেলি করে শঙ্কর পার্ব্বতী।
তা দেখিয়া হইল উষা কাম ভাব মতি॥
কথদিনে হইবো তার নিজ যোগ্য পতি।
* * *
বর পাইআ উষা হইল আনন্দিত মন।
ভুবনের সার পতি পাইল এখন॥
জাগিয়া জানিল উষা দেখিল স্বপন।
দিল নিধি নিলা বিধি হেন ভাবে মন॥
প্রভাতে বসিল উষা পরম বিমানে (?)।
সম্ভাষিতে চিত্ররেখা গেল সেই খানে॥

বাণযুদ্ধ পুঁথির পত্রের সঙ্গে এই পত্রটি পাওয়া গিয়াছে। এই কারণেই ইহাও শ্রীনাথ দেবের রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছি। উপরোক্ত 'বাণযুদ্ধ" পূর্ব্বে সমালোচিত হইয়াছে। তাহাতে আরও দুই কবির ভণিতা ছিল; এই পুঁথিতে কেবল শ্রীনাথের ভণিতাই দেখা যায়। তা ছাড়া, ইহার শেষেও কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। সেই পুঁথিতে পয়ারে গ্রন্থ সমাপ্তি, এই খানিতে ত্রিপদীচ্ছন্দে সমাপ্তি। মূলতঃ সেই একই রূপ। বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথিগুলি ঐন্দ্রজালিক লীলা ক্ষেত্র বটে! স্বরূপ নির্ণয় একান্ত দুরূহ।

সমালোচ্য পত্রটি ও 'বাণযুদ্ধ' একই হাতের লেখা বোধ হয়। শেষোক্ত গ্রন্থের লেখার তারিখাদি এই :—"ইতি সন ১১৪১ মঘি * * ভাদ্র * *। শ্রীরাম (কুমার ?) রক্ষিত দাস, সাং পাটনি কোটা।"

১৫৬। উদ্ধব-সম্বাদ—রাধিকার বারমাস।

পদসংখ্যা—৬০।

ঘোষাঃ—উদ্ধব হে জাও তুমি গোকুল নগরে। ধু।
চৈত্র মাসেতে হরি, আন্ধারে যে গেল ছাড়ি,
রৈলেন গিয়া মথুরা নগরে। ১।
সবে বোল হরি হরি বিরহ জ্বালাএ মরি
কৈহ উদ্ধব মাধবের গোচরে॥ ২।

হুতাশনের সখা, তার রিপু জথ রেখা,
ভক্ষিয়া জে মরিব নিশ্চএ। ৩।
ভক্তের অধীন হরি, আন্ধারে জে গেল ছাড়ি,
এই রিতে (ঋতে) না দেখি উপাএ॥ ৪।

শেষ :—

ফালগুন মাসেতে হরি, আমি নিবেদন করি,
বার মাসের জথেক কাকুতি।
রাধার সম্বাদ জথ উদ্ধব জে ক্রমাগত,
বোলিলেক রাধিকা বিনতি॥
বিনতি শুনিয়া কৃষ্ণের হইল দয়া,
চল উদ্ধব বৃন্দাবনে জাই।
বৃন্দাবনে হরি গেল, রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল,
রাহু জেন ছাড়ে নিশাপতি॥

ভণিতা :—

রাধাকৃষ্ণের চরণেতে, দৈবজ্ঞ প্রসাদ হুতে,
অন্তকালে চরণ পাইবার আশে।
শ্রীরামতনু বোলে, রাখ মোরে পদতলে,
যম ভএ প্রাণি জাএ তরাসে॥
শুনরে সকল লোকে, কৃষ্ণের নাম লও মুখে,
তবে জাইবা গোকুল নগরী।
দেবগ্রাম থাকিআ বোলে, বুধগণের পদতলে,
প্রণমি জে ভূমিগতে পড়ি॥

১১৮৪ মঘিতে ইহার আদর্শ পুঁথি লেখা হইয়াছে। লেখক স্বয়ং উক্ত রামতনু 'গুরু ঠাকুর' বোধ হয়।

১৫৭। রাগতালের পুঁথি।

এই শ্রেণীর অনেকগুলি গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি। কয়েকটার কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। ইহার নাম ঠিক ইহা কিনা, বুঝিতে পারি না; কারণ পুঁথির আরম্ভ বা শেষে ঐরূপ কোন নাম নাই। ইহাতে রাগতালের উৎপত্তি, ঋতু ভাগ, ঘড়ি ভাগ ইত্যাদি প্রাচীন সঙ্গীতের বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 'ধ্যান'গুলির ভাষা সংস্কৃত হইলেও এতই অশুদ্ধিপূর্ণ যে, তাহার উদ্ধার করা অসাধ্য। ধ্যানের 'চূর্ণক' আছে; তৎপর পয়ার 'চূর্ণক' সংস্কৃত ভাষায় সান্বয় বিবৃতি। ইহাদের দশাও ধ্যানের মত।

ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী; আট তালা, চৌষট্টি তালিনী। তালগুলির নাম এই :— "দেবরাণা, খেতরাণা, জয়দ, দমাই, গুরুস্থানা, আদিয়ানা, রূপক এবং শিলাই।" তালিনীগুলির নাম আর করিব না। এই নামগুলি কি সংস্কৃত শব্দ? না দেশজ শব্দ? অভিধানে পাওয়া যায় না কেন? তালিনীগুলির নাম আরও বিচিত্র। সঙ্গীত দামোদরাদির নাম কিরূপ?

এইরূপ প্রাচীন পুঁথি অবলম্বন করিয়া প্রাচীন সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত আলোচনা করিব, বাসনা আছে।

এই শ্রেণীর অপরাপর গ্রন্থে গীত ও গৎ থাকে; ইহাতে কিন্তু নাই। ইহার প্রধান রচয়িতা দ্বিজ রামতনু 'গুরুঠাকুর।' প্রায় সমস্ত গ্রন্থের রচয়িতা ও লেখক তিনিই স্বয়ং। ইহার পরিচয় পূর্ব্বে অনেকবার দেওয়া গিয়াছে। তাঁহার বংশাদি আছে কিনা, আমরা অনুসন্ধান করিতেছি। এই গ্রন্থে আর একটি ভণিতা আছে, তাহা এই :—

কহে হীন চাম্পা গাজী গুরুমুখের বাণী।
আলাপন করিয়া স্বর মিলাইলাম টানি॥

ইনি 'চাম্পা পণ্ডিত' নামে বিখ্যাত। সঙ্গীত শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। বাড়ী—পটীয়া থানার অন্তঃপাতী করলডেঙ্গা গ্রামে। অদ্যাপি বংশ আছে। সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন, সে কথা পরে বলিব।

আরম্ভ :—

অথ ধান পয়ার ছয়াল লিখাতে।
ধোসা—মোরে কি কৈল রে নন্দের নন্দনা।
প্রাণ করিয়া নিল বংশিবদনা॥
আলাপনর ধরা।
দ্বিজ রাম তনু কহে গুণিন গোচর।
সভার উপরে তুহ্মি দেয় পদুত্তর॥
'আএ রিত না' তুহ্মি কিবা বোল বাণী?
তাহার মাহিনি সভাএ কহ একবার শুনি॥
ধ্যান পয়ার তুহ্মি কহিতে না পার।
গুণিন বলিআ তুহ্মি নাম কেনে ধর॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৮৪ মঘি। প্রকাণ্ড গ্রন্থ। দুই পৃষ্ঠে বড় অক্ষরে লিখিত। পত্র সংখ্যা নাই। ইহার মধ্যে একটি পত্রে এই কবিতাটি লিখিত আছে; রক্ষণোদ্দেশে অবিকল তুলিয়া দিলাম :—

বনপুআ নাদ করে বনে ত বসিআ।
চলিল বণিতা সব বনপত্র লৈআ॥
বন পাশে উগি ভেল বন যুসঙ্করে।
মজিল রজনি ঘোর বিলম্ব না করে॥ (৪)
সত পুআ সত ভাগ হত তাপ ভেল।
ঘন রবে তাম্রচুরা শ্রোতে বসি গেল॥
পদরব পদধ্বনি পদে বসি নাদ। (?)
গুরুজনে শুনিলে বহুল পরমাদ॥৮
জীবনের শ্রধা নাহি তেজিমু জীবন।
জীবনে ছুইলে জার না রহে জীবন॥
তার সঙ্গের সঙ্গি হৈআ তেজিমু জীবন॥
ভণএ বুরন দেবে (?) আবাল কিশোরি। (১২)
মদন বিরহ জ্বালা সহিতে ন পারি॥*

১৫৮। ছুটি খাঁর মহাভারত।

'সাহিত্য-পরিষৎ সভার' 'প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে' এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইতেছে। ইহা অতি আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মুদ্রণকার্য্যে আমরা সন্তোষলাভ করিতে পারি নাই। আদর্শ পুঁথিগুলি এতই বিরোধী যে, সম্পাদক মহাশয়কে ফুটনোটের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইতেছে। সভার পুঁথিগুলি অপেক্ষা আমাদের পুঁথিগুলি অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই পুঁথির প্রথম পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

বাসুদেব জনার্দ্দন সহায় কারণ।
যজ্ঞ জেন নির্বহিল পাণ্ডুর নন্দন॥
সে সকল পূর্ব্ব কথা পাঞ্চালি প্রবন্ধে।
দেশী ভাষা বিরচিলা নানাবিধ ছন্দে॥
অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত লহরি।
শীবস্ত ভকত জনে কর্ণ ঘট ভরি॥
পৃথিবী বিখ্যাত ছিল পাণ্ডুর সন্ততি।
যুধিষ্ঠির নামে রাজা ধর্ম্ম মহামতি॥
তাহান কনিষ্ঠ ভাই বীর ধনঞ্জয়।
অভিমন্যু নামে ধনঞ্জয়ের তনয়॥
চক্রব্যূহ ভেদে দ্রোণ কর্ণ ন গণিয়া।
অর্জ্জিল বহুল যশ কর্ণক জিনিয়া।

---

* পাঠান্তর :—

৩য় ও ৪র্থ চরণে— যুসঙ্কর। না কর॥

৭ম চরণের :—বিরহিণী পদধ্বনি উগি বহু নাদ। (?)

৯ম ও ১০ম চরণে :—

জীবনে নাহিক শ্রদ্ধা জীবনে সে যাইমু॥
তার সঙ্গে সঙ্গী হই জীবন তেজিমু॥

এই দুই চরণের পর :—

জীবনে প্রবেশি যদি না জাএ জীবন।
তবে সখি কি হইব বলহ বচন॥

ইহার পরে :—ঐ 'জীবনে ছুইলে' ইত্যাদি
'বুরণ দেব.' না বুরণ দেব'?

শেষ :—

বাস দেখি নরপতি উঠিয়া সত্বর।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া তবে কহিলা বিস্তর॥

* * *

আগত কুশল আগু সম্ভাষা পুছিল।
জে কারণে বাসুদেব তনু বিসর্জ্জিল॥
সে সকল বিবরণ কহ তপোধন।
নৃপতিত তবে হেন বুলিল বচন॥
হিতবাক্য শুন রাজা ধর্ম্মের চরিত।
খণ্ডিল দ্বাপর যুগ কলি উপস্থিত॥
সব * * লোভ পাইল লোকে কদাচার।
ধর্ম্ম এক পরমাত্র আছে অবতার॥
দেখ দেখ দিন দিন ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাই * *।
পাপ বলবন্ত হৈবো পুণ্য হৈবো নাশ॥
নিরউৎসাহ হৈব লোক হীন পরাক্রম।

* * *

"ভিমস্তাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দিষ্ঠ তথা লিখিতং লিখিতং নাস্তি দোসক:। ইতি শ্রীমহাভারতে অশ্বমেধ পর্ব্বনি সমাপ্ত। ইতি সন ১১৫২ মঘিতে এই পুস্তক লিখা আরম্ভ সন ১১৫৩ মঘিতে পুস্তক লিখা সমাপ্ত তারিখ ১০ বৈশাখ রোজ রবিবার দুই দণ্ড বেলা থাকিতে লিখা হইছিল। রামগুণগুণি পাএ, য়যুদ্ধ লেখিলে দোস ক্ষেমীতে যুয়াএ। অযুদ্ধ দেখীলে পদ করিয় সোধন। পণ্ডিতের ঠাই মোর এই নিবেদন॥ শ্রীফকীর চান্দ দাস দাসস্য যুভ অক্ষরং মীদং সাং কানগোই পারা নতু সাবেক কানগোই পারা। রামনারায়ণ অনন্তে মুকুন্দ মধুসুধন কৃষ্ণকেশবকংসারে হরে বৈকুণ্ঠবামন—:। জদি কৃষ্ণ পদে ভক্তি মতি চ পদপঙ্কজে। বিসমে দুর্গমে ঘোরে কা চিন্তা মরণে রণে॥ রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম কমলাপতে। অধমানাং কৃপানাথ ত্বমেব শরণং গতি:—। রাধে কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালি॥"

পত্র সংখ্যা ২১১, উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। অতি জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা।

একান্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, এই সকল পুঁথি সংগ্রহ।কার্য্যে আনোয়ারা স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত প্রিয়বর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয়ই আমার প্রধান সহায়। তাঁহার সহায়তা না পাইলে হিন্দুর গৃহ হইতে পুঁথি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। ১৪৭ ও ১৫০ সংখ্যক পুঁথিদ্বয় বেলচূড়া নিবাসী বাবু অপর্ণাচরণ ভৌমিকের, ১৪৯, ১৫১ ও ১৫২ সংখ্যক পুথিত্রয় আনোয়ারা নিবাসী বাবু গগনচন্দ্র সেনের, ১৫৩ ও ১৫৮ সংখ্যক পুঁথিদ্বয় আনোয়ারা নিবাসী ৺নিত্যানন্দ সেন মহাশয়ের এবং অপরাপর খণ্ডিত পুঁথিগুলি সম্প্রতি আমার সম্পত্তি।

১৫৯। কৃষ্ণমঙ্গল।

এই এক খানি অতি সুন্দর, প্রকাশের যোগ্য গ্রন্থ। দুঃখের বিষয়, ইহা সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। যত দুর পাওয়া গিয়াছে, তাহাও এত ভ্রমপূর্ণ ও কদর্য্য যে, তদ্দ্বারা কোন সুষ্ঠু সমালোচনাও চলে না। লেখক এত অনবহিত ও মূর্খ ছিলেন যে, পদে পদেই ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন 'প্রাণনাথ' 'লিখিতে' 'প্রানথনা,,' 'গোপাল' লিখিতে' 'গোল' যাঁহার লেখনী হইতে বাহির হয়, এই রূপ প্রকাণ্ড পুঁথি লিখিতে তাঁহার প্রবৃত্ত না হওয়াই উচিত ছিল। এই সব প্রমাদ সত্বেও বুঝিতে পারিয়াছি, ইহা কবিত্ব হিসাবে বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে প্রতিষ্ঠিত হইবার একান্ত যোগ্য।

প্রকাণ্ড গ্রন্থ। প্রথম হইতে ১১০ পত্র পর্য্যন্ত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। হস্ত-

লিপি বিশ্রী। ইহার পরও গ্রন্থের বহুলাংশ বাকী আছে বলিয়া বোধ হয়। 'কংসবধ' এখনও বহুদূরে। প্রাপ্ত অংশের শেষে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা মাত্র বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ :—

নমো গণেসায়। অথ কৃষ্ণমঙ্গল লিক্ষতে।
নারাণং নমস্কৃতং ইত্যাদি।
প্রণমিয়া গণপতি, ভক্তিভাবে করি স্তুতি,
অবিঘ্ন মঙ্গল সুভদাতা।
অরুণ বরণ রুচি, ব্যাঘ্র চর্ম্ম ধরি যুচি,
কুঞ্জর বদন সুভদাতা॥
হেমজঙ্গ শুত্রধারি, (?) মুসিক বাহনে চরি
লম্বোদর স্থুলতনু কায়।
জার নাম স্মরণে, কার্য্য সিদ্ধি ততক্ষণে,
লোটাই বন্দিমু তান পাএ॥

ভণিতা :—

গণপতি পদতলে, দ্বিজ লক্ষি নাথে বোলে,
করযোড়ে করম প্রণতি।
দুর কর বিঘ্ন জাল, দয়ামন্ত কৃষ্ণ পাল,
কৃষ্ণপদে রাখ মোর মতি॥

ভণিতা-স্থলে বা সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত চরণ দুটি গ্রন্থের প্রায় সব স্থলেই মিলিবে :—

কাঅমন বাক্যে ভজ মুকুন্দ মুরারি।
করতালি দিয়া ভাই বোল হরি হরি॥

যত্নের সহিত গ্রন্থের সমস্ত পড়িয়া দেখিয়াছি, 'দ্বিজ লক্ষীনাথ' নাম ভিন্ন গ্রন্থকারের আর কোনও পরিচয় দেখি নাই।

হস্তলিপি প্রাচীন নহে,—১২০৬ মঘির লেখা। লিপিকারের নাম শ্রীকৃষ্ণমণি দেবশর্ম্মা ও গঙ্গাধর দেবশর্ম্মা (সম্ভবতঃ সাং ভাটীখাইন,চট্টগ্রাম।) এখন আমার অধিকারে আছে।

১৬০। ফৌজদার-কীর্ত্তি-গাথা।

পদ সংখ্যা ৮০।

এই কবিতাটি চট্টগ্রামের একজন প্রসিদ্ধ বিস্মৃত-নামা বড়লোকের কীর্ত্তি ও কথা ঘোষণা করিতেছে। চট্টগ্রাম—বাঁশখালী থানান্তর্গত শিলাইগড়া গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ ৺মিয়া বক্‌স 'আলি ফৌজদার সাহেবের কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, লেখক রামতনু আচার্য্য 'গুরুঠাকুর' ইহার 'কবিতা' নাম দিয়া যাইলেও, আলোচনার সুবিধার্থে, ইহাকে শীর্ষোক্ত নামে পরিচিত করিয়া দিলাম। ইহাতে কতকগুলি প্রাচীন আলোচনাযোগ্য শব্দও আছে।

আরম্ভ :—

দেবগ্রাম সাকিমের কথা, বক্‌স আলি ফৌজদার জথা,
সিলাইগড়া গ্রাম অতি ধন্য।
মৌলবী খোন্‌কার তথা, কোরান কিতাব জ্ঞাতা,
নেক্‌কারেতে সব অগ্রগণ্য।
দোচ্ মহাম্মদ চৌধুরীর অতি দৌলৎ ছিল।
দান ধর্ম্ম করি সে যে ভিহিস্তেতে গেল।
পুণ্যাঙ্গ প্রতিষ্ঠা জথ কৈতে কিবা হএ।
ত্রয় পুত্র হইল তান ভুবন বিজয়।
মহাম্মদ সাহা সেকান্দার বক্‌সা আলি ফৌজদার।
একে একে খ্যাতবন্ত ভুবন মাঝার॥

ভণিতা :—

শ্রীরামতনু কহে আশীর্ব্বাদ করি।
কবিতা পূর্ণিত শ্রীযুত চৌধুরীর বাড়ি॥
ইসানচন্দ্র বাবাজিরে পঠন পরাইতে।
খোষনামি প্রকাশি জথ ভিহিস্ত পাইতে।

রচনা কাল :—

নিধি বসু ধাতা ইন্দু মঘি সনে কহি।
ধনুতে ভাস্কর জাইতে দিগ দিন লই॥
শনিবাদ্য ত্যাগ করি দ্বিপ্রহরে হইল।
শ্রীহরি গোবিন্দ বোলি দুঃখ দুরে গেল॥

প্রাচীন শব্দ সংগ্রহ অকৃথ (বেলা), দরজখানা (মক্তব বা পাঠশালা), দৌলৎ (ধন), তাদাম (শেষ), খুন্দি (খনন করি), বাহার য়ারা (বাহির সীমানা),বলা (বালাই) বাদ (ব্যতীত), কাইত (দিকে, যেমন, 'কথ দুর খিলা হাসিলা কথ কাইত জাএ।')

এই কবিতা লেখক রামতনু ঠাকুর চট্টগ্রাম সাকপুরা নিবাসী ৺রাধামোহন সিরিস্তাদারের কীর্ত্তি বিষয়িনী যে ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার শেষে এই তারিখটি আছে:—

> চন্দ্র মুনি বেদ ইন্দু শক পরিমিৎ।
> হএয় (?) ভানু দিগ দিনেতে হইল পুর্ণিৎ॥

'এই কবিতা পুর্ণ সমাপ্ত ইতি সন ১১৮৪ মঘি তারিখ ১৩ শ্রাবণ।'

উক্ত ফৌজদারের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, মসজিদ, দীঘি ও বংশ বর্ত্তমান আছে। বংশধরগণের মধ্যে বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত হেদায়েত আলি চৌধুরীই প্রধান।

১৬১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—

(১) অযোধ্যাকাণ্ড।

চট্টগ্রামে কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ অনেক পাওয়া যাইতে পারে। কি কারণে জানি না খুব প্রাচীন হস্তলিপি চট্টগ্রামে কিছু দুর্ল্লভ।

> বিষ্ণু অবতার কথা অমৃত গাথনি।
> মন দিআ শুন কহি অজধ্যা কাহিনী॥
> হরধনু ভাঙ্গিলেক রাম হ্রিসিকেশ।
> বিহা করি চারি ভাই চলি আলা দেশ॥

শেষ নাই। পত্র সংখ্যা ৬৩। তারিখ ১২০৪ মঘি।

(২) অরণ্য কাণ্ড।

শেষ:—

> তবে দুই ভাই চলি গেলেন দখিণে।
> বহু নদনদী পর্ব্বত গহন কাননে॥
> হাটিতে হাটিতে পাইল কিষ্কিন্ধ্যার গ্রাম।
> সেই খানে পর্ব্বতেতে করিল বিশ্রাম॥

লেখার তারিখ ১২০৫ মঘি ১৮ জ্যৈষ্ঠ। পত্র সংখ্যা ৪১।

(৩) কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

আরম্ভ :—

> এক রাত্রি তথাতে রহিলা দুই জন।
> প্রভাতে উঠিয়া রাম করিলা গমন॥

শেষ :—

> সর্ব্ব কপি লৈয়া আইসউক রামচন্দ্র।
> সুগ্রীবে জে রাজাসনে আর জথ তন্ত্র॥
> সাগর বন্ধন করি সীতা করৌক উদ্ধার।
> এই বার্ত্তা কহ গিয়া শ্রীরামের সার॥

"ইতি ১২০৫ মঘি তাং ৩ আসার শ্রীকৃষ্ণমণি দেব শর্ম্মা মৌজে ভাটি খাইল জিলে চট্টগ্রাম।" পত্র সংখ্যা ৩৫।

(৪) সুন্দরা কাণ্ড।

আরম্ভ :—

> বাপে পুত্রে পক্ষিরাজে গেলেন উত্তর।
> কটক লৈ অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগর॥
> তর্জ্জে গর্জ্জে বানর সব করে সিংহনাদ।
> সাগরের ঢেউ দেখি গুণস্তি প্রমাদ॥

শেষ নাই। পত্র সংখ্যা ৭৭। ১২০৪ মঘির লেখা।

(৫) উত্তরা কাণ্ড।

আরম্ভ:—

> কিষ্কিন্ধা নগরে এই সুগ্রীব রাজার পুরী।
> সুগ্রীবেরে করিলাম এথাতে মিতালি॥

শেষ নাই। পত্র সংখ্যা ৭৯। ঐ মঘির লেখা।

(৬) আদ্যকাণ্ড।

শেষ :—

পাত্র মিত্র লৈআ রাজা বৈসে সিংহাসন।
শ্রীরামেরে রাজা দিতে চিন্তে মনে মন॥
এথ দুরে আদি কাণ্ড হইল সমাপন।
কৃত্তিবাস রচিলেক বিবাহ লক্ষণ॥

পত্র সংখ্যা ৫২। লেখার তারিখ ১২০৪ মঘি।

একটি ভিন্ন উপরোক্ত সমস্ত কাণ্ডগুলির লেখক শ্রীরাম শঙ্কর দেব শর্ম্মা (সাং ভাটী খাইল)। সবগুলিই উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। অতি জীর্ণ অবস্থা। অধিকারী মোক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব শর্ম্মা সাং থান মোহনা জেলা চট্টগ্রাম।

১৬২। কলিযুগ মাহাত্ম্য।

পদসংখ্যা—১২।

আরম্ভ :—

সাগর হইব সিন্ধু (?) নাগর হইব খোহা।
কলিকালে অন্ন লাগি বুড়া হৈব পোআ॥
অকুলীন কুলীন হৈব কুলীন হৈব হীন।
স্ত্রী হইব মহাবলী পুরুষ হৈব ক্ষীণ॥

শেষ :—

গর্ভের সোদর ভাই করে হানাহানি।
পুষ্করণিৎ বেড়া দিআ ভাগ করিব পানি॥
শাশুড়ী বধূ রণ করি উঠানে দিব কাটা।
শাশুড়ীরে বধূএ মেলি মারিব ঝাঁটা॥
হেন পুত্র মরণে মায় না থাকিব শোক।
এই সে জানিবা বন্দা আইল কলিযুগ॥

* * * *

রচনা কাল :—

চন্দ্র মুনি বেদ ইন্দু শক পরিমিৎ।
হএ ভানু দিগ দিনেতে হইল পূর্ণিৎ॥

ভণিতাটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ রামতনু ঠাকুরের রচনা। ১৭৪১ শকের লেখা, রচনাও বটে।

১৬৩। ফগ্‌ফুর সাহ।

ইহা অতি প্রকাণ্ডকায় গ্রন্থ। কোন পারস্যগ্রন্থের অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। রচয়িতা স্বর্গীয় মিঞা হাসমত আলি কাজি চৌধুরী সাহেব চট্টগ্রাম—ফটিকছড়ি থানা-স্তর্গত ভুজপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ ও পরাক্রান্ত জমীদার ছিলেন। ইনি তেমন শিক্ষিত ছিলেন না বটে, কিন্তু সুন্দর কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। মোটের উপর গ্রন্থের ভাষা সুন্দর, মধ্যে মধ্যে বিবিধ নূতন ছন্দের মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত।

প্রায় ২০ বৎসর হইল, ইনি লোকা-স্তরিত হইয়াছেন। ইনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে এই গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার পুত্রগণের মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত মিঞা কায়কোবাদ আহম্মদ সাহেব বর্ত্তমান কক্স বাজারের সব্‌রেজিষ্ট্রার।

শুনিয়াছি, তিনি 'আরব্য উপন্যাসের' গল্পটি অবলম্বন করিয়া আরও একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি গান এখনও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কয়েকটি আমাদের নিকটেও আছে। অধি-কাংশ সঙ্গীত প্রণয় ও আদিরস-ঘটিত।

১৬৪। বাইশ কবির মনসা।

চট্টগ্রামে বাইশ কবি ও ষট কবি কৃত মনসা প্রচলিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন জেলাবাসী কবিগণ মিলিত হইয়া এই পুঁথি প্রণয়ন করিয়াছেন, এই কথা কোন ক্রমেই বলা

চলে না। যবনিকার অন্তরালে বসিয়া অবশ্যই কোন মহাত্মা বা মহাত্মগণ বহু-বৎসরের পরিশ্রমে এই কাজ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন; বলিতে হইবে। নতুবা এরূপ অপূর্ব্ব সম্মিলন কিরূপে হইল ?

আরম্ভ :—

আস্তিকস্ত মুনের্মাতা ইত্যাদি।
অথ গণেশ বন্দনা।
প্রণমোহ গণপতি, বিঘ্ন হোনে মহামতি
স্মরণে পাষণ্ড দুরে জাএ।
প্রণমোহ লম্বোদর, সিন্দুর শোভা কর,
মুষিক বাহনে গণরাএ।

শেষ :—

সেই সব দুঃখ তুমি মনে পরিহর।
পূর্ব্ব মত নিত্য (নৃত্য) কর আমার গোচর।
এই মতে অনিরুদ্ধ ইন্দ্রপুরে রৈল।
এথ দুরে পদ্মাপুরাণ সমাপ্ত হইল।
দীনহীন ফকির চান্দ কহে জোরকরে
বিষম সঙ্কটে পদ্মা তরাইবা আমারে।
তোমার চরণে পদ্মা এই পরিহার।
পদভঙ্গ দোষ মাতা ক্ষেমিবা আমার।
আমি অতি মূঢ়মতি নরাধম জাতি।
ক্ষেমিবা সকল দোষ জয় পদ্মাবতী।
সভাজনের স্থানে কহি বন্দিআ চরণে।
জদি কোন দোষ থাকে না লইবা মনে।

"ইতি শ্রীপদ্মাপুরাণে মনসা পুস্তক বিপুলা লক্ষিন্দরের স্বর্গ আরোহণে সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৩ মঘি তারিখ ৪ কার্ত্তিক রোজ আদিত্ত বাসর দ্বিপ্রহর বেলা লিখনং মিতি। এই পুস্তক মালীকে শ্রীফকির চন্দ দেঅদাসস্ত পিছরে রামমোহন দে মৃত নিঃ বাশখানি সাং সাধনপুর থানা সাতকানিয়া।"

অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পত্র সংখ্যা ২০১; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। চট্টগ্রাম হইতে অনেক দিন পূর্ব্বে ইহা ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু সেই সংস্করণটি তেমন প্রীতিপ্রদ হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না। ভাষার খাতিরে ইহার আলোচনায় অনেক লাভ আছে। ভুরি ভুরি প্রাচীন শব্দ মিলিবে।

এত বড় পুঁথি পাঠ করা বড়ই শ্রম-সাপেক্ষ। পুঁথি খুঁজিয়া সমস্ত কবির নাম-গুলি বাহির করিতে পারিলাম না। মোট ২০ জনের নাম পাওয়া গিয়াছে; তাহাও নির্ভুল হইল কি না, বলা কঠিন। নিম্নে নাম তালিকা দিতেছি :—১। গঙ্গাদাস সেন ২। নারায়ণ দেব * ৩। জগন্নাথ সেন ৪। বলরাম দাস ৫। জয়দেব দাস ৬। সুখ দাস ৭। সুকবি দাস ৮। গোবিন্দ দাস ৯। বৈদ্য জগন্নাথ ১০। গুণানন্দ সেন ১১। বিপ্র জানকী নাথ ১২। রাম দাস ১৩। দ্বিজ বন-মালী ১৪। দ্বিজ বলরাম ১৫। পণ্ডিত গঙ্গা-দাস ১৬। যদুনাথ পণ্ডিত ১৭। দ্বিজ বংশী দাস ১৮। সুদাম দাস ১৯। হৃদয় ব্রাহ্মণ ২০। দ্বিজ জয় রাম

মাননীয় দীনেশবাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' মনসা লেখকদিগের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে উপরোক্ত ৩য়, ৫ম, ৭ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৫শ, ১৮শ, এবং ২০শ নাম-গুলি পাওয়া যায় না। বৈদ্য জগন্নাথ আর জগন্নাথ সেন, এবং গঙ্গাদাস সেন আর পণ্ডিত গঙ্গাদাস, অভিন্ন ব্যক্তি কিনা নির্ণয়

* নিম্নোদ্ধৃত চরণদ্বয় হইতে 'নারায়ণদেবের' সম্পূর্ণ নাম 'রামনারায়ণ দেব' বা[illegible] বোধ হয়। তাঁহার উপাধি যে 'সুকবি বল্লভ' ছিল, [illegible] ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

'সুকবি বল্লভ রাম দেব নারায়ণ।
একটি লাচাড়ি কহি শুন দিআ মন।' হস্তলিখিত মনসা।

করিতে না পারায় আমরা তাঁহাদের নাম পৃথক ভাবে দেখাইলাম।

এস্থলে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিব। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' লিখিত আছে, "ত্রিপুরা জেলার একটি চম্পক নগর আছে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থলেই লখিন্দরের কাণ্ড কারখানাটা হইয়াছিল। লখিন্দরের লোহার বাসরের ভিটাও তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে। এদিকে বর্দ্ধমানের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পক নগর ও তন্নিকটে বেহুলা নদী প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।"* দীনেশবাবু এসকল কথা বিশ্বাস করেন নাই। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, এই সকল কথার সহিত আমাদের চট্টগ্রামের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত-লেখক বাবু তারকচন্দ্র দাস গুপ্ত লিখিয়াছেন,—"সমুদ্রের উপকূলে 'বন্দর' গ্রামে চাঁদ সওদাগরের দীঘি সমুদ্রযাত্রী নাবিকদিগের ইহার জলই একমাত্র পানীয়। * * * মনসা দেবীর অনুগ্রহে এই বাণিজ্য প্রধান চট্টলে চাঁদ সওদাগরের নাম চিরপ্রসিদ্ধ। চাঁদ সওদাগরের আবাসভূমি চম্পকনগর এখন চাঁপাতলী নামে অভিহিত হইয়াছে।" † জনপ্রবাদও এইরূপই। লোকের বিশ্বাস, উক্ত দীঘি কেহ সন্তরণ দ্বারা পার হইতে পারে না। তাহা করিতে যাইয়া নাকি কেহই প্রাণ লইয়া ফিরে নাই। আরও অনেক আজগুবি প্রবাদ আছে। এখানে তাহার উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

১৬৫। গুরুভক্তি শ্লোক।

পদসংখ্যা—১৩।

আরম্ভ :—

ভাবা না রে মন গুরু কেমন ধন। ধ্রু।
গুরু বিদ্যমানে শিষ্য পুত্র তুল্য হএ।
ব্রহ্মা আদি অথ দেবে গুরুরে সেবএ।
বিক্রম আদিত্য সুত শ্রীপতি কুমার।
নিত্য নিত্য পাঠ করে গুরুর দরবার।

শেষ :—

গুরু বিদ্যমানে আর মনে হেলা করে।
ইন্দ্রতুল্য হইলে তার শ্রীভ্রষ্ট করে।
এই বাক্য শুন বাপু শ্রীপতি কুমার।
হৃদেতে থাকিলে বাপু দুঃখ নাই আর।

ভণিতা :—

গুরুর মহিমা বাপু না পারি বর্ণিতে।
গুরুর চরণ বন্দি কহে লক্ষ্মীকান্তে।

১১৮৪ মঘির হস্তলিপি। লেখক রামতনু ঠাকুর।

১৬৬। গোকুলমঙ্গল।

কৃষ্ণ-চরিত সম্বন্ধে ইহা আর একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' ইহার নিকট অতি নগণ্য বোধ হইবে। ইহাও ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ বা তদবলম্বনে লিখিত গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠা সুন্দর কবিত্বসৌরভে আমোদিত, বিবিধ অশ্রুতপূর্ব্ব ছন্দ ও রাগ রাগিণীর ঝঙ্কারে মুখরিত। সুশিক্ষিত গ্রন্থকার রাধাকৃষ্ণের বিহার-বর্ণনায় যদি অশ্লীলাংশ পরিহার করিতে পারিতেন, তবে বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যে ইহার তুলনা মেলা কঠিন হইত। যে অশ্লীলতা আজ আমাদের নিকট হেয়, তাহা সেই কালেও যদি হেয় বলিয়া গণ্য হইত, তবে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের প্রায় সমস্ত কবিই সেই বীভৎস

* 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ১০৯ পৃষ্ঠা।
† 'চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত' ৩২ পৃষ্ঠা।

আদিরস বর্ণনায় এত আগ্রহান্বিত হইতেন না। এই কারণেই প্রাচীন কাব্যাদির অশ্লীলতা এখন মার্জ্জনীয়। যাহা হউক, আমাদের ঔদাসীন্যে যদি এই সুন্দর কাব্যখানি বিলুপ্ত হয়, তবে আমাদের কলঙ্ক রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। ২৩৩ পত্র পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু ইহার মধ্যেও ১ম, ২য়, ৪৯ এবং ৫০ পত্রগুলি নাই। বড় আকারের কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। ক্ষুদ্র ও ঘন লেখা। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এ একখানি অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। হস্তলিপি প্রাচীন,—মধ্যে কতকাংশের অক্ষর ১২৫৯ মঘির মহাঝটিকার প্রকোপে কর্দ্দমাক্ত হওয়ায়, প্রায় বিলুপ্ত বা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত লোকের হস্তাক্ষর,—অশুদ্ধি খুব বিরল। হস্তলিপির তারিখ পাই নাই, লিপিকারের নাম তারিণীচরণ সেন, সাকিম আনোয়ারা।

রচিতার নাম 'রাম দাস' কি 'ভক্তরাম দাস' ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। 'ভক্ত' শব্দটি বিশেষণ, না, নামাংশ বুঝা কঠিন। কারণ, গ্রন্থের কোন একটা স্থানেও তিনি 'ভক্ত' শব্দ ছাড়িয়া 'রামদাস' ভণিতা দেন নাই। যেখানে 'রাম' শব্দ প্রয়োগের অসুবিধা হইয়াছে, সেখানে অগত্যা 'ভক্তদাস' ভণিতা প্রদত্ত হইয়াছে। 'ভক্ত' শব্দটী যদি নামাংশ না হইত, তবে উক্তস্থলে ঐরূপ না করিলেও ত পারিতেন। আরও এক কথা আছে, শত ধার্ম্মিকই হউন না কেন, নিজকে কেহ 'ভক্ত,' 'ভক্ত,' করে কি? এই সব বিবেচনায় আমার বোধ হইতেছে, কবির নাম 'ভক্তরাম দাস।' * নিম্নে তিনটী ভণিতা দেওয়া গেল:—

(১) গোকুল মঙ্গল কহে মহামুনি ধ্যান।
ভক্তদাসে বোলে রাজা পুর্ণ হউক আশ॥

(২) গোকুল মঙ্গল ভণে দাস ভক্তরাম।
সাজিল পোতনা বুড়ি হিংসিবারে শ্যাম॥

(৩) মুনি বোলে স্বয়ং তুহ্মি নন্দের নন্দন।
ভক্ত রামে বোলে কানু জগত জীবন॥

রাগ-মল্লার।

আলো বন্ধু বড় সে নিঠুর তোর হিয়া।
মরিমু অবলা রাধা পিরীতে ঠেকিআ॥ ধুয়া।
ধৈরজ না মানে প্রাণে তুয়া প্রেম কান্দে।
পিরীতে অবলার প্রাণ নৈলা কালাচান্দে॥
তোমার বিরহে হরি গরল ভক্ষিমু।
নহে জাতি কুল তেজি যোগিনী হইমু॥
এক্ষত নিঠুর কেনে হইলা মুরারি।
তুয়া মনে সাধ জে বধিতে গোপনারী॥
নিশ্চএ মরিমু নারী তুয়া প্রেম ফান্দে॥
ভক্তরামে কহে পুনি কহে কালাচান্দে॥

ব্রজচন্দ, আহিরীচন্দ, ভাঙ্গাজাত, প্রভৃতি নূতন নূতন ছন্দের নমুনা দেখাইতে পারি-

---

* পক্ষান্তরে, 'ভক্তরাম' পদের যে কিছু সমর্থ হয় না, তাহাও বুঝা যাইতেছে। সুধীবৃন্দ যে নাম সঙ্গত মনে করিবেন, আমরাও তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। এতৎসম্বন্ধে আমাদের মনে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছে, এখানে তাহারই উল্লেখ করিলাম মাত্র। 'রামদাস' নামে সিদ্ধান্ত করিলে. তাঁহাকে আনোয়ারাবাসী অনুমান করিবার একটা কারণ পাওয়া যাইতে পারে। আনোয়ারার 'সেনবংশ' যেরূপ কবিপ্রসূ তাহাতে ঐরূপ অনুমান করা কিছু অসঙ্গত মনে হয় না। পুঁথির লেখক তারিণীচরণ সেনের পিতার নামও রামদাস সেন। পূর্ব্বে 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'সারদা মঙ্গলের' যে পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, তাহাদের কবি ব্রজলাল ও মুক্তারাম সেন মহোদয় এই সেন বংশীয়। তবে কিনা এত বড় গ্রন্থের কোন স্থানেও রামদাস নামের সঙ্গে সেন উপাধি দেখি নাই। আশা আছে. কালে এই ভ্রান্ত অনুমান প্রত্যক্ষ প্রমাণে দূরীভূত হইয়া প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হইবে।

লাম না। সময়ান্তরে এই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

এই গ্রন্থের বর্ত্তমান অধিকারী আনোয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র সেন। গ্রন্থখানি তাঁহার গৃহে অনাদরে পড়িয়া আছে।

১৬৭। দৈবজ্ঞ-কাহিনী।

পদ সংখ্যা—২৯।

আরম্ভ :—

শুন মা জননী দৈবজ্ঞ কাহিনী,
ইষ্টদেব দিবাকর।
গ্রহ বিষ্ণু অংশ স্থিতি যুগ ধ্বংস,
লোকে দেখে পরাপর॥

শেষ :—

ব্রহ্মার বদন হরি গ্রহগণ,
পঞ্চমুখে চারি মুখ।
অস্ত পয়ে কথ সব এই মত,
সুখ শান্তি কষ্ট দুখ॥

ভণিতা :—

নব গ্রহগণ প্রণতি চরণ
শ্রীমধুসূদনে কহে।
বোল হরি হরি শ্রীমুখ ভরি,
শমনের নাহি ভয়ে॥
জনার্দ্দন বন্ধু কৃপা কর সিন্ধু,
অরিষ্ট নাশিতে নাম।
এই আশা করি রৈছি পদ হেরি,
মৃত্যুকালে যদি পাম॥

হস্তলিপি ১১৮৪ মঘির। লেখক রামতনু ঠাকুর।

১৬৮। মহীরাবণ-বধ। *

এই পুঁথিখানির নাম কি ছিল, জানিতে পারিতেছি না। প্রথম পৃষ্ঠে কোন নাম নাই। ইন্দ্রজিতের নিধনের পর শোকার্ত্ত রাবণের আহ্বানে অহিরাবণ (?) লঙ্কা গমন করতঃ মায়ানিদ্রায় রাম লক্ষ্মণকে অভিভূত করিয়া তাঁহাদিগকে পাতালে নিয়া রাখে। তাঁহাদের সন্ধান লইতে গিয়া অঙ্গদকে যমের সহিত ও হনুমানকে ইন্দ্রাদির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। শেষে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া শিব রাম লক্ষ্মণের সন্ধান দিলে পাতাল গমন-রত হনুমান পথে জনৈক তপস্বিনীর শাপে অস্মীভূত হয়। এই সকল ঘটনার বর্ণনার পর গ্রন্থ খণ্ডিত, সুতরাং উপসংহার কিরূপ বলিতে পারি না।

ক্ষুদ্র আকার। ১—১৯, ২২, ২৪—২৬, ২৯—৩৮ পাতা বর্ত্তমান। অবশিষ্ট হারাইয়া গিয়াছে। পুঁথির তারিখ পাওয়া যায় নাই। লেখার ধরণ দেখিয়া অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। 'মোর' 'তোমার' 'কোন' প্রভৃতি শব্দ 'মুর', 'তুমার' 'কুন' লেখা হইয়াছে। একস্থানে 'এবমস্তু' বাক্যটি 'অেবমস্তু' রূপে লিখিত হইয়াছে! কিন্তু অদ্ভুত প্রণালী! কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে।

আরম্ভ :—

শ্রীজয় দুর্গা। নমো গণেসাজ।
বেদে রামায়ণে ইত্যাদি শ্লোক।
রাবণে বোলেন যুনহ পাত্রগণ।
সপুত্র বান্ধব মুর করিল নিধন॥

---

* ইন্দ্রজিৎ বধের পর মহীরাবণ বধ সংঘটিত হইয়াছিল। আলোচ্য পুঁথির প্রতিপাদ্য বিষয়ও বোধ হয়, তাহাই। এই কথা ও ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই আমরা এই পুঁথিখানির এই নামকরণ করিলাম। পুঁথিতে কিন্তু মহীরাবণ স্থলে সর্ব্বদা অহিরাবণ পাঠ আছে। সম্ভবতঃ তাহা লিপিকারের প্রমাদ।

আজ্ঞি মাত্র জিআ আছি লঙ্কার ভুবন।
আদি অন্তে বিবরণ কহিমু কথন॥
চল চল মাতামুহ পাতাল ভুবন।
অইরাবণ আনিবারে হৈআ একমন॥
অইরাবণের পুরি কনকময় লঙ্কা।
দানে ধর্ম্মে তাহান তিলেক নাহি সঙ্কা॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত যে সব মনিমএ।
দিবারাত্রি চিন নাহি সূর্য্যের উদএ॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত জে কী দিব উপমা।
নানা মনি মাণিক লাগীছে অনোপামা॥
কুম্ভকর্ণ তনু হোতে তার উচ্চবর।
রত্নময় সূর্য্যে জেন উঠিছে উপর॥

ভণিতা :—

বুলে বানর রামলক্ষ্মণ, কথাএ গেলাই দুইজন,
আমা সব করিআ নৈরাসা।
কৃত্তিবাসে বোলে রাম, পুর্ণ কর মনস্কাম,
কলিযুগে তুমি সে ভরসা॥

ইহা ব্যতীত আর কোথাও কোন ভণিতা নাই। এখন পুঁথিখানি আমার নিকট আছে। *

১৬৯। বর্ণ-সুন্দর।

অ আদি অক্ষর, ই ই অতঃপর,
উ ঊ ঋ ৠ করি আদি।
ঌ ৡ লেখিক্রমে এ ঐ ও ঔ সমে,
অনুস্বার অবধি।
চৌত্রিশে প্রথম, ক খ গ ঘ ঙ,
চ ছ জ ঝ ঞ বৈসে।
ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন,
প ফ ব ভ ম শেষে।
য র ল ব ক্রম শ ষ স হ সব নিয়ম,
ক্ষ করি অবসান।

ভণিতা :—

ঈশান চন্দ্রে, মন কুতুহলে,
কহে করিয়া বাখান॥

এই বর্ণ-সুন্দর লিখিবার জন্য লেখককে প্রথমে সরস্বতী বন্দনা করিতে হইয়াছে। তাহার আরম্ভ এই:—

হয়ে প্রণিপাত, জোর করি হাত,
বিষ্ণুপ্রিয়া পদতলে।
মাতা সরস্বতী, কর অবগতি,
থাক মম কণ্ঠস্থলে॥

১৭০। হজরত মহম্মদ চরিত।

এই গ্রন্থখানির কোন নাম পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বিষয় হজরত মহম্মদ মস্তফার জীবন বৃত্তান্ত। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর। এখনও আমরা পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করিব।

আরম্ভ :—

আল্লাহ গণি মোহাম্মদ।
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার।
আদ্যে জে আছিল তাহা করিমু প্রচার॥
জেরূপে আদম ছফি হৈলা উৎপন।
কহিবাম সে সব কিঞ্চিৎ বিবরণ॥
দ্বতিএ প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
নুর মোহাম্মদের কহিমু বিবরণ॥

শেষ :—

সপ্তবার প্রণাম মক্কা প্রদক্ষিণ কৈলা।
সপ্তবার সেই শিলা সবে চুম্ব দিলা॥
এই মতে বহু স্থান প্রণাম করিলা।
আপনা দেশেতে নবি সছন্দে চলিলা॥

---

* কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে আমার সহযোগী শিক্ষক প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত সেন ও প্রিয় ছাত্র শ্রীমান শশীকুমার নন্দী পুঁথি সংগ্রহে সর্ব্বদাই আমার সহায়। তজ্জন্য তাঁহারা আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। লেখক।

ভণিতা :—

কহে ছৈদ ছুলতানে আঁএ নরগণ।
এহি পুণ্যকথা তোরা শুন দিআ মন॥

"এ পুস্তক আদাএ। লিখিতং শ্রীআজ-মওল্লা মিচ্‌কিন্ ওং (ডুম্পাঠ্যা) গাজী ইবনে ইআর মহাম্মদ সাং ওআহেদপুর পুস্তক আদাএ ইতি সন ১১৬৯ মঘি মাহে ২৫ মাগ রোজ শনিবার এক পহর ওদনে।" উপ-রোক্ত গ্রাম চট্টগ্রাম মীরেশ্বরী থানান্তর্গত।

পত্র সংখ্যা ১৬৫, দুই পৃষ্ঠে লেখা, বড় প্রাচীন, জটিল ধরণে লেখা, পড়িতে কষ্ট হয়।

এই পুঁথিখানি আমার প্রিয়বন্ধু, ভূতপূর্ব্ব 'আলো' সম্পাদক ৺ বাবু নলিনীকান্ত সেন বি, এ, মহোদয়, চট্টগ্রাম উচ্চ ইংরেজী স্কুলের জনৈক ছাত্র মীরেশ্বরী নিবাসী শ্রীমান দলিল রহমান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আলোচনার জন্য নলিনীবাবু গ্রন্থখানি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে একখণ্ড কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহা "তাহার (উক্ত ছাত্রের) ঠাকুর দাদার লিখিত (রচিত)।" সৈয়দ সুলতানের ভণিতাযুক্ত অনেকখানি পুঁথি পাওয়া গেল। এই পুঁথি এখন আমার নিকট আছে।

১৭১। রাধিকাষ্টক শ্লোক।

চরণ সংখ্যা—৩৬।

আরম্ভ :—

রাধিকা শরদ ইন্দু নিন্দি মুখমণ্ডলী।
কুন্তলে বিচিত্র বেণী চম্পক পুষ্প বরণী॥
নীল পট্ট গাএ শোভে তাহে আধ ওড়নি।
বন্দেহং শ্রীপাদপদ্মে বৃকভানুনন্দিনী॥

শেষ :—

ভক্ত শিরমণি দেবী প্রেম সিন্ধুর চন্দনং।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার পদযুগ ভাবনং॥
পাঠত অষ্টক নিত্যং পাপতাপ নাশনং।
সর্ব্ব বাঞ্ছা সাধ্যসিদ্ধি প্রাপ্তি নন্দ নন্দনং॥

এই অষ্টকটি গৌরচন্দ্রের রচিত বলিয়া বিঘোষিত। *

১৭২। স্বপ্নাধ্যায়।

আরম্ভ :—

নম গনেসাঅ। শ্রীগুরুয়এ নম।
অথ সপ্নাধ লিখতে।
প্রথমে বন্দম হরি শঙ্কর বিধাতা।
সরেস্বতি দেবি বন্দম জগতের মাতা॥
হরের বনিতা বন্দম্ হিমাল নন্দিনী।
দেব গুরু আদি জথ রিসি মুনি॥
প্রণমোহ কাত্যাঅনি নাঅকের মাতা।
নাগসুতা বেনু মাতা ধুক্ষ মুক্ষ দাতা॥
এক মনে বন্দম মুই দেবি নারাঅনি।
কমল চরণে বন্দম পরিআ ধরণি॥
অমর অধুর বন্দম রতন অনাসন। (?)
সহস্র গদাধর দেব কুলিশ ধারণ॥
ব্যাস আদি সত্যবাদি বন্দম মুনিগণ।
একে একে প্রণমোহ তিতিঅ ভুবন॥
সরস্বতি মাতা মোর পূর্ণ কর আসা।
রচিল সপ্ননের কিছু মুরাযুর ভাসা॥
মুরাচার্য্য রচিলেক চারি শ্লোক বন্ধে।
তাহার বাখান কিছু কৈমু পদবন্ধে॥

শেষ পত্রের শেষ :—

সপ্পনে জদি পীটা খাএ রক্ত করে পান।
মোহা ধুক লাব হএ বারএ শন্‌মান॥
মোরক মুকর মেশ হংশ পক্ষিগণ।
এই সকল পিষ্টে জেবা করে আরোহণ॥

---

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টম ভাগ ১ সংখ্যা, ৩১ পৃষ্ঠা।

চারু সপন বলি তারে লক্ষি বৃদ্ধি হএ।
মৈজ্যাদা মহিমা বারে শক্র কুল ক্ষঅ॥
মনিস্তর মাংশ জেবা করএ ভক্ষণ।

* * *

ভণিতা নাই। পত্র সংখ্যা এবং তারিখাদিও দেখা যায় না। গণনায় ১০ পাতা পাওয়া গেল। এক পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র। পুঁথির অন্যত্র লেখা আছে "সন ১২০০ মং তাং ৩ ভাদ্র।" পুঁথির অবস্থা জীর্ণ।

পূর্ব্বে আরও দুইখানি 'স্বপ্নাধ্যায়ের' পরিচয় লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে। এইখানি আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ শশাকুমার নন্দী আমাকে সাধনপুর হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

১৭৩। গুরু-দক্ষিণা।

আরম্ভ :—

কৃষ্ণ করতি কল্যাণং কংস কুঞ্জরকেশরী।
কালিন্দী-জল-কল্লোল-কোলাহল-কুতুহলী॥
সাতে ভবতু সুপ্রীত দেবী শিখরবাসিনী।
উগ্রেণ তপসা লব্ধো জায়া পশুপতি পতিরাম॥
রাত্তি পোহাইল উদিত ভাস্কর।
সভা করি বসিলেন রাম গদাধর॥
অনেক পণ্ডিত বৈসে সভার ভিতর।
পরিআ শুনিআ সভা অমৃত উত্তর॥

ভণিতা :—

বসুদেব দৈবকীরে করিআ প্রণাম।
সকল বৃত্তান্ত কহে কৃষ্ণ বলরাম॥
বসুদেব দৈবকীর আনন্দ হইল।
যুনিআ মথুরাবাসী দেখিতে আইলো॥
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইআছে দুই ভাই।
না পড়িছে জেই শাস্ত সেই শাস্ত পাই॥
এইরূপে প্রশংসা করএ সর্ব্ব জন।
আপনা আলএ সবে করিল গমন॥

শেষ :—

সঙ্কর ভাবিআ মনে সঙ্কর ব্রহ্মণ।
শ্রীগুরু দক্ষিণা গীত কইল সমাপন॥

"এই গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত। শ্রীনিত্যানন্দ সেন পীসরে গোকুলচন্দ্র সেন সাকিম আনো আরা। সন ১২৫১ বাং মতাবেক সন ১২০৬ মঘি তাং ১৫ চৈত্র।"

পত্র সংখ্যা ৪, উভয় পৃষ্ঠে লেখা। এই পুঁথি আমার নিকট আছে।

১৭৪। রাগনামা।

এই শ্রেণীর অনেকখানি পুঁথি আমরা দেখিয়াছি। আলোচ্য বিষয় সকলেরই এক। শীর্ষোক্ত নাম গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দিষ্ট নাম কি না, জানিবার উপায় নাই; কারণ গ্রন্থের আদ্যন্ত খণ্ডিত। লোক মুখে এই শ্রেণীর গ্রন্থাদির ঐরূপ নামই শুনা যায়।

ইহাতে রাগ তালের উৎপত্তি প্রভৃতি বর্ণিত ও প্রত্যেক রাগানুযায়ী এক একটি সঙ্গীত (অধিকাংশই বৈষ্ণবপদ) প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপে বহু কবির রচিত অনেক পদ সংগৃহীত আছে। অনেক সুন্দর পদ আছে। দুঃখের বিষয়, সকলগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না।

লিপিকারগণ খামখেয়ালি করিয়া কোন কোন পদের কিছু কিছু পরিবর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে একটি তুলিয়া দিতেছি :—

গীত—মারহাটি।

ঘাম না সহে সজনি রে।
রোদে উনাইআ পড়ে ঘাম॥ ধু।
তোমায় বাঁশীর স্বরে, প্রাণ মোর বিদরে,
রহিতে না পারি ঘরে।

হেন লঞ হিআ, প্রেমডুরি দিআ,
বান্ধিআ রাখি তোমারে।
হেন লঞ মনে, বন্ধুর চরণে,
ভজি থাকি রাত্রি দিন।
দয়ার ঠাকুর, না হৈঅ নিঠুর,
দেখি বড় অতি হীন।
কহে আপবল আলি, শরীর কৈলুম কালি.
তুমি সে বন্ধুয়ার লাগি।
পিরীতি বাড়াইআ, যদি যাও ছাড়িআ,
নিশ্চয়ে হইমু বৈরাগী।

ছয় ঋতুর নাম কিরূপ, দেখুন :—

হেমন্ত বসন্ত উষ্ণ শরদ উপাম।
পাহুক শিশির এই ছঅ রিতর নাম।

এবং ঋতু কালবিভাগ এইরূপ :—

হেমন্ত—অগ্রহায়ণের শেষ পক্ষ হইতে মাঘের প্রথম পক্ষ পর্য্যন্ত।
বসন্ত—মাঘের ঐ " চৈত্রের ঐ "।
নিদাঘ—চৈত্রের ঐ " জৈষ্ঠের ঐ "।
পাহুক—জ্যৈষ্ঠের ঐ " শ্রাবণের ঐ "।
শরত—শ্রাবণের ঐ " আশ্বিনের ঐ "।
শিশির—আশ্বিনের ঐ" অগ্রহায়ণের ঐ "।

ভণিতা :—

(১) কহে হীন আলাঅলে সবা প্রণমিয়া।
হঅ কি না হঅ চাহ বেদ বিচারিআ।
(২) আষ্ট তালায় আষ্ট পৈরণ হইল আদায়।
কহে হীন আলাঅলে সবার বিনয়।

উক্ত ভণিতা-ধৃত কবি,আমাদের সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল সাহেব কিনা, তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। কবি আলাওল কোন একটি গ্রন্থেও ঐরূপ ভাষায় ভণিতা দেন নাই এবং কাহারও অনুজ্ঞা ভিন্ন তিনি কোন গ্রন্থও রচনা করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা তাঁহার ভণিতার উল্লেখ করিয়াছি, হয়ত কোন অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি গ্রন্থের মহিমা বৃদ্ধির জন্য তাঁহার নামটি যোজনা করিয়া দিয়া থাকিবেন।

এই পুঁথির অতি জীর্ণ অবস্থা; মাঝে মাঝে কীটভুক্ত। পত্র সংখ্যা নাই, গণনায় ৬১ পাতা পাওয়া গেল। দুই পিঠে লেখা পুঁথিখানি আনোয়ারা—রুদুরা-বাসী শ্রীফজর আলি মাতবরের নিকট আছে।

"লিখিতং শ্রীমাহাং বক্‌সা আলি পীং নাহাং হারি পণ্ডিত সাং ভিঙ্গ্‌রোল মতালুকে দেআং। এতি সন ১১৭৪ মঘি তারিখ ১৭ ভাদত সমাপ্ত সোদ।"

উক্ত 'হারিপণ্ডিত' পূর্ব্বপ্রকাশিত 'জয়গুণের বারমাস'—লেখক কবি।

১৭৫। শ্রীরামের ধনুক-ভাঙ্গা।

এই পুঁথিখানি আমরা পাই নাই। 'নব্যভারতের' (১৩০৫ সাল ১৬শ খণ্ডের) আশ্বিন সংখ্যায় মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। 'সাহিত্য-পরিষৎ' বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র স্থল। অন্যান্য সাময়িক পত্রের প্রাচীন সাহিত্য-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সকলেরও সার-সঙ্কলন করিয়া 'পরিষদে' প্রকাশিত করিলে আলোচনার বিশেষ সুবিধা হয়। এই উদ্দেশ্যে আমরা 'নব্যভারতের' উক্ত প্রবন্ধের এস্থলে উল্লেখ কর্ত্তব্য বোধ করিলাম।

১৭৬। লালমতী-সয়ফল মুল্লুক।

ইহার আদ্যন্ত কিছুই নাই। ষষ্ঠ পাতা হইতে ২৭ পাতা পর্য্যন্ত আছে; তাহাও

অতি জীর্ণ শীর্ণ। পাণ্ডুলিপিটি অতি প্রাচীন বোধ হয়। লেখার তারিখ নাই। পুঁথিতে লালমতী ও জোলকর্ণায়ন সেকান্দরের পুত্র মুল্লুকের প্রণয় ও পরিণয় ঘটিত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই পুঁথির অস্তিত্ব চিহ্ন রাখিলাম।

রাগ—দীর্ঘ ছন্দ।

তবে মহাযুবরাজ মালিনিতে পুছে কাজ
কোন মতে মিলিবে নৃপতি।
* * * *
মালিনিএ কহে কাজ যুন কহি যুবরাজ
জেবা হেতু হএ দরসন।
যাজার মৈদ্ধে নৃপবর মোহা দমা ডম্বর
জার শব্দে কাম্পে ত্রিভোবন।
শব্দ যুনি নরপতি দুত আসি সিগ্রগতি
ধরি নিব রাজার গোচর।
তোমাতে পুছিব কাজ যুন কহি যুবরাজ
ক্রোধমুকি হই বহুতর।
নৃপতির গোচর মনে ভাবি অসম্ভর
পরিচয় দিব নিজ নাথ।
সেকান্দর নাম যুনি কৃপা হইব নৃপমণি
যদি বিধি নহে তোমার বাম।
সাহাদেবের চরণ সয়িপের নিবেদন
চলিলেক রাজার কুমার।
ভয় ভাবি পরিহরি চলে বির আগুসারি
মনে ভাবে প্রভু নিরঞ্জন।

ভণিতাঃ—

হামীদের চরণ সয়িপের নিবেদন
অধমরে করহ মুকতি।
সাহা হামিদের চরণ সয়িফের নিবেদন
বন মিধ্যে হারালু জীবন।

আমরা এই নামের আর একখানি ছাপা পুঁথি দেখিয়াছি, তাহার রচয়িতার নাম আবদুল হাকিম।

এই পুঁথি কাগজের এক পিঠে লেখা। পুঁথির কোণে স্থানে স্থানে "বং শ্রীতাহির মাং সাং চক্রসালা", "শ্রীহক মালিক মাং আমি সাং কৈথাইন" এবং "লালমতির কিস্তা" এই কথাগুলি লিখিত আছে। হস্তাক্ষরের পার্থক্য বুঝা যায় না। হয়ত পুঁথির নাম "লালমতীর কেচ্ছা হইবে। পীর খোয়াজ খিজিরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই এই পুঁথির সৃষ্টি। শেষ ভাগে পদে পদে তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে। ইহা আমার নিকট পাওয়া যাইবে।

১৭৭। মনসা-মঙ্গল।

পূর্ব্বে একবার এই গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের একটি মাত্র পাতা তখন আমাদের সম্বল ছিল।

মনসা বিষয়ে যতখানি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এই খানিই আমাদের মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা একজন পণ্ডিতের রচনা, সুতরাং ভাষার বাঁধুনি সর্ব্বত্রই মনোজ্ঞ ও সুন্দর। পদগুলি সংস্কৃত শব্দ বহুল, অথচ কবিত্ব ও মাধুর্য্যপূর্ণ-কবির সুসংযত লেখনী এতই হাস্যরসসিক্ত যে স্থানে স্থানে পাঠের সময়ে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। বাইস কবির মনসা যেমন দীর্ঘায়ত ও এক ঘেয়ে, ইহা তেমনি সংক্ষিপ্ত ও কৌতুহলোদ্দীপক। প্রাচীন শব্দ রাজি ও ভাষা আলোচনার পক্ষেও ইহার মূল্য অসামান্য। বঙ্গসাহিত্যে ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যোগ্য। ইহা "বিদ্যাভূষণী মনসা" নামে খ্যাত।

ইহার ঘোষাগুলি কিরূপ সুন্দর, অন্যকে বুঝান কঠিন। সেইগুলি কবির স্বকৃত কি না, জানি না। ঘোষাগুলির অংশ মাত্র

দেওয়া আছে। দু এক স্থলে সম্পূর্ণ ঘোষাও আছে; কিন্তু তৎস্থলে অন্য কবির ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে তুলিয়া দিতে পারিলাম না।

আরম্ভ:—

নমো গণেশায়। আস্তিকস্ত মুনের্মাতা ইত্যাদি।

রাগ ধানসি।

সিবাসুত গণনাথে সেবকে করিয়া মাথে
সর্ব্বদায়ে বন্দম চরণ।
সতত জানিয়া রাস সিদ্ধি কর সার আস
সুঘটে করহ আরোহণ॥
শুভ্র দন্তধারি নিত্য সমাধিতে সুদ্ধচিত্ত
সুসুন্দর চারি করধারি।
সেবাহীন সিশুমতি সুধির না হয় মতি
সর্ব্বগুণ বর্ণিতে না পারি॥
সাক্ষাতে প্রসন্ন দেবা সিদ্ধাসুরে করে সেবা
সপুট করিয়া দুই কর।
সহরিসে বর দিয় সর্ব্ব দেবের পুজনীয়
সদাএ সদয় গণেশ্বর॥
বিদ্যাভুষণে ভাসে শিতল চরণ আসে
ষড়পদ হইয়া মধু আসে।
সমন দমন ভয় শুন প্রভু দয়াময়

শেষ :—

সঘনে ডাকম নিজ দাসে।
ইন্দ্রপুরে গেলা লখাই বিপুলা সহিত।
প্রতিদিন বাসায় সুনয়ে নৃত্যগীত॥
মুনিগণ চলি গেলা আপনার পাস।
শ্রীবিদ্যাভুষণ কবি মনসার দাস॥
সর কর রিতু বিধু সক নিঁজোজিত।
মনসা মঙ্গল রাম জীবন চরিত॥

সেবকের ইতি।

জয় দেবী পদ্মাবতী ভুজঙ্গ বাহিনী।
সরসিজা মনসিজা বিপিন বাসিনী॥
*   *   *
*   *   *
এই ঘটে রহ মাতা হৈয়া সানন্দিত।
এই ত সময়ে আজু পুন্ন হৈল গিত॥
লিখক শ্রীরাধাকৃষ্ণ শর্ম্মার স্বহস্তেতে।
গ্রন্থ সমাপন হৈল চন্দ্র বাসরেতে॥

ইতি শ্রীপদ্মাপুরাণে মনসা পুস্তিকা সমাপ্ত।
সন ১২৪৪ সং তাং ২৬ মাগ্রসির্স।

ভণিতা :—

(১) শ্রীরামজীবনে ভণে, মনসা ভাবিয়া মনে,
কর জোরে প্রণতি অপার।
তবাজ্যি কমল দ্বন্দে, অলি হইয়া মধুগন্ধে,
মন মোর রৌক অনিবার॥
(২) শ্রীবিদ্যাভূষণ কবির শুদ্ধ সুরচন।
দেবীরে লইয়া কিছু সুনহ বচন॥

কবির পরিচয় :—

অল্প বয়স মোর দ্বিজ কুলে জাত।
পণ্ডিত না হয় মুই কহিলু সভাত॥
মনসার নাম মাত্র হৃদয়ে ভাবিয়া।
মহাসিন্ধু খেয়া দিছে উড়ুপ লইয়া॥
জনক আমার জান গঙ্গারাম খ্যাতি।
তাহান চরণ বন্দো করিয়া ভকতি॥
তাহান অনুজ বন্দো নামে নারায়ণ।
কর জোরে তান পদে করম বন্দন॥
*   *   *
গুরুর চরণ বন্দো করিয়া ভকতি।
গ্রামেশ্বরী দেবী বন্দো জে গ্রামে বসতি॥

রচনা কাল :—

শর কর রিতু বিধু শক নিজোজিত।
মনসা মঙ্গল রাম জীবন রচিত॥

পত্র সংখ্যা ১২৯। প্রথম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে, অবশিষ্ট পত্র দুই পৃষ্ঠে লেখা। ১৬২৫ শকের রচনা। কবির উপাধি ভট্টাচার্য্য।

হস্তলিপি আধুনিক হইলেও মৌলিকত্ব রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

এই গ্রন্থ রচয়িতার নিবাস, বোধ হয়, বাঁশখালী থানার অন্তর্গত সাধনপুর বা বাণীগ্রাম। মৎপ্রকাশিত "সূর্য্যব্রতের পাঞ্চালী" যে এই কবিরই লেখনী সম্ভূত, তাহা প্রাগুদ্ধৃত "অল্প বয়স মোর * * কহিনু সভাত" এই পংক্তিদ্বয় হইতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সময়ান্তরে এই কবির জীবনীসহ কাব্যখানি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে।

বাণীগ্রাম স্কুলের হেডপণ্ডিত বাবু শরচ্চন্দ্র ভৌমিক মহাশয় এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

১৭৮। জমাবন্দীর বচন।

পদ সংখ্যা—১৩।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উপলক্ষ করিয়া এই ক্ষুদ্র ছড়াটি লিখিত হয়।* "জটিল ভূপরিমাণ বিদ্যাকে সাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত দ্বিজ রামানন্দ এই আর্য্যাটি প্রস্তুত করেন।"

আরম্ভ :—

জদ্দ বমজিম জমিন প্রথমেতে রাখি।
খিলা পয়রহ বাদ তার নীচে লিখি।
থানে বাড়ী দেড় কাণি বাদ করি ক্রোণে।
বাদ পাটাদারি তিন কাণি বেদ গণ্ডাসনে।

শেষ :—

বাণ পণ চন্দ্র গণ্ডা বিছানি কাইচা চৌকি।
হাল বেশী সাত আনা সপ্তদশ গণ্ডা টিকি।
খানা খরচা রস আনা আড়াই পাই ক্রমে।
হদিস কাছারি খরচা পাঁচ আনা নিয়মে।

ভণিতা :—

জমিদারির তোলাএ তোলা জানিবে নিশ্চয়।
পয়ার রচিআ দ্বিজ রামানন্দ কএ।

* শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত 'চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত' ৭৩—পৃষ্ঠা।

১৭৯। সয়ফল মুল্লুক বদিয়ুজ্জামাল।

এই কাব্যখানি মহাকবি আলাওলের রচিত। মুসলমান প্রকাশকের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পুঁথির দুর্দ্দশার কথা অনেকবার বলিয়াছি এখানে পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। দীনেশবাবু তাঁহার গ্রন্থে এই কাব্যখানি সুচারুরূপে প্রকাশিত করিবার জন্য সাহিত্য সমাজকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই কথা দ্বারাই গ্রন্থের গুণাগুণ অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। এখনও হস্তলিপি বিস্তর পাওয়া যাইবে।

আলাওলের প্রত্যেক কাব্যের প্রারম্ভে স্বকীয় বৃত্তান্ত নিবদ্ধ আছে। এই পাণ্ডুলিপিতে মঙ্গলাচরণ ও কবির জীবনী সম্বন্ধে বৃত্তান্তটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ভূমিকার মধ্য হইতে কবির স্ববৃত্তান্তটি তুলিয়া দিতেছি :—

এবে অবধান কর সাধু গুণবন্ত।
জেইরূপে রোহাস্য পুস্তক আদি অন্ত।
মহাদেবীর মুক্ষপাত্র শ্রীযুত মাগন।
ছএ ফল মুলুক কথা করাইল রচন।
সাঙ্গ না হৈতে পুস্তক পাইল পরলোক।
কথ কাল মোর মনে আছিল সে শোক।
তার পাছে সাহা সুজা নৃপকুল-ঈশ্বর।
দৈব পরিপাকে আইল রোসাঙ্গ সহর।
রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে করি বিসম্বাদ।
আপনার দোষ হেতু পাইল অবসাদ।
অথেক মোছলমান তার সঙ্গে হইল।
নৃপতির সাস্তি পাইআ সর্ব্বলোক মৈল।
মির্জ্জা নামে এক পাপী সত্যধর্ম্ম ভ্রষ্ট।
সাল অগ্রে উঠিল বহু লোক করি নষ্ট।
আর সঙ্গে ছিল তার তিল মন্দ ভাব।
অপরাদে (অপবাদে ?) নষ্ট করি পাইল নর্ক (নরক) লাভ।

নিকটে মরণ জানি ইচ্ছাগত পাপ।
জে জনে করএ সেই নর্ক (নরক) মাগে আপ ॥
এজিদ প্রকৃতি সেই দাসীর নন্দন।
মিথ্যা কহি কথ লোক করাইল বন্ধন ॥
আউল্লোক্ত সব মুক্ত পরিল অস্থানে।
পাপরাসি ধর্ম্মনাশি মৈল সাল সনে (?)
আমরেহ অপরাদ (?) দিল পাপ ছারে।
না পাই বিচার পড়িলুং কারাগারে ॥
বহুল জন্ত্রণা দুক্ষ পাইলুং কর্কশ।
গর্ভবাস প্রাএ ছিলুং পঞ্চাশ দিবস ॥
আউ ছিল শেষ আমার রাখিল বিধাতাএ।
সব ভিক্ষা জীব রৈক্ষা ক্লেসে দিন জাএ ॥
এহি মতে বহি গেল নবম বৎছর।
খণ্ড কাব্য রহিল পুস্তক মনুহর ॥
ছৈদ মুছা নামে এক পুরুষ মহন্ত।
অভিন্ন মদনরূপ মহা গুণবন্ত ॥
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ সাহসে প্রমাণ।
নৃপতির বিশএ ধরে সর্ব্বত্রে যুজান ॥
সহস্রে সহস্রে সব জগ্নি অস্ত্রধারি।
পৈত্তাআর্থে (?) নৃপ তারে কৈল অধিকারী ॥

* * *

ছৈদ বংশেত জন্ম মহা সাধু সদাচার।
সর্ব্বত্রে পরমার্থ বেবহার ॥
দেবগুরু অতিথেরে ভক্তিএ রচিত ॥
দানে মানে আলিম ফকির সেবা নিত ॥
গুণমন্ত আপনে বুজেন্ত গুণিগণ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম রস মর্ম্ম ভাবেত নিপুণ ॥
আমি বৃদ্ধ ফকিররে অতি বহুতর।
তালিম এলম বুলি করেন্ত আদর ॥
দানে পরিত্তোসেন্ত পোসেন্ত অনুক্ষণ।
প্রেমরস মান্যে বস তোসে মোর মন ॥
এক দিন আমারে আপনা আলএ।
বহু জত্ন করিআ কহিল মহাশএ ॥
পুস্তকের আজ্ঞাকারী শ্রীযুত মাগন।
আছিল তোমার সিস্য মোর বন্ধুজন ॥

খণ্ডকাব্য রহিল পুস্তক মনুহর।
সমাপ্ত হইলে রস অতি মনুহর ॥
আমার গৌরব মান তাহার বচন।
সন্তোশীয়া তোস কথ পাঠকের মন ॥
ভাবিআ উত্তর দিলুং যুন সদমএ।
বৃদ্ধকালে গ্রন্থ কর্ম্ম উচিত না হএ ॥
রচিলুং বহুল গ্রন্থ নানা আলঝাল।
রহিতে ঈশ্বর ভাবে জোক্ত এহিকাল ॥
বিসেস অস্থানে পরি চিন্তা জোক্ত মন।
আসাথেক (?) ভিক্ষামাত্র জাহার জীবন ॥
হেন কালে কষ্ট কর্ম্ম আদেস করহ।
বিকলতা আমার মনেত ন ভাবহ ॥
তবে আমা গণ্যিআ কহিল গুণমণি।
অন্য জন নহে তুমি আলাঅল গুণী ॥
জাহার বচনে লোকে পাএ উপদেশ।
তাহার মৌনতা জোক্ত না হএ বিসেস ॥

* * *

তুমি না রচিলে খণ্ড কাব্য রহে পোথা।
এরূপ রচিতে আর কেবা আচে এথা ॥
তিন মত কাব্য খণ্ড সাঙ্গ করিতে উচিত।
প্রথমে বচন মাত্র মাগন বিদিত ॥
ছাআজে কুমার রাজ রহিল বন্ধনে।
পড়িলে পুস্তক দুক্ষ উপর্জএ মনে ॥
ত্রিতিএ আমার প্রেম রাখিতে জুআএ।
এরাইতে নারিবা রচিবা সর্ব্বথাএ ॥
মহন্ত জনের আজ্ঞা লঙ্গিতে না পারি।
প্রবেশিলুং গ্রন্থ কর্ম্মে কর তারে স্মরি ॥

* * *

বিশেষ জঞ্জাল ভাবে জাএ নিশিদিন।
বৃদ্ধ হইল অথনে হইল বল খিন ॥

গ্রন্থ প্রায় অর্দ্ধাংশ বিরচিত হওয়ার পর প্রথম আদেষ্টা মাগন ঠাকুরের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। এই কারণে কবি গভীর দুঃখে লেখনী-ত্যাগ করেন। ৯ বৎসর পরে সৈয়দ মুছা নামক রোসাঙ্গের এক মহাজনের আগ্রহাতি-

শযে। তাঁহারই আদেশে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া দেন। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে * এই সকল বিষয় পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের কবিত্বাদি সম্বন্ধে পরে আলোচনার বাসনা রহিল। ছাপা গ্রন্থের প্রথম ভূমিকাটি তুলিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার বিশুদ্ধি ও মৌলিকতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ থাকায় এখানে তাহা করিলাম না।

শেষ :—

চারিজন আরোহিল যুগল বিমানে।
মুক্ত মুক্ত পরি সব ধরিল জোগানে।
ঘরের বালির সব পহরি রহিল।
চারিজন সুখে অন্তপ্পুরে প্রবেশিল।
নানাবিধ বিলাসে বঞ্চিলা তিন রাত্রি।
পুনি ইরামেতে গেলা অলক্ষিত গতি।
খেপে ইরামেত সরন্দিপে খেপে।
হাসি খুসি কওকে আছিলা কথ দিনে।

ভণিতা :—

(১) রসবাণী সকওক, শুনি মধু হাসি মুখ,
প্রকাশি ঢাকিল পুনর্ব্বার।
মাগন রসিক নিধি, জ্ঞান লৈয়া শুভ বিধি,
আলাওলে রচিল পয়ার।
(২) জবে অস্ত্র দিল হর, দেবেরে না কৈলুং ডর,
সব হস্তে তোমার বাখানে।
ছৈদ মুছা রসসিন্ধু, গুণিগণ গুণবন্ধু,
কবি হীন আলাওলে ভাণে।

"ইতি সহর মুলুক পুস্তক সমাপ্ত লেখিতং শ্রীহিন তোকর আলি পীং মাং সফি তাং পদরে মন গাজী ৮১ হাবিল সহর মৌং পতেঙ্গ আমলে মেস্তর পিছিল সাহেব। পত্র সংখ্যা ১৩৭। প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে ও অবশিষ্ট পত্র দুই পিঠে লেখা। ইহার পাণ্ডুলিপিটি আমার নিকট আছে।

১৮০। কাশীদাসী মহাভারত— আদি পর্ব্ব।

চট্টগ্রামে এই মহাভারত অনেক পাওয়া যাইতে পারে। ছাপা আছে বলিয়া এতদিন আমরা ইহার প্রতি তত মনোযোগ দিই নাই। ছাপা গ্রন্থের সহিত শীর্ষোক্ত পর্ব্বের তুলনা করিয়া দেখিলাম; বিস্তর বৈষম্য আছে। নিম্নোদ্ধৃত আরম্ভ ভাগটি ছাপা গ্রন্থে মোটেই পাওয়া গেল না। অপরাপর স্থানেও ঐরূপ পার্থক্য থাকা খুব সম্ভব।

আরম্ভ:—

নম গণেসায়। নম সরস্বতী দেবি।
নম ভাগবতে বাসুদেবায়। নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
বন্দো মহামুনি ব্যাস মুনির রত্নাক্ষ।
যুত যুক পরাশর জাহার তিলক।
বেদ শাস্ত্রে পরিণত যুক্ত বুদ্ধি থির।
সোন্দর বদন আভা নির্ম্মল সরির।
প্রগাণ্ড সরির পরিধান ব্যাঘ্রচির।
নআন কমল দিপ্ত যুগল মিহির।
বদন পূর্ণিমা শশি দেখিতে সোন্দর।
পদযুগে লতামাল গুঞ্জরে ভ্রমর।
ভাগবত ভারথ আদি অনেক পুরাণ।
জাহার কমলমুখে সভার নির্ম্মাণ।
নিলারে বিধির বেদ কৈল চারি খান।
সাম যজু ঋক আর অথর্ব্ব বিধান।
কৈবর্ত্ত জননি জার দ্বিপ মৈদ্ধে জন্ম।
বাল্যকাল হৈতে জার য়াচরণ ধর্ম্ম।
মস্তকে করিআ রেণু চরণ পঙ্কজে।
পরম আনন্দে কাশিরাম দাস ভজে।

পত্র সংখ্যা ৯১; এক পৃষ্ঠে লেখা। শেষ কয়

* আলো,—২য় বর্ষ, ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, ৯ ও ১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাতা নাই। সুতরাং লেখার তারিখ পাওয়া গেল না। তবে লেখার তারিখ ১১৭৯ মধি কি তার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে বা পরে হইবে।

১৮১। ঐষিক পর্ব্ব।

মিলাইয়া দেখিলাম, ছাপা গ্রন্থের সহিত কিছুমাত্র মিল নাই।

> শ্রীশ্রীদুর্গা। নম গণেশায় নমঃ।
> অথো ঐষিকপর্ব্ব লিখ্যতে।
> মুনি বলে অবধান কর নরনাথ।
> হেনমতে হইল সেই রজনি প্রভাত॥
> গোবিন্দ সহিত পঞ্চ পাণ্ডব কুমার।
> একত্রে বসীয়া সভে করেন বিচার॥

শেষ :—

> মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
> কাহার শকতি ইহা বন্নিবারে পারি॥
> ভারতের পুর্ন্ন কথা ব্যাসের রচন।
> শ্রবণে নিস্পাপ ভব ভয় বিমচন॥

ভণিতা :—

> কাশিরাম দাস কহে পাচালির মত।
> এত দুরে ঐষিক পর্ব্ব সমাপ্ত॥

"এই পুস্তক শ্রীদেবনারায়ণ দাশ পাল শাং আটপুর পরগনে জাহানাবাদ জেলা হুগলি থানা ধন্যাখালির কাছারিতে বসিয়া সাজ হইল। ইতি শন ১২২০ সাল তাং ২ আশ্বীন বৃহস্পতিবার বেলা এক প্রহরের সজে সাজ হইল।"

পত্র সংখ্যা ৮; দুই পিঠে লেখা।

এই প্রবন্ধালোচিত পুঁথিগুলির বর্ত্তমান অধিকারী শ্রীঅখিলচন্দ্র বড়ুয়া (বৈদ্য) সাং কদুয়া পোঃ আঃ আনোয়ার চট্টগ্রাম।

১৮২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

এই কাণ্ডখানি সম্পূর্ণ আছে। গোটা গোটা সুন্দর অক্ষরে লেখা। ছাপার সহিত পাঠ বৈষম্য বিস্তর থাকার সম্ভাবনা। পত্র সংখ্যা ১০০; উভয় পিঠে লেখা। তারিখাদি এই :—"জথা দিষ্টং ইত্যাদি। ক্ষেমস্ত পরর ঈশ্বর। য়এ গুণিগণ সব পড়িয়া চাহিয়া আক্ষার য়যুদ্ধ হইলে দোস দেখা দিবা। ইতি সন ১১৭৯ মং তাং ২৭ শ্রাবণ রোজ রবিবার চাইর দণ্ড বেলা থাকিতে পুস্তক লিখিয়া কৃষ্ণপেক্ষে ত্রোয়দসি তিথিরে সমাপ্ত হইয়াছে।"

১৮৩। কানাই-বন্ধন-খালাস।

পাণ্ডুলিপির প্রথমে বা শেষে গ্রন্থের নাম লেখা না থাকিলেও, ইহার নাম যে উক্ত "কানাই-বন্ধন-খালাস", তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায়। পুঁথির অবয়ব একটি মাত্র পাতা; মোটে ৬৪টি পয়ার-চরণ আছে। মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে, বোধ হয়। প্রণেতার নাম নাই।

আরম্ভ :—

> রাত্রিতে আছিলেন হরি রত্তন সিঙ্গাসনে।
> কোকিলার কলরবে জাগিছে যেজনে॥
> নন্দে বোলে যশোদা তুমি ভাগ্যবান।
> তোমার উদরে জন্ম কৃষ্ণ বলরাম॥
> নন্দে বোলে যশোদা বাথানে জাই আমি।
> জাগিলে সে বংসিধারি ননী দিঅ তুমি॥

শেষ :—

> দেখিতে দেখিতে রানি মনে হৈল ধন্দ।
> জাদবের উদরে যেখন যেন দুই নন্দ॥

মাঝা করিআ হরি বদন খাটিল।
হস্ত বারাই দিআ রাশি বন্ধন খশাইল॥
বন্ধন খশাই রাশি তুলি লৈল কোলে।
লোক্ষে লোক্ষে চুম্প দিল শ্রীকৃষ্ণের কপালে॥

"শাক্ক। শ্রীনিত্যানন্দ সেন দাস পীছরে গোকুলচন্দ্র সেন দাসস্য সাকিন আনোআরা। ইতি সন ১২০৭ মঘি।" এ পুঁথি আমার নিকট আছে।

অষ্টম ভাগ 'পরিষৎ-পত্রিকায়' ৩২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত বাবু তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহোদয়ও ইহার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উভয় পুঁথির মধ্যে পাঠপার্থক্য অবশ্যই আছে।

১৮৪। নীলার বারমাস।

চরণ সংখ্যা—১২২।

এ 'নীলা' কে, জানা যায় না। এই সন্দর্ভটি মুসলমানেরা 'বার মাসের' পুঁথিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। অবশ্য ছাটিয়া ছুটিয়া। একটু নমুনা দিতেছি :—

ফাল্গুন মাসেত নিলা নাগে ছাড়ে কোল।
নানান পক্ষী নাদ করে ভ্রমরার রোল॥
জাথি যুথি মালতী কস্তুরী গোলাপ।
বসন্তের দিনে সাধু না আসিব আর॥
একি জালাই একি বলাই এ কিরে উৎপাত।
আকাশের চন্দ্র দেখি বামনে বাড়াএ হাত।

শেষ :—

কি কয় রে বিন্ধু মা বাপ কি কয় বসিআ।
কার খাইলা পান গুআ কারে দিলা বিহা॥
বার না বছরের নিলা তের বছর নহে।
না জানি আপদ নীলা কারে স্বামী কহে॥
হাতে লইল লাউআ লাঠি কান্ধে আলক ছাতি।
ধীরে ধীরে চলিল বুড়া জামাই চাইত বুলি॥
কত্তেতুন্ আইলা রে বেটা কডে তোমার ঘর।
কি নাম তোর বাপের মায়ের কি নাম সদাগর॥
মুলুক আমার মুলুক্ বাপু নন্দা পাটনে ঘর।
মায়ের নাম কলাবতী বাপ গঙ্গাধর॥
সত্তির কন্যা বিহা কৈলাম মাণিক বিদ্যাধর।

*   *   *

বুঝিলাম বুঝিলাম নিলা তোর নিজ পতি।
আউলাইআ মাথার কেশ করহ মিনতি॥
তুমি আমার শিরের কামিল আমি তোমার দাস।
নিরঞ্জনে আনি দিল পুরাইল মনের আশ॥

ভণিতা প্রভৃতি:—

শুনহ সকল বাপু কহি সাবহিতে।
বার মাস লিখন আমি প্রথম চাকরিতে॥
প্রথম চাকরিতে আমি বার মাস লিখন।
অশুদ্ধ থাকিলে শুদ্ধ করিতে বোলন॥
সমাপ্ত করি বার মাস নিবেদন করি।
সন বার-শ ছএ মঘি মাএ বরি (?)॥
চৈত্র মাসের চোব্বিস দিনে একবারে হইলো।
মৈদ্ধানের পরে মাত্র এক প্রহর ছিল॥
আমার নাম নিত্যানন্দ গোকুলচন্দ্র বৈদ্যের সুত।
পঠিতে পারিলে বার মাস বুদ্ধিএ মজবুত॥
বার মাসের কথা জেই হইল সমর্পণ।
তার পরে সন তারিখ হইল নিরোপণ॥

ইহা রচয়িতার নিজ হাতের লেখা। ইঁহার নিবাস আনোয়ারা। ইনি বড়ই সাহিত্য প্রিয় ছিলেন; অনেকগুলি পুঁথি নকল করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন শব্দ তালিকা :—সাউধ—সাধু; স্ত্রীলিঙ্গে—সাউধানী। তিতা—তিক্ত। ভইন—ভগ্নী। উচটাই = উঝটাই—পদাঘাত করি। লএ = লগে—সঙ্গে। মৈলান—মলিন। ভোগালু—ক্ষুধিত। ধেজন গাই—দুগ্ধবতী গাভী। ঘিনে—ঘৃণায়। কডেতুন—কোথা হইতে। 'কোন্ ঠাই' হইতে 'কডে'র' উৎপত্তি। কোন্ ঠাই = কোনঠে

=কোণ্ডে=কোড়ে=কড়ে। 'তুন' বা 'থুন' পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন; চট্টগ্রামে খুব প্রচলিত।

১৮৫। রামাষ্টক শ্লোক।

পদ সংখ্যা—২০।

একটি শ্লোক এই :—

> কপি সঙ্গে সঙ্গে রাম লঙ্কাপুরি গমনং।
> মুখ বাদ্য ঘোর শব্দ জেন মেঘের গর্জ্জনং।
> হস্তজোরে বানরগণে পদে করে স্তবনং।
> তং নমামি রামচন্দ্র আদিভুত কারণং।

এইরূপ দশটী শ্লোক আছে। তবে 'অষ্টক' নাম কেন? কদর্য্য হস্তলিপি—বড় অশুদ্ধিপূর্ণ। ১২০০ মঘির লেখা। ভণিতা নাই।

১৮৬। যামিনী বাহাল।

এই পুঁথিখানি আজও পাইতে পারি নাই। আমার পরম সুহৃৎ পটীয়া—মহাহ্মদপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার মহাশয় পুঁথিখানি সীতাকুণ্ড হইতে সংগ্রহ করিয়া ভূতপূর্ব্ব 'আলো'-সম্পাদক বন্ধুবর ৺বাবু নলিনীকান্ত সেন মহোদয়কে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, নলিনী বাবু পুঁথিখানি নকল করাইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার শোচনীয় অকাল তিরোধানের পর পুঁথিখানি কোথায় গেল, জানিতে পারি নাই।

ঈশ্বরবাবু লিখিয়াছেন :—"উহার কবির নাম করিমল্লা। কবি ১২৫ বৎসর পূর্ব্বের লোক। কবির বংশধর পুঁথিখানি ছাপাইতে দিতে নারাজ। প্রকাণ্ড পুঁথি—১৫০ পাতা। কেহ কেহ বলেন, পুঁথিখানি খুব ভাল। কবিত্বে বহিখানি বড় উচ্চ না হইলেও সামাজিকতায় ইহার আসন বড় নিম্নে নহে। কারণ ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান কবি "অহো ত্রিলোচন" প্রভৃতিরূপে নায়িকার মুখে হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করিয়াছেন। হিন্দুসমাজ ও মুসলমান সমাজ কিরূপ মিশ্রিত হইয়াছিল, ইহা তাহার এক দৃষ্টান্ত।" কবির জন্মস্থান সীতাকুণ্ড অঞ্চলে।

১৮৭। জমাবন্দীর বচন।

চরণ সংখ্যা—২৬।

আরম্ভ :—

> সরস্বতীর পাদ পদ্মে করি নমস্কার।
> পঞ্চার প্রবন্ধে জমাবন্দি প্রবক্তার। (?)
> সমুদাএ জন্দ ভোম প্রথমেত স্থাপন।
> তাহার অধেত খিলা করিব বর্জন।

শেষ :—

> চাকলা বেসি জমার তোলাএ অঙ্কের গমন।
> বসু পণ গ্রহ গণ্ডা জোখ (যুগ্ম?)
> করা কি তোলা পুরণ।
> ইজারা বেসি জমার তোলাএ ধরি।
> কি তোলাতে ৶০ নেত্র পণ ধর সঙ্খ্যা
> (সংখ্যা?) করি।

ভণিতা :—

> অবশিষ্ট জমিদারি জমা সমোসর।
> শ্রীজয় নারাএণ দাসের উত্তর।

১১৯৭ মঘির লেখা। পূর্ব্বে এই নামের আর একখানি সন্দর্ভের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে।

১৮৮। গুরু দক্ষিণা।

পূর্ব্বে একবার এই পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ইহার একখানি ভাল পাণ্ডুলিপি হস্তগত হইয়াছে। প্রাগালোচিত

পুঁথির সহিত অদ্যকার পুঁথির এত অসামঞ্জস্য আছে যে, ইহাকে একখানি ভিন্ন পুঁথি বলিলেও চলে।

এই পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতাটি হারাইয়া যাওয়ায় উভয়ের মধ্যে প্রারম্ভভাগে পার্থক্য কতদূর, নির্ণয় করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে একবার ইহার উপসংহার ভাগ উদ্ধৃত হইয়াছে। উভয় পুঁথির এই অংশটি তুলনা করিয়া দেখিলেই সকলে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

গিরি গোবর্দ্ধন তুমি ধরি বাম অঙ্গুলে।
সুরপতি লাজ পাইল সেই কালে॥
কেসি আদি বীর করি পঞ্চ মল্লে ধরি।
কুবলয় দুই হস্তি-দন্ত উপাড়ি॥
তবেত ধরিলা হরি দুষ্ট কংসাসুর।
পড়িল অসুর কংস সব গেল দূর॥
তোমা দুহাকার মহিমা কে বলিতে পারে।
ধন্য ধন্য করে সভে দৈবকির তরে॥
হেন পুত্র মায়েতে ধরিল উদরে।
খীরদের কূলে তপ কৈল অনাহারে॥
তেকারণে মোর ঘরে জন্মিলা নারায়ণে।
তোমা সভাকার সম শাস্ত্র কেবা জানে॥

ভণিতা :—

হরি হরি বল সভে গুরুর দক্ষিণা হইল সায়।
সঙ্কর আচার্য্য ইহা রচিলা নিসায়॥

"এই পুস্তক শ্রীপুটীরাম দাস। সন ১২১৪ সাল তাং ৭ কাত্তিক।" এই পুঁথির মধ্যে স্থানে স্থানে ভণিতা আরও দেখা যায়। পূর্ব্বালোচিত পুঁথিতে তত ভণিতা নাই। 'শিশুবোধকে'ও একটি 'গুরুদক্ষিণা' আছে। তাহার রচয়িতা অযোধ্যারাম। অপর সময়ে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব। এই পুঁথির পত্র সংখ্যা ২০; এক পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক। এই পুঁথি আমার নিকটে আছে।

১৮৯। উদ্ধব-সংবাদ।

রাধিকার চৌতিশা।

আরম্ভ :—

কাদএ কাতর হইআ রাধিকা যুবতী।
কহ উধব কোথাএ গেল মোর প্রাণপতি॥

শেষ :—

ক্ষোনিজা গর্ব্বের গর্ভ ত্রিপুর কুমারী।
ক্ষেতিতলে আরাধিআ পাইলা শ্রীহরি॥
ক্ষরশান বাণে নিত্য দহে মোর প্রাণি।
ক্ষুদাএ না খাই অন্ন তিক্ষাএ না খাই পানি॥
ক্ষেমা কর কথ দিন কহেন উধব।
খণ্ডিব মনের দুর্খ আসিব মাধব॥

ভণিতা :—

রাধাকৃষ্ণ পদ যুগে ভাবি এক মনে।
শ্রীরাম শরণে কহে রাখএ চরণে॥

"শাঙ্গ। ইতি সন ১১৯৭ মঘি তারিখ ১০ দশ দিন আশার। শ্রীজাত্রামনি দাসস্য পীং পার্ব্বতিচরণ চৌং।" পদ সংখ্যা প্রায়—৭০।

১৯০। উষা-হরণ।

একখানি মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রথম ১০ পৃষ্ঠা ও শেষ এক পৃষ্ঠার অভাব বলিয়া মুদ্রণকাল অপরিজ্ঞাত। পুরাতন তুলোট কাগজে বড় অক্ষরে ছাপা। অক্ষরগুলি হস্তাক্ষর হইতে একটু সুন্দর মাত্র। কু, তু, ম্প, ভ্র, ক্ষ প্রভৃতি, সংযুক্ত বর্ণ গুলি যথাক্রমে ক্ল, ত্ত, ম্প, ভ্র, ক্ষ, রূপে 'গঠিত। 'ঢ়' বর্ণের নিম্নে বিন্দুর অভাব। 'দৃক্‌পাৎ,' 'ভৃঙ্গ,' 'গৃহ,' প্রভৃতি শব্দগুলি 'দ্রকপাত,' 'ভ্রঙ্গ,' 'গ্রহ' রূপে ছাপানো। 'যুগল' শব্দটি 'ষুগল' রূপে লিখিত। 'আমরা' স্থলে 'আমারা' প্রযুক্ত। মুদ্রণে ও

হস্তলিপির অবিশুদ্ধ রীতি অনুসৃত। অনায়াসে,' 'বয়েস,' 'ভয়ে,' 'আসি,' 'কি আর,' ইত্যাদি 'অনাআসে,' 'ভএ,' 'আসি', 'কিআর' রূপে মুদ্রিত। ইহা ত বাঙ্গালার হস্তলিপিরই নিয়ম।

আরও অনেক বিশেষত্ব আছে। অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি 'য' ফলা ও 'আকার' দিয়া লিখিত, যেমন শুয়্যা হইয়া ইত্যাদি। স্থূলভাবে আরো কয়েকটি শব্দ প্রদর্শন করিলাম।

মেয়্যা, মেয়্যে = মেয়ে
মর্য্যে = মরিয়া।
কিবল = কেবল।
ত্রেষকার = তিরস্কার।
পক্ষ্য = পক্ষী।
ইত্যে = হৈতে।
নুতুন = নূতন।
বাঢ় = বাঢ়ে।
লাম্বিল = নামিল।

করিত, যাইত ইত্যাদি স্থলে করিতো যাইতো ইত্যাদি। উচিত ইত্যাদি স্থলে উচিৎ উচিৎ ইত্যাদি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রথম ১০ পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তথাপি গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পাওয়া যাইতেছে। শেষ পত্রের কয়েক চরণ মাত্র না থাকা সম্ভব। আরম্ভ ভাগের মঙ্গলাচরণটি দীর্ঘায়ত ছিল, বোধ হয়। এত পৃষ্ঠার অভাব সত্ত্বেও বীণাপাণি-বন্দনার অল্পাংশ ও সর্ব্বদেব-বন্দনার সমস্ত বিদ্যমান আছে।

আরম্ভ :—

"অথ গ্রন্থারম্ভঃ।
উষাহরণ পুস্তক লিখ্যাতে।
নৈমিশ কানন ক্ষিতি পুণ্যতম স্থান অতি
যথায় ব্রহ্মার তপনেমি।
কলির অনধিকার যৈসে মুনি ষাট হাজার
সৌনিকাদি শ্রীসুত গোস্বামী।
ঋষিগণ ভক্তিমতে জিজ্ঞাসা করিল সুতে
কহ প্রভু করি নিবেদন।
কৃপা করি কৃপানিধি পাপক্ষারে কহ যদি
শুনি কৃষ্ণ লিলার কথন।
যোগীন্দ্র মনিন্দ্র যায় যোগে ধ্যানে নাহি পায়
সেই ব্রহ্ম মানব মুরতি।
হইয়া করিলা লীলা বেদব্যাস চিন্তারিলা
সে লীলা শ্রবণে সদামতি॥

শেষ:—

সুখী হৈলা * * * শ্রীমধুসূদন।
হইল সমাপ্ত গ্রন্থ উষার হরণ।
* পুরাণের অন্তঃপাতি কথা লয়্যা।
রচিনু পুস্তক * * চরণ ভাবিয়া।
রসপুর সুমধুর সার তর্ত্তময়।
* ত্রিবিধ লোকের ভাব লাভ হয়।
শ্রবণ পঠনে * ব্যাধি বিনাশন।
পরকালে হয় লাভ গোবিন্দ চরণ।
* * *
* * *
অহিক সম্পদ সুখ বাঢ়ে দিনে দিনে।
বংশ বৃদ্ধি হয় এই পুস্তক শ্রবণে।
নষ্ট পুষ্পা সপুষ্পা অপুত্রাবতী।
বাণ যুদ্ধ শ্রবণেতে হয় সিত্রাপতি।
ভাশা কিম্বা পুরাণ উভয় সমতুল।
শ্রবণ * * হয় কৃষ্ণ অনুকুল।
শ্রীগুরু চরণে সমর্পণ করি * ।

কবির পরিচয় ইত্যাদি :—

গুরু পদ ভাবি মনে. পিতাম্বর সেন ভনে,
শিবাদহ যাহার নিবাস।
শুনহ রসিক জন, উষাবতীর হরণ,
অসংখ্য দুরিত হয় নাশ।
(৬০ পৃঃ।)

ইনি গুরুর আদেশে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বলিয়া লিখিয়াছেন।

নিম্নোদ্ধৃত ভৌগোলিক অংশটি কিছু প্রয়োজনীয় হইতে পারে বিবেচনায় এখানে তুলিয়া দিলাম। অনিরুদ্ধের অবস্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে কথাগুলি লিখিত হইয়াছে :—

নগর সহর পল্লী ত্রিগর্ত্ত বিরাট।
কাশী কাঞ্চি অবন্তিক পঞ্চাল মিরাট॥
আলিঙ্গ কলিঙ্গ মদ্র মগধ তৈলঙ্গ।
গৌড় উৎকল মল্ল মিথিলা ভুলিঙ্গ॥
অযোধ্যা মথুরা দিল্লী নগর গুজরাট।
কান্যকুব্জ মাড়োআর আর হিঙ্গুলাট॥
তিরোট দ্রাবিড় গণে প্রয়াগ নেপাল।
গয়া ভুমি গণি * * তুলিলা * * পাল॥

পত্র সংখ্যা ১৫৪। গ্রন্থের স্থানে স্থানে কীটভুক্ত। প্রাচীন হস্তলিপির মতন বানান ভুল সর্ব্বত্র। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, তোটক, ভঙ্গত্রিপদী এবং ললিতচ্ছন্দে সমগ্র গ্রন্থ লেখা। মধ্যে মধ্যে কবিত্ব সুন্দর।

পুঁথিখানি বোধ হয় গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুদ্রিত হইয়াছিল, অধিকারীর অনুমতি পাইলে ইহা ও পশ্চাৎ সমালোচ্য 'চন্দ্রকান্ত' নামক পুঁথি 'পরিষদে' উপহার দিব।

১৯১। দেশীয় কালির আর্য্যা-বহি।

এই গ্রন্থের কোন নাম নাই। ইহাতে দেশীয় প্রায় সমুদয় আবশ্যক কালির আর্য্যা ও তদনুযায়ী কালির সমাধান আছে। একাধিক ভণিতা আছে, যথা :—

(১) গাওা গণ্ডা গুণে বের্থ।
কহে শুভঙ্করে কালি তত্ব॥

(২) রস পণ নিধি কাহন ক্রমে কালি মিলে।
দৈবজ্ঞ শ্রীরাম তনু রচিআ জে বোলে॥

(৩) দীন দয়াল দাসে বোলে কাঠা জে করিবা।
তবে এক কাণি জমীন সম্বন্ধে পাইবা॥

১১৯৪ মঘির লেখা। পত্র সংখ্যা ১১২, দুই পৃষ্ঠে লেখা।

এই দীন দয়ালের ভণিতাযুক্ত "চিঠার বচন"ও একখানি পাওয়া গিয়াছে। কিরূপে 'চিঠা' লিখিতব্য, তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। হেঁয়ালী :—

"চক্রশিরে অর্কনীরে করে নিবারণ॥
বন পত্র শুধি শুধি তাহার ভক্ষণ॥
হীন হাবিরাত কহে হেয়ালির ছন্দ।
মূর্খ কি বুঝিব বল পণ্ডিতো হএ ধন্ধ।

১৯২। জ্যোতিষের বচন।

ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—"নম গনেসাঅ। অথ পঞ্জিকা-পুরণ। বার ইত্যাদি বচন। রবিবার ইত্যাদি। শুক্লা তিথি। ২৭ নক্ষত্র। করণ। নন্দা আদি। অমৃত যোগ। মৃত্যু যোগ, ত্র্যস্পর্শ। যাত্রাতে উত্তম নক্ষত্র। মধ্যম ও অধম নক্ষত্র। বার বেলা, কাল বেলা। মাস দগ্ধা। দিগদগ্ধা। দিগশূল। যোগিনীর চাল। সপ্তবারের ফলাফল। যোগিনী চক্র" ইত্যাদি।

শেষ :—

দিকদাহে একদিন অকাল জানিবে।
চন্দ্র সূর্য্য সাত দিন গ্রহণে সাত দিন হবে॥
ভূমিকম্প উলকাপাত তিন দিন দোষ।
ধুম্রকেতু উদএতে পঞ্চ দিবস॥
গ্রহণ কালেতে যদি এ সকল হএ।
এ দশ দিন দুষ্ট মুনিগণে কহে॥

"ইতি জ্যোতিষের বচন সমাপ্ত। সন ১১৯৪ মঘি তারিখ ২৬ ফাল্গুন।" ভণিতা নাই। পত্র সংখ্যা ৪২, দুই পৃষ্ঠে লেখা। উল্লিখিত 'যোগিনী'র চাল ইত্যাদি অবিকল "পদ্মাবতী" কাব্যেও দেখা যায়।

১৯৩। চন্দ্রকান্ত।

এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত। আদ্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় মুদ্রণকাল জানা যায় না। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। প্রথম ১২ পৃষ্ঠা ও শেষ কয় পৃষ্ঠা নাই। জীর্ণ অবস্থা। বটতলায় এখনও পাওয়া যায় কি ?

গ্রন্থে বীরভূমবাসী শ্রীকান্ত সদাগরের পুত্র চন্দ্রকান্তের বাণিজ্য গমন এবং নানা অবান্তর ও আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রকান্ত শান্তিপুরবাসী সদাগর রতন দত্তের কন্যা তিলোত্তমার পাণিপীড়ন করেন। স্থানে স্থানে রচনা বেশ সুন্দর ও মধুর।

চন্দ্রকান্তের বাণিজ্য গমন পথটি এই :—

কর্ণধার সাজাইল ডিঙ্গা সাত খান।
মাস্তুর উপরে তুলে দিলেক নিসান ॥
* * *
দামামা জয় ঢাক বাজে আর বাজে সিঙ্গা।
বদোর বদোর বলি খুলিলেক ডিঙ্গা ॥
তিন দিন বাহিয়া আইল কত দূরে।
উপনীত হৈল আসি ভাগীরথী তীরে ॥
* * *
অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ দরশন করে।
বাতাস ভরেতে ডিঙ্গা আইল শান্তিপুরে ॥
শান্তিপুরে আসি সাধু কর্ণধারে কয়।
এখানে রাখিতে তরি উপযুক্ত নয় ॥
ডাহিনেতে গুপ্তীপাড়া সম্মুখে সোমড়া।
ঐ ঘাটে রাখ ডিঙ্গা সাবধান চড়া ॥
বাহ বাহ বলে তবে সাধুর তনয়।
ত্রিবেণী আসিয়া তরি উপনীত হয় ॥
ডাইন বামেতে গ্রাম কত এড়াইল।
নিমাই তীর্থের ঘাটে সেদিন রহিল ॥
প্রভাতে সাধুর সুত বলে বাহ বাহ।
বাম ভাগে রহিল শ্রীপাঠ খড়দহ।
গঙ্গা দুয়ার দিয়া যায় কালীঘাটে।
সাধুর নন্দন তবে উঠে গিয়া তটে ॥
মায়েরে প্রণাম করি চড়ে গিয়া নায়।
সেই দিন রাতারাতি হত্যাগড় যায় ॥
* * *
বাহ বাহ নাবিক দাঁড়েতে দেহ ভর।
মহাতীর্থ স্থান আইল গঙ্গাসাগর ॥
এইরূপে কত দূর বাহিয়া চলিল।
হিজুলি ছাড়িয়া ডিঙ্গা সমুদ্রে পড়িল।
শুনিয়া জলের ডাক কম্পিত হৃদয়।
চিন্তিত হইল বড় সাধুর তনয় ॥
চন্দ্রকান্তে সান্ত্বনা করিয়া পুনর্ব্বার।
হরি বোল বলিয়া চলিল কর্ণধার ॥
জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রণমিয়া।

ভণিতা :—

(১) বিরচিত গৌরীকান্ত বন্দিয়ে অভয়া।
মম সুত কাশীনাথে দেহ পদছায়া ॥

(২) বীরভূমে বাস, বাণিজ্যের আশ,
আসিয়াছি মহাশয়।
সব বিবরণ, শুনিবে রাজন,
বৈদ্য গৌরীকান্ত কয় ॥

(৩) পয়ার প্রবন্ধে কয় গৌরীকান্ত রায় ॥
কেমনে রমণী কাছে হইবে বিদায়।

সমস্ত পুঁথি পয়ার, ত্রিপদী, বড় ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী ও তোটক ছন্দে লিখিত।

শেষ পত্রের সংখ্যা ১৮২। ইহার পর পুঁথি বড় বেশী বাকি নাই। প্রাচীন তুলট কাগজে বড় অক্ষরে ছাপা।

১৯৪। জায়জাতের বচন।

পদ সংখ্যা—১৮।

আরম্ভ :—

তেরি জাএজাদ পুত্র, শুনহ কাজের পুত্র,
দোজভাব না করিহ মনে।
ভারতী প্রণাম করি, তোমের নিকাশ ধরি,
খিলা বাদ করি তদক্ষিণে ॥

শেষ :—

তদন্তে ইন্দারা বসি. ৶৹ নেত্র পণ তোলা একসি,
তদক্ষিণে অঙ্কের স্থাপন।
জমার তোলা জমিদারি, দক্ষিণে একুন করি,
পূর্ণ হইল জাএজার বচন॥

ভণিতা :—

জয় নারায়ণ দাস, মধুর কবিতা ভাস,
মুখপদ্মে যেন মধু শুনি।
জাএজাদ সঙ্গীতা কথা, বন্দি সরস্বতী মাতা,
রচিলেক মধুরস বাণী॥

১১৯৭ মঘির লেখা।

১৯৫। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

পূর্ব্বে একবার এই পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। তখন আমরা একখানি খণ্ডিত পুঁথি অবলম্বন করিয়া ঐ সমালোচনাটি লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে।

ইহার আরম্ভে এক দীর্ঘ দেব-বন্দনা আছে; কৃত্তিবাসের ও চৈতন্যদেবের অর্চ্চনাও আছে। তাহাতে কবিকে চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বলিয়া নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে।

পূর্ব্ব সমালোচনায় ইহার প্রারম্ভ কিরূপ, দেখান গিয়াছে। বাঙ্গালা দুইখানি হস্তলিপি কখনও একরূপ হইবার নহে। এই স্থলেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইবে না। উভয় পুঁথির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। এখানে শেষাংশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

জল মৈদ্ধে হস্ত দিয়া কমললোচন।
সূর্য্যবংশ উদ্ধার করিলা ততক্ষণ॥
নিহাস (?) আছিল গঙ্গা সব নৈরাকার।
এহিলোকে পরলোকে করিল উদ্ধার॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আইল শীঘ্রগতি।
ঐরাবতের পৃষ্ঠে চড়ি ইন্দ্রের সহতি॥
চারি ভাই এক মূর্ত্তি হইল নারায়ণ।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করিল স্তপন।
প্রণমোহ নারায়ণ ব্রহ্ম নারায়ণ।
বসিলেক দেবগণ আপনার আসন॥
সরযুতে পরিলেক জথ পরবাসি।
বৈকুণ্ঠেতে ধুলনা (?) নাহি পুণ্য রাশি রাশি॥
যেই জনে পড়ে শুনে স্বর্গ আরোহণ।
বৈকুণ্ঠেতে চলিয়া যায় তরিয়া শমন॥

ভণিতায় ভবানীদাসের নাম আছে। পূর্ব্বে আমরা ইহাকে "লক্ষণ দিগ্বিজয়" প্রণেতার সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছি। সেইরূপ অনুমানের কোন কারণ এখন দেখিতেছি না; দিগ্বিজয় প্রণেতার নাম ভবানীনাথ; তিনি ব্রাহ্মণ ও 'জয়চন্দ' নামক কোন রাজার আদেশে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে কোথাও "ভবানীনাথ" নামে ভণিতা ও জয়চন্দ ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত নাই। এই কবির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

পত্র সংখ্যা ১৯; পুরাতন কাগজে জটিল ধরণে দুই পৃষ্ঠে লেখা। ইহার তারিখাদি স্থলে লেখা আছে;—'পুস্তক সমাপত্যঃ লিখিতং যথা দেখিতং তথা লিখিল। এই পুস্তক শ্রীক্ষেত্রাচাং পীং কেয়স্ক বরুয়া সাং-রুদ্ধরা।" তারিখ না থাকিলেও খুব প্রাচীন বোধ হয়। এই পুঁথির আরও দুইখানি পাণ্ডুলিপি আনোয়ারা—রুদ্রাবাসী শ্রীমান অখিলচন্দ্র বৈদ্যের নিকট আছে। তন্মধ্যে একখানির শেষ ও তারিখ নাই, অপর পুঁথির শেষে এইরূপ তারিখাদি আছে:—"ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক। আএ গুণিগন সব

পড়িয়া চাহিবা অশুদ্ধ হইলে দোষ ক্ষেমা দিবা॥

"ইতি ১১০৭ সন তারিখ * * পহর বেল সমাপ্ত। সাকিমে রুক্‌দ্বরা শ্রীকাপরু বরুয়া সুকুমার শ্রীছানাবছু পুস্তক লিখিল।" ইহার পত্র সংখ্যা ১৭, এক পৃষ্ঠে লিখিত। এই পুঁথি আমার নিকট আছে। অধিকারীর অনুমতি লইয়া পরিষদে উপহার দিব।

১৯৬। যুদ্ধ কথা।

এ ক্ষুদ্র সন্দর্ভের অবলম্বন কি, বুঝিলাম না। ১১৯৪ মঘির লেখা; অবয়ব এক পৃষ্ঠা মাত্র। চরণ সংখ্যা ৫২।

আরম্ভ :—

সরস্বতী পাদপদ্মে করি নমস্কার।
পয়ার প্রবন্ধে যুদ্ধ কথার সঞ্চার॥
একদিন সেই রাজা স্ত্রীগণ সঙ্গে।
স্নান করিতে গেল মনের তরঙ্গে॥
রাজকন্যা দেখি তবে হরষিত হৈয়া।
কুতুহলে নিকটেতে মিলিল আসিয়া॥
কুলে রাখি রাজকন্যা বস্ত্র আভরণ।
নির্লজ্জা হইয়া তবে করিল গমন॥
তাহা দেখি দুষ্ট নিশাচর ধাই আইল।
হরিয়া যে নারীগণ কত দূরে নিল॥

শেষ :—

রাজ সৈন্যগণ জপ সংহারিয়া পারে।
বাতাসে ঘুরাই যেন তালফল ঝারে॥
আনন্দ সাগরে যেন হিলোল উঠিল।
সেই মতে যুদ্ধ করি মুণ্ড যে কাটিল॥

স্বয়ং বিরচিত শ্রীযুক্ত দিনদয়াল দাসস্য।"

১৯৭। মন্ত্রাদির পুঁথি।

ইহার কোন নাম নাই। ইহাতে কুজ্ঞান ও সুজ্ঞানের মন্ত্র, সর্পাদি দংশনের ঝাড়া ও ঔষধ এবং অপরাপর কতকগুলি রোগের ঔষধ ও ঝাড়ন মন্ত্রাদি লিখিত আছে। ভাষা বাঙ্গালা। নিম্নে কয়েকটী ঔষধ তালিকা দিয়া দৃষ্টান্ত দিব।

আরম্ভ :—"শ্রীদুর্গা জয়। গণেশায় নমঃ মহাদেব নম। রাজমোহানি মন্ত্র অমৃতপরা। * * * * * সাপের মন্ত্র। * * * * * শিতালার মন্ত্র।" * * * * ইত্যাদি।"

সাপের ঔষধ :—"তিন বৎসিআ (?) মরিছ গাছের শিকড়।"

গায়েতে রাখিলে সর্পের ভয় নাই।
ছোট জাতি আইস্বর মূল খাবাইলে
বিষ জায়ে॥
সোনালী রূপালী দুই সর্পের ঔষধ জানিবা।

কুক্কর দংশনের ঔষধ :—"রাঙ্গা জাতিয়া বিষকাটালীর আগা ও সমুদ্রের ফেনা বাটি খাওয়াইবেন।"

বাতের ঔষধ :—"আমলী সুখাই খাইবো আরাম পাইবো।"

ফোড়ার ঔষধ:—"কেযুর চিদ্ধলং বিচি বাটি দিবো রক্ত চন্দন গোল মরিচ বাটি ভাট করি দিবো শ্বেত চন্দন বাটি দিবো কালা সোণা বাটি দিবো আফিম কেযুর পুটকী বাইঅনর ফুল বাটি দিবো ফিস (?) ফোরা মারে॥"

হস্তলিপির শেষ না থাকায় তারিখাদি নাই। দ্বিতীয় ভিন্ন প্রথম হইতে পঞ্চদশ পাতা পাওয়া গিয়াছে। জীর্ণ অবস্থা। ক্ষুদ্র পুস্তিকা। অবসর মতে ইহা পরিষদে উপহার দিব।

১৯৮। কেকায়তোল মোছল্লিন্।

বঙ্গভাষায় এই মুসলমানী গ্রন্থের "ইস্‌লাম

হিতকথা" নাম দেওয়া যাইতে পারে। মনু-সংহিতাদির মত এই খানিও সংহিতা বিশেষ। তবে, মহম্মদীয় ধর্ম্ম পরিচ্ছদে আবৃত মাত্র। মুসলমান সমাজে এইরূপ গ্রন্থের সমাদর আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়।

পুঁথি খানি খণ্ডিত। ৬—১১৪ পাতা আছে। উভয় পৃষ্ঠে লেখা; আকার বৃহৎ। ভাষা বাঙ্গালা প্রধান। 'কেকায়তোল্ মোছলেমিন্' নামক পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ।

শেষঃ—

আরবিত সকলে না বুঝে ভাল মন্দ।
তেকারণে বাঙ্গালা রচিলু পয়বন্ধ।
মোছলমানি শাস্ত্র বাঙ্গালা করিলু।
বহুপাপ হৈল মোর নিশ্চএ জানিলু।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে।
বুঝিআ মুমীন দোআ করিব আমারে।
মুমীনের আশীর্ব্বাদে পুণ্য হইবেক।
অবৈস্য গফুর আল্লা পাপ খেমিবেক।
এসব সে জানিআ জদি করএ রৈক্ষণ।
তবে মোহোর পাপ হইব মোছন।

ভণিতাঃ—

মৌলুবি রহমতোলা সর্ব্বগুণধাম।
চতুর্দ্দশ এলম অবধান অনুপাম।
তাহান আদেশে সেখ পরাণ নন্দন।
হীন মোতলিবে কহে শাস্ত্রের বচন।

এই গ্রন্থ রচনার বিস্তারিত বিবরণ আছে, কিন্তু এই হস্তলিপিতে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। "ইতি কীকাইতোল মোছল্লিন্ কীতাব" সমাপ্ত জথা দিষ্ট তথা লিখীআছি সব। ইতি পুস্তক সমাপ্ত রোজ রবিবাব বেলা ১০ দস গরি দিন চরনে সমাপ্তর। লিখীলং শ্রী সএখ (সেখ) আমানির ননন্দ (নন্দন) শ্রীমহাম্মদ সকি দরজী জীলাএ চাটিগ্রেরাম চাং উরজাবাদ সাং ফতেপুর মৌং পচিম পাটি ইতি সন ১১৮১ মগি তারিখ ২৫ মাহে শ্রাবন রোজ আদিত্তেবার। অধিকারী শ্রীমাহম্মদ অছিয়র রহমান মাতবর সাং দেওতালা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।" ইঁহার নিকট আলোচিত লালমতী সয়ফল মুলুকের (১১৬৯ মঘির লেখা, ৬—৮০ পাত বিশিষ্ট, মাঝে মাঝে অনেক নষ্ট) একখানি অতি জীর্ণ পাণ্ডুলিপিও আছে। সেইখানি পরিষদে দেওয়া যাইতে পারে।

১৯৯। সুলোচনা হরণ।

এই পুঁথির নাম কি, প্রতিপাদ্য কি এবং রচয়িতা কে, কিছুই জানিতে পারি নাই। সপ্তম, দশম এবং ষোড়শ,—এই তিনটি পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। লেখা অনেক দিনের বোধ হয়। সম্ভবতঃ পুঁথি তত বড় হইবে না।

সুলোচনা চন্দ্রবংশোদ্ভবা কোন রাজ-কুমারী। মাধবকুমার ও বিদ্যাধর নামে দুই রাজপুত্র সুলোচনার পাণিগ্রহণাভিলাষী। গঙ্গিনী নাম্নী মালিনী ঘটকালি কার্য্যে নিযুক্তা। মাধবকুমার সুলোচনাকে হরণ করিয়া লওয়ায় বিদ্যাধর মনঃক্ষোভে জাহ্নবী জীবনে জীবন বিসর্জ্জনে উদ্যত। প্রাপ্ত পত্র-গুলি হইতে এতদধিক বিদিত হওয়া যায় না।

বোধ হইতেছে, প্রচেষ্টা নামক কোন দুর্ম্মতি ও সুলোচনার পাণিপ্রার্থী ছিল। সম্ভবতঃ, স্বয়ম্বর সভা হইতে তৎকর্ত্তৃক হৃত হইয়াই সুলোচনা এই বিলাপ করিতেছেন :—

লাচারী।

কাদে কৈন্যা নৃপতিনন্দিনী।
বসিআ ধরণিতলে, দগ্ধ হইয়া সোকানলে
বিধাতারে ঋরি পুনি পুনি।

হাহা বিধি নিদারুণ, কেনে হইলা নিকরুণ
কি লেখীল আমার কপালে।
আমী জে রবলা জাতি, কি হইব আমার গতি,
রক্ষ্যা নাহি এ ঘোর সংকটে।
জন্ম মোর শশীকুলে, মাত্রি মোর কুলে শীলে,
পিত্রি সম নাহি নৃপবর।
পূর্ব্ব জন্মে তপ করি, আরাধিলুম হর গৌরি,
মাধব হইতে মোর বর।

* * *

শুনিআ সখির স্থানে, মোর গুণ ভাবি মনে,
সিন্ধু তরি আইল মোর পুরি।
পদ্মিনী মালিনী সনে, পত্র লিখি মোর স্থানে,
সখ্যাদিয়া জানাইল আমারে।
পত্র পঠি সেই ক্ষণে, প্রতিজ্ঞা করিলুম মনে,
ধন্ম হেন মানিলুম তখন।
এক রাজ সন্ততি, বিদ্যাধর নাম খ্যাতি,
আমা হেতু আইল পিত্রি পুরে।

* * *

তদন্তরে নৃপবরে. সুবেস করিআ মেরে,
আনিলেক বর বিদ্যমানে।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা স্বরি, মাধবেরে মনেতে করি,
বামহস্ত তুলিলুম তখন।
আমার কর্ম্মের ভোগ, তাহে হইল রসংজোগ,
হরিয়া আনিল দুষ্টমতি।
পাপিষ্ট কপালে জানি, কি লেখিল বিধি পনি,
সেবক হইল মোর পতি।

গল্পের আভাস দিলাম। সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় কি না, কেহ দেখিবেন কি? ঐ তিনটি পাতা আমার নিকট আছে।

২০০। বিদ্যাসুন্দর। (ভারতচন্দ্র)

এই পুঁথিখানি আনোয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাদাস ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় আমাকে দিয়াছেন। পুঁথিখানি খণ্ডিত ২—৪২ পাতা বর্ত্তমান। নারীগণের পতি-নিন্দা পর্য্যন্ত আছে। অতি জীর্ণ অবস্থা; দুই পৃষ্ঠে লেখা। নকলনবিশগণের নাম শ্রীরামতনু সেন ও সন্তোষরাম সেন। সম্ভবতঃ ১১৮২।৮৩ মঘির লেখা। আমার নিকট ইহার আর একখানি পাণ্ডুলিপি আছে। সেইখানি ভারতচন্দ্র ও নিধিরাম কবিরত্ন—এই উভয় কবির রচনায় গঠিত। বারশত নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামমণি ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকটেও ভারতের বিদ্যাসুন্দরের এক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আছে।

২০১। রামসুন্দর দারোগার কবিতা।

এই কবিতাটি চট্টগ্রাম—সারোয়াতলী নিবাসী ৺ রামসুন্দর সেন দারোগা মহাশয়ের কীর্ত্তিকথা লইয়া রচিত। দারোগাগিরি করিয়া ইঁহার মত ধনশালী আর কেহ হইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। ঐশ্বর্য্যপ্রকাশক সুন্দর অট্টালিকাশোভিত বাড়িটী আজও বর্ত্তমান। রেঙ্গুনের জজ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মহোদয় ইঁহারই বংশধর।

২০২। রাহাতুল্ কুলুপ।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, মুসলমান লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষা গ্রন্থ রচনা করিয়া আরব্য বা পারস্য ভাষায় গ্রন্থের নাম করণ করায় গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষায় জাতিচ্যুত হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই সকল গ্রন্থও ভাষাতত্ত্বের খাতিরে আলোচনার অযোগ্য নহে।

এই খানিও মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ। বাঙ্গালায় ইহার "আত্ম-মুক্তি-সোপান" নাম হইতে পারে। ইহাতে কেয়ামতের কথা, পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য, মিথ্যাকথন, পরচর্চ্চা, সুরাপান প্রভৃতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয়

বিধি সকল আলোচিত হইয়াছে। অনেক ভাল কথা আছে। পারস্য ভাষা হইতে অনুদিত।

আরম্ভ :—

আল্লাকে প্রণামি করম্ প্রভু নৈরাকার।
নিমেসে ত্রিজন কৈলা সএআল সংসার॥
থাকি বাদি আবি ও আথসি জথ সন।
মোহাম্মদ নবীর প্রেমে করিলা ত্রিজন॥
তাহান করুণা গুণ মহিমা আপার।
লৈক্ষ মুখে বাখানিতে অন্ত নাহি তার॥
সহস্র পরণামি মোর নবীর চরণ।
কহিমু পাঞ্চালী কিছু কিতাপ বচন॥

মুসলমানদের মতে আব্, আতস্, খাক্ ও বাৎ এই চারিভূত (চিজ)।

শেষ :—

দুনিআতে ধনরত্ন দিআছিলুম তোরে।
স্ত্রিপুত্র লাগি দিলি না দিলি মোহারে॥
হেন স্ত্রির পুত্র বন্ধু আজু গেলা কোথা।
ইমান থাকিলে আমান হইব সর্ব্বথা॥

ভণিতা :—

ছৈদ নুরদ্দিনে কহে ভাবি চাহ মন।
দুনিআ সম্পদ সুখ নিশির স্বপন॥

"তামাম সোত্ এই পুস্তক কারক সোত্। লিখিতং শ্রীমাং সফি পীং আমানি সাং ফতেপুর জোলাহা চটিগ্রেরাম পং উরঙ্গাবাদ রোজ সনিবার বেলা দুই পহর হইতে এই পুস্তক পারকসোদ্। তারিখ ৬ ভাদ্র ইতি সন ১১৮১ মঘি সউআল চান্দের আখেরিত্ আমাবৈস্যা বুকুরবার পরদিবত্ সনিবার।" পত্র সংখ্যা ১৯, দুই পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক। অধিকারী নাম শ্রীমাহাম্মদ অছিয়র রহমান মাত্‌বর সাং দেওহালা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম। তিনি পুথিখানি পরিষদে দিতে স্বীকৃত আছেন।

২০৩। সামুদ্রিক গ্রন্থ।

এই গ্রন্থ খানি কোন মুদ্রিত গ্রন্থের নকল বলিয়া বোধ হয়। প্রারম্ভে প্রকাশকের এক খানি বিজ্ঞাপন দেখা যাইতেছে। আবরণ-পত্রটি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সন তারিখ জানা যায় না। ৪০।৫০ বৎসরের হস্তলেখা। বিজ্ঞাপনের কতকাংশ এই :—

"এই সামুদ্রিক গ্রংস্থ দৃষ্টী করিলে মানব জাতির দিগের করতলস্থ রেখা ও চিন্হ সকলের দ্বারা সুচিত ফল জানিতে পারা যায়। * * * * * * এবং ঐ সকলের বিবরণ সামুদ্রিক গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে বিস্তারিত আছে। কিন্তু সে পুস্তকের বাহুল্যরূপে প্রচার ভাবে ভুরি ভুরি লোকে ঐ বিষয়ে অজ্ঞ হইয়া আছেন। অতএব বহু পরিশ্রমে উক্ত গ্রহস্ত সংগ্রহ করিআ গোড়িয় সাধু ভাষায় অনুবাদ পুর্ব্বক মুদ্রিত করা গেল।"

লেখার তারিখ নাই। পত্র সংখ্যা—১৭; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের বঙ্গভাষায় কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। ১৮৩১ ইংরেজীতে বাঙ্গালা গদ্য কিরূপ ছিল, নিম্নোদ্ধৃত "অনুষ্ঠান পত্র" হইতে তাহার সুন্দর আভাস পাওয়া যাইবে। "যেহেত্তক ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস বিসয়ে এতদ্দেসিয় প্রজাসমুহের মধ্যে সর্ব্ব সাধারণের নিতান্ত অনুরাগ ও আকিঞ্চন য়াছে এবং যেহেতুক ঐ বিদ্যোপার্জ্জন অত্যন্ত ফলোদয় এবং নিঃসন্দেহরূপে বিশেষ প্রত্যুপকার সম্ভাবনা অতএব এখানকার শ্রীযুক্ত জজ ও মেজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের নিতান্ত বাসনা ও স্পৃহা হইয়াছে জে এতদ্দেসিয়

ব্যক্তিদিগের ইংরেজি বিদ্যোপদেশ জন্য এস্থানে এক স্কুল অর্থাত চতুস্পাঠী সংস্থাপিত এবং তাহা এতদ্দেসিয় সিষ্ট বিসিষ্ট মহাশয়ের দিগের স্বেচ্ছাধীন আপাতত্ আনুকুল্যতা ও অতঃপর মাসিক দানসৌণ্ডতা দ্বারায় সুসম্পন্ন হয় কিন্তু এতদ্বিধায় এক্ষণে অধিক প্রয়াস ও অন্যান্য প্রজাত্মব আদৌ ইহার অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক যে এই উপস্থিত কল্পনা বিসয়ে মহাশয়ের দিগের স্বেচ্ছানুরূপ আনুকুল্যের দ্বারায় কি পর্য্যন্ত সাহায্যতা হইবার সম্ভাবনা ও তাহা নিশ্চয়রূপে সুজ্ঞাত হইলে অর্থাৎ প্রাথমিক ও মাসিক দাতব্য মুদ্রা সঞ্চয়ের নির্দ্দিষ্টতা জানিতে পারিলে অনেক স্কুল মাষ্টার অর্থাত শিক্ষা গুরু ও পুস্তক এবং অন্যান্য প্রওজনিয় বিসয়োপার্জ্জনের সদুপায়ে প্রবর্ত্ত হওয়া জাইবেক এক্ষণে এই অনুষ্ঠান পত্র কেবল এস্থান নিবাসী ইওরোপিয় অর্থাৎ সাহেব লোক ও এদ্দেসিয় মহাশয়ের দিগের সুবিদিত এবং তাহাতে তাঁহার দিগের বাস্তবিক কি অভিপ্রায় ইহার নিশ্চিত অবগত জন্য উল্লেখিত হইল। ইতি তাং মাঘ ১২৪৩ বাং মোং ত্রিপুরা।” একখানি প্রাচীন প্রাপ্ত।

২০৪। স্যমন্তক মণি-হরণ।

এই গ্রন্থখানি খণ্ডিত,—আদ্যন্ত কিছুই নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পাতা মাত্র আছে। পুঁথিখানি তেমন বড় হইবে না। এই তিনটি পাতে জাম্ববানের সহিত মণি লইয়া কৃষ্ণের যুদ্ধ বর্ণিত আছে।

চতুর্থ পত্রের শেষ এইরূপ :—

> কন্ঞা রত্তন আছে মোর অনুপাম অতি।
> জগত মোহনি কৈন্ঞা নামে জাম্বুবতি॥
> মণি দিয়া গোবিন্দেরে দিব কৈন্ঞা দান।
> তবে তুষ্ট হইবেন কৃষ্ণ বুঝি অনুমান॥
> ভালুকের বৈক্ষে কৃষ্ণ করি আরোহণ।
> এই মতে পৃথিবীতে করিল গমন॥
> দ্বারিকা নগরে তবে গেলা নারাঅন।
> পঞ্চজন্য নাদ শুনি সর্ব্বা (বন্ধু) গণ॥
> *　　*　　*
> হেন মতে জাম্বুবতি লইআ শ্রীহরি।
> পার্ব্বতি সহিতে আসিলা ত্রিপুরারি॥
> আসিল দৈবকী দেবী হরসিত মনে।
> পুত্রবধূ লৈআ আইল আপনা ভুবনে॥

মণি-হরণ বৃত্তান্তটি আমাদের বিশেষ জানা নাই। অনুমানে মাত্র পুঁথিখানির শীর্ষোক্ত নামকরণ করিয়াছি। উদ্ধৃতাংশের শেষে ভণিতায় ‘কৃষ্ণ বিজয়’ নাম দেখা যাইতেছে; তাহাই গ্রন্থের নাম কিনা, কেমনে বলিব ? সে ভণিতাটি এই :—

> রচিল আদিত্যারাম কৃষ্ণের বিজএ।
> জেই জনে শুনে তার শত্রু হএ ক্ষএ॥

ঠিক ইহারই পরে নিম্নের চরণদ্বয় রহিয়াছে :—

> হেন কৃষ্ণ গুণ জে যুনিলে না মরি।
> গুণরাজ খানে তান (ভণে ?) গোবিন্দ শ্রীহরি॥

মালাধর বসুর ‘কৃষ্ণবিজয়’ আছে, জানি, কিন্তু এস্থলে এই বাক্যটির অর্থ কি, বুঝি না। একই স্থলে দুই জনের ভণিতা কেন ? ‘কৃষ্ণ বিজয়’ নিকটে না থাকায় মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না। ‘কৃষ্ণবিজয়ে’ও কি মণিহরণ বৃত্তান্তটা আছে ? অথবা কোন একটা ভণিতা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না ?

পুঁথি লিখিত হওয়ার তারিখাদি পাওয়া যায় নাই। অক্ষর দেখিলে বুঝা যায়, লেখা অনেক দিন পূর্ব্বের।

২০৫। নিত্যানন্দ বৈদ্যের কবিতা।

তারিখহীন একখণ্ড কাগজে এই কবিতাটি লিখিত। পদ সংখ্যা—১৫।

আরম্ভ :—

বন্দম মাতা ভগবতি করজোরে করম স্তুতি
কৃপা মোরে কর সরেসতি।
গোকুল বৈদ্য শাস্ত্রজ্ঞাতা মুখে সদাএ মিষ্ট কথা
জ্ঞান ভালা ধর্ম্ম অনুরতা॥

* * *

গঙ্গা আদি তির্থ জথ সব কৈল ক্রমাগত
দেবগ্রাম করএ বসতি।
কবিরাজি পুর্ব্বাপর জানিছি সকলি নর
জাগ জোর্গত পুরেন্দর॥
গৃহিণী বড় ভাগ্যবান দুইটি সন্তান তান
নিত্যানন্দ উমাচরণ নাম।

* * *

ভণিতা :—

দ্বিজ রামচন্দ্রে কহে নিত্যানন্দ বৈদ্যের জএ
আশীর্ব্বাদ কোরি রাত্রি দিনে॥

২০৬। শশিচন্দ্রের পুঁথি।

এই পুঁথির আদ্যন্তে কয়েকটি পত্র নাই। তথাপি গল্পটা একরূপ বুঝা যায়। রয়াল ফরমের কাগজের দুই পিঠে ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা। ৩—৩৭ পাতা বর্ত্তমান। আকার নাতি বৃহৎ নাতি ক্ষুদ্র। অতি জীর্ণ অবস্থা। কাগজ অতি পুরাতন দেখায় বটে, কিন্তু অক্ষর দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। আধুনিক হস্তাক্ষরের মত সরল লেখা। ভাষা বিশুদ্ধ ও সরল। পড়িতে ভাল লাগে।

কাঞ্চননগরের রাজা বিকর্ণের দুই মহিষী—বিষমুখী ও তারা দেবী। তারা দেবীকেই রাজা বিশেষ আদর করিতেন। বিষমুখীর ইহা সহ্য না হওয়ায় একদিন তিনি রাজাকে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন :—

আমি তারা দুই জন তোমার রমণী।
তোমার অধীন কিবা জিজ্ঞাস আপনি॥
যে তোমার অধীন নহে করে অহঙ্কার।
তাহাকে ত্যাগিবা তুমি সমুদ্র মাঝার॥

রাজার প্রশ্নোত্তরে তারা দেবী বলেন :—

ব্রহ্মা সৃজএ সৃষ্টি শিবে সংহারএ।
পালন করাএ লোকে প্রভু দয়াময়এ॥
হরি বিনে সংসারেতে কেবা আছে আর।
তুমি আমি সকলের জোগাএ আহার॥
কিন্তু লক্ষ্য করি দিছে শুন প্রাণনাথ।
ধর্ম্ম জানি কহিলাম তোমার সাক্ষাৎ॥
বিষ্ণু বিনে আহার জোগাইতে কেহ নারে।
ব্রহ্মা বিনা সৃষ্টি কথা নাহিক সংসারে॥

বিষমুখী রাজারই বশুতা স্বীকার করিলেন। শুনিয়া রাজা তারাদেবীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতে কোতোয়ালকে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। এই সময়ে তারাদেবী অন্তঃসত্ত্বা। এই ভবিষ্যৎ সন্তানই গ্রন্থের নায়ক শশিচন্দ্র।

দীর্ঘায়ত গল্প এখানে বলা চলে না। অনেক অদ্ভুত ঘটনার পর আবার সকলে সম্মিলিত হইয়াছেন। শেষে কয়েকটী মাত্র পাতা নাই বলিয়াই বোধ হয়।

ভণিতা :—

হাহা পুত্র জাদুমণি, মোকে করি অনাথিনী,
কার ঘরে হইলা ওদএ।
এই মতে শোকাকুলী, হাহা পুত্র বলি,
কান্দে দেবী রামজিদাসে ভণে॥

আরও কিছু বক্তব্য আছে। কবি আলাওল সাহেব সপ্ত শতাব্দীর লোক। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, কবি দৌলত কাজী

আরব্ধ 'লোর চন্দ্রাণী' কাব্যের শেষাংশ আলাওলের রচনা। কথা প্রসঙ্গে তিনি এই 'শশিচন্দ্রের' গল্পটি জুড়িয়া দিয়াছেন। অবশ্য নামধামে কিছু পার্থক্য আছে। আলাওল শশিচন্দ্রের নাম 'আনন্দ বর্ম্মা', তারার নাম 'রতনকলিকা', বিকর্ণ রাজার নাম 'উপেন্দ্র দেব' রাখিয়াছেন। এতদুভয়ের কথা পশ্চাদালোচ্য।

২০৭। শৃঙ্গার তিলকের অনুবাদ।

এই পাণ্ডুলিপিটি বোধ হয় কোন মুদ্রিত গ্রন্থের প্রতিলিপি। কারণ, আবরণ-পত্রে লিখিত আছে—"শ্রীযুক্ত কবি কালিদাস কর্ত্তৃক সংস্কৃত রচনা—দ্ব্যর্থ কবিতা। তন্মধ্যে আদি-রস পক্ষ যে অর্থ যথার্থরূপে গৌড়ীয় সাধু ভাষায় সুপ্রকাশপূর্ব্বক ভবানীপুর 'বৃত্তান্ত-বাহক' প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ইতি সন ১২৪৩ সাল তাং ২৫ শ্রাবণ।" পৃষ্ঠ সংখ্যা ১০; দুই পিঠে লেখা। শেষ আছে কিনা, মিলাইয়া দেখি নাই। রচনা—গদ্য ও পদ্যে। লেখকের নামধাম নাই।

২০৮। বৈদ্যক গ্রন্থ।

ইহাতে কবিরাজী, মুষ্টিযোগ ও 'মঘা' শাস্ত্রমত ঔষধ লিখিত আছে। গ্রন্থখানি সুলভ চিকিৎসার পক্ষে খুব মূল্যবান হইতে পারে। এক রোগের ৩।৪ রকমের ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। ইহার সঙ্কলয়িতা বোধ হয়, পটিয়া—থান মোহনাবাসী ৺বৈদ্য-নাথ ঠাকুর। সন ১২২৬ বাঙ্গালার হস্তলিপি। পত্র সংখ্যা ২৫, দুই পিঠে লেখা।

নিম্নে একটি রোগের ঔষধ ও ব্যবস্থা লিখিয়া দিলাম।

৩ দফে জরমাংতাইর ঝোলা আগা পাছা নামাইলে তাহার প্রওগ।—

পীপই	১
গোলমরিচ	১
কাচা হলদ্রা	১
লেম্বুর রস	১
মুট	১
লাটাগুলা	১
দারু হরিদ্রা	১
	৭

"এহারে বাটী গুলি বানাই কাচা জল অনু-পমে খাইবো পুন এক গুলি জল করি চক্ষুতে দিলে বিশ ছাড়িবো অষুদের পরীক্ষা এই অষুদে চক্ষুর জল স্রবিব জদি না স্রবে তবে সে লোক না বাচিবো।" অনেক বড় বড় রোগের এইরূপ সুলভ চিকিৎসা আছে।

২০৯। বাল্‌কা নামা।

এই গ্রন্থের সবিশেষ বৃত্তান্ত ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'আরতি'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সুপরিচিত শ্রীযুক্ত বাবু রসিক-চন্দ্র বসু মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন।

"গ্রন্থখানির নাম বাল্‌কা নামা। প্রণেতা নয়নচাঁদ ফকির। প্রণেতাকে দরবেশ ধর্ম্মা-বলম্বী হিন্দু বলিয়া বোধ হয়। * * * পুঁথি-খানির ভাষায় উহার খুব প্রাচীনতা অনুমান করা যাইতে পারে। যখন বাঙ্গালা ভাষার উপর আরবী পারসীর খুব প্রভাব ছিল, সেই সময় (মুসলমান রাজত্বে) গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল, বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের নাম-করণ এবং ভাষায় আরবী পারসী মিশ্রণ তাহাদিগকে প্রাগুক্ত অনুমানে পথে লইয়া যায়।"

"বাল্‌কা নামা" আধুনিক দরবেশ ও বাউল সম্প্রদায়ে অত্যন্ত সম্মানিত গ্রন্থ। বাল্‌ক (শিষ্য) ও মুর্‌সিদের (গুরু) প্রশ্নোত্তর ছলে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

বাল্‌কার প্রশ্ন :—

কাঁহা বৈঠে রাম রহিম কাঁহা বৈঠে সাই।
কাহা বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্ত পাই॥
কাঁহা গোলক বৈকুণ্ঠ, কাঁহা মক্কা মদিনা।
কাঁহা চন্দ্র সূর্য্য কাঁহা দিন দুনিয়া॥
কাঁহা বৈঠে চৌদ্দ ভুবন কাঁহা আলম তারা।
কাঁহা মেঘ বিজুরী কাঁহা বৈঠে ধারা॥
নঞান চাঁদ ফকিরে বলে দরবেশ মেরা ভাই।
কোন আলম খবর বান্দা এক পলকছে পাই॥

মুরসিদের উত্তর :—

দিল্‌সে বৈঠে রাম রহিম দিল্‌সে মাণিক সাঁই।
দিল্‌সে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল মস্তান ভিস্ত পাই॥
ঘরে বৈঠে চৌদ্দভুবন মুজিআ আলম তারা।
চাঁদযুক্ত মেঘ জুতি ইন্দ্রে বৈছে ধারা॥

গ্রন্থের শেষকালে :—

বিনা বিজে গাছ সেহি কল্পতরু।
হিন্দু মোছলমান দেখ সকলের গুরু॥

এই বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইয়াছে।

২১০। মাধবাচার্য্যের জাগরণ।

এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণই ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েকটি পত্র পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া যাওয়ায় পৃথক করিবার সময়ে স্থানে স্থানে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ থাকিয়াও অসম্পূর্ণ হইল। দীনেশবাবু এই গ্রন্থের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই ইহার গুণাগুণের বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন। তৎসম্বন্ধে আমাদের আর কিছু বলাই বাহুল্য। এই গ্রন্থখানি প্রকাশের একান্ত যোগ্য।

আরম্ভ :—

নমো গনেসায়। নমো সরস্বৈত্যা নমোঃ।
নমোঽ নমো দেবি নমো নারাঅনি।
প্রসিদ্ধ চণ্ডিকা মাতা বিপদ নাসীনী॥
সবার মঙ্গল ঘট বেদের স্বরূপা।
সকলি সম্পদ হএ জারে কর কৃপা॥

রচনা কাল :—

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা সক নিজ জিৎ।
দ্বিজ মাধবে গাএ সারোদা চরিৎ॥

কবির পরিচয় :—

গুরুর চরণ বন্দম　*　*　*
জনক জননী বন্দোম লোটাইআ ক্ষিতি॥
পঞ্চগ্রাম মৈদ্ধে　*　গ্রাম সার।
একাধর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
প্রতাপ তপন রাজা বৃদ্ধি বৃস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সে পঞ্চ গৌর মৈদ্ধে পঞ্চগ্রাম স্থল।
ত্রিপীনী নামে গঙ্গা তথা অতি মনোহর॥
মর্য্যাদাএ মোহদধি দানে কল্পতরু।
ধার্ম্মিক আচার রাজা বুদ্ধি সুরগুরু॥

কবি অনেকগুলি সুন্দর ধুয়ার সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। 'ধুয়া'—এই গ্রন্থে 'বিষ্ণুপদ' নামে পরিচিত। স্থানে স্থানে 'বিষ্ণুপদ' আবার 'গোপীভাব' নাম ধারণ করিয়াছে। ধুয়ার এই নামগুলি নূতন, সন্দেহ নাই। বাসুদেব ঘোষের 'গৌরাঙ্গ চরিতে' এই 'ধুয়ার' পরিবর্ত্তে আমরা 'ঠাঁঠ' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি। ধুয়ার নমুনা—

চিকণ কালারে সৈ দেখিতে জাইবারে।
নিরক্ষিতে নারি রূপে মেঘে ঝাপিআছে॥
কালা নহে গোরা নহে কেবল রসময়ে।
হাটিআ জাইতে হালিআ চলিআ পড়ে
পয়াণি কাড়িআ নেএ॥

শেষঃ—

লহনা খুলনা আর ধনপতি।
তিন জন লৈয়া গেলেন দেব সুরপতি॥
সুশীলা জন্মা দুই আর শ্রীমপতি।
তিন জন লৈআ গেলেন দেবি পার্ব্বতী॥
পূজ সেবক দুর্গা রাখিল শ্রীপতি।
দ্বিজ মাধবে গাএ বন্দিআ পার্ব্বতী॥

"অষ্টমঙ্গলার গীত সমাপ্ত। ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখীকো নাস্তি দোসকঃ: পুস্তক সমাপ্ত সন ১১৮৩ তিরাসী মঘি মাহে ১৯ ফাল্গুন রোজ সুক্রবার শ্রীতনুরাম দাস দাস।" পত্র সংখ্যা ৯৮; কোথাও দুই পৃষ্ঠে, কোথাও এক পৃষ্ঠে লেখা। আকার বৃহৎ; অতি জীর্ণাবস্থা। ইহার অধিকারিণী আনোয়ারা নিবাসী ৺ নিত্যানন্দ সেন মহোদয়ের স্ত্রী মহোদয়া।

মাধব আচার্য্যের ভণিতাযুক্ত 'গঙ্গামঙ্গল' নামক পুঁথি একখানা পাওয়া গিয়াছে। তাহা পশ্চাৎ সমালোচ্য।

২১১। আমীর জঙ্গ।

এতদিন এই প্রকাণ্ড গ্রন্থখানি আরবীয় বর্ণমালায় লেখা ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অত্রত্য তৈলারদ্বীপ-নিবাসী মুন্সী আবদুল কাদের নামক ব্যক্তি উহা বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মূল পুঁথিখানি বোধ হয়, তাঁহার নিকট আজও আছে। অদ্যকার সমালোচ্য পুঁথিখানি তাঁহারই লেখা।

হজরত মহম্মদের দৌহিত্র ইমামহাসন ও হোসেন পাপিষ্ঠ এজিদ কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে হত হইলে, উক্ত ইমামদ্বয়ের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আমির মহাম্মদ হানিফা বিষম সংগ্রামে এজিদকে বধ করিয়া ভ্রাতৃ-বৈর উদ্ধার করেন। মদিনা ও দেমাস্ক দুই স্থানে যুদ্ধ হয়। এই দুই স্থানের যুদ্ধ হইতে পুঁথিরও দুইটি ভাগ হইয়াছে। প্রথম ভাগে মদিনার ও দ্বিতীয় ভাগে দেমাস্কের যুদ্ধাদি বর্ণিত হইয়াছে।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। প্রথম ভাগের প্রথম ১৭ পাতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের শেষ কয় পাতা নাই, বলা যায় না। প্রথম ভাগের শেষ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৭; দ্বিতীয় ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১২। উভয় পৃষ্ঠে, ডিমাই ফরমের কাগজে লেখা।

দ্বিতীয় ভাগের আরম্ভ এই:—

প্রথম প্রণাম করি প্রভু করতার।
দ্বিতীয় প্রণাম করি রছুর আল্লার॥
তৃতীয় প্রণাম করি আছব্বারগণ।*
চতুর্থে প্রণাম করি ফাতেমার চরণ॥
হাছন হোছন দুই হৈল স্বর্গপতি।
মহম্মদ হানিফার জঙ্গের † আরতি॥
মদিনা সহরে যুদ্ধ হইল সুসার।
দিমিস্কের যুদ্ধে যাএ আলির কুমার॥

ভণিতা:—

(১) সেখ মনছুরে কহে কর অবধান।
আমীর জঙ্গের কথা অমৃত সমান॥

(২) শ্রীযুত মহাম্মদ সাহা গুণালয়॥
শুনিয়া জঙ্গের কথা সানন্দ হৃদয়॥
কহে সেখ মনছুরেত পাঞ্চালী পয়ার।
শুনি গুণিগণ মন হরিষ অপার॥

* আছব্বারগণ—(আছহাবগণ) হজরত মহম্মদের অন্তরঙ্গ পরিষদগণ। 'আছহাব' অনেক; তন্মধ্যে হজরত ওচমান, হজরত ওমর, হজরত আলি, এবং হজরত আবুবকর ছিদ্দিক মহাত্মারাই প্রধান।

† জঙ্গ—যুদ্ধ। এই শব্দ হইতেই আমাদের 'জঙ্গী লাট' উৎপন্ন।

আমীর জঙ্গের কথা রসের মঞ্জরী।
শুনিলে সম্পদ বাড়ে পরলোকে তরি ॥

এই মহম্মদ সাহা কে, জানিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ প্রথম ভাগের প্রথমে কবির পরিচয়াদি ছিল। আমরা মূল আরবী পুঁথি-খানি সংগ্রহ করিয়া এতদ্বিষয়ে পুনরালোচনা করিব, বাসনা রহিল।

পুঁথিখানি যুদ্ধসম্বন্ধী হইলেও ইহার আদ্যন্তে কেবল যুদ্ধ বর্ণনাই আছে, কেহ এরূপ না মনে করেন। অনেক অবান্তর বিষয়ের বর্ণনাও আছে। মুসলমানী বিষয় বলিয়া কতকগুলি মুসলমানী শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়াছে। তাহা ব্যতীত, গ্রন্থের ভাষা বেশ সুন্দর। একটু নমুনা দিতেছি :—

সংসার বসতি জান নিশির স্বপন।
মায়াজাল বন্দি বাজি দেখহ আপন ॥
পোতলা লইয়া যেন ফিরে অবিরত।
হাতের ঠমক যেন নাচে তেন মত ॥
তেমত মুরতি সব সয়াল জুড়িয়া।
নিরঞ্জনে মূর্ত্তি সব দিয়াছে ছাড়িয়া ॥
মায়া দিয়া চালায় প্রভু ছান্দিয়া যতনে।
চালায় মুরতি সব নানান বরণে ॥
মৃত্তিকায় কাল বুঝ অসার কেবল।
এহার ভরসা করে সেই সে পাগল ॥
দুই আঁখি মুদিলে হইব অন্ধকার।
ভাগা হৈলে রাখে নিয়া ভিহিস্ত মাঝার ॥
মনুষ্যের আয়ু জান শিশিরের পানী।
যম রাজার কাছে জান জল ভাও খানি ॥
শিশিরের জল শোষে জেহেন ভাস্করে।
তেমতে আছএ যম শরীর অন্তরে ॥
দিনে দশবার জান ফিরিস্তাএ আসি।
ডাকি বোলে দেশে চল যথ পরবাসী ॥
সংসার অসার জান বুঝ বুধগণ।
পুনঃ চলিয়া গেলে আপনে আপন ॥
সেখ মনছুরে কহে মিথ্যা মায়া বান্ধা।
অকারণে মায়াজালে মন কর বান্ধা ॥

আরও একটু দেখুন :—

মৃত্যুর লক্ষণ কহি শুন মন্দমতি।
কালন্দরে* কহিআছে সে সব ভারতী ॥
দুই চন্দ্র গগনে ত না পাইব দেখা।
সঙ্গে আছে দুই পক্ষী ভাঙ্গে তার পাখা ॥
সহস্র কমল দল শুখাইব সকল।
ভ্রমরা উড়িয়া যাইব ছাড়িয়া কমল ॥
ছয় মাস তিন দিন না আসিব আর।
সেই দিন যাত্রা করি যাএ নিজ পুর ॥
প্রদীপ নিপিলে আর না পাইব গন্ধ।
বর্ম্ম নাড়ী বেগ্নানাল (?) এড়িবেক বন্ধ ॥
শ্রীগোলাহাট শব্দ না হইব ধ্বনি।
আকার ইকার বুঝ না পাইব পুনি ॥
মল মূত্র হাসি কাঁশি এক রাস্তা হৈব।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দেহ শরীর ছাড়িব ॥
মণিপুর ছয় চক্র না ফিরিব আর।
সর্ব্ব অঙ্গ হৈব জান অগ্নি সমসর ॥ ইত্যাদি।

এই পাণ্ডুলিপি খানি আনোয়ারা—চাতরী বাসী শ্রীযুক্ত মিন্নত আলী সিক্‌দারের নিকট আছে।

২১২। মোহমুদ্‌গর-চরিত্র।

এইরূপ আরও দুই খানি পুঁথি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুঁথিখানি খণ্ডিত; কেবল চারিটি মাত্র পাতা আছে। শেষ পত্র সংখ্যা ১৮; এক পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা পাওয়া যায় নাই। অতীব

---

* কালন্দর—ইনি বোধ হয়, সেই প্রসিদ্ধ যোগী হজরত 'আবু আলি কালিন্দর'। হিন্দুস্থানে (কোন স্থানে ঠিক মনে নাই) ইহার সমাধি প্রভৃতি আছে। 'যোগ-কালন্দর' নামে এক বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি আছে।

প্রাচীন ও জীর্ণ। 'ড়' ও 'য়'র নীচে বিন্দু নাই।

শেষ :—

অর্জ্জুনের স্থানেত কহিলা নারাঅন।
বৈষ্ণব জে জন আর চরিত্র এমোন॥
* অর্জ্জুন তোমী মন স্থিড় হইয়া।
সর্গে গেল য়ভিমন্য তাকে চিতা কিয়া (?)॥
প্রভুর বচন যুনি মন (স্থির) কৈল।
য়ভিমনোর জত সোক সব পাসরিল॥
প্রভুর চরণে পড়ি করিলা মীর্ণতি।
* * * *
* * রাহিলা প্রভু জুদিষ্টীর স্থানে।
দিন দুই চারি বাদে জাহিব হাপনে॥
রাজাতে কহিবা মোর প্রেম য়ালিঙ্গনে।
আমীহ য়াসিতেছি সিংহহ (?) ভুবনে॥
এমোত কহিয়া য়র্জুন য়াস্বাসিলা।
হরসিত হইয়া প্রভু দারকাতে গেলা॥
য়র্জুন চলিয়া গেলা রাজার বিদ্যমানে।
প্রভু কহিছেন জত কহিল বিবারণে॥
তাহার বাক্য যুনিয়া রাজা হরসিত হইলা।
কহিয়া রাজায় তবে য়র্জুনেরে বুঝাহিলা॥
এত দিনে দুর হইল জত সোক ছিল।
রাজাকে সভ্যাসা (সম্ভাষা) করি পুরিতে চলিল॥

"ইতি মোহামুদগর চরিত্র সমাপ্ত। জথা দিপতং তথা লিখীতং। লেখোনং নাস্তি দোষকং॥ ইতি সন ১১৮৬ ॥০ তেরিখ ২১ পৌষ রোজ সমবার বেলা দুই চণ্ড থাকীতে লিখিয়া সাঙ্গ করিলাম। এহার সাক্ষী শ্রীধর্ম্ম। শ্রীকেবলকৃষ্ণ বষু সাং কোমর-য়াটী॥" এই গ্রাম কোথায়?

২১৩। সূর্য্যব্রত পাঞ্চালী।

ইতি পূর্ব্বে এই নামের আরও দুইখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। আজকার পুঁথিখানি খণ্ডিত,—মোট ৫টি পাতা পাওয়া গিয়াছে। হস্তলিপির তারিখ নাই; অতি পুরাতন দেখায় এবং পাতাগুলিও নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছে। দুই পিঠে লেখা। রয়াল ফরমের কাগজ।

আরম্ভ :—

ওঁ নমোঃ গনেসায় নমঃ নমঃ সরস্বতৈঃ নমঃ।
কৃপা করি দিবাকর দেঅ এই বর।
পদবন্দে পাঞ্চালী হউক মনোহর॥
চতুর্ভুর্জ দেব বন্দম সহিতে সাবিত্রি।
নারায়ণ দেব বন্দম সঙ্গে লক্ষি সরস্বতী॥
তার সেসে সিব আদি করি পঞ্চ জন।
একে একে বন্দম মুই সভার চরণ॥
শ্রীযুর্জ্য চরণ বন্দম করি পরিহার।
ব্রত পাঞ্চালী চাহিএ রচিবার॥

ভণিতা :—

দ্বিজ কালীদাসে কহে আদিত্যের চরণ।
দাসেরাস পুর্ন্ন কর হইআ কৃপামন॥
বিক্রম রাজ্যেতে বৈসে দিজ একবর।
দুঃক্ষিত করিআ বিধি কৈলা শ্রীজন॥
তান পত্নি পতিব্রতা রূপে গুণে ধন্যা॥
কথ দিন অভ্যান্তরে জন্মে দুই কন্যা॥
কুন্তি নামে জ্যেষ্ঠ কন্যা কনেষ্ঠা পার্ব্বতি।
ত্রিভুবন জিনী কৈন্যা রূপে গুণে অতি॥

২১৪। শ্রীচম্পককলিকা।

ইহার ১১টি পাতা পাওয়া গিয়াছে। অতীব দুঃখের বিষয় যে, কালপ্রভাবে ও অযত্নে কালী ও অক্ষর উঠিয়া যাওয়ায় প্রায় অনেক স্থলই অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। আরম্ভে কয়েকটি পদ বেশী ছিল, দেখা যাইতেছে। কিন্তু সেগুলি উদ্ধারের উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে 'তথাহি' দিয়া সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। পুঁথিখানি একেবারে নষ্ট হইয়া

গিয়াছে। অতি প্রাচীন। শেষ পত্রাভাবে তারিখাদি পাওয়া যায় নাই।

আরম্ভ :—

অষ্ট বৎসর আগে রূপ গেল বৃন্দাবন।
সনাতন থুইঞা এথাএ স্থির নহে মন।
রাত্রি দিনে ভাবেন রূপ গৌরাঙ্গ চরণ।
সনাতন সঙ্গে পুন করিতে মিলন।

২১৫। রাগমালা।

এই শ্রেণীর অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠাইয়াছি বটে, কিন্তু একখানিও অবিকৃতাঙ্গ পাই নাই। তৎকালে এইরূপ গ্রন্থের খুব প্রচলন ছিল বলিয়া, অনেক লেখক ইচ্ছা করিয়া ও গ্রন্থ বাদ সাদ দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। গীত-গুলি প্রায়ই সম্পূর্ণ দেওয়া হয় নাই। ধুয়া স্বরূপ কেবল গীতের আরম্ভ ভাগটি লিখিত রহিয়াছে। এই কারণে আমাদিগকে অনেক গুলি সুন্দর সঙ্গীত হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইতেছে।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি বড়ই প্রাচীন, অনেক স্থানে পার্শ্বদেশ ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে পত্রাঙ্ক ঠিক করা যাইতে পারিতেছে না। তারিখ নাই, কিন্তু হস্তলিপির বয়স বোধ হয় দেড় শত বৎসরের কম হইবে না। মোট ২৮ পাতা পাওয়া গিয়াছে; শেষ কয়েক পাতা নাই।

আরম্ভ :—"ইতি রাগমালা লিক্ষ্যতে।

রাগ মাল্লব—মল্লার—শ্রীরাগ—বসন্ত—হিল্লোল—কর্ণাট—এতে রাগা সটরিতা। হেমন্তকাল দুই মাস। ১৫ পোদর জের আগ্রন ৩০ ত্রিশ পৌষ ১৫ পোদর মাগ। এই রীতে রাগ মাল্লব পাইছে।

তার স্ত্রিঃ—ধানসী মানসী রামক্রিয়া সিন্দুরা আছোয়ারি ভৈরবি। মাল্লবঅস্ত পৃয়মা (প্রিয়-তমা) রাগ মাল্লব। গীত—হরি মাধব হে মুঞি সে অপরাধী (তুয়ারে রাখ) তুআ পাএ। জানিয়া ন কর দয়া,—সকল কপট মায়া,—দিনবন্ধু বুলিরে তোহ্মারে।" প্রায় সমস্ত গীতই এইরূপ খর্ব্বীকৃত। অনেক সুন্দর পদ আছে।

এই পুঁথি ও পশ্চাৎ আলোচিত 'তাল নামার' মালিক শ্রীনাদের আলি পিং আকবর আলি পণ্ডিত সাং চাতরী, চট্টগ্রাম।

২১৬। কদ্রু-বিনতা-সংবাদ।

ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা কাল কি ধলা, এই কথা লইয়া কদ্রু ও বিনতার মধ্যে বিবাদ হয়। সেই বিবাদ প্রসঙ্গই এই পুঁথির প্রতিপাদ্য। শীর্ষোক্ত নামটি গ্রন্থের নাম কি না, ঠিক বলা যায় না। আবরণ পত্রে "ইতি করু বিনতা সোদ্ধসোবা" এইরূপ একটা কি নাম লেখা আছে।

আরম্ভ :—

নোম শ্রীবিষ্ণুবে নোমঃ। নোম গণেসায় নোমঃ। বেদে রামাঅনে চৈব ইত্যাদি।

প্রণমহু হরিহর সতপত্র জোনি।
বাণি কমলা বন্দ পর্ব্বতনন্দিনী।
পদ্মার চরণ বন্দি গাওম গিত।
আদিত্য দাসের বাণি রচিল কবিত্।
জেন মতে কদ্রু বিনতা সামবাদ।
জেন মতে পক্ষিএ পাইল অপসাদ।
* * *
সকল কহিএ আহ্মি ভারতি প্রসাদ।
সদাএ করিবা কেলি মোর কণ্ঠে নাদ।

অমৃত হরণ গীত অমৃত লহরী।
শুনহ ভকত মন কণ্ঠগত ভরি॥

শেষ :—

বিশ্বরূপি হইল তবে দেখি পদ্মাবতি।
সোর্গ মত্য দুই গোটা গেল সিগ্রগতি।
* * *
বিশ্বরূপ হইআ তবে গরুর পরসে॥
পদ্মরে উদরে দেখি * *
সর্গ মত্য পাতাল দেখিল বিধিত।
সপ্ত দ্বিপ দেখিলা সপ্ত সাগর।
স্থাবর জঙ্গম দেখে জথ চরাচর॥
* * *
হরসিত হইয়া বোলে দেবি পদ্মাবতি।
অরুন বদন দেবি * *
* * হইল সমাপ্ত।

ভণিতা :—

মাএর ক্রন্দন শুনি বোলে জথ নাগমণি,
সোক মাও ভাব কি কারণ।
আহ্মরা সাধিব কাজ, কেনে মাও পাও লাজ,
কোবি কৃষ্ণানন্দে এই ভণে॥

"ইতি সন ১১৩৬ তারিখ ২০ আসার রোজ চন্দ্র বার বিকাল বেলা সমাপ্ত। * * জগন নাত * * সাং দেআনের হাট পৃষ্ঠো" পত্র সংখ্যা ১৭, উভয় পিঠে লেখা। শেষ পত্রের লেখা উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে।

২১৭। কপিলা-মঙ্গল।

ইহাতে কপিলা গাভীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৪½; উভয় পৃষ্ঠে লেখা। রয়াল ফরমের কাগজ। হস্তলিপি বড় বেশী দিনের নহে। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

শ্রীহরি। শ্রীজগদুর্গা।
সুন সভাজন মন দিয়া ইতিহাস।
সুনিলে সকল পাপ হইবে বিনাস॥
গোধন পালন ধর্ম্ম নাহি যার ঘরে।
তাহার সমান পশু নাহিক সংসারে॥
সংসারের মৈধ্যে ভাই পূজিতে গোধন।
জার সেবা করিল আপনে নারায়ণ॥
ত্রিলৈক্ষ তারিণি গঙ্গা চারি বেদে কএ।
তুল্য করি জানিঅ গোধন গঙ্গা হএ॥
হরিপদ কমলে আছিল মন্দাকিনি।
সেহ ত তাহান সেবা করিল আপনি॥

শেষ :—

তোর দন্তঘাতে তনু চিরিবেক জে।
সর্ব্ব পাপ মুক্ত হইআ স্বর্গে জাইব সে॥
কপিলারে ছলিল যে নারদ মুনিবর।
ব্যাঘ্র মুক্তি ছাড়ি গেলা অমরা নগর॥
শাপ পাই ব্যাঘ্র যদি প্রবেশিল বন।
আনন্দে কপিলা গেল আপনা ভুবন॥
কপিল মঙ্গল সোবা সুনে জেই জন।
তার ঘর লক্ষি দেবি না ছারে য়সুক্ষণ॥
সভার ঠাই কহি আমি করিআ যে বেস্ত।
ইতি কপিলমঙ্গল পোস্তক সমাপ্ত॥

"ইতি সন ১২০৬ মঘি তারিখ ২১ জ্যৈষ্ঠ রোজ আদিত্তবার মোকাম তিন চেধিআ (?) শ্রীযুক্ত দেবীদাস সেনর থামার লেখা সমাপ্ত হইল ইতি স্বয়ক্ষরমিদং শ্রীরাম দআল দে সম্বর্থে লেখীত জম্বআত্ চোরে নিবাঅতে জদি যুকরি তৈস্ত মাতাশ্চ পিতা তস্বঞ্চ গন্ধবঃ॥" 'তিনচৌদ্ধ' গ্রাম আছে কিন্তু কোথায়, জানি না।

২১৮। প্রেমতরঙ্গিণী।

ইহার নাম 'প্রেমতরঙ্গী' বলিয়া লিখিত আছে। দুইখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। একখানির প্রথমের দুইটি পাতা শূন্য; অপর খানির কেবল ১০ পাতা বর্ত্তমান। প্রথম খানি ক্ষুদ্র আকারের ও দ্বিতীয় খানি বড় আকারের কাগজে এক পিঠে লেখা।

ইহা ভাগবতের কোন্ স্কন্ধের অনুবাদ, জানিতে পারি নাই। "বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী"তে ভাগবত আচার্য্যের যে "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" প্রকাশিত হইতেছে, ইহা কি সেই গ্রন্থেরই অংশ? এই পাণ্ডুলেখ্যে যে ধরণের ভণিতা আছে, সেইরূপ ভণিতা উক্ত প্রকাশিত গ্রন্থে কোথাও নাই। বোধ হয়, ইহা আজও ততদুর বাহির হয় নাই। এই খণ্ডে রাধিকার দ্বারকানয়ন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

আরম্ভ :—

"শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। অথ প্রেমতরঙ্গি গ্রহস্থ লিক্ষ্যতে। কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম জস্য প্রবর্দ্ধতে। ভস্মি ভবব্ধুরাজ ইন্দ্র মোহা-পাতক কোটএৎ (?)॥"

কৃষ্ণ কথা রসময় অমৃতের ধারা।
পুন পুন সুন লোক শ্রুতি মনোহরা॥
হরিগুণ য়ানন্দে যুনহ নিতি নিতি।
পরম কারণ হরি নিগুণের গতি॥
হরিগুণ কথা ভাই শ্রবণ মঙ্গল।
প্রসন্ন হইব জথ ইন্দ্রিয় সকল॥

*   *   *

একদিন পার্ব্বতি সঙ্কর বিদ্যমান।
কৃষ্ণ কথা জিজ্ঞাসিল প্রসন্ন বদন॥
গোপ গোপী পূত্র জথ কৃষ্ণ পূত্রজন।
তা সভার কোন গতি কৈল নারায়ণ॥

ভণিতা :—

(১) পথক্রমে উদ্ধব চলিলা মহামুনি।
ভাগবৎ আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।
(২) ভাগবৎ আচার্য্যের মধুরস বাণী।
জোগ সত্য কথা কহি প্রেমতরঙ্গিণী॥

একখানিতে তারিখাদি নাই, অপর পুঁথির তারিখাদি এই :—

"ইতি উদ্ধব চরিত্র সমাপ্ত। ইতি সন ১১৬৯ (১১৩৯?) তেরিখ ১৩ই কার্ত্তিক মাহে সমাপিলাম শ্রীঅসমন্ত রাম (?) সেন সাং সাভাজনগর ইতি।" ইহার পত্র সংখ্যা ৪০, এক পৃষ্ঠে লেখা। আকার ক্ষুদ্র। ৪০ পৃষ্ঠার অক্ষর উঠিয়া যাওয়ার একটু বাকী 'য়'ও'ড়' নীচে বিন্দুহীন। অপর পাণ্ডুলিপির লেখা খুব প্রাচীন বোধ হয়। অক্ষরগুলি বিচিত্র। সাভাজনগর কোথায়?

২১৯। তালনামা।

এই নামের অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। সকলগুলি এক জনের সঙ্কলিত নহে। ইহার সঙ্কলয়িতা কে, জানা যাইতেছে না।

পুঁথিখানি বড়ই প্রাচীন। প্রাগালোচিত 'রাগমালা' ও ইহা একই হাতের ও সময়ের লেখা। পার্শ্বদেশের লেখার কালী উঠিয়া যাওয়ায় পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করা যাইতেছে না। অনেকগুলি পত্র পাওয়া গিয়াছে। শেষ পত্র নাই, বোধ হয়।

ইহাতে কেবল তালের 'গৎ' দেওয়া আছে। কয়েক স্থানে তালানুযায়ী সঙ্গীতও আছে। ভবিষ্যতে রাগমালার সহিত ইহারও আলোচনা হইবে বলিয়া অদ্য আর কিছু বলিলাম না।

জেখানে বাজাও বাঁসী সেখানে লাগত পাম।
সিহরে উকারি বাঁসী সাগরে ভাসাম॥
ছৈদ মর্ত্তজা কহে জনম ভিখারী।
তন ছাড়ি প্রাণ টান তন হৈল খালী॥

এইরূপ সমস্ত গীতগুলির বিকৃতি ঘটিয়াছে। নকল নবিসের নাম শ্রীমাহাম্মদ কারকন, সাং চাতরি, জেলা চটগ্রাম

২২০। হরিবংশ।

কৃষ্ণ চরিত সম্বন্ধে ইহা একখানি সুন্দর

গ্রন্থ। অশ্লীলাংশ পরিত্যাগ করিতে পারিলে এই কবির গ্রন্থখানি অতি উচ্চদরে বিকাইত। ইহা কবিত্ব সম্পদে সর্ব্বত্রই সম্পন্ন। গ্রন্থের আদ্যন্তে এমন সুন্দর কবিত্ব মাখা লেখা অতি অল্প কাব্যের থাকে। পরে আমরা ইহার বিস্তারিত সমালোচনা করিব, বাসনা রহিল।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারাঅন ব্রহ্ম সনাতন।
সতরজতম তিন নির্লোপ নিরঞ্জন॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরে জার মাআ নাহি বুঝে।
কপিল মহেসে জার পদাম্বুজে ভজে।
নিরবধি তারা সবে জার পদ সেবে।
নারদ আদি আর সুখ দেবে॥

ভণিতা :—

সৈত্যবতী সুত ব্যাস নারাঅন অংশ।
সংখেপে রচিল পুন্ন শ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক রাখাল করিআ পদবন্ধে।
লোক বুঝিবারে কহে দীন ভবানন্দে॥

পয়ারচ্ছন্দে ভণিতা সর্ব্বত্রই এইরূপ। কবির পরিচয় স্বরূপ এই দুইটি চরণ পাওয়া গিয়াছে :—

* * *

সর্ব্ব লোকে বুঝিবারে, পয়ার রচিল তারে
শিবানন্দ সুত ভবানন্দে।

একস্থানে বলিতেছেন, কবি সারদার বর পাইয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তিনি যে পূর্ব্ববঙ্গবাসী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থে অনেকগুলি সুন্দর পদ আছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা সে গুলিকে খণ্ড কবিতা মনে করিতাম। পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গীত গ্রন্থ গুলিতে এইরূপ অনেক পদ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তাহার কয়েকটি পূর্ব্বে পূর্ণিমা ও সাহিত্য সংহিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। দুই একটি এখানে দিলাম —

তুড়ি রাগ।

শ্যাম বন্ধু কালা চান্দ কি আর বলিব তোকে।
প্রেম বাড়াইআ, বিনি দোষ দিআ,
তবে কেনে ছাড়িবা আহ্মাকে।
মুই যে অভাগী, মিছা ভাব লাগি,
দুই খানি কুল জে খাইলুম্।
প্রেমেতে বান্ধিআ, জাতি কুল দিআ,
ভাবিতে২ মুই মৈলুম॥
কুল শীল জাতি, তেজি নিজ পতি,
তোমা না দেখি প্রাণ ফাটে।
তোমার পিরীতে, সে ধার করাতে,
আসিতে যাইতে কাটে॥
কুলধর্ম্ম কাজ, পরিহারি লাজ,
প্রেম বাড়াইলুম তখনে।
অন্তর আনলে, মোর হিআ জ্বলে,
মিছা সব তোর মনে॥
পুরুষ ভ্রমর, না জান অন্তর
ভাবিতে ভাবিতে হৈলু ধন্ধ।
চিন্তিতে আচম্বিৎ, হৈলুম মোহশ্চিৎ
বোলে তবে দীন ভবানন্দ॥

সিন্ধুরা রাগ। (২)

সজনি সই, মোর পরাণ বিদরে।
আহ্মা ছাড়ি প্রাণনাথ রৈল মধুপুরে॥
কাহারে কহিমু দুঃখ কেবা মরম জানে।
না দেখিআ প্রাণনাথ কি করে পরাণে॥
কি করিলে কি হইব তাহা নাহি বুঝ।
কৃষ্ণ দরশন মাগো এই বর খোজ॥
কথ বা ঝুরিব আমি হই কুলবধূ।
রাখিআ গরল বন্ধু লইআ গেল মধু॥
আগেতে ভরসা ছিল পাছে ভাব ভিন।
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন॥

শেষ :—

সুখে রাজ্য কর তুমি সারদা নন্দন।
আহ্মারে মেলানি দেয় জাই তপোবন॥

শ্রীভাগবত বিমল ধর্ম্ম-অংশ।
গুহ্যাতিগুহ্য বিবরণ হরিবংশ ॥
মনোহর পদ ভাঙ্গি রচিল পদবন্ধ।
শিবানন্দ সুতে ভণে দীন ভবানন্দ ॥

"ইতি শ্রীমোহাভাগবতো হরিবংশ তিলোত্তমা শ্রীকৃষ্ণবেহার সমাপ্ত। এই পুস্তক লিখনং যুয়ক্ষর শ্রীরামসেবক দাস আঞ্চিচ অস্য পুস্তক মালিক শ্রীরামহরি সর্দ্দার সাকীন পদুআ। ইতি সন ১১৯২ মঘি মাহে দুইঅ ফাল্গুন রোজ রবিবার বেহান বেলাতে লীখন সমাপ্ত।" 'পদুআ' গ্রাম চট্টগ্রাম—সাতকানীয়া থানার অধীন।

পত্র সংখ্যা ৯৮, বড় কাগজে দুই পিঠে লেখা। প্রকাণ্ড গ্রন্থ।

২২১। লালমনের কেচ্ছা।

এখানি মুসলমানী পুঁথি। ভাষা আরব্য ও পারস্য মিশ্রিত। সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রচার গ্রন্থের উদ্দেশ্য। অধিক দিনের নকল নহে।

আরম্ভ :—

আল্লা আল্লা বলো ভাই ইয়াদ আল্লা বলো।
হর্‌দমে আল্লার নাম নিতে কেন ভোলো ॥
লইতে আল্লার নাম না করিবে হেলা।
জোবান হইবে বন্ধ মস্তকের বেলা ॥
এই জে দুনিআ দেখ সব অকারণ।
ভোজ বাজি ধুলা খেলা না রবে কথন ॥
বন্দনা করিতে আমা হবে অনেক্ষণ।
লালমোনের কথা কিছু সোন দিলা মন ॥
সত্যাপির ছিল ছলে লালমোন হৃন্দরি।
হোছেন সাহা বাদসা নিয়া হয় দেশান্তরি ॥

শেষ :—

পুরিল মনের সাদ পোহাইল রজনি।
সত্ত লক্ষ টাকা দিল সত্য পিরের সির্নি ॥
মক্কাএ বসিআ আপে হাসে সত্যাপিরে।
বুঝিল বাদসার বেটী চিনিল আমারে ॥
খোসালে করেন দোও আপে সত্যাপিরে।
হোছেন সা বাদ্‌সাই পাইল মোগান সহরে ॥
পুরিল মনের সাদ দুখ গেল দুরে।
আসর সহিতে দোও কর সত্যাপিরে ॥
লাএকে নেওাজ গাজি ধরি তোমার পাএ।
আল্লা আল্লা বলো সবে পুথি হৈল সাএ ॥

ভণিতা :—

(১) সত্যের চরণ সেবি।
রচিল আরিফ কবি ॥
(২) সত্যের কউসে যে আরিক কবি গায়।
লায়েক নেয়াজ গাজি ধরি তোমার পায় ॥

"সমাপ্তঃ। সন ১২১৯ মং তাং ৩০ আসাঢ়। এই পুতির মালিক শ্রীদরবেশ আলি পিং রমজান আলি সাং সৈদপুর নিখিতং।" এইগ্রাম চট্টগ্রাম—'হাওলা' চাকলার অন্তর্গত। পত্র সংখ্যা ৫৯; রয়াল ফরমের কাগজ। পাতলা লেখা উভয় পৃষ্ঠে বড় অক্ষরে।

২২২। বৈষ্ণব-বিধান গ্রন্থ।

ইহা ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৫; একপিঠে লেখা। প্রথম পাতা একটু ছিন্ন। অক্ষরগুলি বড় বড় এবং কোন কোনটা কিছু বিচিত্র। 'র' পেটকাটা, 'য়' বিন্দুহীন, 'উ' বা 'উ' 'ড' রূপে লিখিত।

আরম্ভ :—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ চন্দ্রায় নম। বাঞ্চা কল্পতরু এবচ। পতিতায়ং পাবনভো বৈষ্ণব নম ॥

আনন্দে বোলহ হরি ভজ ভগবান।
ঠাকুর বৈষ্ণবের পায় মজাইয়া মন ॥
বৈষ্ণব বৈষ্ণব মোর করুণার সিন্ধু।
ইহলোক পরলোক দোহো লোকের বন্ধু ॥

বৈষ্ণব গোসাই য়ামার অপার মহিমা।
য়াপনে না পারেন প্রভু জাকে দিতে সীমা।

শেষ :—

বৈষ্ণব গোঁশাঞি বিনে যদি জান অন্ত।
ইহলোক পরলোক নহে তার ধন্ত।
বৈষ্ণবের ঘরে যদি ভুত্ত (ভৃত্য) কর্ম্ম করো।
তথাপি বিসই দুঃখ সহিতে পারো।

ভণিতা :—

বলরাম দাসে কহে এতেক বিচার।
বিসইয়ার ঘরে জর্ম্ম নহে জেন য়ার।

"ইতি বৈষ্ণব বিধন গ্রহস্ত সংক্ষপে সমাপ্ত। ইতি সন ১১৯০ তেরিখ ৬ আশ্বিন রোজ শনিবার পৌঃ কন্দপপাল পুত্র যুবন (ভুবন?) পাল সাং বন্দর আসন।" এই গ্রাম কোথায়?

২২৩। দণ্ডী পর্ব্ব।

এই পুঁথিখানি বৃহৎ। প্রথম পত্র ছিঁড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। পত্র সংখ্যা ৩৭, প্রথম পাতা এক পৃষ্ঠে ও অবশিষ্ট পাতা দুই পৃষ্ঠে লেখা। অক্ষর গোটা গোটা ও বড়। ইহা পরে পৃথকভাবে সমালোচ্য।

আরম্ভ :—

নম গণেসায়।
দণ্ডয়ব নৃপতির বিভরন যুনি।
যুখদেবের স্থানে জিজ্ঞাসিলা নৃপমণি।
দণ্ডিস্বব নৃপতির কথা সংখেপে কহিল।
বিস্তারিয়া শনিবারে শ্রদ্ধা হইল মন। (?)
কোন দেসে ছিল সেই দণ্ডি নৃপমনি।
কোন মতে বনেতে পাইল তুরঙ্গিনি।
গোবিন্দের প্রিয় সখা পাণ্ডবেরগণ।
কৃষ্ণ পাণ্ডবের কেনে হইলেক রণ।

ভণিতা :—

শ্রীভাগবত কথা, ব্যাসের কবিতা পোথ,
সোলক বন্ধে কথা রনুসার।
তারথির পদতলে, রাজা রাম দত্তে বোলে,
সেই কথা পদ রনুসারে।

শেষ :—

সরস্বতির পদযুগে করি নমস্কার (!)।
গুরুপদে প্রণাম করিএ বারে বার।
ভবানির পদযুগে করি নমস্কার।
কহে (হীন?) রাজা রাম দত্তে রচিল পয়ার।

"ইতি শ্রীভাগবতে একাদস স্কন্দে দণ্ডয়ব প্রসংঙ্গ সমাপ্ত। ইতি সন ১১৫৩ মঘি তারিখ ২৬ সাবীয আসীন রোজ সনিবার।" লেখক শ্রীদেবিপ্রসাদ দাস দেয় সাং নাই।

২২৪। নলোপাখ্যান বা নৈষধ।

বৃহৎ গ্রন্থ। বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। পত্র সংখ্যা ৬১, উভয় পৃষ্ঠে লেখা। পশ্চাৎ সবিস্তারে সমালোচ্য।

আরম্ভ :—

নম গনসাঅর। নম নিরাঞ্জন। বন্দন হরি নরাঅন
বিজয় ভারত কথা বন পর্ব্ব সমাধান।
পুণ্য কথা যুন সবে নলক্ষন।
যুনিতে শ্রবণ বুক পরম কত্তক।
পুণ্যবন্ত বুদ্ধি হএ মুক্ত পরলোক।
মহারাজা যুধিষ্টির ধর্ম্মের নন্দন।
পাসাএ হারিল রাজ্য ধন বন্ধুগণ।
কুকির্ত্তী করিয়া সব নিল দুজ্জধন।
পঞ্চ ভাই ভার্জ্যা সনে প্রবেসিল বন।

ভণিতা :—

না দেখিয়া দময়ন্তি (?) কান্দে মহাদেবি।
দত্ত লোকনাথে কহে মনে দুক্ষ ভাবি।

শেষ :—

এথ যুনি জুধিষ্টির হরিস অন্তর।
লোক দর্ত্তনাথ (?) কহে ভাবি গদাধর।
পণ্ডিত চরণে মোর কোটী নমস্কার।
দোস খেমা করি গুণ করিবা প্রচার।
প্রণতি করিএ আন্ধি সভার চরণে।
ক্রেমভঙ্গ অপরাধ না লইবা মনে।

আহ্মি অতি খুদ্র হম সিধু অল্পমতি।
সভার চরণে মোর রহউক প্রণতি॥

"ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দিষ্টং তথা লিখীতং লিখকো নাস্তি দোসকং শ্লোক। পণ্ডিতেষু গুণা সর্ব্বে মুখে দোসাশ্চ কেবলং তস্মাত মুক্ষ সহস্রেন প্রাজ্ঞা-মেকং বিশেসত। শ্রীসাহেবর্দ্দি জমার্দ্দারস্য। শ্বঅক্ষরমিদং শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দেয়স্য প্রগনে রোসনাদ চাকলে খণ্ডল মৌজে উর্ত্তর তাল-বাড়িয়া। এহি পুস্তকর হক মালিক শ্রীসাহাবর্দ্দি জমার্দ্দার ওলদে মাহাম্মদ আরপ ইবিনে মহোম্মদ মুলতান সাকিমে ইছিলাম বাদ মৌজে বাকলিয়া তরপ শ্রীযুত হামজাহা চৌধুরী আমলে শ্রীযুত মেস্তর কেওল সাহেব চাটীগ্রামের মুবা শ্রীযুত স্যামলেন সাহেব আমলে। ভিমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক। পুস্তক সমাপ্ত মাহে চৈত্র ৪ চাইর তারিখ এক প্রহর বেলা হইতে চান্দ ছকর পনর তারিখ মোকাম দক্ষিণ সিক কাচারি॥"

নিম্নের এই কথা গুলি কোন গ্রন্থাংশ কিনা জানি না। একটা প্রাচীন হস্ত-লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এখানে তুলিয়া দিলাম:—

"গুহ্য নামে মহালিঙ্গ নামে মুলাধার।
পীতবর্ণ চতুর্দ্দল মূর্ত্তির আকার॥
হৃদের উপরে পদ্ম রক্ত বর্ণ হএ।
তাহার উপরে পদ্ম বিষ্ণুর আলয়॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গ ধরি হাতে।
শ্রবণে কুন্তল শোভে মুকুট শোভে মাথে॥
তার পর মহাদেব দিব্য কলেবর।
পঞ্চ কক্ষ (?) তিন আখি জটাজুট ধর॥
শুন্যের উপরে শুন্য ব্রহ্মাণ্ড যে তথা।
ভাবিলে পরম তত্ত্ব মনে পাইবা দেখা॥
হস্তী আইসে জাএ সুইচের অগ্রেত নাহি ঠেখ।
এই গুরু সংক্ষেপে চিনিলাম প্রথেক।

২২৫। কৃষ্ণ লীলা।

এই পুঁথির কয়েকটি পাতা মাত্র আছে। ১৩, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ পাতা ভিন্ন অপর পাতাগুলি কোথায় গেল জানি না। লেখার তারিখাদি পাইবার উপায় নাই। অক্ষর বেশ সুন্দর; কাগজ অতি পুরাতন দেখায়। এক পিঠে লেখা। গ্রন্থের নামটি নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাদ্বয় হইতেই কল্পিত হইল।

(১) কৃষ্ণ সে পরম ধন জানিয় সর্ব্বথা।
নন্দরাম ঘোষ কহে কৃষ্ণ লিলা কথা॥

(২) বড়ই অপূর্ব্ব কথা কৃষ্ণ মোঙ্গল গিত।
কৃষ্ণ লীলা নন্দরাম ঘোসের রচিত॥

প্রাপ্ত পত্রগুলিতে কৃষ্ণের কংস সভায় গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত হইল। অক্রূর ও কৃষ্ণের কথোপ-কথন:—

সন্তুষ্ট করিল মোরে বর লও তুমি।
জাহা ইচ্ছা কর সেই বর দিব আমি॥
মুনি বলেন কৃষ্ণ তুমি জগত ঈশ্বর।
আমি বড় নরাধম প্রিথিবী ভিতর॥
প্রিথিবির মৈধ্যে মুনি তুমি অন্তর্জামী।
বোলল হাপনে (আপনে) কোন বর হব আমি॥
ধন জন দারা পুত্র কিছুই না চাই॥
জন্মে জন্মে আমি জেন তোমার পদ পাই॥

আমার নিকট একখানি অতি প্রাচীন খণ্ডিত "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা" আছে। অনেক স্থলে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। তারিখটি এই:—"সকাব্দা ১৪৮৩ (অথবা ১৭৮৩?) শ্রীগঙ্গাপ্রাণ শর্ম্মণ সাং মুরপুর সাখর মিদং পুস্তকং ইতি।" পুঁথির উপসংহার বিদ্যা-

পতির একটা পদ আছে। রক্ষণার্থে পুঁথি-খানি পরিষদে দিব।

২২৬। ত্রিলক্ষ পীরের সিন্নি-বিধি।

এই গ্রন্থে ত্রিলক্ষ পীরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভঃ—

প্রথমে বন্দম আদি দেব নিরঞ্জন।
জাহার কারণে হয়ে সৃষ্টির পতন॥
বৃষবাহনে বন্দম দেব পঞ্চানন।
গরুড় বাহনে বন্দম দেব নারায়ণ॥

শেষঃ—

ধান্য রাশি মধ্যে ঘঠ করিব স্থাপন।
কর্পূর তাম্বুল আদি দিব শুদ্ধমন॥
কদলীর পত্রেতে জে করিব আসন।
ভক্তি করি পাঞ্চালী জে পঠিব সুজন॥
এক চিত্ত হইয়া পিরের স্তুতি জে করিব।
মনের যতেক দুঃখ পিরে খণ্ডাইব॥
সোণার ঘোড়া রূপার জিন্।
আসিবেন ত্রিলৈক্যপির সিন্নির দিন॥
আসিবেন ত্রিলৈক্ষপির বসিবেন খাটে।
ত্রিলোক্ষ পিরের সিন্নি হাতে হাতে বাটে॥

"ইতি ত্রিলোক্ষ পিরের সিন্নি বিধি সমাপ্ত। ইতি সন ১২৩৯ মঘি তাং ২৬ শ্রাবণ স্বাক্ষরং শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা সাং সুচক্রদণ্ডী।" অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পত্র-সংখ্যা ১১½; শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা নাই। স্থানে স্থানে 'সত্যপীরের পাঞ্চালী'র সহিত মিল আছে।

২২৭। তমিম গোলাল-চৈতন্য সিল্যালের পুঁথি।

এই খানি মুসলমানী পুঁথি। তমিম গোলাল ও চৈতন্ত সিলালের প্রেম ও পরিণয় কাহিনী বর্ণিতব্য বিষয়। ভাষা বাঙ্গালা প্রধান। এই বিষয়ের দুইখানি পুঁথি আছে, একখানি মহম্মদ আকবরের রচনা; অপর খানির ভণিতা এই :—

মহম্মদ রাজাএ বোলে, কথ রঙ্গ মহীতলে,
সকল জে প্রভুর খেয়াল।
ধার্ম্মিক সুজন পরে, জে জনে অন্যায় করে,
তার জান এমত জঞ্জাল॥

আমার পিতৃব্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মুন্সী আইনদ্দিন সাহেবের বাল্যকালের হস্তলিপি। আকার বৃহৎ, আদ্যন্ত বিনষ্ট। ভণিতাগুলি অধ্যায়ের আরম্ভ ভাগে দেওয়া একটু বিচিত্র বটে। সিলালের বারমাস হইতে একটু নমুনা দেওয়া যাউক :—

শ্রাবণ মাসেত বন্ধু নিঝর বরিষা।
না পুরাইল মনবাঞ্ছা না পুরাইল আশা॥
এবে বৈরাগিণী হইব যে করে ঈশ্বরে।
নতুবা গরল খাই হইব সংহারে॥
ভাবিয়া চাহিল মনে সকল অসার।
বিধি বক্র হইল মোর না হৈল সুসার॥

* * *

মাঘ মাসে ত প্রভু তরলে পড়ে শীত।
আকাশ পৃথিবী জুড়ি সমীর সহিত॥
মুই অভাগিনীর বন্ধু বুকে লাগে শীত।
না বুঝি মুগধ সঙ্গে বাড়াইল পিরীত॥
শীতে তনু হৈল ক্ষীণ আর বৈরী লোক।
অবলা বিভোলা নারী কথ সহিমু শোক॥

এই খণ্ডিত পুঁথি আমাদের বাড়ীতে আছে। মনে পড়ে, উক্ত দুই পুঁথি মুদ্রিত দেখিয়াছি।

২২৮। শ্রীরাম-কাহিনী।

পদ সংখ্যা প্রায়—১৬।

এইটি ভাটদিগের কবিতা। সংক্ষেপে

রামবনবাস হইতে রাবণবধ পর্য্যন্ত বর্ণিত। সন্দর্ভের কোন নাম ছিল না। ১১৯৩ মঘির লেখা।

আরম্ভ :—

ভক্তি ভাবে শুন সবে শ্রীরাম কাহিনী।
পিতৃ সত্য পালিবারে চল্যো রঘুমণি॥
হয়ে রাম জটাধারী বাকল পরি পাছে লক্ষ্মণ ভাই।
মধ্যে সীতা রাখি চলে রঘুনাথ গোসাঞি॥

শেষ :—

হাতে ধরি ভানু রাইখাছেন কানে।
লক্ষ্মণেরে জীয়াইল ঔষধের ঘ্রাণে॥
বীরে উঠি বোলে মার মার তর্জ্জন তরাসে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ কৈল রাবণ বিনাশে॥
রাম নাম মোক্ষ নাম লবে জনে জন।
রঘুনাথ আনন্দে হরি বোল সর্ব্বজন॥
কবিতা সাঙ্গ হইল।

ভণিতা :—

শ্রীকালীচরণ ভট্টো বোলে রামের বাণে কে বাচিবে আর।
ধনুতে টংকার দিআ বোলে মার মার॥

২২৯। বস্ত্রহরণ।

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি সম্পূর্ণ থাকিলেও অতি জীর্ণতা হেতু পুঁথির স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সবটা উদ্ধার করা যায় না। অবয়ব রয়াল ফরমের কাগজের ৩ পৃষ্ঠা মাত্র। ১১৮৩ মঘির লেখা। ভাট-গীতি, বোধ হয়।

আরম্ভ :—

* * ধনি কাকে কুম্ভ লইয়া জল ভরিতে জাএ।
* * হরসিত হইয়া ঘাঠে কুম্ভ থুইয়া জল খেলাএ॥
অথ গোপিগণ অন্তে মুখ চাহিয়া হাসে গোপিগণ।
তাতে কদম গাছে বৈস্যা হরি করে নিরক্ষণ॥
তটেতে রাখিছে গোপীর বস্ত্র অভরণ।
কাজা গোপ্ত বেশে গেলেন ঘাঠে বস্ত্র নিলো হরি।
কদম গাছে নন্দলালে বাজাএ মুরারি॥

শেষ :—

রাধে হাস্যা কহে উচিত হএ শরণ নহে জে।
ছারিলে কি হবে নাথ নিবেদিলুম জে।
দুহুর মিলন হইল প্রেম বারাইল শুমান গেলো চলি।
পদ্মবনে পরি জেন মধু পীএ অলি॥
ওলাসী (?) প্রভাত হইল রতিপতি গেলো নিজ স্থান
রাধে কোলে সয্য করে বৈসেন ভগবান॥

ভণিতা :—

গরি পঞ্চানন সুত জ্ঞানহীন মোর (মূঢ় ?) জন।
রাধা কৃষ্ণ বৈলা জাউক সমাইর জীবন॥
ইতি শ্রী বস্ত্রহরণ সমাপ্ত।
শ্রীতনুরামে ভট্ট ভণে রাধা কৃষ্ণ চরণে॥

অন্য এক স্থানে এইরূপ একটা ভণিতাও আছে :—

কবিরত্নে ভণে শ্রীচরণে পুরায় মনের আশ।
কৃষ্ণ বৈলে চলে রাধা ছাড়িআ নিশ্বাস॥

উক্ত গৌরী পঞ্চানন সুত এই তনুরাম ভট্টই সম্ভবতঃ কবিরত্ন উপাধিধারী হইবেন। পুঁথিখানি চট্টগ্রাম—কেলি সরে (কেলি সহরে) লিখিত। লিপিকারের নাম নাই।

২৩০। সঙ্গীত সংগ্রহ।

ইহাতে প্রাচীন কালের ২৬টি শাক্ত-সঙ্গীত সংগৃহীত আছে। তন্মধ্যে অনেকটি কবিরঞ্জন ও দ্বিজ রামপ্রসাদের রচিত,—অপরগুলির রচয়িতা—রাজকিশোর, তারিণী ব্রহ্মাণী, দ্বিজ হরি দাশরথি এবং রামদুলাল। কয়েকটির ভণিতা নাই। অপ্রকাশিত সঙ্গীতগুলি "পূর্ণিমায়"—প্রাচীন সাধন সঙ্গীত প্রবন্ধে প্রকাশিত হইতেছে।

ইহা হইতে একটি নূতন সত্যের উদ্ধার বা—নূতন একজন স্ত্রী কবির আবিষ্কার হইল। প্রাচীন সাহিত্যে শিখী মাহিতীর স্ত্রী

মাধবী (প্রসিদ্ধ ৩ৄ রসিক ভক্তের ৄ জন) ও হরিলীলার কবি আনন্দময়ী গুপ্তা প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক কবিই আছেন। এই নূতন কবির একটি মাত্র সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

শিব দুর্গা নাম লও না কেন মনরে আমার। ধু।
অন্তিমকালে তরাইবে ভবনদী পার।
দুর্গা নামটি মকরন্দ, শ্রবণে বহে আনন্দ।
নিরানন্দ নিতান্ত কপাল মন্দ যার॥
দুর্গা নামটি মহৌষধি, পান কর নিরবধি,
কালো ভয় কালো চিন্তে নাইক তোমার।
তারিণী ব্রাহ্মণী বোলে, দুর্গা নামটি না লইলে,
শমন ভুবনে গেলে দোহাই দিবে কার॥

নিম্নোদ্ধৃত গীতটী কার কৃত, জানি না।

সেত তুমি মা কত রঙ্গ জান কালী। ধু।

কখনে পুরুষ, কখনে প্রকৃতি,
কখন হও বনমালী।
ব্রহ্মকুলে গিএ, ব্রহ্মময়ী হইএ,
ব্রহ্মকমণ্ডলু ছিলি।
বৃন্দাবনে আসি, বাজাইলে বাঁসী,
গোপীর মন ভোলালি।
রাম অবতারে, জনকেরি ঘরে,
সীতা নাম প্রকাশিলি॥
জনকেরি বংশ, ব্রহ্মশাপে ডংশ (ধ্বংশ ?)
গঙ্গারূপে উদ্ধারিলি।

হস্তলিপির তারিখ নাই। প্রায় ৫০ বৎসরের লেখা। লেখক ৺রামতনু দেব শর্ম্মা সাং সুচক্রদণ্ডী। ইনি "জ্যোতিঃ" সম্পাদক কালীশঙ্কর বাবুর পিতা।

২৩১। কৃষ্ণ-গুণ-কথা।

ইহার নামটি পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থে কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ :—

নমো গণেশায় নমঃ।

বিপদের বন্ধু কৃষ্ণ সম্পদের ধন।
ইহলোকে পরলোকে প্রভু নারায়ণ॥
রাধা রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল সর্ব্বজন।
আনন্দে চলিআ জাইবা বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

শেষ:—

কৈক্ষ হোতে খুদ কাড়ি লইল নারায়ণ।
এক মুঠ লইয়া খুদ করিলা ভোজন॥
আর এক মুঠি খুদ লইলা জগন্নাথে।
হেন কালে লক্ষ্মীদেবি ধরিলেক হাতে॥
লক্ষ্মী দেবি বোলে প্রভু না খাইয় আর।
কত কালে সুঝিবো আক্ষি সুদামের ধার॥
এহি মাত্র ব্রাহ্মণে জে কহে সমাচার॥
প্রজা সবে শুনি হৈল হরিস অপার॥
কৃষ্ণ গুণ কথা কহি হরিস হৃদএ।
আনন্দে চলিয়া জাইবা বৈকুণ্ঠ আলএ॥

ভণিতা :—

(১) শুনহ ভক্ত সব, কৃষ্ণ গুণ উৎসব,
শুন ভাই কর্ণ ঘট ভরি।
দ্বিজ পরশুরামে কহে, না ভজিলাম রাধা পাএ,
ভবসিন্ধু কিরূপে হইব পার॥
(২) দ্বিজ শ্রীকিঙ্করের বাণী, রাধাকৃষ্ণ বোল শুনি,
অন্তকালে কৃষ্ণ পদে আশ।

"ইতি সন ১২২১ মঘি তারিখ ৫ বৈশাখ শ্রীরামকিঙ্কর সর্ম্মণঃ পুস্তিকেঅং।" পত্র সংখ্যা ৮, প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক।

প্রাগুদ্ধৃত দ্বিতীয় ভণিতাটি যে লেখক রামকিঙ্কর শর্ম্মারই প্রক্ষিপ্ত, তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধ হইতেছে। উক্ত ভণিতা দুইটি প্রত্যেক স্থলে একই স্থানে আছে।

২৩২। একাদশী—মাহাত্ম্য।

পদ সংখ্যা প্রায়—২০।

আরম্ভ :—

নমো গণেশায় নম। নম স্বরসত্যৈ নম।
প্রণমোহ নারায়ণ দেব নিরঞ্জন।
জাহার কারণে হইলো অখিল ভুবন॥
সেই হরির পাদপদ্মে করি নমস্কার।
একাদশী মাহাত্ত্য কথা করিমু প্রচার॥
এই মতে পঞ্চ ভাই কৃষ্ণর সহিত।
হেনকালে একাদশী ব্রত উপস্থিত॥

শেষ :—

দশমীয়ে সন্জম (সংযম) করিব সাবধানে।
একাদশী দিনে হরি পুজিব বিধানে॥
ফলমুল নৈবদ্য য়ার নিশি জাগরণ।
দ্বাদশীরে পারণা করিব তত্তৈক্ষণ॥
পঞ্চগ্রাসী করিতে নব গণ্ডুসের জল।
অন্তরৈক্ষে হইআ পাপ পলাএ সকল॥

ভণিতা নাই। ১১৯৩ মঘির লেখা। লেখকের নাম শ্রীচণ্ডীচরণ দেব শর্ম্মা সাং আনোআরা।

২৩৩। জুলুয়া।

পদ সংখ্যা—২০।

এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভটি পূর্ব্বে মুসলমানের বিবাহোৎসবে গীত হইত। জুলুয়া নামধেয় এ গীতের সঙ্গে সঙ্গে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে পাশাক্রীড়া চলিত। সে উৎসব অনেক রহস্যময়,—দু'কথায় এখানে বলা যায় না। জীবন সংগ্রামের কঠোরতা বৃদ্ধিবশতঃ এই উৎসব এখন উঠিয়া গিয়াছে। লোকমুখে সচরাচর ইহা জুল্লা উচ্চারিত হয়।

আরম্ভ :—

বিচমল্লায় নাম জান সংসারের সার।
আদি অন্ত নাহি জান গোসয় প্রচার॥
কি করিব যমদুতে বিপক্ষ বিবাদ।
সর্ব্ব স্থানে জয় জয় সে নাম প্রসাদ॥
পরণামি পরমতত্ত নৈরাকার রূপ।
সৃষ্টিকর্ত্তা জেই রূপ য়াদোত সেরূপ॥

*　　*　　*

তবে মহম্মদ নবী ত্রিভুবন সার।
জাহার গৌরবে প্রভু সৃজিল সংসার॥
নৈরাকার আজ্ঞা ধরি করিলা আদেশ।
নিকাহা মঙ্গল বিবা হইতে বিসেস॥
নিকাহা মঙ্গল বিব' উৎছব উল্লাস।
মেদনীতে জাহা হোতে রহে গৃহবাস॥
ধন্য ধন্য এই দুইর জননী জনক।
রূপ গুণ এই দুইর পালিছে পালক॥

শেষ :—

সহজে ললাট ভাগ্য মন্ত্রির (?) লিখন।
চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ একত্রে মিলন॥
রাহুএ চিকুর তাহা গ্রাসিবার সাৎ।
তেকারণে রহিআছে বেরূণ পাট জাৎ॥
বিদ্রুত অধর কিবা শুনি আখি মন। (?)
দশন দাড়িম্ব বীজ মিহির উজ্বল॥
ইসেত কটাক্ষ হাসি বচনের সঙ্গ।
পুর্ণিমার চন্দ্র হস্তে অমিয়া তরঙ্গ॥ *

"ইতি জুলুয়া সমাপ্ত। লেখীতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধলঘাঠ (পটীয়া—চট্টগ্রাম)। সন ১২১৫ মঘি তাং ১৪ ফাল্গুন।" ভণিতা নাই। উক্ত লেখকের ও তাঁহার পিতা মধুরাম নন্দি উভয়েরই ব্যবসায় ছিল—পুঁথি নকল করা। এই জন্য চট্টগ্রামে প্রাচীন হস্তলিপির লেখাগুলি "মধুরামি লেখা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২৩৪। দুর্গা পঞ্চরাত্রি।

ইহার অপর নাম "শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব।" ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীর পালাগুলি জগন্নাম রায় এবং নবমী ও দশমীর পালা-

গুলি তৎপুত্র রামপ্রসাদ রচনা করেন। জগন্নাথের (অষ্টকাণ্ডীয়) 'রামায়ণ' ও 'আত্ম-বোধ' এবং রামপ্রসাদের 'কৃষ্ণলীলামৃতরস' নামে গ্রন্থও আছে। ইঁহাদের নিবাস জেলা বাঁকুড়া ভুলুই গ্রামে।

উক্ত গ্রন্থগুলি জেলা বাঁকুড়া মেজিয়া পোষ্টাফিসের অধীন কালিকাপুরবাসী, কবিগণের আত্মীয় শ্রীযুক্ত কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন। 'দুর্গা-পঞ্চরাত্রি' দেখিয়া বোধ হয়, প্রকাশক মহাশয় গ্রন্থগুলি আধুনিকভাবে সংশোধন ও সংযোজন করিয়া মৌলিকত্ববিহীন করিয়াছেন। এমন কি, গ্রন্থগুলিকে "কাশীবিলাস গ্রন্থাবলী" নামে পরিচিত করা হইয়াছে। 'দুর্গা পঞ্চরাত্রিতে' অনেক স্থলে ভণিতা এইরূপ :—

"দ্বিজ জগন্নাম দুর্গা পঞ্চরাত্রি গায়।
এ কাশীবিলাসে মাগো রাখ ভবদায়।" (!!)

সম্প্রতি 'আত্মবোধ' নামক গ্রন্থখানি মজুমদার লাইব্রেরী হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রকাশক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যে 'দুর্গা পঞ্চরাত্রি'' উপহার দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই এই কথাগুলি লিখিত হইল। উক্ত সমস্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তাঁহারই নিকট আছে।

২৩৫। গঙ্গা-মঙ্গল।

এই গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ 'চণ্ডীকাব্য' প্রণেতা মাধবাচার্য্যের রচিত। দুঃখের বিষয়, শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাঁহার সময় সম্বন্ধে যে একটু গোলযোগ আছে, এই গ্রন্থ সাহায্যে তাহার মীমাংসা হইতে পারিল না। "ইন্দু বিন্দু বাণধাতা" ইত্যাদির মত কোন সময়-জ্ঞাপক শ্লোক হয়তঃ এই গ্রন্থের সমাপ্তিতে ছিল।

"মহাপ্রসাদ বৈভব ও মাধববংশ... প্রভৃতি পুস্তকে জানা যায়, মাধবাচার্য্য মহাপ্রভুর পড়ুয়া ও মন্ত্র শিষ্য ছিলেন",— এই গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত ভণিতা দৃষ্টে উক্ত উক্তির কথঞ্চিৎ সমর্থন হইবে।

আরম্ভ :—

ওঁ নমো গনেষায়। ধানশ্রীরাগ।
প্রনমহো গণপতি গৌরির নন্দন।
সুভ বুদ্ধিদায়ক বিঘ্ন বিনাসন। ধ্রু।
খর্ব্ব স্থূল তরল তনু লম্বিত উদর।
কুঞ্জর সুন্দর মুখ অতি মনোহর।
সিন্দুরে মণ্ডিত অঙ্গ অতি সুশোভন।
চারি ভুজে সোভা করে অঙ্গদ কঙ্কন।

শেষ পত্রের শেষ :—

সেই গঙ্গাজল বিন্দু, পাইআ নরক সিন্ধু,
তরিল রাক্ষস তিন জন।
ছারিয়া রাক্ষসরূপ, দিব্য দেহ অপরূপ,
ধরিয়া রহিল তখন।
তিন ভিতে তিন জন, করে নানা স্তবন,
আমা সভা কৈলা পরিত্রাণ।
হইছিল ব্রহ্মসাপ, ঘুচাইলা সে সব পাপ,
তিলেক করিয়া অবধান।

ভণিতা :—

চিন্তিয়া চৈতন্ত চন্দ্র চরণ কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল।

শেষ পত্র সংখ্যা ৮১, উভয় পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র অক্ষর। অতি প্রাচীন লেখা, জীর্ণাবস্থা। অনেকগুলি অক্ষর বিচিত্র। বোধ হয়, এত প্রাচীন পুঁথি আমি আর এখানে পাই নাই, পুঁথির আকার বৃহৎ। তারিখাদি পাওয়া যায় না। পরে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

২৩৬। বত্রিশ-সিংহাসন।

এই নামের আর একখানি গ্রন্থ বন্ধুবর ৺নলিনীকান্ত সেন মহোদয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মিলাইয়া দেখি নাই বটে, কিন্তু উভয় গ্রন্থ অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। সেই গ্রন্থখানি এখনও নলিনীবাবুর লাইব্রেরিতে রহিয়াছে।

আরম্ভ :—

বত্রিশ সিংহাসন (?)

একদিন সুরপতি স্বর্গেত বসিয়া।
চারিদিগে দেবগণ বসিছে বেরিয়া।
অপসরিগণের আজ্ঞা দিল সুরপতি।
আজি নিত্য কর সবে জথেকা যুবতি।
উর্ব্বসি মেনকা নাচে ঘৃত্তাচি (?) রূপসরি।
এইরূপে অনেক নাচিছে বিদ্যাধরি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত,—১০১ পাতা পর্য্যন্ত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লেখা। প্রকাণ্ড গ্রন্থ শেষ পত্রে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলীর কথা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ইহার পর গ্রন্থ আর বেশী নাই। কোথাও ভণিতা পাওয়া গেল না। ভাষা বেশ মার্জ্জিত ও সুন্দর। বড় বেশী দিনের লেখা নহে।

নলিনীবাবুর সংগৃহীত গ্রন্থখানি আনিয়া পরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

২৩৭। হরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

এই নামধেয় আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি, দুই পুঁথি এক জিনিষ নহে।

আরম্ভ :—

নমো গণেসায়।

দ্বিজ গুরু বন্দম জে ব্যাস বৃহস্পতি।
ভক্তি করি বন্দম জে দেবি সরস্বতি।
পণ্ডিত সকল পদে করি নমস্কার।
অপরাধ না লইবা মাগি পরিহার।
পণ্ডিত সকল পদে দণ্ডবত সেবা।
অপরাধ পাইলে কিছু মর্য্যাদা করিবা।
অতি কষ্ট করি জেবা পুণ্য জে করএ।
পরলোকে সেই জন ভাল গতি হএ।

শেষ :—

দেবীর বচনে রাজা লভিলেক জ্ঞান।
প্রজাগণ সমে রাজা রহে যুক্ত স্থান।
প্রভুর আজ্ঞাএ হৈল যুক্তে স্বর্গপুরি।
তথাএ রহে মহারাজা প্রজা সঙ্গে করি।
যুক্ত স্বর্গ রহিলেক হরিশ্চন্দ্র রাজা।
পরম হরিসে রহে লৈয়া নিজ প্রজা।
এই মতে রহে রাজা দেবির সঙ্গতি।
শুনিলে অতুল পুণ্য অন্তে স্বর্গে গতি।
কায়ামনে ভক্তি করি জেবা পরে শুনে।
সর্ব্বপাপ নাশি জাত্র বৈকুণ্ঠ ভুবনে।

ভণিতা :—

(১) ই অর্থে তাপিনি মোরে বিধিএ করিল।
স্বকবি সংহিতা গাহে পাষাণ দ্রপিল।

(২) দেবির করুনা শুনি, কান্দে রাজা নৃপমণি,
স্বকবি সঙ্গিতা সকরুণ।

(৩) জথ জথ বৈসে লোক, কেবা পাএ এত শোক
স্বকবি সঙ্গিত মুখ গাহে।

"ইতি হরিচন্দ্র স্বর্গ আরোহণ সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৬ মঘি মাহে ২৮ কার্ত্তিক রোজ রবিবার।"

পত্র সংখ্যা ১৩ ; এক পিঠে লেখা। গোটা গোটা বড় অক্ষর। ভণিতাটি ভাল বুঝা গেল না। পশ্চাৎ বিস্তৃতভাবে সমালোচ্য।

২৩৮। দুর্গা-পুরাণ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'আরতি' পত্রিকার ১৩০৮ সনের

দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

"মুক্তারামের বংশ নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে। ঐ বংশে কেবল রাধাচরণ নাগ নামক অশীতিপর বৃদ্ধ মাত্র জীবিত আছেন; তাঁহার একমাত্র পুত্র দ্বারকানাথ ১২৯৬ সালের ভীষণ ভূকম্পে মুর্শিদাবাদে দালান চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

পরে তিনি 'সাধক' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; অনেক শাক্ত-সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে একটি গীত দেখুন :—

ত্রাণ কর বিষম কলি ভয়।
হেলায় জনম যায়. না ভজিলাম রাঙ্গা পায়,
জীবন যৌবন মিছে সব।
ভাবিয়া উমার পদে, আছিল অনেক সাধে
ঠেকিয়ে দারুণ মায়াজালে।
দিন দিন হইলাম হীন, জীবন আর কত দিন,
না জানি কি হয় অন্তকালে।
সুত সম্পদ জয়, তুমি হতে সব হয়,
ভাবিয়া বুঝিল আপন মনে।
সেবকের জায়া সার, মায় বিনা কে আছে আর,
আমি বঞ্চিত তাতে কেনে।
চিন্তিতে চঞ্চল আঁখি, পলকে সঙ্কট দেখি,
শমন দারুণ কাল পাছে।
আমি বড় অপরাধী, বিপাকে ঠেকাইল বিধি.
তোমাতে বিদিত সব আছে।
পঞ্চমুণ্ডে জন্ম নাম, তাহার অপরে রাম,
ভণে সেই পন্নগ পদ্ধতি।
মিনতি করিয়া কয়, না যায় মনের ভয়,
উপায় বলহ বেকুল গতি।

"গ্রন্থের আকার ১২৫ পাতা; প্রথম পাতা এক পৃষ্ঠে লেখা। শ্লোক সংখ্যা অনুমান ২৫০০। কবির স্বহস্ত লিখিত পুঁথি—অতীব জীর্ণাবস্থা।"

'আরতীর' এই প্রবন্ধ হইতে এই গ্রন্থগুলির সংবাদও জানা যাইতেছে :—

(১) মুক্তারামের মত ধারীশ্বরবাসী কবি জগন্নাথ ও 'দুর্গাপুরাণ' রচনা করেন।

(২) দ্বিজ বংশীদাস প্রণীত ভাগবত।

(৩) মাধবাচার্য্য রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'।

(৪) রাজা রাজসিংহ রচিত 'রাগমালা'।

(৫) সদানন্দ মুন্সী প্রণীত 'দারা শেকো'।

(৬) জগন্নাথের রচিত 'নিগম'।

(৭) বিষ্ণুরাম নন্দী কৃত 'উদ্ধবগীতা'।

উক্ত গ্রন্থগুলির আবিষ্কারের জন্য শ্রীযুক্ত কেদারবাবু আমাদের ধন্যবাদার্হ।

২৩৯। কালী পুরাণ।

দুর্গাপুরাণের পর মুক্তারাম নাগ কালী পুরাণ রচনা করেন।

আরম্ভ: —

দুর্গা পুরাণ শুনি রাজা জন্মেজয়।
কর জোড়ে * * ব্যাস স্থানে কয়।
দশভুজা চণ্ডিকা হিমালয়ের ঝি।
কালরূপ হইলেন এ বিষয় কি।
রামা হইয়া সংগ্রাম দেখিতে অসম্ভব।
পদতলে তান কেন শিব হইলেন শব।
উলঙ্গ উন্মত্ত হইয়া না করেন লাজ।
কেমতে * * দুষ্ট রণভূমি মাঝ।
কেমতে ধরাইলে হিয়া শুনিয়া মেনকা।
নিশাকালে কিমতে মায়েরে দিলা দেখা।
প্রথমে কালীর পূজা হৈল কোন ঠাঞি।
সেই সব বিবরণ শুনিবারে চাই।

"এই প্রশ্নগুলির উত্তর কালী পুরাণে বিবৃত। ছোট গ্রন্থ ৩৭ পাতা। প্রথম ও শেষ পাতা এক পিঠে লেখা। প্রাপ্ত গ্রন্থ ১২৫০ সনের লিখিত।"

২৪০। চৈত্র-মাহাত্ম্য।

ইহাতে চণ্ডী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঘটনা সেই খুল্লনা লহনার কথা। চণ্ডীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবিগণ হয়ত এইরূপ কোন গ্রন্থাবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের যশের কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ভাষা সরল ও অনাড়ম্বর।

পুঁথির নাম চৈত্র মাহাত্ম্য হইল কেন?

আরম্ভ :—

জয় দুর্গা।

প্রণমোহ পরম দেবতা আদ্য দেবি।
ব্রহ্মা হরি হর থাকে জার পদ সেবি॥
সত রজ তম তিন গুণে সেই জুতা।
প্রষুতি পালন বিনা শিবে শক্তি ভুতা॥
জার নাম স্বরনে দারিদ্র দুঃখ জাএ।
মহাপদ পাএ সেই ইশেদ লিলাএ॥
তাহান চরিএ রচিবারে কল্লি য়াসা।
লোক পরিতোসেরে করিব দেশী ভাষা॥
আছে অতি পশ্চিমে নগর উজ্জায়নি।
বিক্রম কেসরি রাজা নৃপ সিরোমনি॥

শেষ :—

জয়২ জননি জগত সোনাতনি।
নরকে না কর গতি নম নারায়নি॥
ভবানি ভিভিকা ভুতা হর ভগবতি।
জন্মে২ হোক তুয়া চরণেতে গতি॥
ইহ জন্ম আরোগিতা বিপক্ষ বিনাস।
পরলোকে হোক গৌরিপুরেতে নিবাস॥
পুত্রে পৌত্রে অভিরামে বারে ঠাকুরাল।
তিলমাত্র আপদে না লংঘে কোন কাল॥
জাবত জিবন মাতা তুয়া গুণ গাই।
মৃত্যুকালে বাতুল চরণে দিবেন ঠাই॥
শাকে রসাবান সৈলেন্দু বামা।
খবেন্তানু প্রাহ মুর্ধা সুতঃ খরামা॥

"ইতি চৈত্র মাহাত্য সমাপ্ত। শ্রীরাম গতি আচার্য্যাক্ষরশ্চ। শ্রীরাম তনু সর্গার পুস্তিকশ্চ। সন ১১৯৬ মঘি তারিখ ৩০ চৈত্র কুল বিষ্ণু দিন শনিবারে বেহান বাদে সমাপ্ত।" পত্র সংখ্যা ১৩, এক পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক ভণিতা নাই।

২৪১। মুক্তোল হোছন।

পূর্ব্বে একবার এই গ্রন্থের একটু আলোচনা করিয়াছি। আদ্যন্তবিহীন একটা পুঁথি অবলম্বন করিয়াই তখন উক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। অদ্যকার পুঁথিখানিও খণ্ডিত, কিন্তু ইহার আদি আছে।

রামায়ণ মহাভারত যেমন হিন্দুর পক্ষে অতি আদরের ও পবিত্র জিনিষ, নবিবংশের কীর্ত্তিবিষয়ক গ্রন্থ বলিয়া এই গ্রন্থখানিও মুসলমানের পক্ষে তেমনি পবিত্র ও আদরের সামগ্রী। নবিবংশের যাবতীয় কথাই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাষাও বড় সুন্দর; তাহার আভাস পূর্ব্বে একটুকু দেওয়া গিয়াছে। আমাদের কোন সহৃদয় মুসলমান সঙ্গতিপন্ন ভ্রাতা এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ভার গ্রহণ করিবেন কি?

গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড,—৭৯ পাতা পর্য্যন্ত আছে; অবশিষ্ট কতদূর নাই বলা যায় না। চেষ্টা করিলে অনেক পাণ্ডুলিপি মিলিবে। ইহার লেখা খুব প্রাচীন; দেড় শত বৎসরের উপরে। শেষ পত্র অভাবে তারিখ পাওয়া যায় নাই। দুই পিঠে লেখা। অবস্থা নিতান্ত জীর্ণ।

আরম্ভ :—

বিস্মিল্লাহিররহমান নিররহিম পিরওস্তাদ
প্রণামহো নিরঞ্জন সংসারের সার।
বিশ্বরূপী সর্ব্ব স্থানে গোপতে প্রচার॥

এক হস্তে দুই হই হৈল তিন গুণ।
ভাবক ভাবিনি ভাব মগ্ন সনিপুন॥
ভাবক ভাবিনি জদি দরসম ভেল।
অনন্ত অলেখ মুক্তি (মুর্ত্তি ?) উপজিয়া গেল॥
এক ভেল অলেখ (অনেক ?) অলেখ ভেল এক।
কহিতে অকথ কথা কেবা কহিবেক॥
সেই প্রভু প্রণামহো হই এক মন।
অনাদি অনন্ত সেই প্রভু নিরঞ্জন॥

বহুস্থান ব্যাপিয়া কবির বংশ পরিচয় আছে। সবটা উদ্ধৃত করিবার স্থান হইবে না। তজ্জন্য আমরা কেবল আসল কথা গুলিই উদ্ধৃত করিব। এই বিবরণে কয়েকটা ঐতিহাসিক কথা আছে। তৎপ্রতি ঐতিহাসিক কঠোর দৃষ্টিপাত প্রার্থনীয়।

কাএ মনে প্রণাম করিএ বারে বার।
কদল খান গাজি জান ভুবনের সার॥
জার রণে পড়িল অসঙ্ক রিপুগণ।
ভএ কেহ মর্জ্জিলেক সমুদ্র গহন॥
এক পরে হইল সহস (?) প্রাণহিন।
রিপু জিনি চাটিগ্রাম কৈলা নিজাধিন॥
বৃক্ষ তলে বসিলেক কাফিরের গণ।
সেই বৃক্ষ ছেদি সবে করিল নিধন॥
তান এক দশ মিত্র করিএ প্রণাম।
পুস্তক বাড়এ না লেখিল তান নাম॥
তান এক মিত্রে বধিলেক চাটর্ব্বরি।
মুছুলমান কৈল সব চাটিগ্রাম পুরি॥
তাহান প্রেমের সখা অতি গুণবান।
সএখ (সেখ) সর্ফদ্দিন পির ত্রিভুবন জান॥

* * *

প্রণমহ তান সুত গুণের সাগর।
কুলগুরু কাজি সে আলাম নাম ধর॥
মহাসক্ত মির কাজি তাহান নন্দন।
এক মনে প্রণামহো সে দুই চরণ॥
তান সুত গুণ যুত খান কাজি নাম।
তানপাদ পরে মোর সহস্র সেলাম॥

তাহান নন্দন জান সর্ব্বগুণালএ।
করতার ভাবে মগ্ন জাহার হৃদএ॥
সএখ (সেখ) হামিদ পির জান ত্রিভুবন।
কাএ মনে প্রণামিএ সে দুই চরণ॥
তান সুতনয় পির বুদ্ধি সুর গুরু।
ভিক্ষুক লোকের প্রতি (পতি ?) ভবকল্পতরু॥
জার কেরামতে ভরি গেল ত্রিভুবন।
বাবা ফরিদের পদে করিএ বন্দন॥
তাহান ঔরসদভ (ঔরসোদ্ভব ?) ভুবনের সার
দশ দিগে হই কৃতি হইল জাহার॥
খেনেকে মক্কাতে চলি জাএ জেই জন।
তথা গিয়া সেবন্ত নৈরূপ নিরঞ্জন॥
তিলেকে আসিয়া পুনি চাটিগ্রাম দেশে।
জথাবিধি করতার সেবন্ত বিসেস॥
হামিদ আলাম পির ভুবনের পতি।
তান দুই পদ বন্দম করিয়া ভগতি॥
তাহান ঔরসদভ কুলের কেতন।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিসারদ অতি বিতর্পন॥
বধিয়া সে অরিজন করিয়া সংগ্রাম।
আপনাহে স্বর্গবাস হৈল পরিণাম॥
সাহা নযুরাদ্দিন পির মর্য্যাদা সাগর।
চরণ রাজির প্রণামহ বহুতর॥
তাহান ঔরস বিবি মানিক্য ধরিল।
সর্ব্ব সুলক্ষণ সিহু তাত উপর্জ্জিল॥

* * *

পির সক্র নামে জানে ভুবনের সার।
মাতা সঙ্গে তাহানে প্রণামি বারে বার॥
তাহান কনিষ্ঠে জে পুজিতে ত্রিভুবন।
পুর্ণচন্দ্রধিক মুখ কমললোচন॥
গোরাঙ্গ কাঞ্চন কান্তি উচ্চ নাসা দণ্ড।
দির্ঘ বাহু হেমলতা বিক্রমে প্রচণ্ড॥
গৌর রাজ্য অধিপতি জাকে প্রসংসিল।
ভিক্ষুক জনের পতি জাহাক বুঝিল॥
চাটিগ্রাম প্রতি (পতি ?) জনে নযুরত্ত খান।
আপনার পুর সুতা দিল জার স্থান॥

বার বাঙ্গালার পতি ইচ্ছা খান বির ।
দক্ষিণ কুলের রাজা আদম স্থধির ॥
স্নেহ ভাবে জাহার পুজন্ত নিতি নিতি ॥
জাহার প্রসংসা কৈল মগধির পতি ॥
সদর্জ্জা (?) করিয়া জার ভুবনে বাখানে ।
পরম পণ্ডিত সে জে রসের নিধান ॥
পির ঘাকে জাকে২ কোলে সর্ব্বজন ।
এক মনে সে জে আলেক নিরঞ্জ,ম ॥
খেমাকন দয়াশীল মধুর বচন ।
সাহা আবদন ও হাবকে করম বন্দম ॥
সাহা তিক্ষাবিতালি (?) কোলে সর্ব্বজন ।
বারে বারে প্রণামিএ সে দুই চরণ ॥
তাহান নন্দন শ্যাম সুন্দর সারির ।
পুর্ণিমার চন্দ্র মুখ সর্ব্বসাস্ত্রে ধির ॥
গুণবা॰ মৃত্যুঞ্জএ নবরস দা॰ধি ।
বহুল প্রকার জারে স্থজিলেক বিধি ॥

*　　　*　　　*

এঙ্গে লঙ্গে কলিঙ্গে (?) পুজএ সম্পদ ॥
কোরাসি বংশের জল (জ্ঞান ?) প্রাসিদ্ধের হেতু ।
মহাসএ মাতামোহ কুল জএ কেতু ॥
ধবল গজের খরে জাহাকে বাখানে ।
জাছা হস্তে পাইল পদ রসাঙ্গির গণে ।
সাহা মোহাম্মদ পির চরম বন্দন ।
উর্দ্ধারব মাতামোহ পাসিলু পরণ ।
মহম্মদ খানে কহে মনে করি সার ।
তুমি বিনে সোহাএ নরক হৈব পার ॥

তবে পিতামোহগণ　　　প্রণামিএ একমন
　　পিতামোহ মাহি আছোয়ার ।
ছিদ্দিক বংশের জম্ম　　　উমর সদৃশ ধর্ম্ম
　　লজ্জাএ ওচমান সমসর ॥
জ্ঞানেত সদৃশ আলি　　　দানেত হাতিম বু,লি
　　হামজা সদৃশ বলবান ।
দিক্ষা গুরু কল্পতরু　　　সর্ব্ব অস্ত্র সাস্ত্রে গুরু
　　জম্ম হইল আরবের স্থান ॥
হাজি খালিল পির　　　ওর চাহি পৃথিবীর
　　ফিরিয়া আসিতে আরবার ।
সহরিসে তান সঙ্গে　　　পৃথিবী ভ্রমিতে রঙ্গে
　　চালি ভেল মাহি আছোয়ার ॥
আসিতে খালিল পির　　　সেহাজি সমুদ্র তীর
　　সিংহ চর্ম্মে কৈলা আরোহণ ।
আল্লার কর্মান পাই　　　এক মৎচ আইল ধাই
　　পিষ্ঠ পাতি দিল ততক্ষণ ॥
আল্লার অস্তর করি　　　সে মৎচের পিষ্ঠে চড়ি
　　চলি ভেল মাহি আছোয়ার ।
গহন সমুদ্র তীর　　　দুই পির আইল চলি
　　চাটিগ্রাম দেশের মাঝার ॥
একাদশ মিত্র সঙ্গে　　　কদল খান গাজি রঙ্গে
　　দুই মিত্র বারি লই গেলা ।
হাজি খানিলকে দেখি　　　বদর আলাম স্থখি
　　অস্তে অনো আখেশিলা ॥
মাহি আছোয়ার তবে　　　সে দেসে ভ্রমন্ত জবে
　　দেখিলেন্ত আচার্য্যা নন্দিনি ।
রূপে বিদ্যাধর জিনি　　　সুধাহাসি মধুবানী
　　নয়ান অমল কমলিনি ॥
দেখি মাহি আছোয়ার　　　বিপ্রস্থানে সে কন্যার
　　মাগিলেন্ত বিবাহা করিত ।
আচার্য্যা না দিন জাবে　　　ব্যাঘ্র আরোহিয়া তবে
　　বিপ্র দ্বার আইল ত্বরিতে ॥
ভয়ে ধাত্র বিপ্রগণ　　　আচার্য্যা ভাবিয়া মন
　　দান কৈলা আপনা নন্দিনী ।
কথ কাল স্থড়া করি　　　ফি॰ দেশে গেলা চলি
　　পুএ প্রসবিলা জসম্বিন ॥
তালিম তাহান নাম　　　অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম
　　দানে জেন দ্বিতীয় হাতিম ।

*　　　*　　　*

তান পদ সিরে ধরি　　　পাঞ্চালি রচনা করি
　　তাহান নন্দন গুণনিধি ।
ছিদ্দিক তাহার নাম　　　অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম
　　বদন কমল কলানিধি ॥

*　　　*　　　+

তান পুএ জ্ঞানে গুরু　　　দানে কর্ণ মানে কুরু
　　রাস্তি খান রূপে পঞ্চবান ॥

চাটিগ্রাম দেশ অতি স্বর্গে যেন শচি পতি
তাহানে প্রণামি বারে বার।
তাহান নন্দন বলি রসে দধি বলে হলি
দানে হরিশ্চন্দ্র সমসর।
* * *
কামিনী মোহন বর অভিনব পঞ্চ শর
মিন খান রূপে অনুপাম।
তান পুত্র গুণবান * *
আর কৃতি গৌড়দেশ ভরি।
* * *
পাতুর খনি গুণনিধি থির গির রস দধি
তাহানে প্রণমি বহুতর।
করিয়া বিষম রণ জিনিলা ত্রিপুরাগণ
নিলাএ পাঠনগণ জিনি।
শক্র সব করি ক্ষয় বাহু বলে লভি জয়
বাপ হস্তে কৈল রাজধানী॥
লইয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্র কথা অনুক্ষণ
রঙ্গ চঙ্গ কওক অপার।
হাম খান মুছানন্দ হাস্য বাণী মকরন্দ
তাহানে প্রণমি বারে বার।
তাহান নন্দন বর * *
* * *
প্রজার পালক রাম, বাপ হস্তে অনুপাম
বাহু বলে সাসিলেক ক্ষিতি।
বান্ধব জনের প্রাণ প্রভু নছরত খান
তান পদে করম প্রণতি।
প্রণামি তাহান পদ রচিলা পঞ্চালীসদ
তান পুত্র বলাই জেউধ।
চাটিগ্রাম দেশকান্ত পৃথিবী জিনি ধৈর্য্যবন্ত
পাণ্ডিবে অর্জ্জুন সম জোধ।
* * *
প্রসংসন্ত সর্ব্বদেশ কির্ত্তি গাহে সবিশেস
মইস মারন্ত এক শরে।
গুজাবন্ত বির্জবন্ত অনন্ত কি কৈব অন্ত
এক শরে সাদ্দুল সংহারে।
* * *

প্রজাক পালন্ত পৃতি রাখি।
* * *
এক্কি যে জালাল খান সুন্দর শশি পঞ্চবান
রূপে জিনি গেল বিদ্যাধর।
তাহান নন্দন বলি *
* * *
মেঘসম বাক্য জান শ্রীবিরহিম খান
তাহানে প্রণামি বহুতর
তাহান অনুজাবর পার্থ সম ধনুর্দ্ধর
বলে ভীম ধৈর্জ্যে যুধিষ্টির।
* * *
নিরন্তর নিরঞ্জন ভাবে যেই একমন
তিল এক নাহিক বিশ্রাম।
* * *
প্রভু মুবারিজ খান কমল চরণ তান
প্রণমিয়ে সহস্রেক বার।
তান সুত অল্প জ্ঞান মহম্মদ খানজান
পাঞ্চালী রচিলা শিশু বুদ্ধি।
* * *

স্থানান্তরে এইটুকুও আছে :—

ছিদ্দিক বংশে জন্ম উমর সদৃশ ধর্ম্ম
পিতামোহ মাহি আছোয়ার।
তান পুত্র অবংস দানে হরি চন্দ্রবংশ
নছরতখান গুণসার।
তান পুত্র রণে সিংহ নারী মুখ পদ্ম ভৃঙ্গ
শ্রীযুত জালাল গুণনিধি।
তান পুত্র মতিমান শ্রীমুবারিজ খান
সর্ব্ব গুণে বিরাজিন বিধি।
তান পুত্র অল্পজ্ঞান মহম্মদ খান নাম
ইত্যাদি।

শেষ :—

এ থেকে সমাপ্ত পাঞ্চলিকা অনুপাম।
গুরুজন চরণে সহস্র পরণাম।
তাবে ভব কল্প তরু মাহি আছুয়ার।
তান বংশ নযুরত খান গুণ সার।

তান সুত গুণ জুত শ্রীযুত জানাল।
নারী মুখ পদ্ম ভৃঙ্গ বিক্রমে বিশাল॥
তান সুত অসিম মহিমা গুণবান।
বান্ধব পালক পহু বিরহিম খান॥
তাহান অনুজ ধির রূপে পঞ্চবান।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিসারদ মুবারিজ খান॥
তান পুত্র অল্পজ্ঞান খান মহম্মদ।
অল্পবুদ্ধি বিরচিল পাঞ্চালিকা পদ॥
মুকুল হোছন কথা অমৃতের ধার।
শুনি গুণিগণ মনে আনন্দ অপার॥
মুছুলমানি তেরিখের দস সত ভেল।
সতের অৰ্দ্ধেক পাছে রিতু বহি গেল॥
হিন্দুআনি তেরিখের শুণ বিবরণ।
বান বাহো সম অব্দ আর বান সত॥
বিংস তিন চুন করি চাহ দিয়া (?) দধি।
পাঞ্চালিকা পূর্ণ হৈল সে অব্দ অবধি॥
শুক্ল শুক্র সেস নিদক্ষ (?) শুক্ল আগে।
মিত্র হই কুমুদিনি প্রিতিবর মাগে॥
হইয়া নক্ষত্ররূপ উরি গেল শশি।
দশদিগে প্রসন্ন পাতকী তম নাসি॥
মাধবী মাসের সপ্ত দিবস গইল।
সেই রাত্রি পাঞ্চালিকা সমাপ্ত হইল॥

পুস্তকের মালীক শ্রীজুত সাধিবর ওলদে সাং জলদি লেখীলং শ্রীহিন মাহাম্মদ বছির ওলদে শ্রীজুত ছোট ঠাকুর।

আছিল পুরুষবর ছিরি হারি ধন॥
শ্রীজুত ঠাকুর নামে তাহান নন্দন।
তান শ্রেষ্ঠ তনএ ইমুচ মোহামতি।
দেআঙ্গ সহরে জান তাহান বসতি॥
তাহান অনুজা সন্তানর সিসা হএ।
পন্তিম বছির নাম সর্ব্ব জনে কএ॥
অতিসাত ধর্ম্মহীন বার্লীক বএস॥
শ্রোতের শ্রোতালি ন বোজে বিসেস॥
পুরামি লিখক নহে সিক্ষুক নবিন।
বল সক্তি বুদ্ধি সুদ্ধি সাধু মতিহিন॥

মোক্রি অপরাধি চুস খেমিয় পড়ুলক।
আখি জুগে জথা দৃষ্টি লেখীল পুস্তক॥
চারুতর রমাস্থল নামে জলদি গ্রাম।
মোহাং মনুস্য বৈসএ সেই ঠাম॥
সে দেসে পুরুসবর আবদুল আজিত।
সর্ব্বগুণে বিসারদ প্রভু ভাবে নিত॥
তান সুতন এ নামে ছিরি সাধিবর॥
ছিরি কালাগাজি তান কনিষ্ঠ সোদর॥
পুস্তকের মালিক জে সেই মোহাজন।
লেখিল পুস্তক আমি তাহার কারণ॥

"ইতি ১১১৮ সন মধি তারিখ মাহে ৫ মাগ রোজ সুক্রবার বেলি অবসেস পুস্তক সমাপ্ত।"

এই গ্রন্থখানি চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধা ৺কালা বিবিচৌধুরাণীর একতম বংশধর বেলচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আবদুল হাকিম চৌধুরীর নিকট আছে।

২৪২। বালকবোধ শ্লোক।

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। গদ্য পদ্যে লিখিত। বড় অশুদ্ধি পূর্ণ, বোধ হয়। সকলটা প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে লিখিত।

আরম্ভঃ—

তোহ্মার নাম কি। আমার নাম শ্রী অমুক অমুক দাস। নাম বোলি কারে। বস্তুবাচবিয় নামানি। জিজ্ঞাসা বোলি কারে জ্ঞাতোমৈৎছ জিজ্ঞাসা।

ব্রহ্মার সৃজন সৃষ্টি চরাচর জথা।
মায়ে বাপে নাম থুইছে শ্রী পাইলা কথা॥
ব্রহ্মার সৃজন সৃষ্টি বিষ্ণুর পালন।
লক্ষ্মই (লক্ষ্মী) দেবি দিছেন শ্রী জিজ্ঞাস কি কারণ॥

শেষঃ—

তোহ্মার দোয়াত কলম কালি অক্ষরের পত্রের কি নাম।

সৃষ্টি কালেতে ব্রহ্মা অক্ষর সৃজন।
জগত হিতের লাগি জ্ঞানের কারণ॥
সেই জ্ঞানের অধিপতি দেবি উমাবতি।
বিদ্যাদাতা হইলেক দেবি সরস্বতি॥
সরস্বতী প্রসাদে বিদ্যা জানিলাম বিশেষ॥
অক্ষর চিনিলাম কিছু গুরু উপদেশ॥
সেই অক্ষর লিখিবারে কজ্জলের স্থলে।
দোষ হেন না জানি তারে দোয়াত কলম বোলে॥
তালপত্র রম্ভাপত্র কাগজ প্রধান।
লিখিতে লিখএ পত্র বিবিধ প্রধান॥
অন্ধগণের অন্ধকার জ্ঞান সোক্তে দৃষ্টি।
দিব্য চক্ষু হয়ে তার দেখে সর্ব্ব সৃষ্টি॥

ভণিতা :—

রামানন্দ দ্বিজে কহে শুন পণ্ডিত ভাই।
দোয়াইত কলম ছাড়ি দেও গুরুর দেশে জাই॥

১২১৫ মঘির হস্তলিপি। ইহা আনোয়ারাবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশিকুমার চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে।

২৪৩। আহ্নিকতত্ত্বে ব্যবহার-বিধি।

আরম্ভে শীর্ষোক্ত নাম লেখা আছে; কিন্তু সমাপ্তিতে আর এক নাম দেখা যায়। প্রথমাংশে সংস্কৃত শ্লোক, শেষে বাঙ্গালা (সম্ভবতঃ অনুবাদ)।

আরম্ভ :—

আহ্নিকতত্ত্বে বেবহার বিধি।

ভণিতা :—

আউর্ব্বেদ মতে মহেশচন্দ্র মিত্র কয়।
দোষ ত্যাগি গুণভাগ লবে সমুদয়॥

শেষ :—

এবং সৈন্ধবে পাক হায় অণ্ডকোশ।
কর্ণ কুহরেতে কিট করিলে প্রবেস॥
তিল তৈল পূর্ণ কল্পে করিয়া বিধান॥
বহির্গত কিম্বা প্রাণ লবে মতিমান॥
গ্রাশেতে গলায় বুকে হয় দুর্ব্বদয়।
আদা রসসহ পুন গ্রাসে শান্তি হয়॥

"ইতি জিন্দ্র্ মঞ্জরী বিষয়। শ্রীরসিকচন্দ্র দাস সাকিন পরৈকোড়া।" পত্র সংখ্যা ৬, এক পিঠে লেখা। শ্রীরামপুরী কাগজ,— অল্পদিনের হস্তলিপি। ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

২৪৪। কামিনীকুমার।

বৃহৎ গ্রন্থ। কোন মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া এই হস্তলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, বোধ হয়। কারণ, আবরণ পত্রে লেখা আছে :—

"শ্রীকামিনীকুমার নামক কাব্যাবর্ত্তা শ্রীযুক্ত কালিদাস শ্রোতা শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য এই কাব্য গোরিয় সাধু ভাষায় নানাবিধ পয়ারাদি ছন্দে শ্রীকালিকৃষ্ণ দাস ও শ্রীবৈদ্যনাথ বাগচি ও শ্রীমধুসূদন সরকার কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিং পদ্মালয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল॥ ঠিকানা শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল মিত্রের বাটীর পূর্ব্ব ১৮ নং বাটীতে। এই বহির হক মালিক শ্রীপীতাম্বর সেন পীছরে রামদাস সেন নিবাস কুএপাড়া স্থানে রাউজান জিলা চাটীগ্রাম এই পুস্তক তৈয়ার হয় মোকাম কার্ত্তনিয়া নেমক মহলের কাচারিতে সন ১২৪৭ সাল সন ১৮৪১ সাল তারিখ ১৫ চোত্র সনিবার বৈকাল বেলা সমাপ্ত।"

ভণিতা :—

সক্তি ভক্তি গতি হিন কালিকৃষ্ণ দাস।
এই ভিক্ষা চাহি জেন পুরে অভিলাস॥

শেষঃ—

শুনি ভুপতির যত সন্দেহ ঘুচিল
কামিনীকুমার বাক্য সমাপ্ত হইল।

কালিকার দাস দ্বিজ বৈদ্যনাথ দীন।
শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণদাস দীন হীন॥
দুই নামে য়েক নাম কালিকৃষ্ণ দাস।
বিরচিআ নববাক্য করিল প্রকাস॥

২৪৫। অষ্টমঙ্গলার গুণ-কথন।

পদ সংখ্যা—৩২।

এই পুস্তিকার কোন নাম নাই। গ্রন্থে অষ্টমঙ্গলার গুণাষ্টকের বর্ণনা আছে। গুণগুলি এই:—দয়া, সুশীলতা, দাতা, ধার্ম্মিকং, জ্ঞানদাং, বাচকতা, সৌন্দর্য্যং এবং রসজ্ঞং।”

আরম্ভ:—

এক দিন সদানন্দ আনন্দ মনেতে।
অষ্ট মঙ্গলারে হেরে অষ্টম গুণেতে॥
সতি প্রতি পশুপতি করে নিবেদন।
অষ্ট গুণে গুণি তুমি করি দরশন॥
হেসে সতি জিজ্ঞাসিল কি গুণ আমাতে।
বল দেখি শুনিবার বাসনা মনেতে॥
তবে সিব সিবা প্রতি কহে মৃদু ভাসে।
কিঞ্চিত বর্ন্নিব গুণ যাহা মনে এসে॥
দয়াতে নিপুন স্যামা নির্দ্দয়তা শুন্ধ।
এই এক গুণে কালি হোয়েছ ভুমান্ধ॥
কমল হইতে অঙ্গ অত্যন্ত কমল।
পাষাণ তনয়া হোয়ে আছ ধরাতল॥
৩॥ দ্বিতিয়ং।

তারিখ ও ভণিতা নাই কিন্তু আবরণ পত্রে লেখা আছে: “শ্রীকালী ভরসাং স্বকৃত শ্রীরসিকচন্দ্র দাস পরৈকড়া ধাময়।” ইহা পরৈকোড়া গ্রামবাসী আমার সহাধ্যায়ী বর্ত্তমানে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত বি, এ, মহোদয়ের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে।

২৪৬। গীতাবলী।

নাম শূন্য এই হস্তলিপিতে ২৭টি শাক্ত শৈব সঙ্গীত লিখিত আছে। রচয়িতার নাম বৃন্দাবন সেন। তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পাণ্ডুলিপিখানি পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাচরণ বাবুদের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বংশেও বৃন্দাবন নামে একজন ছিলেন, কিন্তু বক্ষ্যমান কবির ‘সেন’ উপাধিও তাঁহার কৃত জ্যোতিষ বচনের শেষে।

‘পণ্ডিত শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের অভিপ্রায়
ভাষা করে সেন বৃন্দাবন।

এরূপ উক্তি দেখিয়া তাঁহাকে উক্ত বংশোদ্ভব বলিতে দ্বিধা জন্মিতেছে। পশ্চাৎ অনুসন্ধেয়। নিম্নে একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল:—

ললিত।

কালী কালী বল মন দিন গেলো দিন গেলো।
দারুণ কৃতান্ত দুত সেজে এলো সেজে এলো॥
হানিয়া প্রচণ্ড দণ্ড, করে মহা লণ্ড ভণ্ড,
ভাঙ্গিবে কায় ব্রহ্মাণ্ড করে বল করে বল॥১।
সোনারূপা হিরা কষা, সকয় করে তামা কাসা
কি কর বিষয় আশা, এ বিফল এ বিফল॥২
কি কর দেহ গৌরব, ভুষিয়া ভুষণ সব,
এ কায় দহিবে তব, চিতানল চিতানল॥৩।
যত সব পরিবারে, সব করে বহির্দ্দারে
নিবেক সর্ব্বস্ব হরে, বৃন্দাবন ত্যাজ্য হল॥৪।

তারিখ ও লেখকের নাম নাই। সম্ভবতঃ গঙ্গাচরণ বাবুর পিতার লেখা। পত্র সংখ্যা ১০, দুই পিঠে লেখা। পূর্ব্বোক্ত ‘জ্যোতিষ বচনের’ পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল।

২৪৭। জ্যোতিষ-বচন।

আরম্ভ:—

জ্যোতিষেতে নানা মত, গণনার সঙ্কেত,
জানে নানা জ্যোতিষবেত্তাগণে।

কিন্তু তাতে মনঃপুত, ভাব নহে উদ্ধৃত,
দেখিলাম ভুত বর্ত্তমানে॥
অতি সুক্ষ্ম সংস্কৃত, পাইয়া মনের মত,
ভাষায় তাহা করি সুরচনা।
শুণ শুনি জ্ঞানিগণ হইয়ে সাবধান মন,
যেমতে তা করিবে গণনা॥

শেষঃ—

সপ্তম গৃহ শক্ত্যালয়, প্রাপ্তে মৃত্যু সুনিশ্চয়,
প্রত্যক্ষ হইয়াছে বহু জনে।
কিন্তু প্রধান অংশ আদি, সপ্তমে না পারে যদি
রক্ষা পায় শান্তি স্বস্ত্যয়নে॥
বিশেষ অষ্টম গৃহে, উদাসিন গৃহ রহে,
করে সেই মৃত্যু নিবারণ।
পণ্ডিত শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের অভিপ্রায়
ভাষা করে সেন বৃন্দাবন।

তারিখ নাই। পদ সংখ্যা—২০, সন্দর্ভটি গীতাবলীর পাণ্ডুলিপির ভিতর পাওয়া গিয়াছে।

২৪৮। রসিক তরঙ্গিণী।

কোন মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া এই পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়াছিল। আবরণপত্রে লেখা আছে :—

"শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইল। সন ১২৬২ বাঙ্গালা শকাব্দা ১৭৭৭ ইংরেজি ১৮৫৫ শাল। ইদানিং শ্রীমাধবচন্দ্র ধরের জ্ঞানাঞ্জন যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল। এই গ্রন্থ যাহার প্রয়োজন হইবেক, তেঁই কলিকাতার শোভাবাজারে বটতলার দক্ষিণাংশে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। ইতি।"

২৪৯। নলদময়ন্তী।

এই পাণ্ডুলিপিখানিও মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া প্রস্তুত। আবরণ পত্রে লেখা আছে :—

শ্রীহরিচরণ সার। নলদময়ন্তী। শ্রীশ্রী৺ দুর্গা মঙ্গলান্তর্গত নলদময়ন্তি উপাক্ষণ অর্থাৎ নৈশেধ কাব্য। তদ্ভাষা শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কলঙ্কারের দ্বারায় পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া শীবাদহ নিবাসী শ্রীগৌরাচাঁদ শেন দীং শীন্দুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হয়, তিনি উক্ত যন্ত্রাধ্যক্ষের বাটিতে আইলে পাইবেন।

আরম্ভ :—

নলদময়ন্তি পুস্তক। অর্থ বিরসেন রাজার
শিব আরাধনা। রাগিনী বৈরবি। ধুয়া।
করুনাঙ্কুর শঙ্কটে সম্ভু শিব।
ভবার্ণবে আছি মুগ্ধ উদ্ধার জীব॥ পয়ার।
নৈশধ নগরে রাজা বিরশেন নাম।
শান্ত দান্ত সুশিল সুধির গুণধাম॥
সদত দুঃখিত নৃপ নাহিক সন্ততি।
প্রতি দিন পুজে আশুতোষ পশুপতি॥

শেষ :—

শুনিয়া কুবের ভার্য্যা হরশিত মন।
পুত্র বধু ঘরে নিল করিয়া বরণ॥
এখানে জয়ন্ত রাজা নৈষধ ভুবনে।
সন্তানে সমান করে প্রজার পালনে॥
নলদময়ন্তি কথা করিলে স্মরন।
কলির নাহিক ভয় পাপ বিমচন॥
অতপর বলি কঙ্কানির অভিশাপ।
রচিলা শ্রীরামচন্দ্র সংগীত আলাপ॥

ভণিতা ও কবির পরিচয় :—

(১) গরিটী সমাজ ধাম, গোপাল মুখুটী নাম,
তার সুত দ্বিজ রামধন।
তাহার তনয় জেষ্ট, ভাবি পাদপদ্ম শ্রেষ্ঠ
গৌরি গুণ করিল রচন॥
(২) জাহ্নবীর পুর্ব্বভাগ, যেমন মল্লানুরাগ,
তার মধ্যে হরিনাভি ধাম।
তাহে করি নিজ বাসে, শ্রীদুর্গামঙ্গল ভাশে,
দ্বিজ কুলে রামচন্দ্র নাম॥

(৩) হরি নাভি ধাম, দ্বিজ বিনত্রাম,
তাহার তনয়া প্রথম সুত।
ত্রিপদির ছন্দে, দ্বিজ রামচন্দ্রে,
রচিল পাচালি বিনয়ি যুত॥

"সমাপ্ত হইল। খক্ষরমিদং শ্রীবেহারি মোহন দাসস্ত হক মালিক এই পুস্তক শ্রীযুত পীতাম্বর বাবুর বাটীর মণ্ডপ ঘরে সন ১১৯৯ মঘিতে মাতাবেক সন ১২৪৪ বাঙ্গালা তারিখ ৫চৈত্র রোজ শনিবার ৬এ দণ্ড বেলা গতে লিখা সমাপ্ত হইল। এই পুস্তক জে কেহ চুরি করিও মির্থা দাবি করিও কোন কেরবি করি লই জাএ তাহার পিতার ও চোদ্দ পুরুশের নরগামি হএ ও আজর্ম্ম নরকে থাকিবেক ইতি॥"

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩, উভয় পিঠে লেখা। মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠার অভাব। বৃহৎ গ্রন্থ।

মাননীয় দীনেশবাবু 'দ্বিজ রামচন্দ্র প্রণীত দুর্গামঙ্গল' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। 'দুর্গামঙ্গল, ও 'নলদময়ন্তী, কি অভিন্ন? 'হরিনাভি' গ্রাম কোথায় অবস্থিত? গ্রন্থ শেষে এই কবির রচিত আর একটা কি পুঁথির আভাস পাওয়া গেল? এই সুন্দর কাব্যখানি পৃথক ভাবে সমালোচ্য।

২৫০। রুক্মিণী হরণ।

এই এক নূতন ধরণের গ্রন্থ। ৩১টি গীত (গাওন) ও ২১টি 'পটী ও লহরে' গ্রন্থ সমাপ্ত 'পটী' গুলি পয়ার বা ত্রিপদীচ্ছন্দে লেখা 'লহরের' কোন নমুনা দেখিলাম না। রচয়িতার নাম অপ্রকাশিত।

আরম্ভঃ—

অথ রুক্মিক হরণ লীখ্যতে।
সব সখি পঞ্চম গাই বেলা বাজাই।
কাহি কাহি নাচ কাহি বংশী বাজাই। ধুয়া।
কাহি পঞ্চ গুনি (?) কাহি সপ্ত গুনি
নব নব কাহি বাজাহি মৃদঙ্গ বাজাহি
কাহি সেরু আ বাজাই কাহি করতালি
কাহি কাহি মিলি কাহি গাওহলী
ছেতার তাম্বুরা কাহি ছেতার বাজাই। সাঙ্গ।

শেষ :— গীত।

মাতিয়া রঙ্গে সুখ তরঙ্গে ভাস্তে জাএ
দ্বারিকা নগরে।
আজু গোবিন্দের বিবাহ আনন্দ প্রতি
ঘরে ঘরে॥
অথ কামিনীগণ করে মঙ্গলাচরণ
আবির কুমকুম হুলী করএ গোবিন্দ পরে
অথেক দ্বারিকাবাসী গোবিন্দ বিবাহে আসি
মুণিগণ দেবগণ সবে মোহৎসব করে। সাঙ্গ।
৫২।

"এই পুস্তকের অধিকারী শ্রীবেহারি মোহন দাসস্ত লিখিত শ্রীবেহারি মোহন দাস গুপ্তস্ত খোয়ক্ষর মিদং ইতি শন ১২০১ মঘি তারিখ ১৮ মাঘ রোজ বৃহস্পতিবার এক প্রহর বেলা থাকি লিখা সমাপ্ত হইল। জাত্র গাওন—গাওন ৩১ পটি ও লহর ২১ মোট ৫২।" পত্র সংখ্যা—৭ উভয় পিঠে লেখা। আকারে বড় নহে।

২৫১। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ।

দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর মুল্যবান গ্রন্থের নামটি কি, জানা যাইতেছে না। ইহা শঙ্করাচার্য্যের 'মোহমুদ্গর' বা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতকের মত পার্থিব ভোগ বিলাসের অসারতা দেখাইয়া 'মনকে

উপদেশ দিতেছে। ইহার কবিত্ব, ইহার সৌন্দর্য্য, ইহার ভাবুকতা অতুলনীয়, তাহা বুঝাইবার বিষয় নহে। ইহার তত্তাবৎ গুণাবলী প্রকটন করিবার জন্য কোন বিশিষ্ট শিল্পীর লেখনী আবশ্যক। আমাদের মাতৃভাষায় এমন সুন্দর গ্রন্থ আছে দেখিয়া আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠে। নামাবিষ্কার করিয়া এই গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশ করা উচিত।

পাণ্ডুলিপির লেখা অতি সুন্দর,—আধুনিক গোটা গোটা অক্ষর। বঙ্গদর্শনের আকারের ২৩ পাতায় গ্রন্থ সমাপ্ত,—প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। লেখক প্রোক্ত প্রিয়বন্ধু গঙ্গাচরণ বাবুর পিতৃদেব ৺ রসিক চন্দ্র দাস মহাশয়। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। তারিখ নাই। লেখক মহাশয় গ্রন্থের নির্ঘণ্ট পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু নামটি দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

রচয়িতার নাম 'দীনেশ'। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে ব্রাহ্মণের কোন সঙ্গীত গ্রন্থ পাঠ করিতেছি মনে হয়। গ্রন্থের ভাষা বর্ত্তমান কালের ভাষার মত। রচনা কি তবে আধুনিক ?

আরম্ভ :—

অথ পরমেশ্বরের বন্দনা। ত্রিপদী।

জয় জয় হে মুকুন্দ, পরমাত্মা চিদানন্দ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রশবীতা।
নির্ব্বিকার নিরাশয়, নিরাকার নিরাময়,
নিরঞ্জন নিলিখ (?) নির্ম্মাতা।
অনন্ত জীবের জীব, চরমে পরম শিব,
বাক্যাতিত মহিমা কির্ত্তন।
মন চক্ষু অগোচর, ব্যাপ্ত বিভু চরাচর,
পরাৎপর পরম কারণ। ইত্যাদি।

বলিতে ভুলিয়াছি, ইহা কোন ব্রাহ্মের রচনা বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্মদের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' মন্ত্রটিও একস্থলে দেখা যাইতেছে। "একমেবাদ্বিতীয়ং চৌপদী" হইতে কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—

(পঞ্চমং)

অতিশয় মনোহর, পেয়ে এই কলেবর,
কত তায় নিরন্তর, যতন করিছে হে।
না বুঝায়ে সবিশেষ, মনোমত কথ বেশ,
বাঁকায়ে মাথার কেশ, সময় হরিছ হে।
জান না কি কাল য়েসে, যখন ধরিবে কেশে,
কোথায় রবে বেশভূষে, দেহ মাটি হবে হে।
অতএব ওরে মন, ভক্তিভাবে প্রতিক্ষণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, ভাবনা না রবে হে। ৪।

(অষ্টমং)

মত দিয়ে মিছে মতে, চরিয়া অজ্ঞান রথে,
ভ্রমিতেছ ভ্রম পথে, কেন অনিবার হে।
কিছুই না করিতেছ, মিছে কাল হরিতেছ,
মিছে ঘুরে মরিতেছ, না বুঝিয়ে সার হে।
ভুলেও কি একবার, নাহি ভাব দুরাচার,
ভব পারাবার পার, কেমনেতে হবে হে।
অতএব ওরে মন, ভক্তিভাবে প্রতিক্ষণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, ভাবনা না রবে হে। ৮।

শেষ :—

ঈশ্বরের স্তব পথ (পদ্য ?)।

*　　*　　*　　*

সকল কালের কাল তুমি মহাকাল।
তোমার নিকটে নাই এ কাল সে কাল।
সকল কালের গতি তুমি কালের পাল।
প্রকাশি নিজ স্নেহ দেহ শুভ কাল।
তোমার পুন্নাহ আজ শুভ পুণ্য দিন।
চরণ স্মরণ করি হোয়ে অতি দীন।
অরির শরির দিয়া হরির নিবাশে।
রাখ পদে পদে পদানত দাসে।

আপদ বিপদ বধ করিয়া সংহার।
করুন ভারতভূমে শান্তির সঞ্চার॥

ভণিতা :—

শ্রীদিন দীনেশ কয়ে এই নিবেদন।
করিব মনের সহ ঈশ্বর স্মরণ॥
কটাক্ষ করিলে কৃপা সেই কৃপাময়।
দুরাচার শত্রু শব শবে হবে ক্ষয়॥
চরণ স্মরণ করি কাটাইতে দিন।
এবার দিনের প্রতি না হবে কৃপীন॥
হরি হরি মম মন করি হরি শঙ্গ।
এত দুরে এই গ্রন্থ হইলেক শাঙ্গ॥

"ইতি শমাপ্ত। এহার মালিক শ্রীরসিক চন্দ্র দাস শাকিন পরৈকোরা থানে পটিয়া—দুর্থেন লিখিতং গ্রন্থ চোরেন নিয়ন্তে জদি। সুকরি তস্য মাতা চ পিতা তস্য চ গদ্ধবঃ।"

২৫২। স্বপ্নবিলাস।

দুর্ভাগ্যক্রমে গোস্বামী কৃষ্ণ কমলের গ্রন্থ আমরা দেখি নাই, তাই এই সুন্দর গ্রন্থখানি তাঁহারই রচিত কিনা, বলিতে পারিলাম না। হস্তলিপিটি বড় প্রাচীন নহে,—তারিখ ও ভণিতা নাই। ডিমাই আকারের কাগজ দুই পিঠে লেখা—পৃষ্ঠ সংখ্যা—৫৪।

আরম্ভ :—

গীত রাথ (রাগ) বেহায়া তাল ধ্রুবক।
বন্দে শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র-চরণার-বিন্দ-দ্বন্দ্ব।
মকরন্দ-গন্ধ-লুব্ধ বৃন্দারক-বৃন্দ-বন্দ্য।
মরি একি ভঙ্গি হেরি ব্রজের সে ত্রিভঙ্গ হরি
কিশোরীর ভাব অঙ্গি করি অবতরি বিতরিতে
প্রেমানন্দ॥

তাল সোআরি।

কখন শ্রীরাধার ভাবে আপনাকে রাধা ভাবে
স্বভাবের অভাবে ভাবে কৃষ্ণাভাবে কৃষ্ণভাবে।
ইত্যাদি।

শেষ :—

রাগ রামকেলী তাল কাওয়ালী।
ধৈন্ত ধৈন্ত চৈতন্ত অবতারে।
অগণ্য অবতারে অনন্ত (?) ভব তারে
কোন্ অবতারে যারে তারে তারে তারে॥
অকুল ভব পাতরে পরেছি ভুলে সাঁতারে
হেলায় ডাকিলে তারে সে তারে তারে।
যে ভাবে যে ভাবে তারে সে ভাবে সে ভাবে তারে
কেহ যারে না তারে তাহারে তারে তারে তারে॥

২৫৩। শনির পাঁচালী।

পূর্ব্বে এই শ্রেণীর আরও তিনখানি পুঁথির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আজকার পুঁথিখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র। অতি জীর্ণাবস্থা। তারিখ নাই। দেখিয়া বড় প্রাচীন বোধ হয়। পৃষ্ঠ সংখ্যা ১৫। শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। বাঙ্গালা কাগজ। পদ সংখ্যা ২৭৮।

আরম্ভ :—

শ্রীদুর্গা সহায়। অথ সনৈশ্চরায় নমঃ।
সরস্বতী পদজুগে করিআ প্রণতি।
ব্যাশে বৃহস্পতি পদে করিয়া ভকতি॥
নবগ্রহ মধ্যেতে প্রধান গ্রহ সনি।
জার দৃষ্টে গনেসের মুণ্ড হৈল হানি॥
প্রত্যক্ষ্য জানিআ ভাই হইর সাবধান।
মনের মানশে পুজা করহ তাহান॥
দেবতাইহআছে পুর্ব্বে এই বিবরণ। (?)
লোকেতে হএছে জেই শুনহ এখন॥

শেষ :—

সকল গ্রহের মধ্যে প্রদান গ্রহ সনি।
সেবিলে সম্পদ লাভ না সেবিলে হানি॥
এই পাচালি জেবা করে অবহেলা।
নিশ্চয় জানিয় সেই জম ঘরে গেলা॥

ভণিতা :—

দ্বিজ বিনদে (বিনোদে) বোলে শুন সাধু ভাই।
সনি সেব পরে আর অন্ত সেব নাই॥

দণ্ডবত কর তবে সর্ব্ব ভক্তগণ।
সনির পাচালি কথা হৈল সমার্পন॥

"ইতি সনির পাচালী সমাপ্ত। শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মন হাল সাকিন নিলকান্দি এই পুস্তক।"

২৫৪। প্রসাদ-সঙ্গীত।

ইহাতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের গীতগুলি সংগৃহীত আছে। অল্প কয়েকটা ভিন্ন আর সবগুলিই ছাপা আছে। পুঁথির পত্র সংখ্যা (বড় কাগজের) ৪৮ ও গীত সংখ্যা—১৬৩। ছাপা গীতের সহিত অনেক পাঠভেদ দেখা যায়। নিম্নলিখিত গীতটি কাব্য-বিশারদের সংগ্রহ পুস্তকে পাওয়া যায় নাই :—

মা যদি ধরে তোল তবে তরি এ অকুল।
আমার একুল ওকুল দুকুল পাথার মধ্যে।
সাতার বিষম হইল॥
সঙ্গী গুলা হইল ছাই, আমি তাদের সঙ্গে
ভেসে যাই,
(কারে ধরতে গেলে)
মনে ছিল যে ভরসা না পুরিল সেই আশা,
আমায় ভুলালে যখন ডুবালে তখন
এখন কি মা করি বল।
শ্রীরাম প্রসাদের ভার মা বিনে কে লবে আর
আমার মরণ কাজে চরণ দিয়ে
সঙ্গে নিয়ে কাশী চল॥ ৬৪।

"এই বহির মালিক শ্রীষষ্ঠীচরণ চক্রবর্ত্তী সাং নিলকান্দি ষ্টেসন পালঙ্গ পরগণে বিক্রমপুর ইতি সন ১২৮৪ তাং ১লা বৈশাখ।"

২৫৫। অমৃত-তোষণিকা।

ইহা একখানি বৈষ্ণবধর্ম্মমূলক দেহতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি উপাদেয়। রচয়িতার নাম অপ্রকাশিত।

আরম্ভ :—

শ্রীহরি। শ্রীচৈইতন্ত চন্দ্রায় নম।
শ্রীনিত্যানন্দ ঐ নম॥
শুনহ অপূর্ব্ব কথা দেহের নির্ণয়।
জার জৈছে স্থিতি তাহা কহিব নিশ্চয়॥
চৌর্দ্দ পুয়া দেহ হয় আপন প্রমাণ।
তাহে যত নাড়ী আছে শুনহ কারণ॥ ইত্যাদি।

পুঁথিখানি 'বীরভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। তাহা হইতেই এতদ্বিবরণ সঙ্ক-লিত হইল। এখানে একটি কথা বলা উচিত বোধ হইতেছে। লিপিকর-প্রমাদ 'ন' বা 'ণ' কি 'ল' হইতে পারে না? প্রাচীন হস্তলিপিতে উহাদের ত কোনই প্রভেদ দেখা যায় না। প্রাচীন পুঁথি সমালোচকগণ কার্য্যকালে একথা ভুলিয়া যান কেন? তাই আমরা দেখিতেছি, সুপণ্ডিত মিঃ গ্রিয়ারসন 'মাণিকচাঁদের গানে' 'গাভুরালী'কে 'গাভুরাণী' ও এই 'অমৃত তোষণিকা' সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের 'নির্ণয়'কে 'নির্লয়'রূপে প্রচারিত করিয়া জটিল সমস্যা-সঙ্কুল প্রাচীন সাহিত্যের জটিলতা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

২৫৬। অর্জ্জুন গীতা (অর্জ্জুন সংবাদ)।

আরম্ভ: —

অর্জ্জুনের কথা হৈল যেই মত।
জিবের নিস্তার হেতু প্রকাশ পৃথিবীতে॥
সুনিলে তুরিতে পাপ খণ্ডেত তখন।
অর্জ্জুন পুছেন কৃষ্ণকে হঞা সাবধান॥

শেষ :—

সুনহ সকল লোক এক চিত্র করি।
কৃষ্ণের বচনে সভে বল হরি হরি॥
জে জন সরূপ হঞা কৃষ্ণে মন ধরি।
এক চিত্তে হইয়া স্মরণ জেবা করি॥

অবিলম্বে পায়ে সেই কৃষ্ণের চরণ।
বৈকুণ্ঠ বসতি তার কহিল বচন॥

"ইতি বৈষ্ণব কথামৃত ভাগবত অর্জ্জুন সংবাদ পুস্তক সমাপ্ত। যথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখোকো দোষ নাস্তি। পাঠক শ্রীকালীচরণ দত্ত সাং চুড়ন্ত লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দাস সাং খাএর পাড়া। ইতি সন ১২০৮ সাল তারিখ ২১ পৌষ সোমবার বেলা এক প্রহরের গত। মোকাম মালকটক।"

ভণিতা নাই। পত্র সংখ্যা ৯।

২৫৭। জয়দেব প্রসাদাবলী।

আরম্ভ :—

এইত কহিল গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ।
জয়দেব প্রসাদাবলী করিল বর্ণন॥

শেষ :—

শ্রবণে মঙ্গল হয় সর্ব্বরস সার।
বক্রনাথ কৃপাবলে হইল পয়ার॥
অনুকূল গোপীকান্ত মহান্ত সন্তান।
অম্বিকা নিবাসী এবে শঙরা বিরাম॥
শান্ত দান্ত অতি ধীর দয়া কৃপাবান।
পড়াইল গীত মোরে টীকা প্রণিধান॥
*　　　*　　　*
সাকিম মুকসুদাবাদ হয় গঙ্গাতীর।
যোজনার্দ্ধ হয় গ্রাম নগর বাহির॥
তেলিয়া নিবাসী উত্তরাংশে বেগবতী।
যোজন প্রমাণ হয় না হয় সঙ্গতি॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সভে বসতি সুন্দর।
পুর্ব্ব পশ্চিমাংশে গ্রাম দীর্ঘ বহুতর॥
ক্রাশেক (ক্রোশেক) প্রমাণ গ্রাম বাস গড়ের ভিতর।
লোচন নৃসিংহ দুই হয় সহোদর॥
পিতামহ পুর্ব্বখ্যাতি ব্রহ্মচারি।
করিয়া সকল তীর্থ সংসার বিহারী॥
মহাতেজমন্ত হয় কুলের প্রধান।
*　　　*　　　*
ব্রহ্মচারি ক্ষতি (?) বলি জানয়ে সকলে।
ত্রিতিয় নন্দন তার আছয়ে কুশলে।
তার মধ্যে আমি অতি হই কৃপাহীন।
না জন্মিল কুলধর্ম্ম এই নষ্ট চিহ্ন॥
দ্বিতীয় তনয় শেহো আর বনিতা।
শ্রীকৃষ্ণ আপন করি জগত বঞ্চিতা॥
গঙ্গা গোবিন্দ দুই পুত্রের আহ্বান।
অবশ্য গোবিন্দ তারে করিবে কল্যাণ॥
তাহা না গণিয়ে আমি অনিত্য বচন।
কৃপাকর গোপীনাথ লইনু শরণ॥
*　　　*　　　*

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে দ্বাদশ সর্গে জয়দেব প্রসাদাবলী পয়ার বর্ণনং সম্পূর্ণ। সন ১২৫৫ সাল তারিখ ১৯ চৈত্র। পত্র সংখ্যা ১০২। প্রাপ্তি স্থান লুড়াই, গোস্বামী বাড়ী। গ্রন্থকারের নামটা কি হইল?

২৫৮। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

আরম্ভ :—

ভাগবত কৃষ্ণ কথা　　　পুরাণের সার গাথা
কন শুক ব্যাসের তনয়।
কৃষ্ণপদে রচিত　　　শ্রোতা তাহে পরীক্ষিত
ঋষিগণ যুত তাহা কয়॥ ইত্যাদি।

ভণিতা :—

চক্রবর্ত্তী পরশুরাম গাইল কৌতুকে।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পুথি শুন সর্ব্বলোকে॥

শেষ :—

শুন রে ভকত লোক হঞা একচিত।
রুক্মিণী হরণ কথা কহিব বিদিত॥
ভাগবতে কৃষ্ণ কথা সর্ব্ব পাপনাশা।
দ্বিজ পরশুরাম গান গোপাল ভরসা॥
ইত্যাদি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত, শেষ পত্রাঙ্ক ১০০। প্রাপ্তি স্থান করিধা।

২৫৯। মনসা-মঙ্গল।

আরম্ভ :—

বন্দ দেব গণপতি বিনএ ভকতি স্তুতি
তুমি দেব হরের নন্দন।
দিব্য বস্ত্র পরিধান সদাই মস্তজ্ঞান
আগে পুজা করে দেবগণ॥

ভণিতা :—

বর পাঞা বসুমতি বসল খেয়ানে।
মনসার বরে কবি বিষ্ণুপালে ভনে॥

শেষ :—

এতেক দেবীর আজ্ঞা মাদাএর গমন।
একেক পা ফেলিছে মাদাই চোরাসি জোজন॥
ইত্যাদি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। বর্ত্তমান পত্র সংখ্যা ১৭+১২২=১৩৯। প্রথম ১৭ পত্রে বন্দনা পালা সমাপ্ত। প্রাপ্তি স্থান সেহাড়া জেলে বাড়ী।

২৬০। বিহদ বিরাটপর্ব্ব।

পুঁথিখানি কীট দষ্ট,—আরম্ভ ও শেষ উভয়েই। ১৩৪ পত্রে শেষ। তারিখ ২২ ফাল্গুন (বৎসর কীটদষ্ট)। লেখক সূর্য্য নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সাং বীরসিংপুর। পটক (পাঠক?) * * সাকিম অটঙ্গন।

ভণিতা :—

পুনরপি উত্তর করেন জিজ্ঞাসন।
রচিল সারণ কবি উৎকল ব্রাহ্মণ॥

প্রাপ্তিস্থান করিধা। 'বিহদ' কি বৃহৎ?

২৬১। ধর্ম্মপুরাণ।

আরম্ভ :—

মন দিয়া শুন সভে ধর্ম্মপুরাণ।
সঙ্কীর মহিমা শুন হঞা সাবধান॥

শেষ ও ভণিতা :—

জথা তুমি উপনীত তথাই * * গীত
তোমা বিনু আনন্দে চঞ্চল।
দ্বিজ ময়ুর ভট্ট বঙ্গে * * * গায়ন স্কন্ধে
গাই গীত মঙ্গল॥

পত্র সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট, আন্দাজ দেড় শত। খণ্ডিত পুঁথি। প্রাপ্তি স্থান নুড়াই যুগী বাড়ী।

২৬২। ধর্ম্মপুরাণ।

এই পুঁথিখানি খণ্ডিত। কয়েকটি পত্র মাত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্তিস্থান ঐ যুগী বাড়ী।

ভণিতা:—

নিরঞ্জন মঙ্গলের স্বপুর্ব্বা বন্দনা।
শ্রীসাম (শ্যাম) পণ্ডিত ভাসে করিঞা ভাবনা॥
শুনিয়া দত্তের বাণী ভবনে চলিলা রাজ্ঞী
মোনে মোনে করিয়া ভাবনা।
নিরঞ্জন পদ আসে শ্রীসাম পণ্ডিত ভাষে
স্ববধানে শুন সর্ব্বজনা॥

২৬৩। অর্জ্জুন-সংবাদ।

ইহার প্রথম পাতা নাই দ্বিতীয় পত্রের

আরম্ভ :—

পুনর্ব্বার অর্জ্জুন তবে পোছে জগন্নাথে।
বৈষ্ণবের গতাগতি জানি ভাল মতে॥
আর কিছু শুনিতে আছয়ে মোর মন।
ভক্তিযোগ কথা কিছু কহ নারায়ণ॥

শেষ :—

এভেক জানিয়া জেবা করে হরিনাম।
জন্ম জন্ম কৃষ্ণ চরণে তার ধাম॥
ক্রোটী জন্মে হরির চরণে রাখে ভক্তি॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার হয়ত ওন্নতি॥

"ইতি অর্জ্জুন সংবাদ সমাপ্ত। পাঠক শ্রীসরূপ লাল দাস সাং সিউড়ী পরগণে

খটাঙ্গা মতালগে জেলা বিরভোম সন ১৮৩০ সাল তাং ১৪ মার্চ্চ সন ১২৩৬ সাল তাং ২২ চৈত্রী রোজ রবিবার।" পত্র সংখ্যা ১১। গ্রন্থকারের নাম নাই। প্রাপ্তি স্থান ঐ যুগী বাড়ী।

২৬৪। শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস।

আরম্ভ :—

প্রথমে বন্দিব * * পরাশরে।
ব্যাসরূপে গোবিন্দ জন্মিলা জার (ঘরে)

ভণিতা :—

শ্রীকৃষ্ণ বিলাস রস সর্ব্ব পরাৎপর।
রচিল পরম ভক্তি শ্রীকুষ্ট কিঙ্কর॥
শ্রীনন্দন পদে রহু মোর মন।
যুগে যুগে পাই জেন অভয় চরণ॥
ইতি শ্রীবলি ছলন কথা সম্পূর্ণং॥

শেষ :—

* * রূপী ভৃগুর চরণে পরিণাম।
জার গুণে শ্রীকুষ্ট কিঙ্কর হৈল নাম॥
জার গুণে গোবিন্দ ভজনে হৈল আস।
জার গুণে কৈল হরিদাসের সন্তাস॥
গবিন্দের গুণে গুরু করিল আদেশ।
শ্রীকুষ্ট কিঙ্কর বলি (?) করিল আদেশ॥
বিপ্রকুলে জন্ম নাম শ্রীগোপাল দাস।
আজন্ম ভরিয়া কৈল গুরুতে বিশ্বাস॥
অকুমার ব্রত্তে দেহ করিয়া সোধন।
অন্তে সুরধনী মধ্যে পাইল নারায়ণ॥
সর্ব্ব কবিগণে আমি করি পরিহার।
আপনার গুণে দোষ না লবে কাহার॥

পুঁথিখানি খণ্ডিত,—প্রথম ও শেষ পত্র জীর্ণ ও খণ্ডিত। পত্র সংখ্যা ১৭৪।

২৬৫। বীরভুমে সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া।

এই কবিতাটি দ্বিতীয় বর্ষের বীরভূমির চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। রচয়িতা আজও জীবিত।

ভণিতা :—

কাএস্ত কোলে জন্ম মোর রাই কৃষ্ণদাস।
কুলকুড়ি গ্রামে মোর হয় জে নিবাস॥
জেলা বীরভুম তাহে লোনি পরগণা।
লাউরাম তাহে লাঙ্গলের আনা॥
১২৬২ সাল এই গোলমাল বড় ভাবনামনে।
কুলকুড়ি লোট হয় ২৩ শ্রাবণে॥

পদ সংখ্যা—৮২।

২৬৬। মোহ-মুদ্গর।

আরম্ভ :—

এক দিন সিব দুর্গা বসিঞা কৈলাসে।
রহস্যের কথা কহেন পরম হরিসে॥
পার্ব্বতি কহেন নাথ করি নিবেদন।
কৃষ্ণ ভক্তি কথা কিছু করিব শ্রবণ॥

পুঁথিখানি খণ্ডিত। শেষ পত্র ১১।

শেষ :—

মালা তিলক কর তুমি কপট আচার।
লোকেতে বলহ তুমি অতির্থ ব্যবহার॥

প্রাপ্তিস্থান সেহাড়া জেলে বাড়ী। গ্রন্থকারের নাম নাই। ইতি পূর্ব্বে আমি আরও ৩খানি এই গ্রন্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কোন্‌টায় কি প্রভেদ বলা যায় কি?

২৬৭। মহাভারত।

এই পুঁথিখানি খণ্ডিত,—শেষ কতদুর নাই বলা যায় না। ২—২৫১ পাতা বর্ত্তমান লেখক শ্রীরাধারাম গুপ্ত পীং কালীচরণ গুপ্ত সাং হইদ গাও (হাইদ গাও, থানা পটীয়া চট্টগ্রাম)। লেখার তারিখ অপ্রাপ্ত। দেখিতে প্রাচীন বোধ হয়। অতি জীর্ণাবস্থা। তুলট কাগজ; দুই পিঠে লেখা।

পুঁথির বর্ত্তমান অংশে কচ দেবযানী কথা, শকুন্তলা উপাখ্যান, সভাপর্ব্ব, বনপর্ব্ব ও বিরাটপর্ব্ব পর্য্যন্ত আছে। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

দক্ষিণে আছএ দির্ব্ব এক পুরি খান।
পুরি মৈদ্যে দেখিবা এক কৈন্যা বিদ্যমান॥
সেই কৈন্যা না আনিবা (?) শুন জন্মেজয়।
* * খরি না করিবা কহিমুম নিশ্চএ॥
এ বোলিআ ব্যাস মুনি গেল তপবনে।
বিষ্মঅ হইআ রাজা চিন্তে মনে মনে॥

ভণিতাগুলি যথাক্রমে এইরূপ :—

(১) গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব্ব।
ব্যাসমুনি বাক্য জান অষ্টাদশ পর্ব্ব॥
(২) বষ্টিবর সেন সুতে * * *
গঙ্গাদাসে রচিল পআর॥
(৩) ভারতের পুন্ন কথা শ্রদ্ধা দুর নহে।
পরাকৃত পদবন্ধে কবিচন্দ্র দাসে কহে॥
(৪) কবীন্দ্র পরমেশ্বরে কহে হরিগুণ সর্ব্বদাএ
হরি বিনে না ভজিঅ আর।
পরম আনন্দমএ ভজ প্রভু দআমএ
তবে ভব পাইবা নিস্তার॥
(৫) সভাপর্ব্ব মোহাপোথা নানারসমএ।
মধুরস ফল কথা কহিল সঞ্জএ॥
(৬) হরি নারায়ণ দেব দিনহিন মতি।
সঞ্জয়ভিমানে (?) কৈলা অপুর্ব্ব ভারতি॥
বাসদেব হোতে মহা ভারত প্রচার।
সঞ্জয় রচিআ কৈলা পাঞ্চালি পআর॥
(৭) শ্লোক ভাঙ্গিআ পোথা করিআ পদের গাথা
ত্রিভুবনে তরিতে উপাএ।
দিনহিন মূঢ়মতি হরি নারায়ণ গতি
শ্লোক ভাঙ্গি কহিল সঞ্জএ॥
(৮) রচনা বিসেস ত নানারসমএ।
হরি নারায়ণ দেব বাখানে সঞ্জএ॥
(৯) ভারথের পুণ্য কথা জেন সুধামএ।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পাপ হএহএ॥
লস্কর পরাগল ভুবন বিদিত।
করিলেক পাচালি লোকের রহিল হিত॥

শ্লোক।

ধন্যং পুণ্যং হতং মন্তং সন্তস্তোসরনার্থিনাং।
বদন্তাং সন্তত স্রিয় খান শ্রীপরাগল॥

(১০) লস্কর পরগল নায়কের গুরু।
মেদনি মদন সম দানে কল্পতরু॥
অপূর্ব্ব ভারথ কথা অমৃতের সার।
কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পআর॥

ব্রহ্মার শাপে 'মহাভিস' (?) নরপতির মর্ত্ত্যাগমনোপলক্ষে হোসেন সাহা সম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখিত আছে :—

মর্ত্তে গিআ জনমিব হস্তিনার পুরে।
চন্দ্রবংশে জনমিব প্রদিপ রাজার ঘরে॥
এই বোলিআ নৃপতি আইল সেই স্থানে।
মৃত্যুকল্প প্রায় হইআ দুঃখ ভাবি মনে॥
অনেক জতনে তাক সৃজিলেন বিধি।
পৃথিবীতে কল্পতরু সেই গুণনিধি॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিসারদ মহিমা অপার।
কলি জুগে সেই জেন রাম অবতার॥
প্রতাপ তপন সম বিপক্ষেত জম।
পৃথিবী বিজঅ কৈল সর্ব্ব অনুপাম॥
সুলতান হোচন সাহা পঞ্চ গৌরেশ্বর।
ত্রিপুরার দ্বার পাইল শুন মোহাবির॥
সোণার পালঙ্কি দিল এক লক্ষ ঘোড়া।
দির্ব্ব রাজা টোপ দিল লক্ষের কাপরা॥
শ্রীযুক্ত পরাগল খান মোহামতি।
দরিদ্র তারণ (?) করে অনাথের গতি॥
কুতুহলে ভারথের পুছন্ত কাহিনী।
কোন মন্তে পাণ্ডবে পাইল রাজধানী॥

* * *

তাহান আদেশ মাল্য মাথে করি সার।
কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পআর॥"

১৬৩ পত্রে সভা পর্ব্ব ও ২২৬ পত্রে বন পর্ব্ব শেষ। ২২৭ পত্রে বিরাট পর্ব্বারম্ভ।

বন পর্ব্বে ভণিতা নাই, লিপিকর অনেক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমি, তুমি, কেনে প্রভৃতি আহ্মি, তুহ্মি, কেহ্নে।

২৬৮। প্রতাপচন্দ্র-লীলারস-প্রসঙ্গ-সঙ্গীত।

বর্দ্ধমানের জাল রাজা প্রতাপচন্দ্রকে অনেকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ও গৌরাঙ্গের অভিন্নাত্মা মনে করিত। তাই তাঁহার লীলা প্রকটনার্থে শীর্ষোক্ত গ্রন্থখানি প্রণীত। জাল রাজা ১৮৫২ কি ১৮৫৩ সালের প্রথমে প্রাণ-ত্যাগ করেন; গ্রন্থ রচনা হয় ১২৫০ সালে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং তাঁহার জীবদ্দশাতেই এই গ্রন্থ বিরচিত হয়। গ্রন্থকার বোধ হয় প্রতাপের একজন চেলা ছিলেন। তিনি প্রতাপের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিবারই বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। রাজনৈতিক কথাও অনেক আছে। গ্রন্থকার ইংরাজের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা কিছু দুর্ব্বোধ্য।

রচয়িতার নাম অনুপচন্দ্র দত্ত; নিবাস কাটোয়ার সন্নিকট শ্রীখণ্ডে। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশজ বাবু দুর্গামঙ্গল দাসের আজ্ঞায় তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৬৫ শকে, ১২৫০ সালে ১৩ই অগ্রহায়ণ এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

এতৎ গ্রন্থাবলম্বন করিয়া 'বীরভূমি'তে প্রতাপচন্দ্রের কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। তাহা হইতেই এই বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিলাম। পুঁথিখানির সংগ্রাহক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

২৬৯। বান ভাসীর কবিতা।

(সন ১২৩০ সালের বন্যা উপলক্ষে রচিত)

আরম্ভ :—

নদী সে দামোদরে, বড়া করে, কয়হে আনা গোনা।
দুধারে মিশায়ে ভাঙ্গে সেরগড় পরগণা॥
এলো বান পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে, ভাঙ্গলো রাজার গড়।
দুড়্ দুড়্ শবদে ভাঙ্গে পর্ব্বত পাথর॥

শেষ :—

এবার বান, বাবির হলো, রাত পোহালো, চলিল মাটে মাঠে॥

ভণিতা :—

বারশ ত্রিশ সালে, বরষা কালে, ভণিল নফর দাস।
কেউ হলো পাতুড়ে রাজা, কারো সর্ব্বনাশ॥

পদ সংখ্যা—৩০। সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু শিবরতন মিত্র মহোদয় ইহা 'বীরভূমি'র দ্বিতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যায় সমগ্র প্রকাশিত করিয়াছেন। তথা হইতেই ইহা সঙ্কলিত হইল।

২৭০। মহাভারত—অনুশাসন পর্ব্ব।

এইখানি সঞ্জয়-প্রণীত। পত্র সংখ্যা ৭; এক পিটে লেখা।

আরম্ভ :—

নম শ্রীগুরুবে নমঃ।
অথ অনুসাসানিক পর্ব্ববিধি।
জন্মেজয় নৃপতি এ জিজ্ঞাসিল পুনি।
তার পাছে কি হইল কহ মহামুনি॥
বৈষপায়নে বোলে শুন নরনাথ।
অনুসাসনির পর্ব্ব এহার পশ্চাত॥

শেষ :—

শান্ত হই বসুদেব বসিল আসনে।
পাত্র মিত্র সহিতে বসিলা জনার্দ্দনে॥
জেই গাএ জেই সুনে জাএ বিষ্ণুপুরে।
রুগির খণ্ডএ রোগ বোলে দামোদরে॥

ভণিতা :—

পাপ তাপ মহাপাপ খণ্ডে অতিশএ।
লোক তরিবার হেতু বাখানে সঞ্জএ॥

"ইতি শ্রীমহাভারথে অনুসাসনিক পর্ব্ব সমাপ্ত। ইং সন ১১৯২ মং তাং ১ ফাল্গুন সিব চতুর্দ্দসি এক বৈঠাতে প্রাএ এক প্রহরের মৈদ্ধে লিখা হএ। মোকাম রাজার হাটবারি নিজ বাসা নিজ সিরীস্তাতে কাজেতে থাকি লিখন সোদ্। দুঃখেন লিখিতং" ইত্যাদি শ্লোক। লেখকের নাম নাই। ইহা আমার নিকট আছে।

২৭১। ভারত-সাবিত্রী।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতকার সঞ্জয়ের রচিত। সম্ভবতঃ মহাভারতের পর এই 'ভারত সাবিত্রী' রচিত হয়। মহাভারত হইতে ইহার ভাষা বিশুদ্ধ এবং উন্নত। 'ভারত সাবিত্রী মহাভারতের একটি সার সংগ্রহ মাত্র। অনুবাদ গ্রন্থ।

আরম্ভ :—

শ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যাং নম।

অথ ভারত সাবিত্রী পুস্তক লিখতে।
প্রণমহ নারায়ণ সংসারের সার।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালা যার॥
নারায়ণ হরি হরি প্রভু জনার্দ্দন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণু গোবিন্দ সনাতন॥
*   *   *

শেষ :—

ভারত শুনিতে যেবা অন্ত কথা কএ।
নারকে ডুবিতে মন করিল নিশ্চয়॥
ভারত শুনিতে যেবা শ্রদ্ধা মন করে।
মহা ঘোর পাপ নাশে বিপদ উদ্ধারে॥

ভণিতা :—

শ্রবণে খণ্ডয়ে পাপ শুনে যেবা জনে।
সঞ্জএ পয়ার কৈল গোবিন্দ চরণে॥

"ইতি শ্রীমহাভারত সাবিত্রী পুস্তক সমাপ্ত। স্বকিয় পুস্তক শ্রীরাজকৃষ্ণ নন্দী সাকিম পরগনে হুসেনপুর গচিহাটার মধ্যে আতরতপা গ্রামে (কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।) ইতি সন ১২২৭ সন তেরিখ তেহিশা পৌষ রোজ শুক্রবার প্রথম বেলা সমাপ্ত।"

ক্ষুদ্র পুস্তিকা; ১১৪ শ্লোকে সমাপ্ত। এই গ্রন্থখানা "আরতি" পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়। "আরতি" হইতেই এই বিবরণ লিখিয়া দিলাম।

এই সুযোগে একটি অবান্তর কথা বলিব। উক্ত প্রবন্ধলেখক তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"এদিকে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বাঙ্গালা সাহিত্য * * * * * পূর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারী মুসলমানের করাল ধ্বংসনীতির অন্তবর্ত্তী হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল। * * * * সে মুসলমানের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে বহু হস্তলিখিত সাহিত্য বিলুপ্ত হইয়াছে।" লেখক প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ না হইলে অন্তের উপর দোষারোপ করিয়া এইরূপ স্বীয় গাত্র কণ্ডুতি নিবারণ করিতে নিশ্চয়ই অগ্রসর

হইতেন না। কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া গেলে তাঁহার কথাগুলি উচ্চমূল্যে বিকাইত। সাহিত্য সংসারে মুসলমানদের সম্বন্ধে প্রাগুক্ত উক্তির বিপরীত কথাই প্রচারিত আছে, তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া নিষ্ফল।

২৭২। ভগবদ্‌গীতানুবাদ।

ইহাও সঞ্জয়ের কৃত। ইহার সূচনায় এইরূপ বন্দনা আছে :—

> অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
> তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
> গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
> রাধারমণ হে রাধে (?) রাধাকান্ত নমস্তোতে।

এই বন্দনা হইতে সঞ্জয়কে গৌরাঙ্গের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কালের কবি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। দীনেশবাবু কিন্তু তাঁহাকে চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহাভারত এবং 'ভারত সাবিত্রী' অপেক্ষা গীতার অনুবাদে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃত অভিজ্ঞতার পরিচয় অধিক লক্ষিত হয়। বৃদ্ধ বয়সেই বোধ হয় গীতার এই অনুবাদ রচিত হয়।

এই বিবরণও 'আরতি'র উক্ত সংখ্যাদ্বয় হইতে সঙ্কলিত হইল।

২৭৩। ভারত-সাবিত্রী।

ইহাও 'ভারতে'র সংক্ষিপ্ত সার। এই অনুবাদটি মূল হইতে অনেক বিস্তৃত এবং আড়ম্বরপূর্ণ। এই অবান্তর অংশটি ও ভণিতাটি পরিত্যাগ করিলে ইহাও সঞ্জয়-রচিত বলিয়াই মনে হইবে। ইহার শ্লোক সংখ্যা—১৯২। ১২০৮ সনের লিখিত।

ভণিতা :—

> দাস গোপে বুলে পরম আনন্দে।
> ভারত সাবিত্রী রচিল পয়ার প্রবন্ধে।

এই 'ভারত সাবিত্রী'র মূল সংস্কৃত গ্রন্থ খানি 'বিদ্যোদয়' পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। 'আরতির' উক্ত সংখ্যাদ্বয় হইতে সঙ্কলিত।

২৭৪। ক্লীবত্ব-মোচন।

ইহা চট্টগ্রামের পারস্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ "তওয়ারিখি হামিদী" প্রণেতা মৌলবি অগ্রগণ্য ৺ হামিদুল্লা খান বাহাদুরের রচিত। শ্মশ্রু ছেদনকারী মুসলমানদিগকে শ্লেষ করিয়া গদ্যে পদ্যে তিনি ইহা লিখিয়াছেন। শ্মশ্রু-ছেদন মহম্মদীয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কি না! আরব্য ও পারস্য ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল; কিন্তু বাঙ্গালায় তাঁহার ততটা জ্ঞান ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার রচিত 'ত্রাণপথ' নামক আরও এক খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই উভয় গ্রন্থই সন ১২৭৭ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল, দেখিতেছি। মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়াই বিবরণ দেখিলাম। উভয় গ্রন্থের ভাষাই অদ্ভুত,—অনেক স্থলে চট্টগ্রামি ভাষার সংমিশ্রণ জাত। আবরণ পত্রে লিখিত আছে :—

"শ্রীশ্রীপরমেশ্বর।

এই পুস্তকের নাম ক্লিব ও (ক্লিবত্ত ?) মোছনা অর্থাৎ নপুংসক ও (?) বিনাসন। তাহাতে পড়ামুখ নপুংসক বানরের ন্যায় স্ত্রিলোকের নিন্দা আর দাড়ি ও কেষ লেষ ইত্যাদি রাখন ও কাটনের নিন্নয় আর তাহার হেতু ও মর্ম্ম ও সার কথা এবং তাহাতে সন্তের অর্থাত সবার আদেশ ও তাহার প্রসংসা আর নিসেধ ও নিসেধির

কাজ্যের নিন্দা ইতি। চাটিগ্রামের প্রধান রইছ শ্রীযুত মোহাম্মদ হামিদোল্লাহ্ খান বাহাদুর ছাহেব ছ্লামাবাদির কৃত লোকের উপকারার্থে প্রাণপোনে প্রেমেতে বিশেষরূপে করিয়া * * * ছাপা হইল।"

আরম্ভ :—

"হিজড়ার ন্যায় লোকর্দ্দেশের গতি। আমি তাহার পোনর প্রকার দোস লিখিতেছি মহামহিম মহাসয়েরা মন জোগ করিবেন।

ওহে ভাই যদি তুমি আপনাকে না মর্দ্দ খোজার ন্যায় বনাইতে চাহ তবে দাঁড়ি কাট কেননা খোজা ও নামর্দ্দের দাড়ি হয়ে না।" ইত্যাদি।

এ রকম ১৫ দফার পর দাঁড়ি ছেদন না করার পক্ষে তাঁহার "হেতুবাদ এবং সার কথা।" তাহার কিয়দংশ এই :—"তাহার মর্ম্ম এই জে ঈশ্বরে জেমত্ বনাইআছেন তেমত বনাইবার কেহরহ কদাচিত্ সাধ্য নাই এবং তাহার কর্ম্ম কথনও ব্রেথা ও অনার্থাক নহে জেমত্ হস্তার্জে পঞ্চ অঙ্গুলি সহিতে সৃজিআছেন যদি তাহাতে অন্য অঙ্গ হইতে বেসি জোড়া না থাকিত তবে কিছু ধরা না জাইত" ইত্যাদি। ইহার পর 'পদ বন্দি'। নমুনা এই :—

শুন ভাই নিদাঁড়িয়া লোকদের গত।
মুখ তার লোম হিন বানরের মত॥
হিজরার ন্যায় কিবা শ্রদ্ধা তার মনে।
বসিতে অঙ্গের সঙ্গে বদনে বদনে॥ ইত্যাদি।

রচনাকাল ও সমাপ্তি :—

জুমাটার জিহজ্জার চতুর্থে কহিল।
হিজ্রি সন বায়সত আটায় হইল॥
এই গ্রহন্তের নাম ক্লিবত্ব মোচন। (?)
তার অর্থ নপুংস ও কাজ্য নিবাসন॥
আর নাম রাখা গেল আরবি ভাসাতে।
'তাদিবোল মোতখন্নেখিন' সেঅর্থ মতে॥
গ্রহন্তের নাম মতে আমার এ আষ।
প্রমেশ্বরে (?) তার ভাব করিতে প্রকাষ॥
এই সন নামেতে সমাপ্ত হৈল কথা।
উচিত প্রমেশ্বরের (?) সোকর সর্ব্বথা॥
সদায় রছুল পরে ছলাত্ ছলাম।
মোহাম্মদ আছয়ে জাহায় পাক নাম॥
সকল মোমেন পরে ছলাম জানাই।
আমা হৈতে মাগ মোর আথের ভালাই॥

ক্লিবত্ব মোছন নাম পুস্তক সমাপ্ত ইতি।"

৮ পেজি কাগজের ১৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত ;—বড় বড় অক্ষর। ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

২৭৫। ত্রাণ-পথ।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে উল্লিখিত এই সেই 'ত্রাণ-পথ'। এগুলি বোধ হয় খাঁ সাহেবের শেষ বয়সের রচনা। প্রায় ২৫ বৎসর হইল, তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। ইহা পদ্যে লিখিত। আবরণ পত্র লিখিত অংশটি দৃষ্টি করিলেই ইহার প্রতিপাদ্য কি, বুঝা যাইবে। তৎযথা :—"শ্রীশ্রীহক নাব। ত্রাণপথ নামক পদবন্দি পুস্তক। যাহাতে খোদা নিরাঞ্জন এক ও জথা সাধ্য তাহান চিননের ও জাননের কথা ও শুকৃতি জাহাতে লোকে ত্রাণ পায়ে ও কুকৃতি জাহাতে মনিস্তে দুই কুল হারায় তাহার বিবরনাদি পদেতে। এছলামআবাদ অর্থাত্ত চাটিগ্রামের প্রধান রইছ শ্রীযুত মোহাম্মদ হামিদোল্লাহ খান বাহাদুর ছাহেব ইছলামাবাদির কৃত * * * * ।"

আরম্ভ :—

ত্রাণপথ নামক পদবন্দি।
প্রথমে সকল আদ্যে বন্দি প্রভু নাম।"
পরিবার সহকন্নি নবিকে ছলাম॥

পরে কিছু ধর্ম্ম পথ দেখাইতে চাই।
জাহাতে তরয়ে লোক নিজে ত্রাণ পাই ॥
কলে পথ দেখানিয়া নিরঞ্জন সারে।
দেখাইতে আদেসিল নরে জাহা পারে ॥

শেষ :—

নবম প্রভুর প্রেম মনেতে বাড়ান।
সেই সে পরম হেতু ত্রাণ জন্যে জান ॥
দসম সে মৃত্যু কথা সদায়ে সরন।
পাপ হতে ভয়ে ধর্ম্মে স্বরিলে মরণ ॥

*   *   +

সেই সে পরম গুরু, সাক্ষি দিল সিলা তরু,
তান মন্ত্রে পাই মনস্কাম।
জান ওহে নিরঞ্জন, জাবতে আছে ভবন,
সঙ্গিসহ তাঁহাকে ছিলাম ॥

"ত্রাণপথ সমাপ্ত। ত্রাণপথ নামক গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। সন ১২৮৫ তারিখ ২৬ রবিওল আওল সন ১২৭৫ বাংলা প্রথম ভাদ্র রবিবার।"

রচনাকাল :—

হাজার ছুসত পরে পাচআসি হিজরি।
বঙ্গে পাচ সর্ত্তর তৎপরে গণ্য করি ॥

২৭৬। ছাহাৎনামা।

এই পুঁথিখানির নাম নাই। প্রথম পত্রেরও অভাব। পত্র সংখ্যা—১০। ইহাতে গৃহ-বন্ধন, খঞ্জন-দর্শন, বস্ত্রপরিধান, ভুমিকম্প, গোছল্ বা স্নান, স্বপ্ন-ফল, চন্দ্র-দর্শন, চন্দ্র-গ্রহণ, নহছ বা অশুভযোগ প্রভৃতি মুসলমানের জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। পুঁথির বর্ত্তমান মালিক ইহার নাম 'ছাহাৎনামা' বলেন। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার আরম্ভ এই—

*   *   *   কেহো বান্ধে ঘর।
এই দোষে মরিবেক গৃহের ঈশ্বর ॥
এই দোষে অল্প আউ হএ গৃহপতি।
নতু নানা ব্যাধিএ পিরিব প্রতিনিতি ॥
ভাদ্র আর আশ্বিন মাসেত নির্ম্মে ঘর।
শুখ আর ভোগ সম্পদ বারিব অপার ॥

শেষ :—

এ সকল কর্ম্ম ন করে জেই ছারে।
অন্ন জল খাইতে হারাম তার ঘরে ॥
নকলের পুণ্য জথ ইরিছের হএ।
রোজা নমাজের পুণ্য হরিতে নারএ ॥
ছুন্নত করিজা কার্জ্জ করে জেই নর।
পুণ্য পাই রহে গিয়া স্বর্গের ভিতর ॥

ইতি পুস্তক সমাপ্ত। শাকে ১৬৭৯ সনে

ভণিতা :—

(১) সাহা বদরদ্দি নিরঞ্জন লিন
ভবকল্পতরু আস।
তোহ্মা মুখপর পুর্ণ সশোধর
দর্শনে তিমির নাস ॥
চরণ যুগলে হিন মুজম্মিলে
তোহ্মাকে করম ভগতি ॥
মোর মনোরথ গোপত বেকত
তুহ্মি বিনে নাই গতি ॥

(২) সাহা বদরদ্দিন পির কৃপাকুল হরি।
নতমুখে সেই বাখান কহিতে ন পারি ॥
তাহান আদেস মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
রচিলেক মুজম্মিলে মনে আকলিয়া ॥

২৭৭। রসসার।

'নির্ম্মাল্য' পত্রের চতুর্থ বর্ষের ষষ্ঠ সপ্তম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর সান্যাল কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ হইতে এই পুঁথির বিবরণ সঙ্কলিত হইতেছে। ইহা হইতে হরিচরণ

দাস কৃত 'অদ্বৈতমঙ্গল' নামক আরো এক খানি পুঁথির নাম জানা যাইতেছে।

এই বৈষ্ণব-গ্রন্থের রচয়িতা নরোত্তম দাস। ইঁহার গুরুর নাম লোকনাথ। তাঁহারই আদেশে গ্রন্থখানি বিরচিত। গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে দুই স্থানে বিদ্যাপতির ভণিতি আছে। চণ্ডীদাস ও রামী রজকিনী সম্বন্ধেও কি একটা প্রসঙ্গ আছে। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ;—সুতরাং ইহার মুদ্রণ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

গ্রন্থে রাধিকার প্রেম, ভজন পদ্ধতি, কর্ম্ম-যোগ, উদাসীনের লক্ষণ, নব-যৌবন, ব্যক্ত-যৌবন, চৌষট্টি ভজনাঙ্গ প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

২৭৮। পদ্মাবতী।

চট্টগ্রামে আলাওলের 'পদ্মাবতী'র খুবই আদর। নানা দৈবোৎপাতে হস্তলিপিগুলি প্রায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। 'পদ্মাবতী' ছাপা হইয়া যাওয়াতেও লোকে আর প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি সাদরে রক্ষা করে নাই। তথাপি এখনও অনেক প্রাচীন পুঁথি মিলিতে পারে। আলাওলের স্বহস্ত লিখিত বলিয়া কথিত একখানি 'পদ্মাবতী'র সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একখানা আরবী পাণ্ডুলিপিরও সন্ধান পাইয়াছি।

হামিদুল্লা নামক এক ব্যক্তি 'পদ্মাবতী' প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আলাওলের পুত্র সৈয়দ নুরদ্দিন হইতে ইহার 'কাপিরাইট' খরিদ করিয়াছেন, বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। হামিদুল্লা আধুনিক ব্যক্তি, সম্প্রতি লোকান্তরগত হইয়াছেন। ইঁহার পুত্র অহিদুন্নবি এখন এই পুঁথির 'তথাকথিত' মালিক, ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি যে, আলাওলের পুত্র ১৯শ শতাব্দী পর্য্যন্ত কিরূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন! এ বিষয়টির অনুসন্ধান একান্ত বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক। তাহা হইলে, হয়ত আলাওল সম্বন্ধে আরও কিছু কথা জানা যাইতে পারিবে।

এই পর্য্যন্ত পদ্মাবতীর চারিখানি পাণ্ডু-লিপি আমার হস্তগত হইয়াছে। সব গুলিই অসম্পূর্ণ আদ্যন্তবিহীন। দুইখানি পুঁথি নিকটে নাই; অপর দুইখানির মধ্যে এক খানির অধিকাংশই আছে; আদিতে ১৪ পাতার অভাব। শেষ পত্র সংখ্যা—২৪৮; রত্নসেনের নিকট গোরার পত্র লেখা পর্য্যন্ত আছে। ইহার লেখার সন তারিখ নাই, কিন্তু দেখিতে অতি প্রাচীন বোধ হয়। লেখকের নাম "শ্রীমেহেরর্জমা পীং মাং রণু চৌং সাং ইচাপুর।"

অপর পুঁথিখানি এক প্রকার নষ্ট হইয়াই গিয়াছে। কেবল ৭৩—৭৬, ৮২—৮৪ এবং শেষ পত্রসহ মোট ৮টি পাতা বর্ত্তমান। ছাপা গ্রন্থের সহিত ইহার উপসংহারের কিছু-মাত্র মিল নাই। তাহার কিয়দংশ এইরূপ।

> এই মতে চন্দ্রসেন সাইট বৎসর।
> পুত্র কৈন্যা বহু হইল বির্দ্ধ কলেবর।
> দুই পুত্র দুই কন্যা পদ্মাবতি ঘরে।
> * * আপন নাম থুল্যা তারে।
> পদ্মনিলা পদ্মলাল দুই কৈন্যা নাম।
> নাগমতি ঘরে দুই পুত্র অনুপাম।
> ইন্দ্রলোচন নাম ইন্দ্র সুন্দ্রসন।
> চারিভাই * * বাণ সম * মদন।
> নাগমতি দুই কৈন্যা অপছরা অপছরি।
> এহি অষ্ট জন অংস রৈল পৃথি ভরি।

চারি ভাগ রাজ্য ছারি (চারি ?) পুত্র স্থানে দিল।
পদ্মাবতি ধন্য ধন্য * * * *।
পদ্মাবতি নাগমতি সহ মরে গেল।
ছুলুতানে আনি (আসি ?) সেই চিতা প্রণামিলা।
মাগনেত আলাওলে বিস্তারি কহিলা।

* * *

নেকি সে পরম ধর্ম্ম সংসারে কাম।
পদ্মাবতি পাঞ্চালিকা সমাপ্ত উপাম।

"ইতি পদ্মাবতি পুস্তক সমাপ্ত। ইতি—১১০৯ সন তেরিখ * চৈত্র হক মালেক শ্রীজুত জবরদস্ত খাঁ চৌং ওলদে রুস্তম খাঁ চৌং সরকার ইসলামাবাদ প্রগলে দিয়াঙ্গ নৌয়ার শ্রীজুত হছেন আলি খাঁ দেওয়ান শ্রীজুত মোহাসিঙ্গ দেওয়াল লিখীতং হিন শ্রীআবদুল ওহাব এক পহর দিন ঘরিতে পুস্তক সমাপ্ত।"

২৭৯। মুক্তাল-হোসেন—১ম ভাগ

ইতিপূর্ব্বে এই পুঁথির আরও দুইবার বিবরণ লিখিয়াছি, কিন্তু একটি বারও তাহা যথাযথ হয় নাই বলিয়া অদ্য আরও কয়েকটি কথা লিখিতেছি।

পুঁথিখানি (সম্ভবতঃ) দুই ভাগে বিভক্ত। এজিদ-বধের পর প্রথমভাগ সমাপ্ত ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনা লইয়া দ্বিতীয়ভাগ আরম্ভ। পূর্ব্বে ইহার যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহা এই দুই ভাগ সম্বন্ধেই। বস্তুতঃ দুই ভাগের স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়াই উচিত ছিল। পত্রাঙ্কের গোলযোগবশতঃ তখন দুই পুঁথি বলিয়া ঠিক করিতে পারি নাই।

পূর্ব্বে গ্রন্থকার সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা এই দুই ভাগ হইতেই তত্রোদ্ধৃত। আরম্ভটিও এই প্রথম ভাগের আরম্ভ। শেষ এইরূপ :—

তবে পুনি একত্র হইয়া সর্ব্বজন।
জয়নল আবিদিনে করি শুভক্ষণ।
ইমান করিয়া সবে প্রণাম করিলা।
হোছনের পুত্র বীর ইমান হইলা।

* * *

মুক্তুল হোছেন কথা অমৃতের ধার।
জে পরে জে শুনে হএ পাপেথু উদ্ধার।
নবিবংশ লাগি জেবা অমুসোছ করে।
পাপেথু উদ্ধার হএ নরকে ন পরে।

ভণিতা :—

আমির হোসন বংসে জন্ম গুণনিধি।
সর্ব্ব সাস্ত্রে বিসারদ নবরসদধি।
শ্যাম নব জলধর সুন্দর সরির।
দানেত কল্পতরু যুধিষ্ঠির সম স্থির।
সুন্দর অধিক মুখ কমললোচন।
মন্দ মন্দ মধু হাসি অমৃত সমান।
সাহা ছুলতানপির কৃপার সাগর।
সেবক বৎসলা প্রভু গুণে রত্নাকর।
তাহান আদেশ মাল্য (বা কাল্য) শিরেতে ধরিয়া।
মহম্মদ খানে কহে পাঞ্চালী রচিয়া।

শেষ পত্র সংখ্যা—৯৬। এই পত্রের পর আর একটি পত্রে পুঁথির কয়েকটি ছত্র ও লেখার সন তারিখাদি ছিল বলিয়া বোধ হয়। অতি জীর্ণাবস্থা। মধ্যে ২৪, ৩৮—৪২, ৭০—৭৩, ৭৮—৯৩ পত্রগুলির অভাব। দুই পিঠে, লাল কালীর রুল দিয়া, ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা, মুন্সীয়ানা ও সুন্দর লেখা। বৃহৎ আকার। স্থানে স্থানে "শ্রীজুত লিখিতং সএথ সাহা মহাম্মদ হিন" বলিয়া লিখিত আছে। তাহা বোধ হয় লেখকের নাম।

২৮০। মুক্তাল হোসেন ২য় ভাগ।

এই ভাগটি সম্পূর্ণ আছে। অতি প্রাচীন ও জীর্ণাবস্থা। প্রথম কয়েক পাতা নষ্ট হওয়ার

মধ্যে! কোন সহৃদয় মুসলমান এসব গ্রন্থের প্রকাশ করিতে পারেন না কি?

আরম্ভ :—

আল্লাহ গনি মোহাম্মদ * * ।
পুনি পুনি প্রণাম করম বার বার।
সে জে আল্লা জগতপতি করিম ছর্ত্তার॥
শ্রীষ্টি স্থিতি উৎপন্ন প্রলএ * * ।
স্বর্গ আদি নরক শ্রীজিলা কুতুহলে॥
তান পাছে প্রণামিএ নারিব চরণ।
একে একে বন্দিএ অশেক গুণিগণ॥
কহিল দসমি পর্ব্বে এজিদ নিধন।
শুনি আনন্দিত মন জথ গুনিগণ॥
একাদস অন্ত পর্বে কতুকে কহিব।
প্রলএর কালে জথ অনার্থ (অনর্থ) হইব॥

ইহার পত্র সংখ্যা—৪০, দুই পিঠে ক্ষুদাক্ষরে লেখা পুঁথিগুলি আমার নিকট আছে।

২৮১। মোহ-মুদ্গর-চরিত।

এই পুঁথিখানি অসম্পূর্ণ। ১, ৬—৮, ১২ ও ১৩ শ পত্রের অর্দ্ধেক,—এই পত্রগুলির অভাব। অবশিষ্ট পত্রগুলি আছে। ক্ষুদ্র পুস্তিকা। দুই পিঠে লেখা। তারিখ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু অত্যন্ত প্রাচীন ও জীর্ণ। অনেক স্থলে অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ:—

আর ভরসা নাই রে বিনে রাঙ্গা পাএ। (ধুয়া)
এক দিন একাশনে ভবানি মহেস।
নানান রসহাস্ত আছিল বিসেস॥
শিব স্থানে নারায়ণি ভকতি করিয়া।
ভারথের কথা প্রভু কহ বিস্তারিয়া॥
কন হেতু অভিমন্যু যুদ্ধেতে পরিল।
অর্জ্জুনের সোক সান্তি কোন মতে হৈল॥

ভণিতা :—

অধম রাঘব দাস জুগপাণি হৈয়া।
বিষ্ণুভক্ত গুণ কহে সংখেপ করিআ॥

অর্দ্ধছিন্ন ১৩শ পত্রের শেষ :—

কৃষ্ণপদ পাঙ্কজ * *
* * বোলে হরি॥
কৃষ্ণপদ শুনি সব পুলকীত হৈল।
একে একে পরদা * * ॥
* * সদএ করিলা।
আলিঙ্গন করি কৃষ্ণে আসিবাদ কৈলা॥

২৮২। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

ইহার সর্ব্বত্র কৃত্তিবাসের ভণিতা, কিন্তু পবনাত্মজের নিকট সীতার হরণ বৃত্তান্ত বর্ণনের শেষে একস্থলে 'সম্পদ রায়' নামক কবির ভণিতা আছে। ইনি আবার কে?

আরম্ভ :—

নমো গণেসায়। নমো সরস্বতি দেবি নমো।
এতেক জানিয়া রামে ব্রহ্মমন্ত্র ছাড়ে।
সন্ধান করিয়া বাণ ততক্ষণে এরে॥
টঙ্কারিয়া এরে বাণ করিয়া সন্ধান।
মুণ্ড ছেদি রাক্ষসের লইল পরাণ॥
দির্ব্ব মুক্তি হইয়া রামের স্তুতি করে।
সাপ মুক্ত হইয়া জাএ বৈকুণ্ঠ নগরে॥

শেষ :—

নিলেরে পাঠাইয়া রাজা না গেল প্রত্তিত।
ডাক দিয়া গবাক্ষকে য়ানিল বিদিত॥
সর্ত্তর কোটি বানর য়াছে তুমি আদিকারে।
নিলেরে সোয়ায় হইয়া জাও পূর্ব্ব দ্বোয়ারে॥

ভণিতা :—

(১) সিতা দেবী না পাইয়া কটক নৈরাস।
কিস্কিন্ধ্যা কণ্ঠে গাইল কৃত্তিবাস॥
(২) দিন কত য়ন্তান্তরে, মন্দাদরি শুনি তারে
ভক্তিলেন য়নেক বিধান।
গাএন সম্পদ রাএ, না কান্দিয় সিতা মাএ,
এবে দুঃখ হইব বিমোচন॥

"ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মণিনাঞ্চ মতি ভ্রম। জথা দিষ্ট তথা লিখিতং লিখিতং

নাস্তি দোষক ইতি সন ১১৬৯ (১১৩৯) ? মঘি তাং ১৭ বৈশাখ বোধবার।" লেখকের নাম নাই। পত্র সংখ্যা ৩৫ দুই পৃষ্ঠে লেখা ২৯ পাতের অভাব। ১ম ও শেষ পত্রের লেখা উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে। পদ সংখ্যা প্রায় ৫৯৫। ঠিকানা শ্রীঅবর্ণাচরণ দাস সাং খিলপাড়া, পোঃ আঃ আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

২৮৩। শতস্কন্ধ-বধ।

পুঁথিখানি সম্পূর্ণই ছিল, কিন্তু দুরন্ত কীটকুল ইহার প্রায় সর্ব্বাংশ উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এত দিন অবহেলায় আমরা কতই না জিনিষ হারাইয়াছি। অল্প স্বল্প যাহা আছে, তাহারও বিলোপসাধনের জন্য হব্যাশন ও কীটরাজির কি দারুণ ব্যগ্রতা! স্বার্থময় জগতে কা কস্য পরিবেদনা? জনৈক দেশকালজ্ঞ কবির নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটি কেমন অন্বর্থ :—

"স্বকার্য্যসাধনে সর্ব্বে ব্যগ্রাশ্চ ধরণীতলে।
ভাবাভাবং ন জানন্তি কেবলং স্বার্থতৎপরাঃ।"

স্বদেশপ্রেমিকগণ, সত্বর হউন; বিলম্বে কার্য্যহানি ধ্রুবৈব!

ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৮; রয়াল ফরমের কাগজ। কোথাও দু'পিঠে, কোথাও এক পিঠে লেখা। ১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কোনরূপে উদ্ধার করা যাইতে পারিবে। অল্পদিনের লেখা। পদ সংখ্যা প্রায়—৫০৪। কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে।

আরম্ভ :—

শ্রীহরি স্মরন। ১২৪৬ মঘি তাং ২৫ শ্রাবণ।

রাম সীতা সুনিলেন পুরাণের কথা।
মুনির চরণে (বচনে ?) রামের ঘুচিলেক ব্যেথা।
জানিলাম মহামুনি বরহি মোহন্ত।
জেমন সুমেরু গিরি পুণ্যের পর্ব্বত।
এসব সিখাইল রাম করিআ বাখন
হাস্য রঙ্গে সীতার সঙ্গে বৈসে ভগবান।

ভণিতা :—

শ্রীরাম পঙ্কজ অলি মধু করি পান।
রচিআ পআর ছন্দে কৃত্তিবাস গান।

শেষ :—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিসেস।
*　　* রাম আইল দেশ।
রামাঅন পুণ্য কথা অমৃতের সার।
* * * তথাপি নিস্তার।
রামাঅন অমৃত কথা সুনে যেই জন।
সমাপ্ত হইল শতস্কন্ধের নিধন।

সাঙ্গ। * * * সং তাং ২৫ শ্রাবণ রবিবার। শ্রীজগৎচন্দ্র পাল সাং পাটনী কোটা।

২৮৪। লক্ষ্মী-অষ্টক শ্লোক।

আরম্ভ :—

অথ লক্ষই অষ্টক শ্লোক।
জয় লক্ষি মহালক্ষ্মী জগতের জননী।
জয় পদ্মাশনে স্তিতি জিবজন তারিনি।
জগত পুজিতা দেবি জনার্দ্দন ঘরিনি।
প্রণমামি হরিপ্রিয়া দারিদ্রতা নাশিনি।

শেষাংশ দুষ্পাঠ্য। চরণ সংখ্যা—৩২। ভণিতা নাই। ১২১৯।২০ মঘির লেখা।

২৮৫। নাম-হীন পুঁথি।

এই সুন্দর মুসলমানী গ্রন্থখানির নাম যে কি, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। গ্রন্থে প্রায় সমস্ত পয়গম্বরদের,—হজরত, ইচ্ছা, মুছা, দাউদ, সোলেমান, নুহু, প্রভৃতি মহাত্মগণের—কাহিনী বিবৃত আছে। পক্ষান্তরে রামচরিত ও কৃষ্ণচরিতও বর্ণিত হই-

য়াছে; তাহা অবশ্য প্রসঙ্গক্রমেই। অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ; পড়িতে সাহস হয় না। সৈয়দ সুলতানের রচিত।

তৃতীয় পত্রের আরম্ভঃ—

নিসেদ করিলা পাপ কর্ম্ম ন করিবা।
কাএমনে নিরঞ্জন সদাএ ভাবিবা॥
সুনিআ সবে আমের বচন।
সকলে ধরিয়া আম করিল নিধন॥
হেন কালে প্রভু আজ্ঞা লই এক দুত।
ভ্রমএ আকাশ পরে অতি অদভুত॥

ভণিতা:—

কহে ছৈদ ছুলুতানে সুন নরগন।
এহি মতে নবিবংশ সুন দিআ মন॥
আছিল আরবি ভাশ হিন্দুআনি কৈলু॥
বঙ্গদেশী * * *

১৮৭ পত্রের শেষ:—

ইছার বচন সুনি ছাম মহাশএ।
গোর হোস্তে সেইক্ষণে উঠিলা নিশ্চএ॥
গোর হোস্তে উঠিলেন্ত সুন্থর নন্দন।
সর্ব্ব লোকে দেখিলেন্ত সোন্দর বদন॥
ছামের হইল দেখা ইছার সহিত।
অন্তে অন্তে দোহনের হৈল পিরিত॥
ছামের চিকুর অতি দেখিল বিরল।
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন্ত * * ।

খণ্ডিত পুঁথি ৩—১৮৭ পাতা বর্ত্তমান; মধ্যে ৮—১০, ১৩—১৪, ১৬, ২০—২২, ২৯—৩০, ৩৪,৪১—৪৫,৪৭—৫১, ৫৮—৬০, ৬২—৬৭, ১০০, ১১২, ১২৫—১৩০, ১৩৮, ১৪০, এবং ১৪৭—১৫৮ সংখ্যা পাতাগুলি নাই। "শ্রীহিন কদম খানস্য" লেখা। তারিখাদি নাই। অতি প্রাচীন—দুই শত বৎসরের কম নহে। কাগজ তাম্রকূট পত্রের ন্যায়। অতি সুন্দর লেখা,—অনেক পাতার লেখা নষ্টপ্রায়। প্রাপ্তাংশের পদ সংখ্যায় —১১৮৪০।

২৮৬। দাকায়েৎ।

খণ্ডিত মুসলমানী সংহিতা-গ্রন্থ। ৬—১০৯ পাতা বর্ত্তমান। মধ্যে মধ্যে দুই এক পাতা নাই। দুই পিঠে লেখা। বৃহৎ গ্রন্থ। তারিখাদি নাই। কবির নাম ছৈয়দ নুরদ্দিন। এক স্থানে তাঁহার এরূপ পরিচয় আছে:—

গৌর নামে এক গ্রাম, সুবেশ উত্তম ঠাম,
কি কহিমু মহিমা তাহান॥
সেই দিবা স্থান পাইয়া, আলিম সকল গিয়া,
সাধু সদাগর তথা বৈসে।
ছৈদ সএখ (সেখ) গণ, সে দেশে রসিক জন
ধর্ম্মাবন্ত সুনামে প্রকাস॥
সে দেশে প্রধান ঘর, সন্তান পীরান ঘর,
ছৈদ আলেদত তান নাম।
তান পুত্র কল্পতরু দানে সিন্ধু জ্ঞানে গুরু
ছৈদ রাজা সুনাম উপাম।
তাহান নন্দন জান, ছৈদ * *
(৮।৯ পাত নাই)
তান সুত অনুপাম, ছৈদ আতবলা নাম,
ধর্ম্মবন্ত পুণ্যবন্ত সার।
সে ছৈদ হাছনি পির, সেই স্থানে হৈল স্থির
নাম জস হইল প্রকাশ।
পির মহাম্মদ নাম, মুন্দার ছিল সেই গ্রাম,
মুরিদ হইল পির পাস॥
তয়ে কত কাল হইলা, ছৈদ হাছন সর্গে গেলা
কবর তাহান সেই স্থান।
নিশি হৈল গৌড় স্থলে, ধর্ম্মের প্রদীপ জ্বলে,
প্রভুর মহিমা হেন জান॥
পির মহম্মদ সঙ্গে, পির সুতগণ রঙ্গে
আছিলেন্ত পিরীত বিসেস।
বহু ভুমি দান দিয়া, আলবান সঙ্গে লইয়া,
আইলেক মির্জাপুর দেস॥

ছেদ আবদুল কাদির সুত রূপে গুণে অদভুত
ছেদ আতবলা হৈল নাম।
তাহান নন্দনহীন, নাম ছৈদ নুরদ্দিন,
বসতি মোহন সেই ঠাম॥

ইহা একখানি পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত মির্জাপুর—চট্টগ্রাম-হাট হাজারীর এলাকায় অবস্থিত একটি গ্রাম।

২৮৭। একাদশী-মাহাত্ম্য।

ইহা অতি প্রাচীন, জীর্ণ শীর্ণ ও নষ্টপ্রায়। নাম পাওয়া যায় নাই। একাদশী-মাহাত্ম্যে রুক্মাঙ্গদ রাজার কথা বর্ণিত। পত্র সংখ্যা—১১॥, দোভাজ করা কাগজ। পত্রাঙ্ক অনির্দ্দেশ্য। প্রাপ্তাংশের পদ সংখ্যা প্রায়—২৫৩। ক্ষুদ্র পুস্তক। ভণিতার শেষ নাই। প্রথম পত্রের অভাব; দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভঃ—

আছউক করিব ব্রত মুনিলে পাপ হরে।
জেই (?) জনের ধন্য জর্ম্ম জে জনে ব্রত করে॥
হেন ব্রতের কথা কিছু মুন সাবধানে।
এক চিত্ত হইআ মুন না হইঅ অর্ন্য মনে॥
এহেন প্রসঙ্গ রাজা পুছিলা আহ্মারে।
একাদসির কথা কহি তোমার গোচরে॥

শেষ পৃষ্ঠার শেষ :—

অন্তসপুর মৈদ্ধে বৈসে, জত নারী * * *
সব হৈব তোহ্মার দাস দাসী।
রুক্মাঙ্গদ পুত্র মোর, দাস কর্ম্ম করি তোর
ন ভাঙ্গিঅ ব্রত একাদসি॥
মাআ করি আনাইল (?) মুনি বিহা করাইল,
* * মুন এ বচন।
বিধি কৈল বিড়ম্বন, মোর হৈল বিষরন,
আচম্বিত * *॥

অনেক স্থলে পয়ারে অক্ষরাধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

২৮৮। সরস্বতী— অষ্টক শ্লোক।

আরম্ভ :—

সরস্বতী সেতবতি সর্ব্বভুত কারিনি।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞানদাতা সর্ব্বমন্ত্র রূপিনি॥
শ্বেত পদ্মাসনে স্তিতি সেত মালা ধারিনি।
তং নমামি হরি পৃএ জরবুদ্ধি নাশিনি॥

শেষ :—

শুভ্র হস্তা সেত আখি বিষ্ণু মন মোহিনি।
বিষ্ণু বক্ষে বাস কর সঙ্গে লক্ষী সতিনি য়
বৈষ্ণবী তোমার নাম জগজীব তারিনি।
তং নমামি হরিপ্রিয় জরবুদ্ধি নাশিনি॥

চরণ সংখ্যা ৩২; ভণিতা নাই। ১২১৯। ২০ মঘির লেখা।

২৮৯। কিকাইতোল্ মোছল্লিন্।

পূর্ব্বে এই নামের আর একখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। এইখানি খণ্ডিত; ২—১৮ পাতা আছে। দুই পিঠে লেখা। তারিখ নাই। কবির নাম মহম্মদ আলি। এক স্থানে তাঁহার এইরূপ পরিচয় দেখা যায় :—

চাটিগ্রাম সুদ্ধ স্থান, সহর নিশ্চল জান;
ইছলাম আবাদ বুলি কয়॥
তাহার উত্তর দেশ কি কহিব সবিশেষ,
আল্লিমান গৃহ (?) নাম।
আর এক আছে নাম ইদিলপুর অনুপাম
শুদ্ধ সুপবিত্র সেই স্থান॥
তাতে মুই মহধিন আমা হস্তে কেবা হীন;
জানিবা সে রাজা ভরি নাই।
মহম্মদ আলি হয় কেহ মিঞাজীউ কয়
জেন নাম তেন নাহি গুণ॥
লেলাজ রাজ্যেত ঠাম ইছুপ হাকিম নাম
শুদ্ধ সুপবিত্র কলেবর।
তাহান বাটীতে জদি, আমাকে মিলেক বিধি,
কৃপা করি কহিল বচন॥

এই 'ইছুপ হাফিজে'র অনুরোধেই গ্রন্থখানি রচিত হয়। মহম্মদ আলির ভণিতা যুক্ত কয়েকটি গীতও পাওয়া গিয়াছে।

২৯০। নামহীন পুঁথি।

এই পুঁথির কেবল দুইটি মাত্র পাতা (চতুর্থ ও সপ্তম) পাইয়াছি। তাহাতে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বর্ণিত দেখা যায়। একটি মাত্র স্থানে কৃত্তিবাসের ভণিতাও আছে; যথা:—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাক্য অমিতের সার।
সঙ্কটে পরিছি কেবা করিব উদ্ধার॥ (৭ম পাতা)

চতুর্থ পাতের আরম্ভ:—

* ধন তরে দিলা ব্রাহ্মণেরে।
তথা হোতে মুনি গোসাঞি চলিলা সত্তরে॥
হারির বারিতে লইআ গেলা তিন জন।
হারি বোলে গ্রামে আজি ঝাক্ক দিআ ফিরি।
সেই কর্ম্ম করে জদি তবে কিনি রানি॥
* * *
চারি হাজার ধন পাইআ বিকাএ মুক্ষ রানি।
রাজা লইয়া ডোমের বারিতে চলিলা মোহামুণি॥

দোভাঁজ করা কাগজ; এক পিঠে লেখা। তারিখাদি নাই।

২৯১। ঝাড়ন-মন্ত্র-সংগ্রহ।

ইহাতে কতকগুলি ঝাড়ন-মন্ত্র ও কবচের প্রতিরূপ আছে। প্রথমে কবচ, পরে মন্ত্রগুলি লিখিত। অল্পদিনের লেখা; পত্র সংখ্যা ১৮। ফুলস্কেপ কাগজ, দুই পিঠে লেখা। লেখকের নাম নাই।

২৯২। সুলতান জমজমার পুঁথি।

খণ্ডিত মুসলমানী গ্রন্থ। ২—২২ পাতা বর্ত্তমান। ফুলস্কেপ্ কাগজ—কোয়াটার ফর্‌ম। দুই পিঠে লেখা। আমার পূজনীয় পিতৃব্য শ্রীযুক্ত মুন্সী আইনদ্দিন মিঞার প্রথম বয়সের লেখা। পদ সংখ্যা প্রায়—৫৪০।

বিষয়,—মানবের মৃত্যুকালীন ও তৎপরবর্ত্তী কালের হাল হকিয়ৎ। কথাগুলি শুনিতে ভীতি ও দুঃখ জন্মে।

দ্বিতীয় পাতের আরম্ভ:—

ওস্তাদ চরণ জুগ সিরে আমি ধরি।
কহিব অপূর্ব্ব কিচ্ছা কিতাব বিচারি॥
শুন কহি গুনিগণ অপূর্ব্ব কথন।
মরণের শুন এবে জথ বিবরণ॥
একদিন ইছা নবি হৈল দৈবগতি।
সমুদ্রের কুলে গেলা হরষিত মতি॥

শেষ:—

তাহার বচন শুনি ইছা নবিবর।
করজোরে নিবেদিলা প্রভুর গোচর॥
আএ প্রভু নিরঞ্জন জগতের পতি।
নরকের ডরে মোর স্থির নহে মতি॥
খেম পাতকীর পাপ আপে নিরঞ্জন।
তুমি সে পাপীর পাপ করিতে মোচন॥
জদি না খেমিবা পাপ আপে নৈরাকার।
কাহাতে মাগিল আর হইতে উদ্ধার॥

ভণিতা:—

সে দুঃখের নাহি তর, কহি ইছা পদে তোর,
মুই পাপী অধম বর্ব্বর।
মহম্মদ কাছিমে ভণে, অল্পবুদ্ধি ভাবি মনে,
শিরে বান্ধি গুরুর চরণ॥

মধ্য স্থান হইতেও একটু দেখুন। তনের (দেহের) খেদোক্তি:—

তুমি জানবন্ত অতি রসিক নাগর।
মোরে ভাসাইয়া জাও অঘোর সাগর॥

পাইআ গোপিনীগণ মোরে পাসরিআ।
গোকুলেত জায় মোরে কলঙ্ক করিয়া॥
জন্মকাল হতে প্রেম তোমার সহিত।
এক তিল তুমি বিনে না পারি রহিত॥
তুমি ত নিঠুর বর নিদারুণ কায়া।
যুবতী বধিআ জাও মনে নাহি দয়া॥
জলে চরে হংসাহংসী করে হাসি রসি।
হংসা জাএ নিজ ঘরে জল কেনে দুখী॥
কেলি করে অলিরাজে পুষ্পেত বসিআ।
জাইতে না জাএ অলি সে ডাল ভাঙ্গিআ॥
জে আজ্ঞা করিলা মোরে সে কর্ম্ম করিলুম।
মিছা কাজে স্বামী ছাড়ি কলঙ্কিনী হইলুম॥
আগে প্রেম করিআ জে পাছে না পালএ।
তুমি জাঅ মথুরাতে মোর কি উপাএ॥
মোর ঘরে থাকি তুমি কৈলা হাসি রসি।
জাইবার কালে জাও মোরে করি দুখী॥
তুমি মোরে আজ্ঞা দিআ কৈলা জথ কাম।
গোকুলে রাখিলা মোর কলঙ্কিনী নাম॥

উক্ত কথাগুলি মনকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে।

২৯৩। স্বপ্নাধ্যায়।

ওঁ নমো গনেশায়। অথ স্বপ্নঅধ্যায়।

আরম্ভ :—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ তিনবার জে করে স্বরন।
ভবসিন্ধু সাগরেতে হইব তরণ॥
জল ভেদি পদ্ম জদি হএ বিকসিত।
তেন মতে পাপ নষ্ট পুণ্যের সঞ্চিত॥
প্রণমোহ ব্যাসদেব জগতের গুরু।
বেদশাস্ত্র বিশারদ বাঞ্ছা কল্পতরু॥

মধ্য :—

বহুত চিন্তিত স্বপ্নে বহুত হাসিলে।
সর্ব্বলাভ হএ তার সভাতে বসিলে॥
মনিষ্যের মাংস জদি খাএ পেট ভরি।
ত্রিভুবন ভরি সেই হএ অধিকারি॥

শেষ :—

ব্রাহ্মণ দেখিআ কৈবো করিআ প্রণতি।
শপ্ন বিক্তান্ত কথা করিবো পঞ্জানা।
নতুবা শাণ্ডিল গোত্র নিবেদন করি।
ভবসিন্ধু তরিবো জদি বল হরি হরি॥

ভণিতা :—

সুকবি নারাঅন দেবের পাচালি পঞ্জার।
প্রবন্ধে হইলো শপ্নের কাহিনী॥

"ইতি ব্যাস উক্ত শপ্ন অদ্যাঅ সমাপ্তঃ ইতি শন ১৮৫১ ইংরাজি সন১২৬১ বাঙ্গালা সন ১২১৬ মঘি তারিখ সিঙ্গের ৩০ ত্রীংশত দিবসে গুরুবাশরে বেলা ১৷৹ দের প্রহরে শমএ এই পুস্তক সমাপন হইলো এই পুস্তক শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মনঃ।" পত্র সংখ্যা—৫; প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। পদ্য সংখ্যা—৮৯ মাত্র।

২৯৪। প্রাচীন গীতাবলী।

ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর গীত বা পদ সংগৃহীত আছে। দুঃখের বিষয়, অনেকগুলি গীতের শেষ পর্য্যন্ত লিখিত না থাকায়, রচয়িতৃগণের নাম অপরিজ্ঞাত থাকিতেছে।

রাগ বেলাবলি।

আরম্ভ :—

কামিনি কামিনি সন্নবন্ন মাজে। ধুআ।
চাচেত (?) চিকুর জল বহে ধারা।
রবির কিরণ দেখি ভাগে আন্ধিআরা॥
কনক কলস ভুজ যুগ মনো পাছে।
ভাসিআ জাওন (জাওল)? দেখি বন্ধের তরাসে॥

মধ্য হইতে :—

চেতরে আপনারে মনাই চেতরে আপনারে
মনাই কে তোরে আপনা। ধু।
উত্তম কি ভেশ লইআ ঠাকুর ভজিমু।
ঠাই ঠাই চকি ঘাটি কি উত্তর দিমু॥

মন মত্ত হইআ রেঁ হইলুম বিভোর।
প্রেমফান্দে বাজি পন্থের না লইলুম ওর॥
হিন আবাছে কহে মনে বিমরশিআ।
ঘর ছারি শাদ (সাধ) গেআন (জ্ঞান) পন্থ
উদ্দেশিআ॥

শেষ :—

পআর কহিএ শুনিন সুন দিআ মন।
পঞ্চ দৈবা হইলে হএ সানাইর স্বরন॥
কুন্দে কুন্দাইধা গাছ রুদ্র ঠাই ঠাই।
তাল পত্র সুত দিআ আছএ বেরাই॥
কাঁশর শনই (?) তারে সঙ্গি হই রহে।
পঞ্চ দৈব্য হইলে সানাই তবে সে বাজ হে॥
কহে হিন চাম্পা গাজি সুন সুধিগণ।
সকল জন্তের আগে সানাইর বাজন॥

"সন ১১৮৫ মঘি তারিখ ২৫ আশার রোচ সুরশুক্রুবার বসু ৮ রিতু ৬ দিনাত্ত অজ (?) মৌজে ধলঘাঠ লিখন ছিরি শ্রীকাঁসিনাথ দেঅ দাস সাকিম তথা।" প্রথম তিন পাতা নাই; শেষ পত্র সংখ্যা—১৪। শেষ পত্র এক পিঠে লেখা।

২৯৫। ইব্লিছ-নামা।

মুসলমানী গ্রন্থ। ভণিতা পাইলাম না। প্রথম দুই পাতের অভাব, দুই পৃষ্ঠে লেখা। শেষ পত্র সংখ্যা—৩৯। প্রাপ্ত অংশের পদ সংখ্যা প্রায়—৩৩৩; সমস্ত পয়ারে লেখা। তৃতীয় পাতের—

আরম্ভ :—

য়াজ্ঞা মাগে মেহের নিকটে য়াসিবার॥
রছুলের বাক্য সুনি কহে সর্ব্বজন।
আল্লাএ জানিএ য়াম্মি না জানি এখন॥
রছুলে বুলিলা এই ইব্লিছ দুবার।
য়াজ্ঞা মাগে মোহর নিকটে আসিবার॥

শেষ :—

সিস্তের প্রকৃতি জদি হএ ফিরিস্তার।
ইব্লিছ জদি সে হএ গুরুর বেবার॥
তথাপিহ গুরুক নিন্দিতে না যুয়াএ।
গুরুকে মান্যতা করিব সর্ব্বথাএ॥
নিরঞ্জন আদেশ করিল ফিরিস্তারে।
মান্য করি বোলাইতে ইব্লিছ গুরুরে॥
এথ জানি য়াপনা গুরুক না নিন্দিব।
কদাকিত অহঙ্কার বোল না বুলিব॥

"ইতি ইব্লিছ নামা পুস্তক সমাপ্ত। লেখিতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধলঘাট সন ১২১৪ মঘি তাং ৭ চৈত্র।" 'ইব্লিছ' মানে সয়তান।

২৯৬। কাকের বচন।

এই কয়েকটি পদ মাত্র; যথা :—

প্রথমে প্রহর কাক পুর্ব্বদিগে বোলে।
ভোজনের সিদ্ধ নাই কাক সবে বোলে॥
অগ্নিকোনে বোলে কাক মাংসএ ভক্ষন।
দক্ষিণেতে বোলে কাক মিত্র আগমন॥
নরিত্য কোনে বোলে কাক চিন্তাযুক্ত মন।
পশ্চিমেতে বোলে কাক লভ্য হএ ধন॥
বাউব্য কোনেতে বোলে কাক ফুটএ কণ্টক।
উত্তরেতে বোলে কাক বরহি সঙ্কট॥
শুন্যেতে বোলে কাক বিদেসে গমন।
মান লভ্য হএত ওসমস্ত বোলন॥

"কাকের বচন সমাপ্ত। ইতি সন ১১৯৭ মঘি।" ভণিতা বা লেখকের নাম নাই।

২৯৭। ঝাড়ন-মন্ত্র-সংগ্রহ।

পত্র সংখ্যা—৫; দুই পৃষ্ঠে লাল কালির লেখা, কালি অস্পষ্ট হওয়ায় প্রায় পড়া যায় না। সম্ভবতঃ ৬টি মন্ত্র আছে। সন ১২১২ মঘির লেখা।

মন্ত্রগুলি আমার পূজনীয় পিতামহ ৺মোহাম্মদ নবু চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত ও ব্যবহৃত। ইনি ১২৫৯ মঘিতে লোকান্তরিত হন। পুঁথিখানি আমাদের বাড়ীতেই আছে।

২৯৮। নুর্ কন্দিল।

খণ্ডিত মুসলমানী পুঁথি। প্রথম পত্রের অভাব, ২৩ পত্রে পুঁথি সমাপ্ত। শেষে তারিখাদিরও একটা পাতা নাই। ক্ষুদ্র পুঁথি।

দ্বিতীয় পাতের আরম্ভ :—

প্রভু কহি দেয় আদ্য সমাচার।
কিরূপে হইল নুর আল্লার দিদার (দর্শন)॥
কিরূপে হইল স্বর্গ খীতি উতপন।
কেমতে হইল সব জীবের জীবন॥

শেষ:—

না পাক পেয়লা টুবি, শিরে তুলি সাপি
বিমুরদি মনিস্ত মরিলে।
ফিরিস্তা সকলে মিলি, লোহার বুরুজ মারি,
লই জাইব দোজক মাজার॥

এবে মধুরাম দাস খেমিবা গুণিগণ।
অপরাদ মাগি আক্ষি সভানের স্থান॥
অশুদ্ধ পাইলে সবে করিবা খেমন।
গালি না পারিয় সবে কহিতে কারণ॥
আসলেত জেই আছে লেখীছি সেই পদ।
অশুদ্ধ হইলে মোর না লইবা অপরাদ॥
কহে মহম্মদ ছকি আমি বড় দুঃখি।
এইলোকে পরলোকে সেই পরের পিরীতি॥
পিতা মোর সাহাজান সহিদ দরবেস।
কিঞ্চিৎ জানাইলা মোরে পন্থের উদ্দেস॥
কহে মোহাম্মদ ছকি, দিলে মনে জানে জপি,
জার বর্গে ছিষ্টি উতপন।
পীর হাজি মোহাম্মদ, সিরে বান্ধি তান পদ,
পাইতে আছে নুরের দিদার॥

এই সুন্দর পুঁথিখানি পটীয়া—ডেঙ্গাপাড়াবাসী একজন হাড়ির নিকটে আছে।

২৯৯। রাগমালা।

খণ্ডিত সঙ্গীত-গ্রন্থ। সঙ্গীতের উৎপত্ত্যাদির বিবরণে আলি রাজার ভণিতা আছে। সঙ্গীতগুলি নানা লোকের কৃত। অনেক ভাল সঙ্গীত আছে। অধিকাংশই বৈষ্ণবপদ।

কয়েকজন নূতন পদ লেখকের নাম জানা গেল—যথা :—দয়ারাম, মহম্মদ হানিফ, আবদুল মালী, মোহাম্মদ, এবাদোল্লা, মহম্মদ হাসিম ও রাধাবল্লভ। একজন মুসলমান বৈষ্ণবকবির একটি পদ তুলিয়া দিলাম :—

কল্যাণ।

মধুর মুরারি ধ্বনি শুনিতে সুস্বর।
ভুবনমোহন রূপ চলহ মথুর॥ ধু।
কি রঙ্গ দেখিলাম সই রে যমুনার কুলে।
পুলকিআ উঠে প্রাণ ছটফট করে॥
কালিয়ার কাচনি (নাচনি ?) চাইতে প্রাণ
নিল হরি।
ঠামুক ঠমুক নাচে আপনা পাসরি॥
মহম্মদ হানিফে কহে কি রঙ্গ দেখিলুম।
মোকর চলিআ জাইতে নিরক্ষি চাহিলুম॥

২—৩০ পাতা বর্ত্তমান। দুই পিঠে লেখা। আকারে বৃহৎ। ১১৯১ মঘির লেখা।

৩০০। ইমাম-চুরি।

বাল্যকালে ইমাম হাছন ও হোছনকে চুরি করিয়া কে মুছা বাদশার নিকট লইয়া গিয়াছিল; তাহাই এই ক্ষুদ্র পুঁথির প্রতিপাদ্য আদ্যন্ত খণ্ডিত; ৭—১০ পাতা বর্ত্তমান। দুই পিঠে লেখা। তারিখ বা ভণিতা নাই।

মোট পয়ারচরণ—৯০ মাত্র। লেখক 'শ্রীমাগন ভং।'

আরম্ভ :—

* * তারা মোহাম্মদি জদ্।
এথ শুনি মুছা বাদসা পুছএ তাহারে।
কি নাম তোহ্মার মাও বাপ কহত য়ামারে॥
এথ শুনি দুই ভাই জুরিল কান্দন।
য়ামারার নছিবে য়াছএ এমত লিখন॥
নানাজীউ য়াছে য়ামার মোহাম্মদ নবি।
ফাতেমা য়াছএ য়ামার জগত জননী॥

৩০১। কমর আলীর পদাবলী।

কমর আলী একজন বৈষ্ণব কবি। ইঁহার নিবাস বোধ হয়, চট্টগ্রাম—পটীয়া থানার অন্তঃপাতী করুলডেঙ্গা গ্রামে। তথাকার 'কমর আলি' পণ্ডিত এক জন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ সংগৃহীতব্য।

এই পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার "রাধার সম্বাদ" "ঋতুর বারমাস" এবং কয়েকটি বৈষ্ণবপদ লিখিত আছে। পত্র সংখ্যা—১১ ; দুই পিঠে লেখা। তারিখাদি নাই। একটি গীত এই :—

গীদ কপী চন্দ বিরহ।

কান্দ্যা কান্দ্যা বৈলতেছে শ্রীমতি রাই।
য় সৈ আস্তা দে মোর নাগর কানাই॥ ধুআ।
শুন আএ বৃন্দাদুতি বলি তোমারে।
মথুরাএ গেল হরি আন্যা দে মোরে॥
সাম বিনে ব্রজপুরে আর আমার বেথিত নাই॥১
প্রেম আনলে দহে মোর হৃদএ য়ন্তরে।
বৃন্দাবনে বসি জেথ কুকিল কুহরে॥
সেই সে মনের যুবথ কৈথে নারি কার ঠাই॥২
কোহরিল প্রাণদুতি ব্রেজের সসি।
বৃন্দাবনে রাধা বল্যা ডাকে না বাঁসি॥
রূকাপি রাধারে দএআ বুজি সামর মনে নাই॥৩
কহে শ্রীকমর আলি শুন গ প্যারি।
নিকটে আছে তোমার প্রাণের হরি॥
ধ্যানে ভজ নাগর কানাই কান্দনা শ্রীমতি রাই॥৪

৩০২। ত্র্যাহিক-জ্বর-পুস্তক।

এই পুঁথির পঠন, শ্রবণ বা রক্ষণ দ্বারা নাকি ত্র্যাহিক জ্বরের নিবৃত্তি হয়। সত্য হইলে, সর্ব্ববিধ আধিব্যাধি পীড়িত এই ভারতের আর ভাবনা ছিল কি ?

আরম্ভ :—

নমো গণেশায় নমোঃ। শ্রীহরি গুরবে নমঃ।
শ্রীরাধা কৃষ্ণায় নম নম। রাম রাম রাম।
ক্ষেম য়পরাধ হরি নব ঘনেশ্যাম॥
রাম নাম দুআক্ষর চারি বেদে সার।
ব্রহ্মা বাঞ্ছিত রাম পাতকি তরিবার॥
তুলারাশি মৈধ্যে জেন প্রবেসে আনল।

শেষ :—

ত্রাহ্নিকাএ বোলে যুন সৈত্য করি জাই।
জন্ম কথা যুনিলে রহিতে নাই ঠাই॥
এই পুথি যুনিলোত্রাহ্না জ্বর বিনাসয়।
সাক্ষী আছে গঙ্গা দেবি কহিলুম নিশ্চএ॥
জনার্দ্দন নামে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
সেই জ্বরের জন্ম কথা প্রচার করিল॥
সুনিলে জে দুর হইব ত্রাহ্নিকা জে জর।
সুনিব পাঞ্চালী কিবা রাখিব গোচর॥
তাহার পুস্তক জান এই মোহানিধি।
আপদ নাইক তার সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি॥
তাহার শিরেতে রাখ ভক্তি করিআ।
জর ছারিবেক জান নিশ্চএ জানিবা॥
মোহন্ত সকলে কহে মনে হেন লএ।
শ্রীহরি করিব দআ জানীয় নিশ্চএ॥
তাহারে করিআ শীঘ্নি শুনিবা নিশ্চয়।
অবস্ত পাইবা ত্রাণ কহিলাম নিশ্চএ॥

"ইতি ত্রহ্না জর পুস্তক সমাপ্ত। শ্রীহরিশরণ এই পুস্তকের স্বাক্ষর মালিক শ্রীপ্রাণকৃশন

আইচ পীং শ্রীযুক্ত রামদয়াল আইচ সাং খিল-পারা থানা বাগখালী, আউট পোষ্ট আনআরা পুস্তক লিখন মোকাম বারমাশীয়া পটীক (ফটিক) ছরি থানার মোতালক শ্রীশদারাম শর্ম্মার বাড়ীতে তাহান ডেঅরি ঘরের বারিন্দাতে বৈকালি বেলায় পুর্ব্বমুখে বসিয়া লেখন সমাপ্ত করিলাম। ইতি সন ১২৪৪ মং তাং ২২ বৈশাখ খেম হরি অপরাধ শরণ লইলাম।" পত্র সংখ্যা—৯; দুই পিঠে লেখা। কেবল পয়া'র। ক্ষুদ্র পুস্তক। পদ সংখ্যা প্রায় —১৫৩। ভণিত নাই।

৩০৩। কাসিমের যুদ্ধ।

বিষয়,—'কারবালা' ময়দানের সেই মহা-হব,—প্রসিদ্ধ মহরমের সংশ্লিষ্ট ঘটনা। কাছিম,—ইমাম হাছনের তনয় ও বিবি ছকিনা,—ইমাম হোছনের কন্যা। যে দিন কাছিম ও বিবি ছকিনার বিবাহ হয়, সেই দিনই অসহায় কাছিম যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হয়েন। সেই দুঃখের কথা লিখিতে লেখনী চলে না।

পুঁথিখানি খণ্ডিত;—তাই নাম পাই নাই। বিষয় 'মুক্তাল হোছনে'র ঘটনা; কিন্তু পুঁথিখানি তাহারই অংশ কিনা জানি না। ১—৪ পাতা বর্ত্তমান, দুই পিঠে লেখা। তারিখ নাই, কিন্তু প্রাচীন।

আরম্ভ :—

জদি সে কাছিম জাএ জুদ্ধ করিবার।
করজোর করি বালা (ছকিনা) বোলে পরিহার॥
গাথিল মুকুতামালা নআনের জলে।
লাজেতে অবলা বালা গদ গদ বোলে॥
মোর কিছু নিবেদন শুন প্রাণনাথ।
বিবাহের দিনে জুদ্ধ শুনিছ কথাত্॥

ভণিতা :—

মোহাম্মদ খানে কহে পাঞ্চালি পআর।
সুনি বক্ষ জল হএ সিলা বহে ধার॥

চতুর্থ পাতের শেষ :—

এথাতে কাছিমে সব সন্য বিদারিয়া।
উমরের জয়বালা পেলিল কাটিআ॥

প্রাপ্তাংশের পদ সংখ্যা প্রায়—১৪০।

৩০৪। নামহীন পুঁথি।

এই পুঁথির ১৩—২৭ (শেষ) পত্র পর্য্যন্ত থাকিলেও কোন নাম পাওয়া যাই-তেছ না। মধ্যে ১৪, ১৫, ২১, ২২, ২৩ ও ২৫ পত্রগুলির অভাব; সুতরাং আখ্যানটিও ভাল বুঝিতে পারিলাম না। একজন মঘের লেখা; বড়ই অশুদ্ধিপূর্ণ। রূপবান ও লীলাবতীর প্রসঙ্গ। ভণিতাটি বোধ হয় সুশীল মিশ্রের।

১৩শ পত্রের আরম্ভ :—

একা রথে গরের উপর॥
রাজা বৈসে সিঙ্গাসনে, চারিপাসে পাত্রগণে,
সুখে দেখে কাঞ্চি নরনাথে।
গর ছারি যুবরাজ, প্রবেসিল রণমাজ,
ধনুরবান সোভে দুই হাথে।
শুনরে রসিক জন, একচিত্তে হইয়া মন,
জেন মতে যুঝে রূপবান।
মিশ্রাম (?) বুসিল বানে (বোলে ?), সরিরূ রপুর্ব্ব জলে (জ্বলে ?),
দোস তেজি কর য়বধান॥

শেষ :—

মনিমুক্তা য়বপ্রভা (?), দেখিতে লাগয়ে সোভা,
রজনি দিবসে সময় (সমসর ?)।
সোনার ছুই কাছে (?), বহুল কামান আছে,
বন্দুক আছে সারি সারি।

বিচিত্রহ ডণ্ডধারি, রহিছে ধানুকী বেরি,
ইন্দ্রে তারে কি করিতে পারে।
তার পিছে হএ রথ, এক মুখে কহি কথ,
কি কহিমু উপমা বিসেস।

"জথা দির্ষ্ঠ তথা লিখিতং শ্রীহোয়াসাঙ্গ সাংছুশর্চা (সম্ভবতঃ সুচিয়া, চট্টগ্রাম।)" তারিখ নাই; ভাঁজ করা কাগজ। এক পিঠে লেখা :—

ভণিতা :—

দির্বা বস্ত্র রলঙ্কার শুনরে রসিক জন।(?)
কহুনে (?) মুসিল মিশ্রে রপুর্ব্ব কথন॥

৩০৫। মল্লিকার হাজার সওয়াল।

এই পুঁথির তিনখানি প্রতিলিপি পাইয়াছি; তিনখানিই খণ্ডিত।

প্রথম খানি,—৩–২৩ এবং অজ্ঞাত-সংখ্যা এক পাতা বিশিষ্ট। মধ্যে আবার ৭, ৮, ১৩, ১৯ ও ২০ সংখ্যক পাতাগুলি নাই। অতি জীর্ণ; স্থানে স্থানে পত্রাংশ ছিন্ন। দুই পিঠে লিখিত। তারিখের অভাব। এই পুস্তকের মালিক শ্রীলুধি ঠাকুর পীং খোসাল মহাম্মদ ইব্‌নে আবদুল বাকী সর্দ্দার ওলদে আবদুল গণি সাং বরকল।"

দ্বিতীয় খানির—২৭১ পাতা বর্ত্তমান; মধ্যে ৮, ২৪, ২৫ এবং ৬৫ সংখ্যক পাতাগুলি নাই। সম্ভবতঃ ১২১৪, ১৫ মঘির লেখা। লেখক শ্রীকালিদাস নন্দী সাং ধলঘাট। অবস্থা বেশ। দুই পিঠে লেখা। বহির আকার।

তৃতীয় খানির ২—২৬ পাতা আছে। পুঁথির আকার কতদুর দোভাঁজ করা কাগজে এক পিঠে লেখা, অবশিষ্ট দুই পিঠে লেখা। অতি জীর্ণ; মধ্যে তিনটি পাতা নষ্টপ্রায়। ইহার শেষ আছে।

দ্বিতীয় পাতার আরম্ভ :—

আউওয়ালে জান হইবা উদ্ধার॥
জনক জননি হোস্তে মুরসীদ জে বেস।
জাহার প্রসাদে পরমার্থের উদ্দেস॥
কায়া মুদ্ধ হয়ে জান মুর্সীদ ভজিলে।
লঠি লক্ষে চলে জেন আন্দিয়াল সকলে॥
মুরসীদ ভজিলে হএ আখির প্রকাস।
নিহির বিহিনে জেন উর্দ্ধল আকাস॥
গুরু মৈদ্ধে আগে করি সরিপ হাছন।
জনক জননি আর জথ গুরুজন॥

ভণিতাঃ :—

(১) হিন সের বাজে কহে সুন সভাগণ।
জানিয় ঘরের নারী কেবল দুর্জ্জন॥
(২) ছৈদ বাজি পদেত মাগিএ পরিহার।
ঘরে ঘরে প্রণামিএ পদেত তাহার॥
(৩) পদাবুলি করিয়া জে করিমু রচন।
হাজার প্রণাম করি মিরের চরণ॥
(৪) হিন সের বাজে বোলে, সভানের পদতলে,
করজোরে করি নিবেদন।

* * *

হাচন সরিপ নাম, সেই গুরু অনুপাম,
তান পদ সিরেত বান্ধিয়া।

* * *

শেষ :—

বন্দা হএ বোকরি রিজীক হএ দরি।
জাহার রিজিক জথা লই জাএ ধরি॥

* * *

ললাট লিখন কভু ন জাএ খণ্ডন।
দেখহ আবদুল্লা হৈল রুমের রাজন॥
দেখহ আবদুল্লা আইল কথ দুঃখ পাই।
রাজসুত পাইলেক রুম রাজ্যো জাই॥
নবির উম্মত জেবা মুছুলমান হএ।
এথ দুঃখ সংসারেত কেহো নাহি পাএ॥

তিন সের রাজে বোলে সভার চরণ।
জে পরে জে সুনে হএ পাপ বিমোচন ॥
বন্দি অদ্দিন পদে সহস্র প্রণাম ;
সমাপ্ত হইল পঞ্চালিকা অনুপাম ॥

স্বয়ক্ষরমিদং শ্রীমাং পরাতাং পীং ডোমানি ঠাং পুস্তিকার মালিক শ্রীমুলুক সাহা পীং * সাং * ইতি সন ১১৬০ মঘি তারিখ ৮ অগ্রহায়ণ। স্থানান্তরে লেখকের নাম—'শ্রীমাং পরাণ'।

বিষয়,—মল্লিকা রুমরাজ দুহিতা এবং পশ্চাৎ স্বয়ং রুমের দণ্ডধারিণী এক সহস্র প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম ব্যক্তিকেই পতিত্বে বরণ করিবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। আবদুল্লা নামক ব্যক্তি তাহাতে সফলকাম হয়েন।

হাজার প্রশ্ন আছে কি না, গণিয়া দেখি নাই। প্রথম প্রশ্নটি এই :—

*   *   *

কি চিজ আল্লাথুন লই করিলা গমন ॥
বুলিলা কি চিজ কোন ধরিয়াছে নাম।
কোন গুণ ধরে সেই করে কোন কাম ॥
বুলিলা কি বস্তু তুমি পাইলা কথাত।

*   *   *

আনিয়া আছম মুই এ দুই অক্ষর ॥
পাইছি অক্ষর দুই বাপের বীর্য্যেত।
পুনিহ পাইছি আক্ষি মাএর গর্ব্ভেতে ॥
আছএ অক্ষর দুই কোরান মাঝার।
তিরিশ হরপ মাঝে নাম আছে তার ॥
এই দুই হরপে জান হইছে সৃজন।
পুনিহ হইব এই হরপে মরণ॥
আসিব যথেক আর জাইব পুনর্ব্বার।
এই চারিগুণ জান ধরএ তাহার ॥

*   *   *

বিংশতি হরপ মাঝে জে হরপ হএ।
পরিমাণ করি লও হরণ নির্ণয় ॥
বিংশ চারি হরপ জে এড়িবা জে গণি।
আর এক হরপের লও পরিমাণি ॥ *
আক্রির পশ্চাতে হএ কায়ার আকার।
'প'এ সমে পড়িবেক না দিয়া উকার ॥
'আজীর প্রভাবে হএ একার আকার।
'ক' দিয়া পড়িবেক না দিয়া উকার ॥'

পাঠান্তর—২য় পুঁথি।

এই দুই হরপে জান হয়ে মুছুলমানি।
সকলে বুঝিতে দিলুম করি হিন্দুয়ানি।

সেই 'অক্ষর' দুইটা কি, কেঁহ বলিতে পারেন কি ?

৩০৬। পদ্মলোচন-বধ।

লঙ্কাকাণ্ডের ঘটনা। ১, ২, ৩ ও ২১শ পত্রগুলির অভাব। শেষ পত্র সংখ্যা—২৫ ক্ষুদ্র পুঁথির আকার। দোভাঁজ করা কাগজ—এক পিঠে লেখা। চতুর্থ পত্রের আরম্ভ :—

*   *   *

রাজবালা সোবর্ণ রথের চারি ভিত ॥
তিন সত ঘোরা চলে রথ দস লক্ষা।
*   *   চলে কহিতে অসক্য ॥
ঢাক দগর বাজে কাংস করতাল।
বরাহ পিনাক বাজে সুনিতে বিসাল ॥
তাল মৃদঙ্গ   *   *
কাংস করতাল বাজে রাবণের পুরি ॥

শেষ :—

কথ পাপ কৈলুম আমি, হেন পুত্র দিলুম ডালি,
আর পুনি দেখা নি পাইনু ॥
হেনকালে মন্দাদরি, চলি আইল সিগ্র করি,
মধুর বচন বুঝাএ তানে।
কহে শ্রীফকিরচান্দ দাষ, শ্রীরাম চরণে আস,
অন্তকালে রাখিবা চরণে ॥

"ইতি শ্রীলঙ্কাকাণ্ডে পদ্যাক্য (?) পদ্মলোচন-বধ যুদ্ধ সমাপ্ত। লিখনং সুঅক্ষর শ্রীফকিরচাঁদ দাস মহরের নিবাস সাধনপুর থানে সাতকানিআ করিএ জলদি ইতি সন ১২০৬ মঘি তারিখ ২৩ অগ্রহায়ন রোজ শনিবার এই পুস্তকের মালিক শ্রীজয়রাম মেস্তরি পিছরে রামমোহন মৃত রামু থানার অন্তর্গত সাকিম জোয়ারিয়া নালা সোণাই ছরিটেকেবাকে উত্তর ভিমস্তৈ নারানভঙ্গ মুনিনাশ্চ মতিভ্রমং শ্রীরামচরণ শরণ শ্রীহরি শরণ শ্রীহরি।" পদ সংখ্যা প্রায়—৫০০।

ভণিতা :—

(১) জয়দেব কবি কহে অমৃত ভাণ্ডার।
লঙ্কা কাণ্ঠে পদলোচন হইল সংহার॥
(২) জয়চন্দ কপি কহে এই মাত্র সার।
রাম বাণে স্বর্গে যাইবা মহিমা অপার।
(৩) কহে জয়দেব দাস, পূরাও মনের আশ,
সংসারেতে অবশ্য মরণ॥

উদ্ধৃত দ্বিতীয় প্রবন্ধে বোধ হয় লেখক ভ্রমক্রমে 'দেব' স্থলে চন্দ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। লিপিকরেরও কি দুর্লোভ যে, তিনিও গ্রন্থশেষে তাঁহার নামের একটি ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। এরূপে প্রাচীন সাহিত্যের কত মহাজনেরই নাম বিলুপ্ত হইয়া তৎস্থলে আজ পরস্বাপহারকদের নাম বিঘোষিত হইতেছে, কে বলিবে?

৩০৭। যোগ কালন্দর।

ইহা মহম্মদীয়মতে যোগসাধন গ্রন্থ। 'কালন্দর' কি, বুঝিলাম না। সুপ্রসিদ্ধ হজরত্ আবু আলি কলিন্দর সাহেবের নামের সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ আছে কি?

দুইখানি প্রতিলিপি। একখানি বাঙ্গালা অক্ষরে, অপরখানি আরবীয় অক্ষরে লেখা। শেষোক্ত খানিই সম্পূর্ণ আছে, কিন্তু অল্পদিনের লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ,—পয়ারে পদসংখ্যা প্রায়—২১৬। আরবী লেখা পুঁথির শেষ পত্র সংখ্যা ১৪; বাঙ্গালা পুঁথিখানির ২—১১ পাতা আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। বাঙ্গালা পুঁথিখানির লেখক বোধ হয়, কালিদাস নন্দী ও ১২১৪।১৫ মঘির লেখা হইবে।

আরম্ভ :—

বিচ্মিল্লা ইত্যাদি।
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
তার পাছে প্রণামিএ নবির চরণ॥
করিম রহিম আল্লা পরওয়ার্ দেগার।
আঠার হাজার আলাম সৃজন যাহার॥

* * *

নাছুত মোকাম এ তিন টিহরি।
আজ্রাইল ফিরিস্তা আছে তথাতে পহরী।
সে সব খাছাল জানো আনলের স্থান।
সদাএ অনল জ্বলে নাহিক নিবান॥

শেষ :—

তরিকত বুঝিবেক মোহর খেচাল।
হকিকত জানো নিষ্ঠা যত মোর হাল॥
মারফত ভেদ মোর জানিও নিশ্চয়।
এই মতে চারি কথা হাদিছেতে কহএ॥

"তামাম সোদ লিখিতং শ্রীওবেদল্ল পিং খোন্দকার মোহাম্মদ হারি মরহুম সাং নাগধ (—পটীয়া—চট্টগ্রাম।)" (আরবী লেখা পুঁথি।)

ভণিতা পাওয়া গেল না। কেহ কেহ ইহাকে আলি রাজার রচিত মনে করেন।

৩০৮। সপ্তবারের কিতাব।

ইহা এক প্রকার মূর্খলোক-ভুলানো জ্যোতিষগ্রন্থ। কোন রোগী আসিয়া যদি রোগের কারণ-জিজ্ঞাসু হয়, তবে তাহাকে নিম্নাঙ্কিত চিত্র-মধ্যস্থ যে কোন একটি 'ঘর' বাছিয়া ধরিতে বলা হয়।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

চিত্রমধ্যস্থ সংখ্যাগুলি যথাক্রমে রবি, সোম প্রভৃতি সপ্তবারনির্দ্দেশক। মনে করুন, ১ম (রবিবারের) ঘরটি ধরা গেল। তাহা হইলে, উক্ত বারের ফলাফল এইরূপ :—

"রবির খেণেতে যদি কোন জনে রোগির জন্ম জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহারে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি বারি (বাড়ী) থাকি আসি মন কিছু বেজার হইআছে, রাস্তাতে কোন জন্নার (জানোয়ার) দেখি আছ, দুইজন লোক এক জাগাতে বসিআছে তাহা দেখিআছ, রাস্তা দি আসি লোকের লাগৎ পাইআছ, এই মত এই রকম জদি রুজু বলে, তবে হারিয়া (নৈঋত) কোনেতে থাকি যুঙ্গ (?) দেবতার দিষ্টি হইআছে, তাহার ভাজি পিঠালি দিয়া মনিস্তের মুক্তি বানাইব, ভাত তরকারি উপহার জেই মিলে দিব। রাজা (ঈশান) কোণেতে বারাইব, তবে আরাম ৬ ছএ দিনে হইবেক।"

এইরূপ সপ্তবারের ফলাফলে পুঁথি সমাপ্ত। অল্প দিনের নকল; ভাষাও তাই দেখিতেছি। পত্রসংখ্যা ৪, উভয় পিঠে লিখিত।

৩০৯। চৌত্রিশাক্ষরী বর্ণনা।

আরম্ভ :—

কক্ষা কিক্ষি লিখী, কুউ কেঐ দেখি,
কৌঔ কংয় ক্রমে হএ।
খক্ষ খিক্ষি লেখি, খুক্ষু খোক্ষ দেখি,
খৌক্ষৌ খংক্ষ ক্রমে হএ॥

শেষঃ —

হক্ষা হিক্ষি লেখি, হক্ষ হেক্ষৈ দেখি,
হোক্ষো হংক্ষু ক্রমে হএ।
ক্ষর্ম্মা ক্ষির্ম্মি লেখি, ক্ষুর্ম্ম ক্ষের্ম্মো দেখি,
ক্ষৌর্ম্মো ক্ষংর্ম্ম ক্রমে হএ॥

'ইতি চৌতিস অক্ষরি বর্ন্না সমাপ্ত। শ্রীনীলমণি দাস গুপ্তস্য। সোক্ষর শ্রীরাম-দুলাল মণ্ডল পীছরে সুধারাম মণ্ডল মৃত সাং সিহরা (সিংহরা) পাটকর্ত্ত দুঃখেন লিখিতং ইত্যাদি শ্লোক। ১২২৭ মঘি তাং ২৫ ফাল্গুন।" রচয়িতা, বোধ হয়, উক্ত নীলমণি গুপ্তই। প্রাগুক্তবৎ ৩৪টি চরণে সন্দর্ভটি সমাপ্ত। এই নীলমণির কৃত 'কালিকা-স্তুতি' নামক সন্দর্ভের পরিচয় পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য।*

* নিম্নোদ্ধৃত গীতাটির কি অর্থ আছে?
"আর না যাইয়ম্‌ বুড়ীর ভাঙ্গা ঘরে,
রে কালিয়া সোণা। ধু।
ঝিলের মাঝে চিলের বাসা কুত্তা (কুকুর) বিয়ায় গাছে।
সেই চিল ধরিআ খাইল রামনাড়িকা মাছে॥
কাকরের মায়ে বোলে আমার ফকির কৈ।
বাঘে মৈষে হাল যুড়িছে পিপড়া দিছে মই॥"

৩১০। মনসাষ্টক শ্লোক।

আরম্ভ :—

জয় দেবি বিসহরি জয় জয় কাণি।
জগত গোরি নাম ধর জগত জিবকারিণি॥
জরতকারুমুনি জাআ জয় মাতা ব্রাহ্মণি!
বন্দেয়ং শ্রীপাদদ্বন্দ্বে সদাএ শিবনন্দিনী॥

শেষ :—

তুমি পদ্মা মনসা জে আস্তিকের জননী।
তোমার যে সহচরি নেতাই হরনন্দিনী॥
ধন বর দেয় মোরে তুমি ধনকারিণী।
বন্দেয়ং শ্রীপাদপদ্মে সদাএ শিবনন্দিনী॥

"শ্রীরুহিদাস নাথ পীং তিতারাম বৈদ্ধ মৃতসাং তেকোটা। ১২৩৫ মঘি ২০ চৈত্র।" চরণসংখ্যা ৩২ ; ভণিতা নাই।

৩১১। কালিকা-স্তুতি।

আরম্ভ :—

কালি কুণ্ডলিনি, করার (করাল) বধনি,
কাল ভয়-হরা তারা।
খটাঙ্গধারিণি, খলবিনাসিনি,
খর্পর করেতে ধরা॥
গণেস জননী, গিরির নন্দিনী,
গৌরিশ গৃহিনী হইলে।
ঘূর্ণিত নয়না, ঘোররূপা সামা,
ঘোররূপে প্রবেশিলে॥

শেষ ও ভণিতা :—

হর আরাধনে, হর আকিঞ্চনে,
হর পদ দিলে বক্ষে। (?)
ক্ষমতা বিসেসে, নীলমণি দাসে,
মাগিতেছি মুক্তি ভিক্ষে॥

চরণ-সংখ্যা—৩৪। অল্পদিনের লেখা।

৩১২। কবিরাজী পুঁথি।

আরম্ভ :—

নম গণেসায়। অথ প্রেমেহর অউসদ।

হলদ্রার ছরা ১ এক তোলা করি (কড়ি)? পোয়া কাকি ১ এক তোলা। এই দুই পদ বাটিআ বাওা (ঠাণ্ডা?) জলে * * করি খাইলে। তবে প্রেমেহ ধাউ ভালা হবে।

শেষ :—

পুনশ্চ লোকের চৈথেতে খারিস্থে ধরে চৈউক পেচুরাএ তাহার ঊসদ। সাদা তামাকুর বচুর (?) রস সত্ একপদ দুই পদ একত্রে সীলে ঘসী রস লইয়া বিকালে যুইতে চৌক্ষুতে দিলে থোরা জলী (জ্বলি) উঠে তবে খারিস্থা ভালা হএ।

"শ্রীতনুরাম পীছর লক্ষন নাত সাকীমে বাদ্রসত (বারশত) মোকাম কন সাহার (?) ডিহির পার যুঅক্ষর পুস্তক।" তারিখাদি নাই। শেষ পত্রসংখ্যা ২১; দুই পীঠে লেখা। বোধ হয়, অসম্পূর্ণ। বৃহৎ আকার। লেখা প্রাচীন।

৩১৩। মনসার পাঁচালী।

সম্ভবতঃ ইহা একখানি নূতন মনসা পুঁথি। একাধিক কবির ভণিতা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে 'মধুসূদনের' রচনাই বেশী। প্রায় সর্ব্বস্থলেই 'দৈ মধু' বা 'দৈ মধুসূদন' এইরূপ ভণিতা দেখা যায়। 'দৈ' শব্দটীর অর্থ 'দোহাই' হইবে বলিয়া মনে হয়।

আরম্ভ :—

৭ নমো গনেসাঅ।
সর্ব্ববিঘ্নবিনাসাঅং সর্ব্বকল্যাণ হেতবে।
পার্ব্বতিপ্রিঅপুত্রায় গণেসাঅ নমোস্তুতে॥

নমো বিসহরি ইকর্স্য (?) মুনিমাতা।
ভগিনি বাসুকি তথা জেরৎকারমুনিপত্নী
মনসা নমস্তুতে। অথ পদ্ম পুরাণোক্ত (?)
মনসা পাঞ্চালি লিখ্যতে। প্রথম বন্দন।

প্রণমোহ গণপতি, বিঘ্নহস্তি মোহামতি,
স্মরণে (স্মরণে ?) পাসই (?) দূরে জাএ!
আরে ভুজ এ দন্ত (?), মহিমা নাহিক অন্ত,
খুণ্ডে তুলি কুকরি খেদাএ॥
প্রথম মৃগল (যুগল ?) পুটে প্রণতি গণেশ ঘটে,
গায় পোতক রমা (?) নাহিক অন্ত।
বাম রঙ্গারাগ পাটা (?), ললাটে ভস্মের ফোটা,
গণপতি সংসার প্রধান॥

* * *

(আবার, বন্দনার পর।)

হরি সুত নন্দলালে এই রস গাএ।
জনমে জনমে দাস মনসার পাএ॥

তারপর, আবার :—

নিরঞ্জন পদসার, ভাব নাহি বুদ্ধি নাহি আর,
ধই(?) মধুসোধনে সুবচনে।

'সৃষ্টিপত্তনের' শেষে :—

বিসহারি চরণে কমল মধু আনে।
জগত বন্নত্তে ভনে মনসা রবিলাসে॥

গ্রন্থ-মধ্য হইতে :—

(১) ভুবন ইশ্বর নাচে গঙ্গা লইয়া শিরে।
শ্রীমধুসুদন ভনে মনসার বরে॥

(২) ভকত জনেরে বর দেয় বিসহরি।
ভবানীর পদবন্ধে দৈ মধু ভিখারি॥

(৩) সেবকেরে বর দেয় হৈয়া আনন্দিত।
সারদার চরণে দৈ মধু গাএ গীৎ॥

(৪) হরনন্দিনির পাএ, হরি সুতনন্দে গাএ,
হরিপদ তরাঅ সংসারে।

(৫) সেবকের বর দেয় জয় বিসহরি।
দৈ মধুসুদনে ভনে সরস পাচারি॥

৯৬ পত্রের শেষ :—

সান্তাইয়া বুড়াএ বোলে আহ্মি বর দিব।
পুত্র বর দিমু তারে বিহা দিন ধরিব॥

* * *

আহ্মি কহি সুন মাই ক্রোধ ক্ষেমা কর।
জামাতার সৈজ্যাতে তুহ্মি চলহ সত্বর॥
দৈ মধুসুদনে ভনে মধু আলাপ।
সোনকার কারণে গান গাওরে বিলাপ॥
না বোল না বোল রে মসি এক্ষত বচন।
রতিরস করিতে মোর না লএ মন॥
ছয় পুত্র সোকে প্রাণ দহি নিরন্তর।
ব্যাকুল হই আন্ধারে ভ্রমি ঘরে ঘর॥

৯৬ পত্রের পর খণ্ডিত। দুই পিঠে লিখিত। তারিখাদি নাই। লেখক "শ্রীজিত-রাম দত্ত সাং কালীপুর।" এই অংশের পদ-সংখ্যা প্রায় ৪৬০৮; সুতরাং বৃহৎ গ্রন্থ।

অন্যান্য মনসা-পুঁথির সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ বা প্রভেদ, না পড়িলে বলিতে পারিবে না।

৩১৪। মুরসিদের বারমাস।

আরম্ভ :—

নিরঞ্জন নামখানি লইয়া শতেক বার।
নিদানত পড়িলে আল্লা করিব উদ্ধার॥
আউয়ালে আল্লার নাম দোয়াজে রছুল।
উম্মতে করিছে গুনা নবি বেআকুল॥
সবে বোলে মুর্শিদ মুর্শিদ মুর্শিদ কেমন জন।
ধড়ের মাঝে আছে মুর্শিদ অমুল্য রতন॥

শেষ :—

কার্ত্তিক মাসেতে মুর্সিদ ধানে ভরে খির।
ধান হইআ জান দুনিআই হৈল স্থির॥
গিরতে থাকিলে কড়ি খেল্যা লইঅ ধন।
কড়ি না থাকিলে রে নিষ্ফল জীবন॥

(হস্তলিখিত পুঁথি

কার্ত্তিক মাসেতে মুর্সিদ দিন হৈল রাতি।
এ লাহুত দরিয়ার মাঝে কে জ্বালাইব বাতি॥
ক্ষেণে জ্বলে ক্ষেণে নিভে কিবা রাত দিন।
এই তিন ভুবনে মুর্সিদ মোরে কৈলা ভিন॥
(ছাপা পুথি)

ভণিতা :—

বার মাসের তের খোসা লহ রে গণিআ।
এই গীত জোরাই আছে মোহাম্মদ আলি (?)
মোহাম্মদ আলি নয় রছুলের নাতি (?)
পাপ ছাড়ি পুণ্য বাড়ে খণ্ডে তার দুর্ম্মতি॥
(হস্তলিখিত পুঁথি)

উভয় পুঁথিতে বিস্তর পাঠ-পার্থক্য আছে। ১২৩১ মঘীর লেখা, পদসংখ্যা (হস্তলিপিতে) ৩৪ ও (ছাপায়) ৩৬। ছাপা পুঁথিতে ভণিতা নাই। উক্ত ভণিতাটিও সন্দেহ-জনক।

☞ অপর একখানি হস্তলিপির ভিতর নিম্নের গদ্যাংশটুকু পাওয়া গিয়াছে :—

"জীবের জর্ম্ম কিসে। পিতৃবির্জ্জে মাতৃরজে। গঠন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বে। ২৫। স্থিতি পঞ্চভূত আর বেদ মোয়াশক্তি (?) হুত (কৃত বা যুত ?)। পিতার চাইর ৪ মাতার চাইর ৪। মাংস অস্থি মার্জ (?) শুক্র ৪ রোম চর্ম্ম রক্ত মেদ ৪ পৃথিবী ১ অব ২ তেজ ৩ বায়ু ৪ আকাস ৫ পৃথিবীর গন্ধ গুন শুভ্রবর্ণ নাসিকাতে স্থিতি। তার প্রতিক্ষ্য (?) গুন পঞ্চ ৫ "অস্থিমাংসনখশ্চৈব রোমং ত্বজক পঞ্চমং পৃথিবি পঞ্চগুন প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে। ১। অপগুণ গৌরবর্ণ জিহ্বাতে স্থিতি। তার প্রতিক্ষ্য পঞ্চ গুণ শুক্র স্বনিত মার্জাক মলমুত্রঞ্চ পঞ্চমং অপ পঞ্চ ইতি ৫।"

৩১৫। ভারত-সাবিত্রী।

আরম্ভ :—

নম গনেসায়। নম সরস্বতি দেব্যাঐ নমঃ।
শ্রীগুরুবে নমঃ। ভারথ সাবিত্রি পুস্তক লিক্ষতে॥
'বেদে রামায়ণে' ইত্যাদি শ্লোক।
শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমি করিএ বন্দন।
ভারথ গিতা কিছু যুন দিআ মন॥
ধৃতরাষ্টে জিজ্ঞাসিল যুন রে সঞ্জএ।
কেমতে করিল যুদ্ধ কুরু পাণ্ডু ছএ (চয়)॥

শেষ ও ভণিতা :—

অহরাত্র পাপ করে জথ গণ নারে (নরে ?)॥
ভারথ গিতা যুনিলে সর্ব্বপাপ হরে॥
* * *
গিতা পাঠ ফলাফল কহিলাম সত্বরে।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ জগদিসে করে॥
গুরুর চরণে করি সত নমস্কার।
পদভঙ্গ দোস কিছু না লইবা আমার॥
* * *
কাঁকাল জাইনা দআ কর কৃপা করি মনে।
রাত্রি দিবা ভক্তি থাউক শ্রীকৃষ্ণের পদেতে॥

"ইতি ভারথসাবিত্রি গিতা পুস্তক লিখন সমাপ্ত। 'ভীমস্যাপি' ইত্যাদি শ্লোক। স্বঅক্ষর শ্রীবৈষ্ণবচরণ সেন দাস সাং বাজ্র-শত (বারশত) ইতি সন ১২০৮ মঘি তারিখ ২৬ ফাগুন।" পত্রসংখ্যা—৯, দুই পিঠে লেখা। অতিক্ষুদ্র পুস্তক। রচয়িতা—জগদীশ গুপ্ত।

৩১৬। সৃষ্টি-পত্তন।

এখানি সঙ্গীত-গ্রন্থ। 'রাগনামা', 'তালনামা' নামধেয় কয়েকখানি গ্রন্থের পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি ; ইহাও সেইরূপ গ্রন্থ।

ইহাতেও রাগতালের জন্মাদি বিবৃত আছে। প্রতিরাগে গেয় এক একটি 'পদ'ও আছে। পদগুলি একজনের রচিত নহে। ইহা সংগ্রহ-গ্রন্থ; মূল-রচয়িতা কে কি জানি? পূর্ব্বালোচিত গ্রন্থগুলির সঙ্গে অনেকস্থলে অভিন্নতা থাকিলেও ইহা পৃথক্ গ্রন্থ, বোধ হয়।

আরম্ভ :—

শ্রীষ্টিপর্ত্তন যুরু

যুন যুন গুনিগণ যুন দিয়া মন।
শ্রীষ্টি পর্ত্তন কহি যুন বিভরন॥
মহাপ্রভু জখনে য়াছিল একসর্ র।
ন য়াছিল উর্ত্তরের দিতে পর্ব্বর্ত্তর॥
ন য়াছিল দেবগণ ন য়াছিল মুনি।
ন য়াছিল মানর্স্যকুল নয়াছিল ধনি॥

শেষ :—

তোর ভরে নৈকা (নৌকা) নাই চলে রে
　　　　গোপালিনি।
তোমার যৌবন ভরে, নৈকা টলমল করে,
　　কেমনে হইবা গঙ্গা পার।
হের য়াইস, 　　নৈকাতে বৈস,
　　কাকুলী খুলিয়া রাথ।
কুটি কুটি পেলাও পানি, লর্জ্জা না ভাবিয়
　　জদি হইবা গঙ্গাপার।
　　কিছু দান দেয় য়ার।
　　অনাদানে না জাইবা মাঠেতে।
জদি হইমু গঙ্গাপার, কিছু দান দিমু য়ার,
　　য়নাদানে না জাইমু মাঠেতে।

ভণিতা :—

(১) য়াদি য়স্ত ধ্যান চামপা গাজি কহে।
　　মা বুজীলে সাস্ত্র মৈদ্ধে চাহ মহাসহে॥
(২) কহে হিণ বকসা য়ালি যুন সবাগণ।
　　হএ নহে বিমসিয়া চাহ গুনিগণ॥
(৩) য়াত্রিতে চলন গীদ একবিংস ভাগ।
　　হিন য়ালি রাজা কহে এই মত ভাগ॥

পত্রসংখ্যা ৩১; দুই পিঠে বড় অক্ষরে লেখা। বহির আকার। বোধ হয়, শেষ নাই। লেখক কালিদাস নন্দী। সন ১২১১।১২ মঘীর লেখা।

৩১৭। ভুষণ্ডী রামায়ণ।

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি ১৩০৯ সালের ভাদ্র আশ্বিন মাসের 'বীরভূমি' পত্রিকায় সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতেই এই বিবরণ টুকু 'পরিষদের' গোচর করিতেছি।

পুঁথিখানির রচয়িতা রাজা পৃথ্বীচন্দ্র। পদসংখ্যা সাকল্যে ৪০৭। দুই স্থানে ভিন্ন আর সব পয়ারে রচিত।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীরাম। অথ রামায়ণ লিখ্যতে।
বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র রঘুকুলবর।
নবদুর্ব্বাদল শ্যাম কিবা জলধর॥
বাম করে কোদণ্ড দক্ষিণ করে বাণ।
বীরাসনে বসি করে অভয় প্রদান॥
বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্রধরে।
ভরত-শত্রুঘ্ন পাশে তালবৃন্ত করে॥

শেষ :—

পৃথিবীতে লক্ষগ্রন্থ হইল প্রকাশ।
আদি কবি বাল্মীকের পূরে মন আশ॥
সকল পুরাণে ব্যাস করিলা রচনা।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে সার হইয়াছে বর্ণনা॥
স্মরণে পঠনে তনু পবিত্র নিতান্ত।
ভবার্ণবে পার সার অভয় কৃতান্ত॥

রামায়ণ স্মরণে জতেক পুণ্য হয়।
কহিতে না পারে কেহ করিয়া নির্ণয়॥
যদি ইচ্ছা ভবার্ণব হইবারে পার।
রাম রামায়ণ গ্রন্থ সদা কর সার॥
শ্রীরাম চরণ পদ্ম করিয়া বন্দন।
ভূপ পৃথ্বিচন্দ্রে রচে গীত রামায়ণ॥

"ইতি সমাপ্ত। সন ১৩০৯? সাল তারিখ ১৭ই বৈশাখ।"

ভাল কথা, চট্টগ্রামে 'ফালুয়া রামায়ণ' নামে এক রকম 'রামায়ণ গান' প্রচলিত আছে। গানের সময়ে গায়কেরা বিবিধ অঙ্গ-ভঙ্গী করে ও ফাল (লাফ) দেয় বলিয়াই, বোধ হয়, উহার ঐ নাম। এই গান লিপি-বদ্ধআছে কি না, জানি না। না থাকিলে, শীঘ্র তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক। কিন্তু এ পোড়া দেশে সেরূপ লোক কই? দরিদ্র আমার পক্ষে তাহা ত সর্ব্বৈব অসম্ভব!

৩১৮। রাধিকার বারমাস।

আরম্ভ :—

প্রথম বৈশাখ, রাধার মনে শোক,
দারুণি রবির জ্বালা।
নতুন অবলা, আমা ছাড়ি গেলা,
মথুরা নাগরে কালা॥
গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
ফিরিব যোগিনী হৈআ।
যে ঘরে পাইব, আপনা বন্ধুআ,
বান্ধিব বসন দিআ॥

শেষ :—

চৈত্র মধুমাস, পুরাইল বারমাস,
হীন হাসিমের বাণী।
কাকুতি করিআ, কৈলে আরাধন,
আসিআ মিলিব পুনি॥

পদসংখ্যা—২৬। ইহার রচয়িতা উক্ত হাসিমের রচিত একটি বৈষ্ণব পদ ও আছে।

৩১৯। চৌধুরীর লড়াই।

অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ও প্রসিদ্ধ ভাষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ৺আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয় নোয়াখালীর মাজিষ্ট্রেট্ পদে থাকা কালীন তত্রত্য আলাওদ্দিন নামক জনৈক গায়কের মুখ হইতে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেন। ইহার অত্যল্প পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় গ্রন্থখানি অপ্রকাশিত থাকে। মহম্মদ আবদুল জব্বার নামক একজন শিক্ষিত ব্যক্তি বড়ুয়া মহোদয়ের উক্ত হস্তলিপির অবলম্বনে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়া শিক্ষিত সমাজের উপকার করিয়াছেন।

নোয়াখালী সহরের ৭ মাইল উত্তরস্থিত বাবুপুরের জমিদারদিগের বৃত্তান্ত অদ্দেশে 'চৌধুরীর লড়াই' নামে গীত হয়। এই গ্রন্থখানি সেই গীতগুলিরই সংগ্রহ পুস্তক।

ইংরেজ-শাসনের যখন তত কড়াকড়ি হয় নাই, তখন বাবুপুর, দত্তপাড়া প্রভৃতি স্থানের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারগণ সময়ে সময়ে পরস্পরে সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। সেইরূপ একটি যুদ্ধের বিবরণই এই গীতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বর্ণিত ঘটনাটি সম্ভবতঃ ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। সেই সুদীর্ঘ ঘটনা বিবৃতির স্থান এখানে হইবে না।

গ্রন্থের পুরানাম "রাজনারায়ণ ও রাজ-চন্দ্র চৌধুরীর লড়াই। রঙ্গমালা সুন্দরীর

ধয়ান।" রচয়িতার নাম প্রকাশিত নাই, কিন্তু গ্রন্থপাঠে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াই বুঝা যায়।

কবি 'হবিব খোদা', মক্কামদিনা প্রভৃতির বন্দনা করিয়া ও 'ইন্দ্রসভার চরণ শিরেতে বন্দিয়া' এইরূপে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন :—

'চৌধুরী ছিল রাজা নারায়ণ রাজ্যের অধিকারী।
সিন্দুর কাইতের জঙ্গলা কাটি বান্ধিল রাজবাড়ী॥
হাট মিলাল ঘাট মিলাল গল্লি সারি সারি।
প্রথম দৌলতের কালে রাজগঞ্জের কাছারি॥'

অন্যত্র, 'রঙ্গমালার পত্র'খানির নমুনা দেখুন :—

'ওহে প্রাণবন্ধু প্রাণ (প্রেম ?) সিন্ধু নয়নের তারা।
ক্ষণকাল না দেখিলে হই মতিহারা॥
তোমার বিহনে মম প্রাণ উচাটন।
সত্বর আসিয়া প্রিয় করহ মিলন॥
শিশিরে না ভিজে মাটি বিনা বরিষণে।
সংবাদে না জুড়ায় আঁখি বিনা দরশনে॥
তবে যদি ছাড় বন্ধু আমি না ছাড়িব।
চরণে নপুর হই চরণে মজিব॥
পত্রেতে লিখিল কন্যা পরম সমাচার।
ঘাইট গুনা অপরাধ দোষ ক্ষেমিবার॥　ইত্যাদি

গ্রন্থখানি কেবল পয়ার ছন্দে রচিত, কিন্তু সর্ব্বত্র অক্ষরের সমতা রক্ষিত হয় নাই। গানের পক্ষে ইহা বেশ উপযোগী। নোয়াখালী-প্রচলিত সাধারণ চলিত ভাষায় ইহা রচিত হইলেও স্বভাবকবির স্বাভাবিক সহজ প্রবাহ ইহার সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

ইংরেজী আর ফরাসী ভাষায় যতটা প্রভেদ, কলিকাতা ও নোয়াখালীর ভাষার মধ্যে তদপেক্ষা কম প্রভেদ নহে। ৺বড়ুয়া মহোদয় বাঙ্গালার এই ভাষাগত পার্থক্য হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে জেলায় জেলায় প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার একখানি অভিধান প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; তাঁহার এ গ্রন্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যও কতকটা তাহাই ছিল। দুঃখের বিষয়, তিনি অকালে কালকবলিত হওয়ায় তাঁহার সে আশা আর ফলবতী হইল না! আমাদের 'পরিষৎ' এ কার্য্যে কতকটা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল।

প্রাদেশিক ভাষা আলোচনার পক্ষে এই গ্রন্থ বড়ই কাজের হইবে। স্থান থাকিলে অনেকগুলি শব্দের আলোচনা এখানে করা যাইতে পারিত।

৩২০। কোকিল-সংবাদ।

অল্পদিন পূর্ব্বে একজন অশিক্ষিত লোক এই সুন্দর পুঁথিখানি নকল করিয়াছে। স্থানে স্থানে কিছু কিছু বাদ পড়িয়া গিয়াছে বোধ হয়। কেবল একস্থানেই রচয়িতার নাম (শুকদেব) পাওয়া যায়।

আরম্ভ :—

অথ কোকিলের সাম্মাদ লির্খ্যতে।

নমো গণেসায়।
শ্রীরাধি (কা) নিত্যানন্দ আর ভক্তজন।
ভুমিতে লোটাই বন্দ এতিন ভুবন॥
কহিতে তাহার মিলা কাহার সকতি।
অতি বর মুর্খমতি আহ্মি না জানি ভকতি॥
অজ্ঞান দেখিআ জদি খণ্ড (?) দয়ামএ।
কোহিবো কোকিল-সম্বাদ অতি রসমএ॥

কৃষ্ণ চলি গেল জদি মথুরা নগর।
বিন্দাবনে রাধিকার পরিল অথর (অথান্তর ?)॥
জথ পুষ্পলতা ছিল সোকাকুলী হৈলো।
যুনিআ কোকিল পক্ষী কান্দিতে লাগিলো॥

শেষ :—

বিন্দাবনে গিআ কৃষ্ণ দিল দরসণ।
মৃত্যুবত গোপীগণ হইল জাগরণ॥
রাধাকৃষ্ণ দুই জন একত্র হইআ।
জল পক্ষি জলে জেন রৈল মিসাইআ॥
জেন রাধা তেন কৃষ্ণ হএ একই সরির।
মিসিত হইল রাধা কানুর সরির॥
কোকিলে বোলএ প্রভু করি নিবেদন।
আমার সরিরে দেয় জুগল চরণ॥

* * *

কোকিলাএ বোলে প্রভু কোরি নিবেদন।
অন্তকালে পাই জেন জুগল চরণ॥
কোকিলা সাম্বাদ জেবা যুনে জেই জন।
আনন্দে চলিআ জাএ বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

* * *

এই পুস্তক লিকিআ জে জে জনে রাখএ।
তাহারে জে লক্ষী মাও না জাও ছারি
(ছাড়িআ না জাএ ?)॥

ভণিতা :—

যুকদেবে বোলে রাধা পাগলের প্রাএ।
অতি অবিলাসে রাধা বিলাপ করএ॥

"শ্রীরামদুলাল যোগী। ইতি সন ১২৩২ মধি তারিখ ২৮ শ্রাবণ।" ফুলস্কেপ্ কাগজ, কোয়ার্টার ফরম; ১৮ পৃষ্ঠা মাত্র। পত্রাঙ্ক নাই, কদর্য্য লেখা। পদসংখ্যা—১৫০।

৩২১। নিমাইর সন্ন্যাস পটি।

পূর্ব্বে ১২৫।১২৬ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে 'গৌরাঙ্গ-চরিত' ও 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটির' পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। অদ্যকার পুঁথির বিষয় ও রচনা ঠিক তদ্রূপ হইলেও ইহা এতই পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাকে একখানি পৃথক্ পুঁথিও বলা যায়। পূর্ব্বোক্ত দুইখানিতে বাসুদেব ঘোষের ভণিতি আছে; আর এইখানি তদ্বিহীন। আকারও অনেক ক্ষুদ্র। পরে 'পরিষদে' প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

আরম্ভ:—

নমো গনেসায়।
অথ নিমাইর সৈন্ত্যাস পটি লিক্ষতে।
নাহং তিষ্টামি বৈকুণ্ঠে···তএ বাস হে নারদ॥
এক দিন ভারতি গোসাই সসি মাতার
মন্দিরে আসিল।
ভারতিরে দেখী রানি ডণ্ডবত কৈল॥
সেই দিন ভারতি সসির মন্দিরে রহিল
কিনা মন্ত্র কর্ন্তে দিআ নিমাই সন্ন্যাসি
করৗল॥ ধু।
কিনা মন্ত্র কর্ন্তে দিন।
নিমাই চান সৈন্ত্যাসি হৈল॥
প্রভাতে ভারতি গোসাই গমন করিল।
তান পাছে নিমাই চান্দ হাটীতে লাগিল॥
ধাইআ জাইআ সসি মাতা নিমাইকে ধরিল।
কান্দিতে কান্দিতে তবে কহিতে লাগিল॥
সৈন্ত্যাসি না হৈয় বাছা বৈরাগি না হৈঅ।
অভাগিনির মাএর প্রাণ বধিআ না
জাইঅ॥ ধু।
জদি নিমাই ছারিআ জাবে।
ছেল হৈআ বুকে রবে॥

শেষ:—

ভারথি বোলে নিমাই চান্দ স্থির কর মন।
ডোর কাপীন পৈর তুমি যুনহ বচন॥

জার বংসে এক জন বৈষ্ণব হইল।
তার সত কুল জান স্বর্গে চলি গেল ॥
একথা যুনিআ নিমাই ডোর কপীন পরিল।
স্বর্গে থাকি দেবগনে পুষ্পবিষ্টী কৈল ॥ ধু ॥
ডোর কপীন করঙ্গ হাতে।
কেসব ভারথির সাথে ॥

"সমাপ্ত। সন ১২৪৮ বাঙ্গলা, তারিখ ১৭ অগ্রহায়ণ, স্বাক্ষর শ্রীরামহরি দে।" বড় বহির আকারের কাগজে ৫ পৃষ্ঠায় শেষ। বাঙ্গালা কাগজ।

৩২২। রাধিকার বারমাস।

আরম্ভ :—

কান্দিয়া রাধিকা বোলে উৰ্দ্ধ (উদ্ধব ?) কর মন।
ঠাকুর কৃষ্ণ নিদআ মোরে হইল কি কারণ ॥
নানান সাইলের যত্ন না দিল্বম রাধিআ।
কৃষ্ণ গেল মধুপুরে মুই মরম্ কান্দিয়া ॥
য়াগ্রান মাসেতে রাধে ধান্ত (ধান্য) বহুতর।
নতুন বয়সের কালে ভএ চমত্তকার ॥ ১ ॥

শেষ :—

কার্ত্তিক মাসেত রাধে নবরঙ্গ তিথি।
গোকুলে য়াসিল কৃষ্ণ উধব সঙ্গতি ॥
গোকুলে য়াসিল কৃষ্ণ পাইল খবর।
একে২ করে পূজা প্রতি ঘরে ঘর ॥ ১২ ॥

ভণিতা :—

কবি মাধবে ভনে ভাব এক চিত্তো।
ভাঙ্গিলে না জাএ জেন যুজনের পিরিতে ॥

"ইতি সন ১২০৭ঃ মঘি তারিখ মাহে ৩ কাত্তিক রোজ শনিবার মেয়াদ ৩ তিন রোজ।" পদসংখ্যা—৩২ মাত্র।

৩২৩। চন্দ্রকান্ত গায়ন।

এই ধরণের গ্রন্থগুলি কিরূপ অদ্ভুত-ভাবে বিরচিত, পুর্ব্বে তাহার একটু আভাস দিয়াছি। ইহাতেও গান, কথা, পটী (পাটি) প্রভৃতি আছে। পটী বেশী নহে; কথা ও গান সর্ব্বত্র। কথার ভাষা গদ্য।

'চন্দ্রকান্ত' নামক একখানা পুঁথির পরিচয় পুর্ব্বে ১৯৩ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে প্রকাশ করা গিয়াছে। সেই পুঁথির আর আলোচ্যমান পুঁথির উপাখ্যান অভিন্ন; কেবল রচনাপ্রণালীর প্রভেদ মাত্র।

এই পুঁথির কোথাও রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না।

আরম্ভ :—শ্রীদুর্গা। সন ১২১২ মঘি।

অথ চন্দ্রকান্ত গাঅন লিক্ষিতং।

৴৭ বন্দে শ্রীকান্ত নন্দন বিঘ্নবিনাসন;
তারণ পতিত পরান(পাবন ?) হে গনেস ॥
জোগমঅ জোগিন্দ্র ইন্দ্রস্তং হি গজানন;
জোগের প্রধান জোগি পুরুস প্রধান;
বিধি মুখের বেদবানি আমি কি বলিতে জানি
অগ্যান তিমিরে থাকি দিবস রজনি;
দআ করে মহিমা প্রকাস।
তারণ কারণ আন্ত অন্ত নৈরাকার;
সত রজ তম আদি গুণেতে সাকার;
ত্রিতাপ জরিত জনে, হেরল (লো) নঅনে,
কিঞ্চিত করুনা কর দিন অকিঞ্চনে;
ছিষ্টি স্তিতি কটাক্ষে বিনাস ॥

নকিবের গাএঅন।

নরি (?) ফুকারে বাবুজি জঅ;
দিন রাত হুজুরমে হাজির ত হএ;
এছেন করিমি (?) কৰ্ক্তে (কর্ত্তে ?) হএ হুকুমজারি বট জাও আদ্‌মি ছুর আদর বাজাই ॥ ইত্যাদি।

এইরূপে 'কালুআ'র অবতারণায় গ্রন্থারম্ভ। যুধিষ্ঠির শ্রোতা, শক্তি মুনি বক্তা।

সূচনায় এই 'গাঅন'টি আছে :—

নারাঅন নরসিংহ নরুত্তম; পুরুসর্ত্তম পর ধ্যানধারা; গিরিবর ধার গোপাল; গজাধর গরুরধ্বজ পরহাদ্রে ধারা (?); সুখ করন দুখ হরন দআনিধি; নরহরি

নাম নিরঞ্জন রঘুপতি ভব ভঞ্জন নিজ জন্ম নিরঞ্জন; কৃপাচু (?) মুই দারিদ্র হর। দিননাথ দিনকে বন্দ (?) দিনদআল দামুদর; হর প্রভু জগথে বাস জগবন্ধু দেহ যুবুদ্ধি কুবুদ্ধি হর।

শেষ :—গাঅন।

অপরাধ ক্ষেমা কর ওহে কিশরি মোহন।
প্রকাশ করিলে হবে জাতি নাস বাছাধন ॥
লোকে জানাজানি হইলে কলঙ্ক ঘটিবে কুলে
একথা রাজা যুনিলে বধিবেক সকল প্রাণ ॥
জননি তোমার জেমন সাধুরি কি বুজাচ ও বাচাধনঃ

"তুমি ত সুবোদ সুজন ॥ (কথা।) ওহে বাছা কিসোরি মোহন; তুমি মোহি-নিকে নিচ জে দণ্ড ইশ্চা কর; ওগো ঠাকুরানি তবে নিচে চল্যেম। সাঙ্গ লিখিতং।"

এইখানেই গ্রন্থ সমাপ্তি কি না, জানি না। পত্রসংখ্যা ১৪; রয়াল ফরম অপেক্ষাও বড় আকারের কাগজে বহির আকার; দুই পিঠে লেখা। লিপিকরের নাম নাই। "এই বহির মালিক শ্রীসৃষ্টিচরণ পিছরে রামবল্লভ সাকিন সাকপুরা থানে পট্টিআ।"

৩২৪। রামচন্দ্রের দশমাস।

মাঘমাসে আরম্ভ,কিন্তু এখানে কতকটা নাই। বৈশাখের কতকটা এই :—

* * *

কোন দোসে বিধতা এ দিল এথ তাপ ॥
সিতা স্নেকে রঘুনাথে করয়ে রোদনঃ।
কথ দিনে হৈল দেখা সুগ্রিবের সন ॥
অঙ্গে অঙ্গে দুই রাজা সৈত্য জে করিয়া।
বালি বধি রাজ্য তানে দিল সমপ্রিয়া ॥
সুগ্রিব সংঙতি রাম যুক্তি করি সার।
সেইক্ষণে দেখা পাইল পোবন কুমার ॥ ৪ ॥

শেষ :—

কাত্তিক মাসেত রাম যুদ্ধ অবসেস।
বিভিসন রাজা কৈল লঙ্কাতে বিসেষ ॥
সিতা পরিক্ষিতে রামে লক্ষণেরে বোলে।
যুদ্ধ করি সিতা লৈয়া দেসে সব চলে ॥
একে২ রথ লৈয়া জেন বাউর গতি।
সসম্রে রাম চন্দ্রে বোলে চল সিগ্রগতি ॥
বালক সকল পন্থে করে হুরাহুরি।
দিনে রন্ধকার হৈল চণ্ডালের পুরি ॥
জেবা গাএ জেবা সুনে শ্রীরামের দসমাস।
পাপ ছারে পুন্ন বারে বৈকুণ্ঠে নিবাস ॥ ১০।

"ইতি শ্রীরামচন্দ্রের দসমাষ লিখন সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৭ মাঘ তারিখ মাহে ২রা কাত্তিক রোজ যুক্রুরবার মেয়াদ ৩ তিন দিবষ।" ভণিতা ও লেখকের নাম নাই। প্রাপ্তাংশের চরণ-সংখ্যা ৫৭।

৩২৪। রাধিকার মানভঙ্গ।

এই গ্রন্থখানি মৎ-কর্তৃক "বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থাবলী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচ্যমান পাণ্ডুলিপিতে ইহার 'রাধিকার মানভঙ্গ পটি' এই নাম ভিন্ন আরো অনেক স্থানে শব্দগত ও পদগত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়,—যাহা বাঙ্গালা হস্ত-লিপিগুলির একরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্ম-বিশেষ। শব্দমাত্রের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়া পাঠান্তর দেওয়া এখন আর সুবিধা হই-তেছে না। নিম্নে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পাঠান্তরমাত্র প্রদত্ত হইল। ২য় সংস্করণে এই পাঠান্তরের সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। ইহার আরম্ভ এইরূপ :—

নমো গনেসাঅঃ নমো।

অথ শ্রীরাধিকার মানভঙ্গ পটি লিক্ষতে।
নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যুগিনাং হৃদএ ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র বাস হে নারদ ॥

নলিনী-জলবং তরলং ১ • • • • সজ্জন-
সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥

মান করিয়া রাধে বসিল বিরলে।
ধরাচুরা বান্ধ্যা কৃষ্ণ গেলা হেনকালে॥

১ম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
আউর নয়ানে গোপী শ্যাম অঙ্গ হেরি।
৬ষ্ঠ শ্লোক। ,,
কালরূপ হেরি রাখি।
৩য় শ্লোক। ২য় পংক্তি—
আপ্ত অন্ত (অঙ্গ ?) ভেদ অন্তরে নাহি জার
৬ষ্ঠ শ্লোক। ৬ষ্ঠ পংক্তি—
বসনে ঢাকিল আখি।
১১শ শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
তথাএ রহিব আমি মনে কৈলু আশ।
১২শ শ্লোক।—৪র্থ পংক্তি—
তোমার প্রাণনাথ দেখ অকুল হৃদএ।
১৪ শ্লোক। ৩য় ও ৪র্থ পংক্তি—
এথ বড় মান তোমার না হএ উচিত।
তবে কেনে রসবতী মনে কর খেদ॥
২৫শ শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
মণিমুক্তা জথ ইতি ধন মোর ছিল।
২৬শ শ্লোক। [illegible] পংক্তি—
দারিদ্রের ধন জেন হরি নিল বিধি।
২৮শ শ্লোক। ১ম পংক্তি—
হাতের মুরারি * * * * পেলাইল টানি।
৩২শ শ্লোক ৩য় পংক্তি—
পীন পয়োধর ঢাকি শিরে দেয়ত ঢাকনি।
৩৮শ শ্লোক। ৫ম পংক্তি—
শোকানলে দহে হরি।
৪০শ শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
কালরূপ অঙ্গ কৈল পরি হরিতালা।

৪৪শ শ্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—
তোমার সমান দুষ্ট আর নাহি দেখি।
আমার কপাল দহে তনু তোমার দেখি॥
৪৫শ শ্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—
পতিব্রতা সতী তুমি সর্ব্বলোকে ঘোসে।
অসম্ভব শুনি কথা পতি বর্জ্জ কিসে॥
৪৬শ শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
* * * * * কহিলাম নিশ্চয়।
৫৩তম শ্লোক। ২য় পংক্তির পর—
প্রভাতের মেঘ জেন থাকে অল্পক্ষণ।
পবন হইআ সখা উড়াএ তখন॥
নারীর মন বিস প্রায়। (?)
ক্ষেণেক থাকিআ জাএ॥
কুমুদ কাননে জেন খেনে (খেলে ?) কুমুদিনী
চন্দ্র দরশনে জেন হএ প্রকাশিনি॥
৫৪তম শ্লোক। ১ম পংক্তি—
বৃন্দাএ বোলেন প্যারি মান খেমা করি।
৫৫তম শ্লোক। ২য় পংক্তি—
তাহাতে কালোরূপ সবে বাখানিল।
৫৮তম শ্লোক। ২য় পংক্তি—
তোমার হরি কৃষ্ণ এই তত্ত্ব জান।
৬০তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
স্থাবর জঙ্গম জথ এ মহীমণ্ডলে।
৬৩তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
মর্ম্ম না বুজিআ প্যারি মনে রাখ কালি।
৬৪তম শ্লোক। ২য় পংক্তি—
* * * * কহি আমি তোমার গোচর।
৬৭তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
তুমি বোল কালা কালো।
জগত করিছে আলো॥
৬৯তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
নিমিসে কাটিয়া * * * *।
৭০তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তির পর—
জাও বৃন্দা তোমা স্থান।
লইআ আপনা মান॥

কোপ করি বসি আছে রাধা কমলিনী।
তাহার নিকটে বৃন্দা কম্পিত হরিণী॥
দুহার সমান উক্তি নহে ভঙ্গ।
প্রবিন নদীতে জেন উঠিল তরঙ্গ॥ ধু॥
রাধার বচন শুনি।
বৃন্দা হৈল অভিমানী॥
রাধার বচনে বৃন্দা করি অভিমান।
শীঘ্র করি বৃন্দা সতী করিল পয়ান॥
শিখীর নাদ শুনিআ জে ভুজঙ্গ পলাএ।
উপনীত হৈল গিয়া শ্রীহরি জথাএ॥ ধু॥
শুন প্রভু মোর বাণী।
খেদাইল বিনোদিনী॥
শুন হরি জথ * * * * * বচন। ইত্যাদি।

৭২তম শ্লোক। ২য় পংক্তির পর—
তোমার প্রশংসা আর না শুনে শ্রবণে।
কৃষ্ণ নাম শুনি রাধা হাত দেই কানে॥
৭৫তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
হের আসি ইন্দুরেখা।
চান্দের সাথে হৈল দেখা॥
৭৬তম শ্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—
কিনা হেতু * * * * এথাএ।
* * * * * * প্রায়॥
৮৪তম শ্লোক। ১ম পংক্তি—
* * * * * উঠিল বসিয়া।
৮৮তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
মধুবতি নাম মোর কৃষ্ণ নাম জপি।
পতি পরভাবে মোর * * * *॥
৮৯তম শ্লোক। ৫ম পংক্তি—
মোর পতি শশিকলা।
* * * * * *
রহ রহ! করিআ জে কহিল আমারে।
৯১তম শ্লোক। ১ম-৩য়-৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
করিআ পদ্মের রাগ পতি গেছে দূর।
পদ্মের কলিকা জেন হইলেক স্থির॥
* * * * বহি পড়ে অলি॥
* * * * * * * *
তথাপি না য়াইসে অলি।
শুন রাধা তোকে বোলি॥

৯১তম শ্লোকের পর—
আমার বচন রামা শুন তোমা কহি।
দুহার সমান দুঃখ শুন প্রাণ সই॥
না করিঅ অভিমান চিত্ত দেয় খেমা।
অথনে করএ এবে আপনা মহিমা॥ ধু॥
৯৯তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
খুধাতুরে অন্ন দেহি পিআসিরে জল।
১০২তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
ব্রহ্মা হরি হরে জার দিতে নারে সীমা।
১১০তম শ্লোক। ৬ষ্ঠ পংক্তি—
নারিজনম কৈল মোরে।
১১৬তম শ্লোক ৩য় পংক্তি—
খেণে খেণে মনে আমি করি অনুমান
১২১তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
রাধার মানের হেতু বৈদেহিনির ভেস।
১৩২তম শ্লোক। ৩য়-৬ষ্ঠ পংক্তি—
বনমালা তেজি গলে দেয় হাড়মালা।
হও তুমি ত্রিপুরারি।
১৩৩তম শ্লোক। ৫ম পংক্তি—
মান ভিক্ষা লও চাইআ।
১৩৫তম শ্লোক। ৪র্থ-৫ম ও ৬ষ্ঠ পংক্তি—
খিদাএ পীড়িত হইআ * * *।
সতি ভাবে না বুজিল।
রেখার বাহির হৈল॥
১৪২তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
ধ্যান করি ত্রিপুরারি।
জানে পূজে শ্রীহরি॥
১৫০তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
যোগী ভেস হৈল হরি বৈকুণ্ঠের নাথ।
স্বর্গে থাকি দেবগণে করে জয় বাত॥

১৫২তম শ্লোক। ২য় ৩য় পংক্তি—
* * * * * নৈল নীলমণি।
মনিস্যের মুণ্ড করে * * * *।

১৫৮তম শ্লোক। ১ম পংক্তি—
এমত সুন্দর জোগী না দেখিছে কেহ।

১৫৯তম শ্লোক। ৫ম—৬ষ্ঠ পংক্তি—
হেন মনে অনুমানি।
সেহ হএ অভিমানী॥

১৬৩তম শ্লোক। ৫ম—৬ষ্ঠ পংক্তি—
হেরিতে তোমার মুখ।
বিদরএ মোর বুক॥

১৮১তম শ্লোকের পর—
তীর্থবাসী হই আমি সুখের নাহি কাজ।
নিরবধি থাকি আমি তপবন মাজ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরি আমি বস্ত্রের নাহি কাজ।
ভস্মের সায়রে ভাসি করিএ বিরাজ॥ ধু।

১৮৯তম শ্লোক। ২য় পংক্তির পর—
জেই আশা থাকে শীঘ্র বোলহ আমারে।
সেই ধন দিয়া আমি তুসিব তোমারে॥ ধু।

১৯৩তম শ্লোক। ৫ম পংক্তি—
তোমা হরি দশানন।

শেষ:—

আমারে ছলিলা তুমি মানের কারণ।
বলিকে ছলিলা তুমি (জেন?) হইয়া বামন॥
বলিরে ছলিলা জেমন।
মান ভিক্ষা পাইলা তেমন॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণ মিলন হৈল।
শ্রীকৃষ্ণানন্দে হরি বোল॥

"ইতি শ্রীরাধিকার মানভঙ্গ পটী সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৩ মং তারিখ ১৫ আগ্রান।"

এই পুঁথিতে প্রায় সব স্থলেই উত্তম পুরুষে ভবিষ্যতী ক্রিয়ার শেষে 'মু' আছে; যথা,—করিব = করিমু ইত্যাদি।

৩২৫। হরিনামের সূত্র।

আরম্ভ :—

শ্রীহরি। হরিনামের সুত্র।
ছয় দল অষ্ট দল আর ষোল দল।
নাম সুত্র জর্ম্ম স্থান গোলকমণ্ডল॥
এক গোপাল এক গোপী সোল দলে খেলা।
অষ্টদলে সংকৃতন গোপি স্বনে (?) কৈল্যা॥

ভণিতা :—
শ্রীচৈতন্ত কৃপায় কহে দীন রামেশ্বর।
ভক্তিভাবে জেবা শুনে মুক্ত সেই নর॥

শেষ :—
∴ ষোল নামের সুত্ত এই কহিলাম তোমারে।
অবনীতে প্রচার নাম জীব তরিবারে॥
গুরুমুখে জেবা না শুনে হরি নামের সুত্র।
তাহার হস্তের অন্ন জল বিষ্ঠামুত্র তুল্য॥
হরির নাম হেন বস্তু না শুনে কর্ণপাতে।
চৌরাশী নরকের ভোগ ভোগে জর্ম্মপথে॥

'এই সুত্র সাঙ্গ।'
লেখকের নাম ও তারিখ নাই।

৩২৬। স্বরূপ-তত্ত্ব।

আরম্ভ :—
অথ স্বরূপতত্ব গ্রহস্ত।
স্বরূপে জিজ্ঞাসা করে নিত্যানন্দর স্তরে।
জুগল ভজন কথা কহত আমারে॥
কিরূপে করিবে সেবা লবে কার নাম।
কাহারে করিল সেবা জাব কোন ধাম॥

শেষ :—
শ্বেত চন্দ্রে ভাব উতপতি লালচন্দ্রে প্রেম।
হিঙ্গুল চন্দ্রে রসে পুষ্টিত জানিয় কারণ॥
এই ত কহিলাম কিছু তত্তসার নিরূপণ।
শ্রীগুরু কৃপা বিনে না বুজে অন্ত জন॥ সাঙ্গ॥

ভণিতা ও তারিখ নাই। লেখক শ্রীঈশানচন্দ্র দাস। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। ফুলস্কেপ কাগজ। ক্ষুদ্র-পুস্তিকা, মোট পয়ার-চরণ-সংখ্যা ৮৪ মাত্র।

৩২৭। সিদ্ধি পটল।

শ্রীহরির পদ স্মরনং। সিদ্ধি পোটল লিখিতঃ।

একদিন নিলার ছল সনকিত্তন করিয়া।
লেখী মাত্র আপনার মন বুজাইয়া॥
পাশণ্ডে নহি শুনে মোরে নিন্দা করে।
প্রকাশিলে ধর্ম্ম নষ্ট কহিলাম তোমারে॥

শেষ :—

ভক্ষ বিনে খাদ্য নাহি দ্রব্য বিনা গন্ধ।
বিনা পরশে বারে প্রেমেরই তরঙ্গ॥
ধ্বনি বিনে শ্রবণের নাহি কিছু আর।
রূপ বিনে নআনের নাহিক সঞ্চার॥ সাঙ্গ॥

ভণিতা নাই। তারিখাদি পূর্ব্বোক্ত পুঁথির মত। মোট পয়ার-চরণ-সংখ্যা ৪৪ মাত্র।

৩২৮। শিক্ষাতত্ত্ব।

আরম্ভ—শ্রীশ্রীহরি স্মরন। সিক্ষাতত্ত্ব গ্রহন্ত লিখ্যতে।

বন্দেহং সিক্ষাগুরুশ্চ পদং। স্মরন-মাত্রেণ কোত্বসনাসনং সমনং তরনং স্তারতিং ভারনং। শ্রীপদস্মরনং মুক্তপদ-লাভং দেহ বিক্রৃতং নম নম। পয়ার।

দক্ষিণেতে নিত্যানন্দ বন্দম সানন্দে।
মদ্ধেতে বন্দম প্রভুর চরনারবৃন্দ॥
অদৈত চরণ বন্দম ভক্তিমস্ত ধির।
জার প্রেমে মোহ প্রভু হইয়াছি (?) অস্থির॥
রায় রামানন্দ বন্দম প্রভুর প্রিয় আর।
ছয় গোসাইর পাদপদ্মে করি নমস্কার॥
ক্রমে ক্রমে ব্রজবাসি বন্দিলাম কতুকে।
নবদ্বিববাসি বন্দম মনের জে সুখে॥
দয়াকর মুই অধমেরে চৈতন্য গোসাই।
তব কৃপায় শিক্ষাতত্ত্ব রচিবারে চাই॥

* * *
* * *

ছয় গোসাইর বাক্ষ (বাক্য) আর
মনের উল্লাস।
শিক্ষাতত্ত্ব গ্রহন্ত আমি করিলাম প্রকাশ॥

ভণিতাঃ—

কবি অদৈত চন্দ্রে বোলে দিন ব্যস্তায়
(বৃথায়) গেল।
শিক্ষাতত্ত্ব বস্তু জ্ঞান আমাতে না হৈল॥
মম প্রতী নবকৃষ্ণ রহিলা কোথায়।
অন্তিমকালে রাখ মোরে তোমার রাঙ্গাপায়॥

শেষ :—

এই মতে সিক্ষা ধর্ম্ম করিবা আচন।
কবি অদৈত চন্দ্রে গ্রন্থ করিল রচন॥
আমি অতী মূঢ়মতি দিন গেল বৃথা।
গুরু নবকৃষ্ণ আমার রহিআছে কোথা॥
তুমি বিনে আমার জে কোন বন্ধু নাই।
কৃপা করি শ্রীচরণে মোরে দেও ঠাই॥
সম্পূর্ণ আনন্দময়ে শিক্ষাতত্ত্ব গিতা।
সাধুর আনন্দময় পাসণ্ডের তিতা॥
হরি বল হরি বল হরি বল ভাই।
তরিতে সংসার মাঝে আর বন্ধু নাই॥
কলি কালে নাম নিলে কিছু সত্য হয়।
নাম বিনা সব ব্রথা যুন ধনঞ্জয়॥
এই কাল গেল ভাই পরকাল রাখ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বৈলে দিন অন্তরে ডাক॥

তারিখ নাই। লেখক উক্ত ঈশানচন্দ্র দাস। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। পত্রসংখ্যা ১৩; ফুলস্কেপ কাগজ, সিকি আকার। এক পিঠে লেখা।

৩২৯। নূতন দক্ষ-যজ্ঞ।

(গান।)

আরম্ভঃ—

—মাং ॥ সন ১২১২ মাঘি।
নতুন দক্ষ-যজ্ঞ।

তেলেন।

৺ দানি দাদা দেরেনা ইআরে দানি। তেদিআ নারে তের তেলেনা ওদানি, তোম তানানানা ওদের তানা দেরনা ওদের দের দানি দাদা দেরনা নাদের দের ধনি তাবধানী। ইত্যাদি।

মালসী।

গিরি গৌরি আমার আইসাছিল।
স্বপ্নে দেখা দিএ চৈতন্য করিএ,
চৈতন্যরূপিনি কোথাএ লুকাইল॥ ইত্যাদি।

শেষ :—

গান।

জারে জাও ইর্ষ্যা তোমার তুমি জা জান।
নিতান্ত জাইবে জদি আমার তবে বল কেন॥
শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলএ কর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধর,
কটাক্ষে করি পার, এ তিন ভুবন॥

গান।

কোথাএ জাও উমা এমন ভেসে জগত জননি
কৈলাস পুরি যুন্য কৈরে, জাবে কোথাএ
বোল যুনি। ধুআ। সাঙ্গ।

"এই বহির মালীক সষ্টিচরন দাস দেঅন্ত পিছরে রামবল্লভ চৌধুরি, সাকিন সাকপুরা স্তানে পট্টিআ।" ভণিতা নাই।

৩৩০। সুদাম-চরিত্র।

ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্রসংখ্যা ৬, ১ম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা প্রায় ১১২ দ্বিজ পশু (পরশু?) রাম ও অকিঞ্চন দাসের ভণিতি আছে।

আরম্ভ :—

নম গনেশাঅ নম।
অথ যুদাম চরিত্র লিক্ষতে।

রাধকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বোল শর্ব্বজন।
আনন্দে চলিআ জাইবা বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
রাধাকৃষ্ণ নাম ভাই জার মুখে নাই।
নিশ্চএ জানিঅ পাপে ধরিছে বেত্রাই॥
ভজরে কারন্ন পদ যুন জ্ঞানি ভাই।
রাধাকৃষ্ণ পরে ভবে আর বন্ধু নাই॥

ভণিতা :—

(১) দ্বিজ পর্যুরামে কহে, কৃষ্ণ প্রভু দআ মএ,
অমন্ত জে অন্ত নাই জার।
(২) অকিঞ্চন দাসে কহে, কৃষ্ণ প্রভু দআ মএ,
বেদ শাস্ত্রে অন্ত না পাএ জারে॥

শেষ :—

যুন যুন অএ প্রিআ যুনহ বচন।
জথ দআ কৈল মোরে প্রভু নারাজন॥
এই জে কহিলাম পীআ সব সমাচার।
জথ দআ কৈল প্রভু কি বলিব আর॥
জেবা গাএ জেবা যুনে যুদাম চরিৎ।
দুক্ষ দুরে জাএ জারো (?) বাক্য হএ পূরিত॥

"ইতি যুদাম চরিৎ পোস্তক সমাপ্ত। সন ১২১৪ মং তাং ২ আশ্বিন হক খোদ।" মোট দুই স্থলে পরশুরামের ও একস্থলে অকিঞ্চন দাসের ভণিতা। লেখকের নাম নাই। কিন্তু বোধ হয় পরবর্ত্তী পুঁথিগুলির লেখক নিত্যানন্দ দাসই ইহার লেখক। 'শ'র উপর ইহার বড়ই ঝোঁক।

৩৩১। সৃষ্টি-পত্তন।

মানবোৎপত্তি ও মহম্মদীয় যোগবিষয়ক ক্ষুদ্র গ্রন্থ। অত্যল্পদিনের কদর্য্য লেখা। বালি কাগজ; এক পৃষ্ঠে লিখিত। পত্র-সংখ্যা ১১। শেষ ও ভণিতা নাই। শিষ্টি-পোর্ত্তন।

আরম্ভ :—

সর্ব্ব বেআপিত প্রভু তোমার সহিত।
কেহর নহে সত্রু তুমি কেহর নহে মিত॥
তোমার পদ্দের (পদের) ছাএআ সকলের উপর।
আপনার গুনের কথা নাহি কিছু ওর॥
বাসত্তর হাজার বাণি লেখিছ কালাম।
কোরানের মৈদ্দে জথ সব তোমার নাম॥

মধ্যস্থল :—

গোপত বেকত সব করি বিন্দু বিন্দু।
মৈদ্দে বানাইল ত্রিপিনির সিন্দু॥
ডাইনে ত্রিরপিনি বামেত জবুনা।
তাহাতে জোআর ভাটা রসে জবুনা॥
ত্রিপিনির চাইর রাস্তা আছে অপরকার (?)।
পোবন বরিক্ষে সাদাএ তাহার উপর॥

১১শ পত্রের শেষ :—

বিহিস্ত গন্দুম খাই করে অনাচার।
আদম পাঠাইল প্রভু সংসার মাজার॥

লেখক, বোধ হয় ৺ ওয়াহেদ আলি পণ্ডিত সাং বৈরাগ। পুঁথিখানি বৈরাগ মাদ্রাসার মৌলুভী শ্রীযুক্ত একাজোল্লা সাহেবের নিকটে আছে।

ভাল কথা, উক্ত মাদ্রাসায় বসিয়া এই পুঁথির বিবরণ সংগ্রহের সময় মনসাদেবী ও চাঁদসদাগর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলাম। উক্ত মাদ্রাসাটি যে পুকুরের পারে অবস্থিত, তাহাকে 'কালু কামারের' পুকুর বলে। পুকুরের অল্প দক্ষিণে 'কালু'র শূন্য ভিটা পড়িয়া রহিয়াছে। পুকুরটি ভরট হইয়া যাওয়ায়, তাহাতে এখন চাষ হইতেছে। মস্ত পুকুর। এই স্থানেরই অল্প দূরে লখিন্দরের 'বাসর ভিটার' অবস্থিতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চাঁদ সদাগরের একটি হাটের স্থানও ইহার অল্প দূরে নির্দ্দেশিত হয়। কিছু দূরবর্ত্তী চাঁপাতলী গ্রামে চাঁদ সদাগরের প্রকাণ্ড দীঘী আছে। ইহার পার্শ্বেই গুণদ্বীপ নামে এক গ্রাম আছে! আবার 'নেতা ধোপানীর' ঘাটের কথাও শুনা যায়।

এখনো সমুদ্র চাঁপাতলী ও গুণদ্বীপের (১) নিকটবর্ত্তী। এক সময়ে বৈরাগ প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন (জাহাজের ভগ্নাবশেষ) আজও পাওয়া যায়। সুলক কাটা (বর্ত্তমান সোলকাটা) নামক স্থানে জাহাজ নির্ম্মিত হইত, তাহা ত নামেই সুস্পষ্ট। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, চাঁদ সদাগরকে কল্পিত ব্যক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয় না এবং মনসা দেবীর কাণ্ডকারখানাটা চট্টগ্রামেই হইয়াছিল, বলিয়াই যেন মনে হয়।

৩৩২। হংসলোচন-পদ্মলোচন-স্বর্গারোহণ।

ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্রসংখ্যা ১৯; প্রথম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা প্রায় ৩৮০। পয়ার ও লাচারি ছন্দে লেখা। লাচারিও পয়ারের মত, কিন্তু অক্ষরসংখ্যার নিয়ম নাই। কোন কোন স্থলে উভয়েরই অক্ষর-সংখ্যা প্রায় ১৮।১৯ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তৎ-কাল-প্রচলিত পদ্য-লিখন-রীতির অনুস্মৃতি বশতঃ, না, রচয়িতার অজ্ঞতা-হেতু, এইরূপ হইয়াছে, বুঝিলাম না। হস্তলিপি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

আরম্ভ :—নম গনেশাঅ নম।
অংশলোচন (?)পদ্দলোচনের স্বর্গ আরোহণ॥

রাক্ষশে পাইল ভএ রাম লক্ষনের বানে।
লঙ্কেশ্বর রাবন রাজা কান্দে রাত্রি দিনে॥
মোহাশোক গাঞি রাজা ভাবে মনে মন।
যুক শারকে ? বোলাইআ শন্তোশএ মন॥
জোর হস্তে যুক শারনে দিলা দরশন।
কোন কার্য্যে রাজা তুমি করিলা খোরন॥

শেষ :—

আনন্দিত হৈল রাম ব্রহ্ম শোনাতন।
আনন্দিত হৈল তবে রাজা বিভিশন॥
রাম জঅ ধ্বনি হৈল জথ বানরগন।
বিভিশনকে শান্ত করে অবিনাসির ধন॥

---

১ মনসা পুঁথিতে চম্পক নগর ও গুঞ্জরী ঘাটের উল্লেখ আছে। তাহাই যে কালে চাঁপাতলী ও গুণদ্বীপ হয় নাই, কে বলিতে পারে? এখানে আর একটা কথা বলা উচিত, দেবদেবীবিদ্বেষী মুসলমানদের মুখেই মনসা প্রভৃতির সম্বন্ধে এরূপ নানা কথা শুনা যায়। সে সব আর একদিন বলিব।

হস্ত পসারিআ রাম্বে দিল আলিঙ্গন।
*　　*　　*　　*
হংশলোচন পদ্মলোচন গোলকপ্রাপ্তি হৈল।
রাম রাম বোলি শবে হরি হরি বোল ॥

"ইতি হংসলোচন পদ্মলোচন পুস্তক সমাপ্ত; সন ১২১৪ তাং ২৮ কাত্তিক স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরণ সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম।"

৩৩৩। দৈবকী দেবীর চৌতিশা।

আরম্ভ ভাগে অর্থাৎ ক হইতে চ পর্য্যন্ত অক্ষর গুলির পদরাশির অভাব। তৎপর—

ছন্ন মতি হইয়াছে মরন নিকটে।
ছায়া দিয়া বধি মোরে নির্ত্য করে শটে ॥
জসোদাএ পুত্র প্রসবিছে হেন জ্ঞান।
জঠোরে ধরিছ পুত্র দেব ভগবান ॥
জর্ম্মিয়া জর্ম্মের কথা কহিলা য়ামারে।
জঠোর দগদে পুত্র তোমার য়ন্তরে ॥

শেষ :—

ক্ষেমা দিয়া × চিত বুজাইতে।
ক্ষেনে ক্ষেনে দৈবকিএ গরাএ ভুমিতে ॥
ক্ষেপিয়া জমুনা পার হইলা নারায়ণ।
ক্ষিন কংস বধিয়া দৈবকি সম্বাসন ॥

ভণিতা :—

দিন হিন পাথ দত্ত কুলে উত্তপতি।
হরি ভিক্ত (ভক্ত?) নিধিরাম তাহার সন্তুতি ॥

'ইতি শ্রীমতি দৈবকির চৌতিশা শমাপ্তঃ।' লেখকের নাম ও তারিখ নাই। সম্ভবতঃ ১২১০।১১ মঘীর লেখা। প্রাপ্তপদ সংখ্যা ৫৬ মাত্র।

৩৩৪। হাড়মালা।

ক্ষুদ্র পুস্তক। পদ-সংখ্যা ১৭৩ মাত্র, পত্র-সংখ্যা ৯; প্রথম পত্র একপৃষ্ঠে লেখা। অনেক স্থলে ভুল আছে। ষট্‌চক্র, নাড়ীভেদ প্রভৃতি প্রতিপাদ্য। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

নম গনেশাঅ নম।
অথ হারমালা লিক্ষতে।
প্রনমোহ শিবশক্তি দেবের চরন।
জাহার প্রশাদে নির্ম্মল হএ মন ॥
বিদ্যুতের প্রভা জেন তেন হরগোরি।
জুতির্ম্মঅ রূপে আছে ধ্যোআইতে ॥ (?)
সুক্ষরূপে শাধু জনে ধেআইতে না পারি।
শেই শে কারনে হরগৌরি নাম ধরি ॥
সুন তত্ত রাজন হইআ শাবোধানে।
জোগ শাস্ত্র পুরান জে হইল কেমনে ॥

শেষ :—

তবে দহ্র (দড়) করি মন নিব সেইরূপে।
সেই নিরঞ্জন দেবি জানিবা শরূপে ॥
সেই নিরঞ্জন প্রভু সেই নৈরাকার।
অনন্ত কৌটি ব্রহ্মাণ্ডের সেই অধিকার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভাবএ জাহারে।
কোনরূপ নিরঞ্জন ধরাইতে না পারে ॥
জার মনে জেই লএ সেই হএ রূপ।
এই সে পরম জোগ কহিল সরূপ ॥

"ইতি হারমালা পোস্তক সমাপ্ত : ৪ : সন ১২১৪ মং তাং ২৪ আশ্বিন, স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ, পীং অভআচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম হক মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দাসস্য ॥"

৩৩৫। জেবল্‌মুল্লুক-সমারোকের পুঁথি।

মোহাম্মদ আকবর-বিরচিত এই নামের আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। (১২৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) ঘটনাদি সেই একই। ইহার ভাষা পাণ্ডিত্যাভিমান-ব্যঞ্জক হইলেও রচনা নেহাত্‌ মন্দ নহে। ইহার রচয়িতা মোহাম্মদ রফিউদ্দি।

প্রাপ্ত অনুলিপিখানি ছাপা হইলেও, পুঁথিকে তত আধুনিক বলা যায় না। প্রায় সর্ব্বাংশ কীটদষ্ট; ৮৯ হইতে ১৭২ পত্র পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। আট পেজি আকার। অনুমান, সমগ্র পুঁথিতে প্রায় ৩৪৪০টি পদ ছিল। পয়ার, লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী, মালঝাপ এবং 'ত্রিপদীভূত পয়ার' ছন্দের ব্যবহার আছে। শেষোক্ত ছন্দোদ্বয়ের দৃষ্টান্ত দেখুন :—

মালঝাপ—

কোকিলান, করে গান, মোহজ্ঞান, রঙ্গে।
সুধামৃত, শুনি গীত, পুলকিত, অঙ্গে॥

ত্রিপদীভূত পয়ার—

শ্বাসে হয়, আয়ু ক্ষয়, না কল্যে বিচার।
ভাব ভাল, গত কাল, আসিবে না আর॥

কতিপয় শব্দ-সংগ্রহ :—বহিন—ভগ্নী; তক—পর্য্যন্ত; বয়ান—ব্যাখ্যান; শিরানা—শিয়র বা শীর্ষদেশ; খাহেস—ইচ্ছা; আশক—অনুরাগী; দেক্—বিরক্ত; তাকত—শক্তি; আন্দেশা—সন্দেহ বা আশঙ্কা; ছামান—সামগ্রী; তেলেছ্‌মাত—যাদুগিরী; দামাদ—জামাতা; এনাম—বক্‌সিস।

উছাল—উচ্ছলিত। যথা—'প্রেমের সাগরে তরী হিল্লোলে উছাল।'

অদুল—খণ্ডিত। যথা :—'কিন্তু সে ললাট লেখা না হয় অদুল।'

মাঠান—মাঠ, ময়দান।

জেবল্‌ মুলুক কথা বক্তা গুণমণি।
কথন মাঠান মাঝে দিল এই ধ্বনি॥

শেষ ও কবির পরিচয় :—

সিরিলব সামারোক আর ছহুবর।
এক পতি কোলে মিলি বঞ্চে পরস্পর॥
বিবাদ কলহ নহে সুখের বিরাজ।
সুখের নগর ধন্য চামরী সুরাজ॥
উজিরেও নিজ সুত আর বধূমুখ।
হেরিয়া সানন্দ মন অধিক কৌতুক॥
হেরি পুত্রবধূ হৈল নয়নরঞ্জন।
রচিল রচনাহার আশ্‌রাফ নন্দন॥
মৌজে নারানঞার ঘোষে রফিউদ্দি নাম।
ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লায় ধাম॥

সমাপ্ত পুস্তক।

৩৩৬। দুর্গা-বিজয়।

বড় গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা ৬০; উভয় পিঠে লেখা। পদসংখ্যা প্রায় ২০৬৫।

আরম্ভ :—

নম গনেসাঅ নম।
নম শ্রীজঅদ্বর্গাঐ নম।

অথ শ্রীজঅদ্বর্গার বিজঅ পোস্তক লিক্ষ্যতে।

প্রনমোহ গনপতি বিঘ্নবিনাশন।
লক্ষি শরশতি বন্দম মুশিকবাহন॥
শিন্দুরে মণ্ডিত জটা অতি শোভামান।
চতুরদিগে দেবগনে ধরিছে জোগান॥
গরুর বাহনে বন্দম দেব ভগমান।
মোহাদেব আদি করি পদে করি ধ্যান॥

ভণিতা :—

বনদুল্লবে মাগে দেবিপদে আশা।
তনু ত্যাগিআ জাইতে গোবিন্দ ভরশা॥

শেষ :—

দেব রিশী মনিগন কিট পতঙ্গ।
এরাইতে পারে কেবা বিধাতা নির্ব্বন্ধ॥
শিবের রাশিতে শনি একদিন ভোগ।
এই মতে নবগ্রহ জান মোহারোগ॥
দুঃক্ষ সুক্ষ না চিন্তিঅ স্থির কর মতি।
দুর্গার চরন পরে আর নাহি গতি॥
বনদুল্লভে ভাবে দুর্গার চরনে।
রৈক্ষা কর মোহামাএআ জগত ভুবনে॥

"ইতি শ্রীমারকণ্ঠপুরানে জঅ দুর্গার বিজএতে ইত্যাদি দৈত্যবধ পোস্তক শমাপ্ত সন ১২১৪ মঘি তাং ৮ পৌশ স্বঅক্ষর

শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভঅচরণ সাং সাকপুর থানে সহর জিলে চটগ্রামি হক মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দাস দেঅর্স্ত॥" রচয়িতার নামটা 'বনদুর্ল্লভ' না 'বলদুর্ল্লভ'?

৩৩৭। পারিজাত-হরণ।

আরম্ভ :—

নম গনেশাঅ নম।
অথ পারিজাত হরন পোস্তক লীক্ষতে।

পারিজাত হরণ কথা কহ মুনিবার।
বিস্তারিআ আদি অন্ত কহ শমাচার॥
মুনি বোলে শেই কথা শব বিবরণ।
এক চিত্য হৈআ মুন পাণ্ডুর নন্দন॥
তোহ্মার তরে আমি কহিবারে চাহি
বিবরন উপাক্ষিআ সক্ষেপে(সংক্ষেপে)জানাই॥

ভণিতা :—

জেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুমনি, তাহান অনুজ আমি,
জানাইতে শকল বিশেশ।
বোলএ ভোবানি নাথে, রামচন্দ্র বন্দি মাথে,
বোলে ব্যাস মুনির আদেশ॥

শেষ :—

হেনকালে ধান্ন দুর্ব্বা দিলেন জানকি।
উর্ম্মিলা মঙ্গল করে হইআ কত্তকি॥
এইমতে শর্ম্মাদ আছিল বহুতর।
পারিজাত হরন কথা শমাপ্ত এথ দুর॥

"ইতি পারিজাত হরন পোস্তক সমাপ্ত; সন ১২১৪ মং তাং ৩০ কাক্তিক সুঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভগাচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম: হক ঐ॥"

ক্ষুদ্র পুঁথি,—পত্রসংখ্যা ৭। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা ১৪৪। ইহা বোধ হয় 'লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়'—প্রণেতা দ্বিজ ভবানী-নাথেরই রচিত।

৩৩৮। ভারত-সাবিত্রী।

সংক্ষিপ্ত মহাভারত। ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্র সংখ্যা ৯; প্রথম পাতা এক পিঠে লেখা। পদ সংখ্যা ১৮২। ভণিতা পাওয়া গেল না।

আরম্ভ :—

নম গনেশাঅ নম।
অথ ভারথ সাবিত্রি পোস্তক লীক্ষতে।
প্রনমোহ বন্দি আমি দেবি স্বরস্বতি।
মোর কণ্ঠে মাও তুমি করএ বসতি॥
স্বরস্বতির পাদপদ্ধে করি নমস্কার।
জন্ম জন্মান্তরে মাও সেবক তোহ্মার॥
*　　*　　*
অষ্টাদশ পর্ব্ব কথা করিএ রচন।
জত্মমুনি কহিবেক মুনহ রাজন॥

শেষ :—

দিবাতে পঠএ কিবা নতুবা রাত্রিতে।
অশম কালেতে দুক্ষ নাহি কদাচিতে॥
দেখি তাহা বুজিবারে হৈ শমাধান।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্দ করিল রচন॥
ভারতর পুন্ন কথা অমৃত লহরি।
মুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥

"ইতি ভারত শাবিত্রি পোস্তক সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মং তাং ২০ আশ্বিন স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম হক খোদ॥"

৩৩৯। দশ অবতার।

পূর্ব্বে ৪৮ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে "নারদ-সংবাদ" নামক যে পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, ইহা সেই পুঁথিই। সেই খানি খণ্ডিত ছিল বলিয়া প্রকৃত নাম পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রকৃত আরম্ভ-ভাগটি এইরূপ :—

নম গনেশাঅ নম। নারদর শর্ম্মাদ। মোহাপ্রভু দশ অবতারে জে লিলা করিয়াছে। একদিন নারদ মুনির শহিত্ত কথউপকথন॥

যুন যুন শর্ব্বলোক হইআ একমন।
কৃষ্ণের শহিতে মুনি ব্রহ্মার নন্দন॥
দশ অবতার কথা অপুর্ব্ব আখ্যান।
জেইরূপে জেই কর্ম্ম কৈল প্রভু ভগবান॥
* * *
শোলক ছন্দে ব্যাশে কহিলেন মুনি সুতে।
পয়ার কহিল তাহা লোক বুজাইতে॥
নারদর শর্ম্বাদ জান তিনশত শ্লোক।
কৃষ্ণদাশে রচিলেক বুঝাইতে লোক॥

শেষাংশ পূর্ব্বোদ্ধৃতবৎ। সমস্ত পয়ারে লেখা। পদসংখ্যা প্রায় ৬৮৮। "ইতি দশ অবতার পোস্তক শমাপ্ত। সন ১২১৪ মঘি তাং ১০ ভাদ্র স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ দে মালিক নিত্যানন্দ দে।"

৩৪০। স্বপ্নাধ্যায়।

ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পত্রসংখ্যা ৬; প্রথম ও শেষ পত্র একপৃষ্ঠে লিখিত। পদ-সংখ্যা—৯৯। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

নম গনেশাঅ নম।
অথ শপ্ন আদ্ধা লিক্ষতে।

প্রনমোহ গনপতি সংসারের শার।
জার নাম লৈলে ভবশিন্দু হইব পার॥
গনপতি প্রনমোহ দেবি স্বরশতি।
জাহার প্রশাদ শপ্ন হএ মতি॥
গুরুপদে নমস্কার করি বারে বার।
শপ্নের বিত্তান্ত কিছু করিব প্রচার॥

শেষ :—

এই মত প্রস্তাপ পঠে প্রভাতে উঠিআ।
শ্রবন করএ জদি ভক্তিযুত হৈআ॥
তার ফল নহি হএ জানিবা শর্ব্বতা।
* * *
এই কথা বৃহস্পতি করিছে ভাসিৎ।
সৈত্য সৈত্য এই কথা জানিবা নিশ্চিৎ॥
এই শকল কথা বাখানে পুরানে।
দেবগুরু বৃহস্পতি পুরানে বাখানে॥

"ইতি শপ্ন আদ্ধা পোস্তক লীক্ষতে। ইতি সন ১২১৪ মং তারিখ ২৪ আশ্বিন স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম। এই পোস্তকর মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দেঅস্য।"

৩৪১। মনসা-পুঁথি।

ইহার কেবল প্রথম ৫ পাত পাওয়া গিয়াছে। ইহার আকার যে বড়, তাহা পুঁথির নাম হইতেই বুঝা যায়। এই পত্র-গুলিতে বন্দনাংশ বাদে মূল কথা বড় বেশী নাই। প্রথম পাতে 'রূপ নারায়ণে'র ও অবশিষ্ট পাতাগুলিতে 'ছিরা বিনোদে'র ভণিতা আছে। তারিখ বা লেখকের নাম নাই; দেখিতে কিছু প্রাচীন বোধ হয়।

আরম্ভ :—

নম গনেসাঐ নমঃ। সিবদুর্গাঐ নমো। গোবিন্দাঐ নম। সরস্বতীদেব্যাঐ নম। পর্ব্বাঐ নমো। জলতকার মুনির পত্নি ভগিনী বাষুকিস্তথা। আস্তিকস্য মুনির মাতা মনসা দেবি নমোস্তুতে॥ লাচারি :। : ধানসি রাগেন গিঅতে।

মা মনসে কৃপার সাগর তোমি।
তুমি কৃপা কর জারে, সেই সে ভকতি করে,
কিবা স্তুতি করিতে পারি আমি॥
ব্রহ্মা হর নারাঅন, আর জথ নারাঅন,
সেবএ স্তবএ ধ্যান মনে।
কৃপা করহ মোরে, রাখহে জে পদতলে,
পুজম ভকতি বিধানে॥

ভণিতা :—

[১] তোমি দেবি পদ্মাবতি, তোমাপরে নাহি গতি,
তোমি জদি কর অঙ্গিকার।
ব্রহ্মানির বিজএ, রূপনারাঅনে কহে,
নারি সবে দিল জঅকার॥

[২] পরম কারিনি, দারিদ্র বিনাসিনি,
সংসার মর্জ্জাইতে পারে।
ছিরা বিনোদের বানি, মনের বাটুনি,
সরন লইব পদতলে ॥
[৩] জনক জননি বন্দম জেষ্ঠ সহোদর।
সমাইর চরন বন্দম জোর করি কর ॥
* * *
* * *
বন্দনা করিআ মুক্তি হইবম অবসর মন।
ছিরা বিনদে কএ পুরান কথন ॥
[৪] ছিরা বিনোদের কবিতা অমৃতের ধার।
মুনিলে শ্রবন মুক সরস পআর ॥

৫ম পত্রের শেষ :—

মনসা ডাকিল নাগগন।
আসিআ সকল নাগে, মিলিল পদ্মার আগে,
আসি বান্ধে (বন্দে ?) দেবির চরন ॥
* * *
* * *
মিলে গিআ ধোরা বোরা, আর গোই আনন বোরা,
একে একে মিলে নাগগন।
মনসার চরন, বন্দে সব নাগগন,
ছিরা বিনোদে মুরচন ॥

পআর।

পদ্মা বোলে মুন নাগ প্রতিঙ্গা আমার।
বিভাহ রাত্রিতে মারিমু চান্দের কুমার ॥
প্রতিঙ্গা সাফল কর কিছু নাহি ডর।
কোন নাগে জাইবা দংসিতে লক্ষীন্দর ॥

এই 'ছিরা বিনোদ' কি রূপ নাম ?

৩৪২। লাল টুক্‌টুক্ শ্লোক।

এই শ্লোক গুলিবোধ হয় প্রসিদ্ধ রস-সাগরের রচিত। মোট শ্লোক-সংখ্যা—১৪ মাত্র।

আরম্ভ:—শ্রীশ্রীদুর্গা।

অথ লাল টুক্২ শ্লোক।

দক্ষিন মোসানে কাটা জাএ শ্রীমপতি।
অসি হস্তে মোসানেতে আইলেন ভগবতি ॥
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা করিলেক ভুপ।
পাদপদ্মে দেখি ছিরা লাল টুক টুক ॥ ১ ॥

শেষ :—

রাজপুত্র ছিল এক সর্ব্ব শাস্ত্রে গতি।
বিবাহ করিল সে জে নতুন যুবতি ॥
পুংসক দেখি রাজা নিলর্জ্জাএ বিমুক।
কাপরেতে দেখে রাজা লাল টুক টুক ॥ ১৪ ॥

৩৪৩। দুর্গা-ভক্তিচিন্তামণি।

এই সুন্দর গ্রন্থখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগীই ছিল। ইহার রচনা অতি সুন্দর ও কবিত্বময়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার আদ্যন্ত কিছুই পাওয়া যায় নাই। পুঁথির কাগজের আকৃতি দেখিয়া ইহা নিতান্ত ছোট ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ৩য় হইতে ৯ম পাত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। সন তারিখাদি নাই বটে, কিন্তু বয়ঃক্রম নিতান্ত কম নহে। ৩য় পাতের

আরম্ভ :—

জার প্রমানেতে বেদ হইআছি (?) উৎপতি।
নিশ্চয় জানিবা সেই স্বয়ং ভগবতি ॥
তবে সাম বেদ বলে মুন মুনিবর।
জোগ পথে জোগি জারে হৈছে চিন্তাপর ॥
জাহার অপাঙ্গ ভঙ্গে ভ্রমএ সংসার।
সেই দুর্গা জোগময়ি বস্তু সারধার ॥

ভাণিতা :—

[১] তেজ বৈসরীক ভাব, পান কর পুণ্যালাপ,
শুতি নিপাতিত সুধাবানি।
শ্রীনাথ তারিবে আসে, দআল এহি সে আসে,
গাএ দুর্গাভক্তিচিন্তামণি ॥
[২] দয়াল শ্রীনাথ পদ মনে করি আসা।
দুর্গাভক্তিচিন্তামণি বিরচিল ভাসা।
[৩] শ্রীদিনদয়ালে গায়, মতি রহুক তুআ পায়,
সদয় হইবে শুলপাণি।
দুর্গতি নাসের হেতু, প্রচার করহে সেতু,
রচে দুর্গাভক্তিচিন্তামণি ॥

[৪] মহা ভাগবত পুণ্য পবিত্র নির্ম্মল।
শ্রবণে অহিক সুখ চরিত্র মঙ্গল॥
পিতা রূপ নারায়ন মায়ার তারিনি।
বিরচে দয়াল দুর্গাভক্তি-চিন্তামণি॥

[৫] মহাভাগবত সার, তত্ত্ব কথা সুবিস্তার,
পরম পবিত্র সুধাশ্রেনি।
শ্রীনাথ চরণ আসে, দয়াল সরস ভাসে,
গায় দুর্গাভক্তি-চিন্তামনি॥

৯ম পত্রের শেষঃ—

এত বলি জগদ্ধাত্রি হইলা অন্তধ্যান।
পরস্পর তিনে জর্ম্মিল সার জ্ঞান॥
সুনিয়া দুর্গার আজ্ঞা তিন মহাসয়।
ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া মহাতপ আরম্ভয়॥
পুর্ন্না পত্তি প্রাপ্তি হেতু দেব পঞ্চানন।
আরাধয়ে ব্রহ্মময়ি দৃঢ় করি মন॥
তবে বিষ্ণু মনরথ * * *
* * * *

উদ্ধৃতাংশ হইতে জানা গেল, কবি দীনদয়ালের পিতার নাম রূপনারায়ণ; এবং শ্রীনাথ নামক কোন মহাত্মার নামে তাঁহার গ্রন্থখানি উৎসৃষ্ট। কবির গোত্রের উপাধিটা কি, কোথাও দেখা গেল না।

গ্রন্থের রচনা যে সুন্দর, তাহা উদ্ধৃতাংশ হইতে বেশ জানা যাইবে।

প্রতি পৃষ্ঠে পয়ারের ৩০ চরণ; সুতরাং মোট প্রাপ্ত পদপদ-সংখ্যা প্রায় ২৭০। পুঁথিখানি শিক্ষিত লোকের লেখা।

৩৪৪। সৃষ্টি-পত্তন।

এখানি রাগতালের উৎপত্ত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ। আদ্যন্তে কোথাও পুঁথির নাম নাই। বহির আকার। পত্রের সংখ্যা দেওয়া নাই, গণনায় ১৬ পাত পাওয়া গেল। এক পিঠে লেখা। লেখকের নাম ও তারিখ নাই। সম্ভবতঃ ১২১২ মঘীর লেখা। বড় বড় গোট অক্ষর। একাধিক কবির ভণিতা আছে।

আরম্ভ :—/৭ প্রদক্ষিনানং গুরুআর্দ্ধানং স্বরতপধারি যুগিনং তির্থ সোর্গ বএকুণ্ঠানং (বৈকুণ্ঠানং) সাস্ত্রনং মাও × পিতা গুরুনং চতুরর্দ্ধসিভুবনং তথা উর্থর দক্ষিনং পুর্ব্ব পশ্চিম পুর্ব্ব সিন্ধুসাগরং স্তানভুমি সভাতং তুস্তি ভক্তি নিবেদনাঞ্চ পুন পুন আর:।

এবে কহি যুন শব ধ্যান পআর।
নিরঞ্জন নবি আদি সএআল (সয়াল) সংসার॥
যুন২ সুজনে গুনি যুন দিআ মন।
শ্রিষ্টির পতন কহি যুন দিআ মন॥
মহাপ্রভু জখনে আছিল একসর।
নো আছিল উর্থরের দিতে পদুর্থর॥
নো আছিল দেবগন নো আছিল মুনি।
নো আছিল মনিস্ত কুল ন আছিল ধনি॥

ভণিতা :—

[১] রাগরিত জর্ম্মকথা পআর রচিআ।
কহে হীন দানিস কাজি আল্লাকে ভাবিআ॥

[২] এই সে রাগমালা বিরচিআ পদ।
কহে হীন ফাজিল নাছির মাহাম্মদ॥

[৩] ক্রমে২ ছএ মিলি, কহে হীন বকস্বা আলি,
গাইবেক গুনিনের গণ।
স্বরে সেত পরিছন্দ (?), জেন ঝরে মকরন্দ,
আলাপনা সুধির স্বারে (?)।
পিতা জ্ঞান অনুপাম, মোহাম্মদ আরপ নাম,
রচি পুন ধ্যান পআর॥

শেষ :—

প্রথমে আছিলা প্রভু শুন্য অন্ধকার।
শ্রিষ্টি স্তিতি না আছিল সআল সংসার॥
ভাবক ভাবিনি সব না আছিল তখন।
আকার উকার সব এই তিন ভুবন॥
আপনে ভাবক হইআ ধ্যানেতে রহিলা।
শ্রিষ্টি স্তিতি আদি জথ শ্রিজন করিলা॥
এই সোল যুগ আদি ধ্যানে প্রচারি।
আপনেহ ধ্যান কৈল্লা আসন করি হেরি॥

ধ্যানেতে ধাইল নিজ মহিমা অপার।
চারি যুগ সার এক অংস * কৈল্ল সার ॥

এই শ্রেণীর অনেকগুলি গ্রন্থ পাওয়া গেল। সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে একবার বিস্তারিত আলোচনার বাসনা আছে।

৩৪৫। গোষ্ঠ গায়ন।

আরম্ভ :—শ্রীদুর্গা। গোষ্ঠ গাঅন।

গোপাল জেত্ সঙ্গে জন (?) স্‌বে সিযুগন
আর কি খাইতে চাইলে খাইতে দিবি খুদার বেলা।
মার্গন ছানা কথাএ পাবি, গোপালে কি গোষ্ঠে জাবি
খুদার বেলা মার্গন ছানা কথাএ পাবি ॥

শেষ :—গোষ্ঠ।

কিছু নাই বাছা গোপিগনে।
প্রেমের গুরু কল্পতরু রাই বৃন্দাবনে ॥
অএ আলপলতা (?) কে জোগাএ কথা
কথাএ তোমার পিতা মাতা।
কিছু নাই বাছা গোপিগনে।
প্রেমের গুরু কল্পতরু রাই বৃন্দাবনে ॥

সাঙ্গ গোষ্ট সমাপ্ত।

অতি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। মোট পদসংখ্যা ১৫ মাত্র। ভণিতার অভাব।

৩৪৬। বিদ্যা-সুন্দর-যাত্রা।

ইহা আকারে নাতিবৃহৎ, নাতিক্ষুদ্র। পত্রসংখ্যা ১৮; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। সবই কেবল গান। ৬৩ সংখ্যক গানে গ্রন্থ-শেষ। বহির আকার। ভণিতা ও তারিখ নাই। বড় অধিক দিনের লেখা নহে।

আরম্ভ :—১নং গায়ন।

এ নব জোবন বনে বিছেদ দাবানল।
মদন পোবন হইএ কৈরাছে প্রবল ॥
প্রবল হএ দিনে২ মলেআরি (মলয়ারই) সমিরন।
কে নিবাবে এ আগুনে দিএ প্রেমজল ॥

শেষ :—৬৩ নং গায়ন।

পরের মন্দ কৈরতে গেলে আপন মন্দ আগে হএ।
জুধিষ্ঠিরের মন্দ কইরে দুর্জ্জধনের কুলক্ষএ ॥
রঘুনাথের মন্দ কইরে রাবণ মইল লঙ্কাপুরে।
সদাশিবের মন্দ কইরে মদন পুরি (পুড়ি) ভস্ম হএ ॥

"সাঙ্গ। ইতি বিদ্যাসুন্দর নামক জাত্রা* সমাপ্তাঃ। শ্রীলয় শ্রীব্রজমোহন ও শ্রীলয় শ্রীগিরিৎচন্দ্র দাস দাসস্য স্বক্ষরমিদং।"

সেই পুঁথির আবরণ-পত্রে নিম্নাঙ্কৃত বাক্যগুলি লেখা আছে :—

ঘোস্ বোস্ গোহ মিত্র চাইর জনে সভা পবিত্র।
সেন্ সিঙ্গ(সিংহ)রক্ষিত দাস্ এই চাইর জন আসপাষ।
নাগ রাহা রুদ্র সুর এই চাইর জন লই সভা পুর।
দেঅ দত্ত কর পাল্ এই চাইর জন সভার কাল।
নন্দি নাহা চন্ বল্ এই চাইর জন সভার তল।
দিপ ধর্ম্ম ধর হোর এই চাইর জন সভা কোর।
আউচ চাউ বর্দ্ধন গন এই চাইর জন সভা নিছন।

"এই বহির মালিক সষ্টি চর(ণ) দাস দেঅর্স্য পিছরে রামবল্লভ চৌধুরি সাকিন সাকপুরা স্তানে পট্টিআ সন ১২১২ মঘি তারিখ শ্রাবন।"

৩৪৭। দূতী-সংবাদ।

ইহা নাকি 'গাঅন'। ইহাতে কথা, পটি, ছড়া ও গায়ন এই চারি প্রকারে রচনা আছে। দেখিয়া বোধ হয়, এই শ্রেণীর গ্রন্থরাজি সে কালে অভিনীত হইত। ইহার রচনা মন্দ নহে।

এইবার উক্ত রকমের বহু পুঁথি পাওয়া গেল। সেইগুলি আমাদের তেমন হস্তস্থ নহে; কিন্তু তাতে কি আসে যায়?

---

* ইহার আর একখানি প্রতিলিপি আমার নিকটে আছে। উহার পৃষ্ঠ-সংখ্যা ৯; বহির আকার। তাহাতে "বিদ্যাসুন্দর গাঅণ" বলিয়া পুঁথির নাম দেখা যায়।

কাহারও পূজা ষোড়শোপচারে, কাহারো পূজা জবা বিল্বদলে। উপাস্যের নিকট সবই ত এক দরের! কে কোথায় কি ভাবে বঙ্গ-ভারতীর পূজা করিয়াছিল, আমাদের তাহাই দ্রষ্টব্য;—তাহাই দেখাইতেছি।

এই পুঁথির অনেকগুলি পাতার পত্রাঙ্ক দেওয়া নাই। গণনায় ২১ পাতা পাওয়া গেল। দুই পিঠে লেখা। বড় বেশী দিনের প্রতিলিপি নহে। তারিখ ও রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না।

আরম্ভ :—শ্রীহরি। গাঅন দুতিসম্বাদ।

একদিন নিকুঞ্জেতে বসিআ শ্রীমতী।
মনে মনে ভাবিছেন ত্রিভঙ্গ মুরতি॥
ইতি মধ্যে শ্রীরাধার দেখ আচম্বিত।
স্বর্ণলতা মুর্চ্ছাপুর্ন্না পরে ধরনীত॥
নিকটেতে পৃয়সখী বৃন্দাদুতী ছিল।
অঙ্গ পরাশিএ তানে চৈতন্ন করাইল॥
ধরা হইতে ধরাধরি করিআ তুলিল।
সবিনয় শ্রীমতির প্রতি জিজ্ঞাসিল॥
আচম্বিত মুর্চ্ছা কেনে হইলে কমলিনী।
কে কৈরাছে অপমান বোল তাহা সুনি॥

শেষ :—গায়ন।

রাধে কি সামান্ন নারী, নারীগণের মান্ন নারী,
কুলমাঝে সতি নারী, জান্‌বে কি তায় অন্ননারী॥
জে না রাধা চিন্তে পারে, তার কি ভয় ভবপারে,
জে না রাধা চিন্তে পারে, সে হইল কলঙ্কনারী॥

ইহার পর পুঁথি আর আছে কি না, জানি না।

৩১৮। চন্দ্রকান্ত-কথা।

ইহা আকারে ক্ষুদ্র। পৃষ্ঠ সংখ্যা ২৫, উভয় পিঠে লেখা। বহির আকার। কদর্য্য লেখা। ১২৫৫ বাঙ্গালার নকল। কথা, পটি প্রভৃতি আছে। ভণিতা ও লেখকের নাম নাই।

আরম্ভ :—চন্দ্রকান্ত নামক কথা।

১২৫৫ বাং।

আরে মেথরনী হামরা কছুর হুআ, হাম্‌কু মাপে কর। আরে জা মেথর তোকে চাহি না।

* * * * *
* * * * *

সুন২ সভাজন বনপর্ব্ব-সুধারস অপুর্ব্ব কথন।
ধুআ।

পাশাতে হারিয়া রাজ্য ভিমের (?) নন্দন।
দ্রোপদি সহিতে বনে গেল পঞ্চজন॥

শেষ :—

'ছুমেতে গিরর উপর খোর গাবি চলে কৈ'। ইত্যাদি। (ভাল পড়া গেল না)

বলিতে ভুলিয়াছি, উক্ত 'কথার' ভাষা গদ্য।

৩৪৯। সরস্বতী-অষ্টক শ্লোক।

ইতি পূর্ব্বে এই নামের আরো একটি অষ্টকের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। অদ্যকার অষ্টকটি ১২২৩ মঘীর লেখা; পদসংখ্যা ৩২। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অথ সরস্বতি সোলক।

সরস্বতি করি স্তুতি সর্ব্বভুতকারিনি।
সর্ব্ব কণ্ঠে বাস কর সর্ব্ব বিদ্যাদাহিনি॥
সিবুগনে স্তুতি করে বিদ্যা দেঅ তারিনি।
ত্বং নমামি সরস্বতি জ্ঞানদাতা ১ রূপিনি॥

শেষ :—

সর্ব্ব কণ্ঠে বাস কর সর্ব্ব মন্ত্র রূপিনি।
সেতু বন্দে রামের কণ্ঠে বৈসেছিলেন আপনি॥
সর্ব্ব দুক্ষ দুরে জাএ হ্নর্পা (কৃপা) হইল জননি।
ত্বং নমামি সরস্বতি জ্ঞানদাতা রূপিনি॥ ৮॥

১। ১৩০৯ সালের বৈশাখের 'ভারতীতে "বাঙ্গালীর বিবাহক্ষেত্রের প্রসারতা বৃদ্ধি" শীর্ষক একটি পুরস্কার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রবন্ধের নামেই এত বড় একটা ভুল কাহারো মনোযোগ আকৃষ্ট করিল না! 'প্রসারতা' শব্দ কি রূপে উৎপন্ন

হইল? প্র—স্থ+যঞ্, তাহাতে আবার 'তা' প্রত্যয়ের যোগ ? পরিতাপতা, বিশ্বাসতা, সৌজন্যতা প্রভৃতি পদ তবে চলিবে, কেমন? বলা উচিত, ভারতীর 'প্রসারতা' মুদ্রাকর প্রমাদ নহে।

৩৫০। একাদশী-মাহাত্ম্য।

খণ্ডিত পুঁথি। ৪০—৫৪ পাত বর্ত্তমান। দুই ভাজ করা কাগজ; এক পিঠে লেখা। শেষ পাতের পর গ্রন্থ আর বেশী বাকী নাই, বোধ হয়। কাগজ তাম্রকূট পত্রের ন্যায়। খুব প্রাচীন দেখায়। তারিখাদি নাই। মহীধর দাসের ভণিতি আছে।

৪০ পাতের আরম্ভ :—

মাআএ মহিত হইআ আছে নরপতি।
ব্রত উপবাস হইল একাদসী তিথী॥
দশমী বাজাএ ঢোল নগর বাজারে।
নৃপতির নিঅম আছে জে প্রকারে॥
দসমী২ বাদ্য হইল সঘন।
যুনি আনন্দিত হইল রাজা রুর্কাঙ্গদ॥
মোহনিরে সম্বোদিআ বোলে নরপতি।
দসমী সনজুত আজী যুনহ যুবতি॥

ভণিতা :—(১)

নারদিপুরাণ পুণ্য শ্লোক সংকথন।
মহিধর দাসে কহে পআর রচন॥

(২) নারদিপুরান বাণী, :অমৃত সমান জানি,
সে্লাক বন্ধে করিল প্রকাষ।
দেশীভাসা বুঝিবারে, পএয়ার রচিল তারে,
দিনহিন মহিধর দাষ॥

৫৪ পত্রের শেষ :—

বিষ্ণু সনে একাসনে বৈসেন নরপতি।
একাদসির হেন ফল যুন মোহামতি॥
একাদসির মাহাত্য জে যুনে জেই জন।
সর্ব্বপাপ বিমোচন বৈকুণ্ঠে গমন॥
উপবাস করে জেবা তার সিমা নাই।
বেদেহ বলিতে নারে বোলেন গোবিন্দাই॥
বেদ হোতে উদ্ধারিল ব্রহ্মার নন্দন।
* * * *

এই পুঁথির অবশিষ্ট পাতাগুলি সংগৃহীত হওয়ার এখনো একটু আশা আছে। এই অংশের পদসংখ্যা প্রায় ৩০০।

৩৫১। গঙ্গাষ্টক শ্লোক।

১২২৩ মঘীর লেখা। ৫টি শ্লোক আছে। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অথ গঙ্গা অষ্টক।

গঙ্গানাম মুক্তিধাম মুলে পাপনাসনং।
মর্ম্ম জানি ষুলপাণি মুলে কর ধারণং॥
অমর আদি যুল পুরি ক্ষীরবন্ন সোভনং।
ত্বং নমামি গঙ্গাদেবী মোরে কর উদ্ধারং॥১॥

৩৫২। মহাভারত—ঐষিক পর্ব্ব।

সঞ্জয়-রচিত 'ঐষিক পর্ব্বের' ২টি (১ম ও ২য়) পাতা মাত্র পাইয়াছি। তাহাও কতকাংশ ছিন্ন। লেখা প্রাচীন। তারিখাদি নাই।

আরম্ভ :—/৭ নমো গনেশাঅ।

যুস্তিক পর্ব্ব কথা যদি হইল শাবধান (?)।
ঐশিক পর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
তবে বৈসমপাঅনে কহে শুন রাজা মানি।
ধৃতরাষ্ট্র জানে জারে কৈল যুত মনি॥

ভণিতা :—

ভারত অমৃত কথা * * ।
ভবশিন্ধু তরিবারে কহিল শঞ্জএ॥

৩৫৩। নবরত্ন শ্লোক।

১২২৩ মঘীর লেখা। ৯টি শ্লোকে মোট ৩৬টি পদ। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অথ নবরত্ন সোলক।

আসিনে অম্বিকা পুজা সর্ব্বলোকে করে।
একসোর মোহাদেব কৈলাস সিকরে॥
কৈলাস নৈরাস দেখি মোহাদেব মনে২ ভাবে;
আইচ কাইল পৈরযু তিনদিন কি প্রকারে জাবে॥১॥

শেষ :—

অনেক দিবস বিদেস থাকি পতি আইল ঘরে।
রজক (?) হইআ রাণি রহিছে মন্দিরে॥
অন্নে২ দুই জনে মনে২ ভাবে।
আইচ কাইল পৈরষু তিনদিন কি প্রকারে জাবে॥ ৯

৩৫৪। কাল-বেল-কুমারের ব্রত-পাঁচালী।

অতি ক্ষুদ্রপুস্তিকা। পদসংখ্যা—৭২। পত্রসংখ্যা ৭ ; ১ম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। স্থানে স্থানে কীটভুক্ত। রচয়িতার নাম অভয়াচরণ।

আরম্ভ :—

প্রনমোহ গীরিসুতা সুতের পদেতে।
প্রনমোহ সূর্য্যদেব বন্দিয়া সিরেতে॥
সরস্বতি দেবি বন্দম ভকতি করিয়া।
গুরুর চরণ বন্দম যুগপানি হইয়া॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু সিব দুর্গা বন্দিয়া শিরেতে।
ত্রিভুবণ দেব বন্দম হইয়া হরসিতে॥

শেষ ও ভণিতা :—

ধন লৈয়া বিপ্র গেলো কন্যার সহিতে।
ঘরে গিয়া বাপে ঝিএ রহে হরসিতে॥
এই মতে ব্রত করে সকল সংসার।
ব্রতের প্রভাবে বর পাএ সর্ব্বনর॥
অভয়া চরনে কহে জোর করি কর।
মনবাঞ্ছা পূর্ন্ন কর বেল কাল কোয়র॥
সরস্বতী চরণে বন্দিয়া সিরেতে।
কাল বেল কোয়রের ব্রত সাঙ্গ এই মতে॥

"ইতি পাঞ্চালি সমাপ্ত॥ ইতি সন ১২৩২ মঘি ২২ আস্বীন॥ শ্রীদুর্গা॥ শ্রীপীতাম্বর দেবশর্ম্মণঃ স্বায়াক্ষরং পুস্তকঞ্চেতি॥ মালীক শ্রীকালীকিঙ্কর সর্ম্মা সাং আনোয়ারা।" এখানে এই ব্রত আজও প্রচলিত আছে। তাহা 'বেলভাতা' ব্রত নামে পরিচিত। এই পুঁথি ও ব্রতের বিবরণ বীরভূমি হইতে নবপ্রকাশিত 'সোপানে' প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৫৫। জয়লাকুমারী—অষ্টক শ্লোক।

ওলাউঠা প্রভৃতিতে মারীভয় উপস্থিত হইলে, এদেশে জয়লাকুমারীর পূজা হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে ওলাউঠাকে এইখানে 'ঝোলা' ব্যারাম বলে।

অষ্টকটি ১২২২ মঘীর লেখা। কেবল ৪টি শ্লোক আছে। ভণিতার অভাব।

আরম্ভ :—অথ জলা কুমারির অষ্টক।

নম নম ঝোলামুখি ভঅঙ্করিরূপিনি।
ক্রোধমুখি ক্রোধ আখি ত্রিভুবননাসিনি॥
কঙ্কন-বাহিনী দেবি কোটীতে জে কিঙ্কিনি।
বন্দম দেবি ঝোলামুখি রৈক্ষা কর পরানি॥

৩৫৬। শনির পাঁচালী।

অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পদসংখ্যা ১৪৩। পত্রসংখ্যা ২০ ; ১ম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। মেজেণ্টার কালী ; শ্রীরামপুরী কাগজ। অল্পদিনের নকল।

আরম্ভ :—শ্রীসনির পাঁচালী লিখ্যতে।

/৭ নমো গণেসায় অথ সনির পাঁচালী বন্দনাঃ ত্রিপদিঃ।

সিদ্ধাপদ গনরায়, প্রনাম তোমার পায়,
ব্রহ্মময় বিভু সনাতন।
সৃজন পালন হত, তোমার কটাক্ষ গত,
তুমি দেব নিত্য নিরঞ্জন।

ভণিতা :—

(১) শ্রীগুরু গোবিন্দ পদে স্থির রাখি মন।
সনির পাচালি কথা শুন সর্ব্বজন॥

(২) শ্রীরাম দয়াল দ্বিজে, গুরুপদ সরসিজে,
প্রনমিয়া গাইল বন্দনা।
কৃপা করি ভগবান্, রাখ এ দাসের মান,
পুর্ন্ন কর দাসের কামনা॥

শেষ :—

এই মতে সনি পুজা যেই জনে করে।
যাহা চায় তাহা পায় দুঃখ যায় দুরে ॥
অভক্তের যম প্রভু ভক্তেরে দয়াময়।
পুজিলে সনির পদ নাহি কোন ভয় ॥
সুর্য্যসুত সনৈ পদ ভাবি চিরকাল।
রচিল পাঁচালি ছন্দ শ্রীরাম দআল ॥
হরি হরি বল সবে পুথি সমাপন।
ভক্তি করি প্রসাদ লয়ে করহ ভক্ষন ॥

"সনির পাচালি সমাপ্ত : দুখেন লিখিত গ্রহস্ত চোরেন নিয়তা জদি সুকরি তস্ত মাতাচপিতা তস্ত সগর্দ্দব শ্রীযুক্ত গিরীষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তিঃ সোয়ক্ষরং শ্রীস্বরেসতি মাতরং।" তারিখ নাই।

৩৫৭। সত্যপীরের পাঁচালী।

এই পুঁথিখানি সুপ্রসিদ্ধ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর রচিত। ক্ষুদ্র আকার। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৫; ১ম পত্র এক পিঠে ও অবশিষ্ট দুই পিঠে লেখা। পদ-সংখ্যা ৫৬। অল্পদিনের নকল্।

আরম্ভ :—

ওঁ নমঃ সিদ্ধিদাতা গণেশায়ঃ।
অথ সত্যপীরের কথা :। ত্রিপদী :।
গণেশাদি রূপধর, বন্দ প্রভু স্মরহর,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতরি, সত্য পীর নাম ধরি,
প্রণমহ বিধির বিধাতা ॥

ভণিতা ও শেষ :—

(১) এতিন জনার কথা, পাঁচালী প্রবন্ধে গাঁথা,
বুদ্ধিরূপ কৈলা নানা জনা।
দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম,
হীরা রাম রায়ের বাসনা ॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয়, দয়া কর মহাশয়,
নায়কের গোষ্ঠীর সহিত।
ব্রত কথা সাঙ্গ হলো, সবে হরি হরি বলো,
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত ॥

(২) ভরদ্বাজ অবতংস, ভুপতি রায়ের বংশ,
সদাভাবে হত কংস, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী যুত,
ফুলের মুখুটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি ॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়,
হয়ে মোরে কৃপা দায়, পড়াইল পারসী ॥
সবে কৈল অনুমতি, (সবে) সংক্ষেপে করিতে পুথি,
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তায়, হরি হোন্ বরদায়,
ব্রত কথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা ॥

"ইতি সন ১৮৯৮ ইং তাং ২২শে জুলাই শুক্রবার বেলা ১ ঘটিকার সময় এই পুতিখানি শ্রীদুর্গাকুমার দ্বারা লিখা সমাপ্ত হইল।" * মানুষের কি দুর্ব্বুদ্ধি! এই লেখক মহাশয় নিজে মাঝে মাঝে ২।১ পংক্তি রচনা করিয়া দিয়া স্বীয় ভণিতি জুড়িয়া দিয়াছেন! পেটের বিদ্যা রাখিবার যে আর জায়গা নাই!!

৩৫৮। কৃষ্ণলীলা।

ইহাতেও পটি, ছড়া, কথা, গায়ন ও ঢব (ঢপ?) আছে। গণনায় ১৭ পাতা পাওয়া গেল। বড় বেশী দিনের নকল

* এই পুঁথিখানিকে ২ খানি পুঁথি স্বরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। একখানি ত্রিপদীতে, অপর-খানি চৌপদীতে লেখা হইয়াছে। দুই অংশের ঘটনাদিও পৃথক এবং আরম্ভ ও সমাপ্তিও পৃথক। শেষোক্ত ছন্দ লিখিত অংশের আরম্ভ এইরূপ—

শুন সবে এক চিতে, সত্যপীরের গীত,
দুই লোকে পাবে প্রীতে, সিদ্ধি মনস্কামনা
গণেশাদি রূপ দেবগণ, বন্দ সত্যনারায়ণ
সিদ্ধি দেহ অনুক্ষণ, যারে যেই ভাবনা ইত্যাদি।

প্রথমাংশের পদসংখ্যা—২৪ ও ২য় অংশের পদসংখ্যা—৩২ মাত্র।

নহে। তারিখাদি নাই। রচয়িতা ঈশানচন্দ্র (দে)।

আরম্ভ :—কৃষ্ণলীলা। পটী।

সুন সুন সর্ব্বজন, আনন্দিত হয়ে মন,
সকতুকে আমি তাহা বলি।
কহি পুরাণ প্রসঙ্গ, বিবিধ আচচয্য রঙ্গ,
গান কহি মুক্তালতাবলী ॥
মুকুতা শ্রিজন করি, হরসিতে বংসিধারি,
শ্রীমতিকে জেরূপে মহিলা।
ঈসানে মিনতি করি, ওহে ত্রিভঙ্গ মুরারি,
ছলনা কৈর না করি লিলা ॥

ভণিতা :—

দীন ঈসানে বলে, শ্রীকৃষ্ণের পদতলে,
দয়া কর ভকত বৎসল।
শিশুর পুরাও আশ, কর প্রভু নিজ দাস,
অন্তে দিয়ে চরণ কমল ॥

শেষ :—২০ নং গান।

চল চল সখীগণ চল কমলিনী সনে।
জাইয়ে কমল ছলে হেরিব কমল-নয়নে ॥
ভুলাইব বাঁকা আখি, আনব মোরা দিয়ে ফাঁকি।
নতুবা মুকুতা সখী হরিব হরি বিহনে ॥

বোধ হয়, এখানেই পুঁথি শেষ হয় নাই। কোয়ার্টার রকম ফুলস্কেপ কাগজের আকারের বহি। বাঙ্গালা কাগজ। দুই পিঠে লেখা।

মলাটে লেখা আছে,—"এই বহির মালিক শ্রীঈশানচন্দ্র দে, নিবাস বারশত কাড়ি আনোয়ারা, সন ১২৬৮ তারিখ মাহে ১ জানুয়ারি।" রচয়িতাও বোধ হয় এই ঈশানচন্দ্র দে মহাশয়ই।

৩৫৯। শ্রীমতীর মানভঞ্জন।

পূর্ব্বোক্ত পুঁথির মত আকার। গণণায় ১৮ পাতা দেখা গেল। বড় বেশী দিনের নকল নহে। তারিখাদি নাই। দুই পিঠে লেখা। 'গোবিন্দ কহে' কেবল এরূপ ভণিতি আছে। কথা, ছড়া ইত্যাদি ইহাতেও আছে।

আরম্ভ :—শ্রীমতীর * মানভঞ্জন।

সুন সুন সর্ব্বজন হইএ এক মন।
দুজ্জয় মানভঙ্গ কথা করহ শ্রবণ ॥
একদিন বংসীধারি জমুনা তিরেতে।
কদম্ব হেলানে গান করে মুররিতে ॥

মধ্যস্থল :—গান।

অপরূপ কালরূপ সে ত ভুলিবার নয়।
একবার হেরিলে জারে রমণীর মন মজায় ॥ধু॥
জারে চাহি পাসরিতে, মনে কহে না পাসরিতে,
প্রবেশিলে অন্তরেতে, অন্তর কি লয় (?)।
কালসর্পে দংসে জারে, সদত জ্বলে অন্তরে,
গোবিন্দে কয়, ভুইল্‌তে জারে,সে জগত ভুলায় ॥

শেষ :—

অথ গোপী প্রেমানন্দে মগ্ন (মগন) হইলা।
শ্রীমতিরে শ্রীকৃষ্ণের বামে বৈসাইলা ॥
হেরিল যুগলরূপ আপনা পাশরে।
প্রেমানন্দে মগ্ন হইএ হরিধ্বনি করে ॥
রাধাকৃষ্ণ মিলন দেখিএ জাএ শোক।
প্রেমানন্দে মগ্ন হইএ কুটিল অশোক ॥
এই মতে রাধাকৃষ্ণ হইল মিলন।
যুগল মাধরী গোপী করে নিরক্ষন ॥

৩৬০। শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন।

ইহার নাম নাই, কিন্তু বিষয় রাধার কলঙ্ক-ভঞ্জনই। পত্রাঙ্কহীন কতকগুলি পাতা। কোন্ পত্রের পর কোন্ পত্র, ঠিক করিতে পারি নাই। পূর্ব্বোক্ত পুঁথির সহিত একত্র গাঁথা ছিল। গোঁসাই রামচন্দ্রের ভণিতি দেখা যায়। যাহা আরম্ভ বলিতেছি, তাহাই ঠিক কি না, বলা যায় না।

---

* 'শ্রীমতী' শব্দে এখানে 'শ্রীরাধিকাই উদ্দিষ্ট' হইয়াছেন।

আরম্ভ :—গায়ন।

আমার গোপাল কেনে মা বোলে না।
দেইখে যাও রুহিনি অচেতন কেন কেলে সোণা ॥
আমার কপাল মন্দ হে গো নিরানন্দ শ্রীগোবিন্দ
কথা কহে না।
সবে মোর একটি ছাইলা কেহ নাই মা বোল বোলে,
কেমনে শুন্য কৈরলো রহিব কেমনে ॥

ভণিতা :—

গোসাই রামচন্দ্রের বাণী, শুন মাগো নন্দরাণী,
বাঁচিবে নীলমণি, মনে কিছু নাই ভাবনা।

শেষ :—গায়ন।

ভাইব না ২ রাধে ভাইব না কিছু কি জান না।
তোমার কলঙ্ক ঘুচাইবার জন্তে, এসাছি জমুনার জলে
পুর্ণ হবে তোমারি জে বাসনা। ॥
শুন ২ রাই কিশোরি, কত দুঃখ পাইছি রামি,
কিছু কৈতে না পারি।
তোমার চরণ ধইরে কথ সাইধেছি, দুর্জ্জয় মানেতে
কথ কাইন্দেছি,
য়ামি যোগী হইলেম তব মানে, কালী হইলেম কুঞ্জবনে
তোমারি কারণে এত তারনা ॥

বোধ হয়, এখানেই পুঁথি শেষ নহে। মোট ৯ পাতা। দুই পিঠে লেখা। গান ভিন্ন ছড়া প্রভৃতি ইহাতে নাই।

৩৬১। রাম-বনবাস।

শেষ পর্য্যন্ত লেখা নাই। পত্রাঙ্ক-হীন ২০টি পাতা। রয়াল আকারের সাদা বালি কাগজ; দুই পিঠে লেখা। অত্যল্পদিনের নকল। তাই আধুনিক রচনা বলিয়া সন্দেহ হয়। তারিখাদির অভাব। এক-স্থানে মাত্র 'মাধবের' ভণিতি আছে। ইহা একখানি নাটক। একতালা, যৎ, তেতালা, আড়া, ঠেকা কাওয়ালী প্রভৃতি তাল এবং মল্লার, ঝিঝিট খাম্বাজ প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর ব্যবহার আছে। এসব ছাড়া, কথা, পটি, ছড়া, ঢব (?), ধুয়া প্রভৃতিও দৃষ্ট হয়। 'কথা'র ভাষা গদ্য।

আরম্ভ :—শ্রীহরি।

কল্যাণানাং নিদানং কলিমলমথনং জীবনসজ্জনানাং। প্রাতে জংসন মমক্ষ্য সপদি পরপদবিশ্রাম স্থলমেকং ইত্যাদি।

পটী। তাল জৎ রাগিনি মর্ল্যার।

জগতে জন্মিল রাম কল্যান কারন।
কলির কলুস তুমি করিতে মথন্ ॥
আরো প্রভু হও তুমি সর্জ্জন জিবন।
কবির বচন শুন কমল লোচন ॥
* * *
তব চরণ পরসেতে মুক্ত হইল সিলে।
তব মায়া সিন্ধু জলে পাসান ভাসিলে ॥
আজি এই অধিন জনের প্রতি কৃপা করি।
আসরেতে এইস আমার বাঞ্ছা পুর্ন কারী ॥

মধ্যস্থল :—কুবুজীর কথা।

এই যে দুটু (দুইটী) বর মহারাজের নিকট প্রার্থনা কর: একটী যে ভরথকে রাজা কর: আর একটী রামকে জটাবাকল ধারণ করাইয়া চতুর্দ্দশ বৎশ্বর বনে পাঠান, তেনি অবশ্যই শ্বিকার না কৈরে পার্ব্বেন না ও তোর প্রেমের লালজ কর্ব্বেন।

ভণিতা :—

ভববাঞ্ছা যার গুণে, কেবল সে বাঞ্ছা ভক্তেরি সনে,
মাধব কহে ভক্তজন বিনে, তাঁকে কেবা
পায় গো আর ॥

শেষ :—একতালা।

কোথায় মা সুমিত্রা এইসময়ে এখন।
আশীর্ব্বাদ দেও যাত্রা করিবেন ॥
রেইখ ভুইলনা অন্তর, সরন রেইখ সেবকেরে,
কোসল্যা মাএরে সইপে জাই গো তোমার হাতে ॥

ইহা বড় বেশী দিন পূর্ব্বের রচনা বলিয়া বোধ হয় না।

৩৬২। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

পূর্ব্বে একবার এই পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। (৩১ সংখ্যক পুঁথি

দ্রষ্টব্য।) আজ যে প্রতিলিপি পাইয়াছি, তাহার আরম্ভ সম্পূর্ণ নূতন। ইহাতে কবি ভবানীদাসের একটু পরিচয় আছে; যথা :—

নমো গনেসাঅঃ। নমো দুর্গাঐ নমোঃ।
নারাঅনং নমসকৃত্তং ইত্যাদি শ্লোক
প্রনমোহ নারাঅন পুরূস প্রধান।
দআর ঠাকুর হরি গুনের নিধান॥
পুনরপি প্রনাম করম লক্ষিপতি।
কোটি কোটি ব্রহ্মাএ উর্দ্ধেসে করে স্তুতি॥
+ + +
+ + +
জগন্নাথ দেব বন্দোম করিয়া মাথাএ।
সুদ্রে প্রসাদ দিলে ব্রাহ্মনে বসি থাএ॥
নবদ্বিপ পুরি বন্দোম অতিবর ধন্য।
জাহাতে প্রবিন হইল ঠাকুর চৈতন্য॥
নিজ্জ্ত নিগুন প্রেম ভেদ নহি জানে।
জগত তরাইলা প্রভু দিয়া প্রেমদানে॥
নিজ দেস বন্দোম অতি অনুপাম।
গঙ্গার সহিতে বন্দোম সঙ্কর প্রধান॥
জনক জাদব বন্দোম জসদা জননি।
পূর্ব্বলোকে বোলে নর সতিত্তা জানি॥ (?)
শিসুকাল হোতে তান আন নাহি চিত্তে।
কণ্ঠে সরস্বতি তান করএ কবিত্যে॥
দেবতার কৃপা তার হইল প্রকাস।
রাম সোর্গ আরহন রচিতে য়বিলাস॥

ইহাতেও কিন্তু কবির বাসস্থান নির্ণীত হইল না। তবে তিনি যে পূর্ব্ব-বঙ্গীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শেষ :—

ভবানন্দ দাসে বোলে শ্রীরামচরিৎ।
এহাতে সমাপ্ত হইল রামাঅন গিৎ॥
জে সুনে পোস্তক এহি ভক্তিযুক্ত হইয়া।
অন্তরিক্ষে জাএ সেই বৈকুণ্ঠে চলিআ॥

ইতি শ্রীরামচন্দ্রর সোর্গ আরহন পোস্তক সমাপ্তঃ।

ইতি সন ১১৯৫ মঘি তাং ১৫ই মাগঃ। এহি পোস্তকের মালিক শ্রীঈসানচন্দ্র দেঅস্য।"

পত্রসংখ্যা— ২৮; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত পদসংখ্যা প্রায়—৬৬০। সমগ্র গ্রন্থ 'পআর' এবং 'লাচারি' ছন্দে রচিত।

৩৬৩। শ্রীপ্রভুদিগের বংশাবলী।

খণ্ডিত। ২য়—৪র্থ পাত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। অল্প দিনের নকল। বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের বংশ-বিবরণ। ভাষা গদ্য। ২য় পাতের আরম্ভ :—

শ্রীনামাদি। শ্রীশীতা অদ্বৈত সন্তান। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামির বংশাবলি॥ শ্রীশীতাঅদ্বৈত প্রভু ১ তস্যপুত্র শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামি ১ শ্রীরঘুনাথ গোস্বামি ১ শ্রীযাদবেন্দ্র গোস্বামি ১। ইত্যাদি।

৪র্থ পত্রের শেষ :—

বনবিষ্ণুপুরবাসী শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশাবলি। আদৌ॥ শ্রী৶শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥ তাহান সখা শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু॥ ... ... তৎপুত্র অলকচন্দ্র। তৎপুত্র নযানচন্দ্র। তৎপুত্র শ্রীযাদব-লাল॥ ১ রাঢ় ব্রাহ্মণ॥ পাট বন-বিষ্ণুপুর॥ শ্রী৶-শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশ্রীনিবাস ঠাং কপীন বহির্ব্বাস প্রদান করিয়াছিলে, অখনহ সেবা হয়, জাজ্বল্য আছে।

৩৬৪। আত্মতত্ত্ব।

সম্পূর্ণ আছে। মোট ৩ পাতা। ১ম পত্র একপৃষ্ঠে লিখিত। ক্ষুদ্র পুঁথি। ভাষা গদ্য। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক আছে।

আরম্ভ :—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ॥ শ্রীরাধা-কৃষ্ণায় নমঃ॥ আপ্ত তত্ত্ব॥ জিজ্ঞাসা ছন্দে গুরু শিষ্য সম্বাদে॥ উত্তর প্রত্যুত্তর॥

তুমি কেঃ আমি জীবঃ কোন জীবঃ পিতার পুত্রঃ স্থূলতটস্থ ব্রহ্মজীবঃ জীবের জন্ম কিসেঃ পিত্রি-বীজে কি মাত্রিরজেঃ পিতার বীজ শুভ্র চন্দ্রবিন্দুঃ মাতার বীজ রক্তবিন্দুঃ। ইত্যাদি।

শেষঃ।

স্বাহা॥ মিতি ভাবোল্লাসেন মনঃ প্রাণাদি সর্ব্ব সমর্পয়ামি॥ + ॥ মন সাখিন ভত্রিকা। বুদ্ধি বাসকসর্য্যা। অহঙ্কার অভিসারিকা। তল্লক্ষণ পুর্ব্বোক্ত॥ চিত্ত। প্রকৃতি। পুরুষ॥ শ্রী। শমাপ্তঃ॥

৩৬৫। প্রণালিকা॥

খণ্ডিত; ১ম ও ৩য় পাত মাত্র বর্ত্তমান। ভাষা গদ্য। প্রতিপত্রের দক্ষিণ-দিকে পুঁথির উক্ত নাম লেখা আছে।

আরম্ভ :—

অথ বৈষ্ণবাদির শম্প্রদা বিবরণ॥

শ্রীমন নারায়ণ ব্রহ্মা নারদ ব্যাসয়েব চঃ। শ্রীমন নবাদ্বিপ পদ্মলাভ অক্ষয়ের ভজন সিন্ধু মহানিধৌ বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্র জয়তীর্থ মুনি ইত্যাদি।

৩য় পত্রের শেষ :—

ততঃপর শাধক রতীকান্ত দাস দুগ্ধসার মঞ্জুরী গৌরবর্ণ, হরিদ্রাভা বস্ত্র, বয়স ১৪।১।১৯ দিন॥ বাহ্য নাম রাম কুমার নিত্যে চরণ সেবা। শ্রীনিত্যানন্দ প্রণালি॥ তিন প্রকার ১ অভিরাম ২ শ্রীবিরভদ্র ৩ জাহ্নবা নারায়ণী ইতি॥

এইখানেই গ্রন্থ শেষ না কি? রচয়িতার নাম নাই। ইহা কি 'নিত্যানন্দ পটল' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অংশ বিশেষ? আমি উক্ত গ্রন্থের ৪—৬ পত্র পাইয়াছি; তাহাতে—

"দিবানিশি মনোমধ্যে দ্বংয়ো প্রেম ভবাকুলাং।
এবং মাত্মানমনিশং ভাবয়েদ ভক্তিমাশ্রিতং॥" + ॥

এই শ্লোকের পর লিখিত আছে :—

প্রণালিকা॥ শ্রী৺শ্রীনিত্যা (নন্দ) প্রভু শ্রীঠাকুর অভিরামঃ। শ্রীদাম শখা। বিলস দ্রক্ত গৌর। নীল পীত বস্ত্র বস্ত্র ইত্যাদি।" উহার ৬ষ্ঠ পত্রের শেষ :—

"শ্রীরাধিকা জীউ তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রক্ত গাঘরি নীল চিত্র কাচলী নীল' পঊ (পট্ট?) উরনী মণিময় চেরি কর্ন্নে নাশায় লোল মুক্তা কণ্ঠে স্বর্ণ কণ্ঠি মাণহার স্বর্ণহারাদি শিতে শিমন্তক হস্তে স্বর্ণ-কঙ্কণাদি নানারত্ন রচিত কটি তটে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা চরণে নুপুর বয়স ১৪।২।১৫।"

৩৬৬। নাম হীন পুঁথি।

ইহার ১ম ও ২য় পাতার অভাব বলিয়া নাম জানা যাইতেছে না। মুসলমানী দর-বেশী (যোগ শাস্ত্রীয়) গ্রন্থ। আসন-লক্ষণ, দেহ-তত্ত্ব প্রভৃতি কঠিন বিষয় বিবৃত। সমগ্র পুঁথি এক কবির লেখা কিনা,—সুতরাং সমস্তটা এক পুঁথি কিনা, বলা যায় না। একাধিক কবির ভণিতি দেখা যাইতেছে। প্রাপ্তাংশের আরম্ভে ও মধ্যে সৈয়দ সুল্‌তানের 'জ্ঞান-প্রদীপ' এবং 'যোগ-কালন্দর' হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত—দেখা যায়।

প্রায় ½ অংশ আকারের তুলট কাগজের বহি। ৩—৩৬ পাত বর্ত্তমান। শেষ আছে। নিতান্ত জীর্ণাবস্থা। শেষাংশ নষ্টপ্রায়।

৩য় পাতের আরম্ভ :—

দণ্ডেক আমান মন রাখহ নিশ্চএ। *
ডিড (?) ভরি ভ্রম ছারি কর পরিচএ॥
ঢাকিছে কামের তুল্য সচকিত মন।
ঢাকন ন জাএ তারে বিনি দ্রসন (দর্শন)॥

* এই অংশটি 'জ্ঞানপ্রদীপের' অন্তর্গত 'জ্ঞান-চৌতিশার' অংশ বটে। ইহা ৬ষ্ঠ পত্রে শেষ হইয়াছে। অতঃপর 'আসন-লক্ষণের' আরম্ভ।

ঢাকিছে অরূন নিজ কিরন তাহার।
ঢেউ জলে জলে ঢেউ নহি ভিন্নকার॥
অঙ্গে অঙ্গে রূপধরি অঙ্গে অঙ্গে রিত।
আনমন হই আনন্দে হের নিত॥

ভণিতা—

(১) ক্ষিন অতি সিবুমতি ছৈদ ছোল্‌তান।
ক্ষিন তিনবুদ্ধি কহে চৌতিসার গ্যান (জ্ঞান)॥
(২) ডাইনে বহিলে হয় মরন নিশ্চয় (৬ পত্র।)
ছএ মাসে মরন সে কহে কলন্ত এ॥ (২১ পত্র।)
(৩) এ তিন দিবস জদি বামধারে বহে।
পক্ষক ভিতরে মরন কহে কালান্তএ॥ (২২পত্র)
(৪) এমত করিল জদি কন্তা জনমএ।
তবে জানিবা হেন সাহা মিছা কহে॥ (২৪পত্র)
(৫) হাজী মুহাম্মদে কহে মানিক্য সদাএ। *
হেলাএ হারাইলে জীয়ু খুজিয়া ন পাত্র॥
(২৮ পত্র।)

বাঙ্গালা পুঁথির প্রহেলিকার বিনির্ণয় বড় সহজ নহে! উদ্ধৃত ১ম ভণিতি-টী 'জ্ঞান-চৌতিশার্টি, সৈয়দ সুলতানের রচিত জ্ঞান-প্রদীপের অন্তর্গত। ১ম ও ৫ম ভণিতি-দ্বয় অধ্যায় শেষে দেওয়া হইয়াছে; অপর ভণিতিগুলি গ্রন্থ-মধ্যে (যেথানে ভণিতি হওয়ার নহে) পাওয়া গিয়াছে। রহস্য ভাল বুঝা গেল না।

আরো কথা আছে। ১০ম পত্রের—

"সতদলে কমলে আছে শ্রীগোলার হাট।
তথা হোস্তে কেলিরস ত্রিপিনির ঘাঠ॥
: : এ সকল আসন সমাপ্ত : :

এইরূপ সমাপ্তির পর আবার একখানি নূতন পুঁথির আভাস পাওয়া যাইতেছে; যথা:—

"আউআলে আল্লার নাম করম স্মোরন।
অষ্টদস আলাম জে জাহার শৃজন॥" ইত্যাদি।

দেখিলেই ইহা আর এক পুঁথির মঙ্গলাচরণ বলিয়া বুঝা যায়: কিন্তু তাহার নাম কোথায়? যতই অগ্রসর হইতেছি, সমস্যা ততই জটিল হইতে চলিল, দেখিতেছি।

৩২শ পত্রের শেষ এই:—

"অনাহোত (অনাহত) সেই চক্র দেসান্তরি বোলে।
বসন্তরি রিত বৈসে তাহার অন্তরে॥
এক এক মোকামেত একসত নাম।
গুরুপদ সেবিলে সে পাইবা উপাম॥

লিখিলং শ্রী-সহর গরিব মাং আরপ খ° (খলিফা)

কথা থাক মমুরা কথা থানথিতি (স্থানস্থিতি)
কএরাত্রি চন্দ্রমাসা তুমার উৎপতি॥" ইত্যাদি

বাক্যে আবার আর এক নূতন সন্দর্ভ আরম্ভ হইয়াছে। এখানে ভাষা না গদ্য, না পদ্য অর্থাৎ দুইটার মিশ্রণ।

ইহার শেষ,—

"ভুমিত্‌ পরি থাইলা কোন্‌ গাছের ফল।
ছিনান করিয়াছ কোন্‌ ঘাঠের ঝল (জল)॥
কলসিত পানি নাই তালা হাতে ঘু (?)।
কোন্‌ ঘাটের পানি লই পাথালিলা মোউ॥"

ইহার পর,—

"যুন যুন মঘিনি জর্ম্মের কথা।
রূসাং সহরে মঘিয়ার জো (?):

দুই মঘিনি জনম লৈল এই কুল অই কুল দুই কুল খাইল সংহে চলে কাল বিকাল রক্ত জফা (জবা) উর ফুল::"ইত্যাদি কুমন্ত্রটি—

লিখিত আছে। শেষ পত্রের—

---

* উক্ত ৫ম ভণিতার পর হইতে 'যোগ-কালন্দর' গ্রন্থের ১১শ চরণ হইতে ১৩৮তম চরণ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত দেখা যায়; তৎপর 'কথা থাক মমুরা' ইত্যাদি অংশের আরম্ভ। সুতরাং সমালোচ্য পুঁথির আরম্ভ হইতে ৬ষ্ঠ পত্র, এবং ২৮শ হইতে ৩২শ পত্র গুলির বিষয় ও নাম নির্দ্দিষ্ট হইল। 'যোগকালন্দর' পুঁথিখানি 'ইস্লামপ্রচারক' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। (৫ম বর্ষের ১ম, ২য় ও ৭ম সংখ্যাত্রয় দ্রষ্টব্য।)

শেষ :—

সক্কোর বেটা অমৃত × ছএ
তার হুঙ্কারে বিস কৈল্লুম ক্ষএ :
ধর্ম্মা উদএ বিস র.বি গেল খাইয়া :
খামোহানি মাইলুম বিস রবির দিগে চাহিআ :
আহারে প্রভু কি কৈল্লা মোরে
খামোহানির বিস মোছনে মরে : :

শ্রীসাং আরপ খং সাং জএ কৃষ্ণনগর পীং ধুয়াবর খেলিফা দাদা আলী সা (সাং ?) ফকির বর বাব (বাপ) ধনবর সাহা, ইং সন ১১৯৪ মঘি তারিখ ২৭ বৈসাগ রোজ রবিবার ছেপহরি পুস্তক আদাএ সমাপ্ত হইলেন ॥

এতক্ষণে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম বটে, কিন্তু সমস্যার ত কিছুই কিনারা হইল না।

৩৬৭। গুয়া-মেলানী।

ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পদ-সংখ্যা ২৭ মাত্র। ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যা পত্রিকায় সমালোচিত ৫৪ নং পুঁথির সহিত কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা একখানি ভিন্ন পুঁথি ॥

আরম্ভ—

অথ গুআমেলানি। নমোগনেশায় নমো। রাম ২ শ্রীমধুসুদন।

প্রথমে হিমালের জর্ম্ম কার্ত্তিক কুমার।
তান পদে করি আমি শতেক নমস্কার॥

উত্তরে বন্দিআ গাম (গাই) হেমন্ত কেদার।
জাহার হিমালে ডংশে সহআল (সয়াল) সংসার॥

শেষ :—

খোলাতে জাই বতি (ব্রতী ?) কি কর্ম্ম করিব।
সবে মিলি এই জালাজ জিয়াছ দিব॥
জালা জলে জিয়াছ দিব মস্তকে দিব পানি।
সর্ব্ব লোকে শুন গুআ ত মেলানি॥

"ইতি গুআমেলানী সমাপ্ত। শ্রীরাম দুলাল জুগী পীং সুধারাম সাং সিহরা (সিংহড়) ॥"

৩৬৮। রঙ্গমালা।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
দ্বিতীয়ে প্রণাম করি রছুল আল্লার॥
তৃতীয়ে প্রণাম করি ছিদ্দিক উমর।
চতুর্থে ওচমান আলি ধনুর্দ্ধর॥
সেয়ামী সোয়াগলি, আনন্দে আন বাজি,
কতুক রঙ্গেরে।
ফুল লই আজু খেল সাহার সঙ্গে॥ ধু॥
শুভ খেণে শুভ লগ্নে আইল আষাঢ়।
হর করি (?) হাত বান্ধম মারোয়া সাহার॥
সপ্তনাল সুতা দিআ মারোয়া ছান্দিল।
ঠাঁই ঠাঁই আমর ডাল ঢুলিতে লাগিল॥

ভণিতা ও শেষ :—

জ্যেষ্ঠ লোক আশীর্ব্বাদে দোহান প্রীত।
দানে ধর্ম্মে দোহানের জগত বাঞ্ছিত (?)
শিশুগণ আশীর্ব্বাদ শুথ জেই পদ।
রঙ্গমালা গুথি কহে কবীর মোহম্মদ॥
ফুল লই আজু খেল সাহার সঙ্গে।
সেয়ামী সোয়াগলি, আনন্দে আন বাজি,
কতুক রঙ্গে রে।
ফুল লই আজু খেল সাহা সঙ্গে॥

অতি প্রাচীন লেখা। তারিখাদি পাইলাম না। পদসংখ্যা ২৮ মাত্র। ইহা যে কি, কিছুই বুঝিলাম না। সম্ভবতঃ মুসলমানের বিবাহোৎসবে পূর্ব্বে গীত হইত।

৩৬৯। সীতা-রাম-সম্মিলন।

ইহা একখানি নাটক। সীতা উদ্ধারের পর অগ্নি-পরীক্ষান্তে রামের সহিত সীতার সম্মিলনবৃত্তান্ত ইহার প্রতিপাদ্য। গ্রন্থের নাম নাই। শীর্ষোক্ত নামটি

আমাদের প্রদত্ত। বড় বেশী দিনের রচনা নহে।

আট পেজি আকারের খুব পুরু শ্রীরাম পুরী কাগজ। পৃষ্ঠসংখ্যা ৮০; দুই পৃষ্ঠে লেখা। গোট গোট সুন্দর অক্ষর। মেজেণ্টার কালী।

ইহার রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়। তাঁহার এবং তদ্রচিত আরো দুই খানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে।

(৮১ ও ৮৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।)

তাঁহার সম্যক পরিচয় দিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন, এই জন্য সময়া-ন্তরেই আমরা তাঁহার বিস্তারিত পরিচয় প্রকাশিত করিব, মনস্থ করিয়াছি। তাঁহার কৃত আরো তিনখানি গ্রন্থের উল্লেখ পশ্চাৎ পরিদৃষ্ট হইবে। সম্ভবতঃ এই সব গ্রন্থই তাঁহার কাশ্মীর অবস্থানকালীন রচিত।

ইহার ভাষা গদ্য পদ্য দুইই। গণেশ সরস্বতী, দুর্গা, শিব, কালী, রাম লক্ষ্মণ সীতা, শ্যামা (পুনঃ) ও সূর্য্যস্তবের পর গ্রন্থারম্ভ। একটু নমুনা দেই—

শ্রীশ্রীজয় দুর্গা শরণং।

গান—আদৌ আশরে॥

সারি গা মা পা ধা নি, নি ধা পা মা গা রি সা॥

স্বর—তেলানা।

শ্রীগণেশ বন্দনা।

রাগিনী ঝিঝিট—তাল কওয়ালি।

প্রণমামি গণেশং, একদন্ত মহান্ত সান্ত লম্বো-দরং সুভেশং। গজ বধনং বৃহৎ রদনং, স্থূলতর থর্ব্ব শরীরং। সিন্দূরবরণং, ইন্দুর বাহনং, বিঘ্নবিনাশন সুধীরং। বন্দে শ্রীচরণং, শ্রীষষ্ঠীচরণ, ভজে যস্ত চরণং সুরেশং॥১॥

শ্রীশিবের স্তব।

শ্রীরাগ—তাল একতালা।

মন হও রে চেতন।
দেখ, প্রবেশিল ঘরে চোর ছয়জন॥
উঠ উঠ জাগ দেখ একবার,
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ লুটিল তোমার;
মন রে, ছির্ণ (ছিন্ন) ভিন্ন করো সুকৃতি—
ভাণ্ডার, হরে পুণ্য ধন॥
কাল-চর এই চোর রিপুগণ, নুবৃত্তি(নিবৃত্ত ?)
সৃংখলে করহ বন্ধন,
মন রে, আশু আশুতোষে কর আরাধন,
এ রাবে সমন॥৪॥

শ্রীকালীর স্তব।

রাং বারোয়াঁ—তাং আড়াঠেকা।

যখন যাব গো দক্ষিণে।
সানুকুল হয়্যে মাগো দাড়াইও দক্ষিণে॥
ব্রহ্মময়ী শ্রীদক্ষিণে, পুজে ও পদ দক্ষিণে।
দিব রহিয়ে দক্ষিণে, জীবন দক্ষিণে॥
ও পায় যাচি দক্ষিণে, কৃপায় রাখ দক্ষিণে।
যেন হত যজ্ঞ মদক্ষিণে, হয় না সুদক্ষিণে॥৯॥
এ স্থির ষষ্টীচরণে, চিন্তে পূর্ব্বাদি দক্ষিণে॥
(এইপদ আস্তরার পুনরুক্তিতে খাটিবে।)

পালারম্ভ।

মূলসূত্র পঠি পাঠ।

রাগ—আশা গৌরী তাং তেতালা

শ্রীরাম চরিত্র, পরম পবিত্র, সজ্জন মনোরঞ্জন্।
শ্রবণ মঙ্গল, জীবন উজ্জল, করাল ভয় ভঞ্জন্॥
ইত্যাদি।

(গদ্য চ্ছন্দ।) সীতাদেবী।

প্রাণসই কি করি এ অসিম দুঃখ আর সহ্য করিতে পাচ্ছি না, হৃদয় বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তত্রাচ আমি তোমার বাক্যের অধিন, কেবল মাত্র তোমার স্নেহময় বাক্যে এতদিন জীবন ধারণ করেছি, এখনও তুমি যাই বল তাই কর্ত্তব্য। ইত্যাদি।

শেষ :—

সেই ব্রহ্ম অস্ত্রদিয়ে,　　রাজা রাবণে বধিয়ে,
বিজয় হইলেন রঘুমণি।
হাহাকার হল লঙ্কা,　　সকলে মানিল সংকা,
ব্যাপিল শ্রী রাম জয়ধ্বনি॥

*　　*　　*

করি অতি সমারোহ,　　বসিলেন বরারোহ,
দেবঋষি পিতৃগণ সহ।
বিভীষণে পাঠাইয়া,　　জানকীরে আনাইয়া,
চিত্তো কিছু করেন সন্দেহ॥
জ্বালি তীক্ষ্ণ হুতাশন,　　সীতার পরীক্ষা লন,
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হল সতী।
দেব পিতৃ অনুরোধে,　　জানকীরে নির্ব্বিরোধে,
বামে বসাইলে দাশরথি।

*　　*　　*

(শ্রীরাম সীতার শুভ সম্মিলন।)

গান।

হায় হায়, রামের বামে সীতা কি শোভিল।
যেন স্বচ্ছ নীলমণি সুবর্ন্নেতে জড়িল॥

*　　*　　*

*　　*　　*

রাম সীতার উদয়, ত্রিলোক আনন্দময়,
জয়ধ্বনি বাদ্যধ্বনি ত্রিজগতে পুরিল।
সীতারাম পদতলে, শ্রীষষ্ঠীচরণ বলে,
রামজয় কর সবে, পালা সাঙ্গ হইল॥৪৭॥

পালা সাঙ্গ।

৩৭০। ভদী বিদ্যানিধির সং।

ইহা একখানি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন;—ভণ্ডামির মস্তক-চর্ব্বণার্থ লিখিত। প্রণেতা সেই ৺ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়। কবিরাজ মহাশয় এক অসাধারণ লোক ছিলেন, তাহা নানা কার্য্যেই পরিস্ফুট হইতেছে।

আরম্ভ :—ভদী বিদ্যানিধির সঙ্

চাউল কাচ কলা থোর কচু পেয়ারা ইত্যাদি দ্রব্য এক বোতল কিত্রিম সরাব একত্রে এক গাঠুরিতে বান্ধিয়া কান্ধে কর্য়ে (প্রবৃভু হরি কিঁঙ্কর২ মোরে খিঁচে টেনে নেও২ আমার তানির * সঙ্গি কর২ পেটটা, পরাণটা পুরুছে হেং হায় এতখানি মিষ্টি সামিগ্রি জজমান বাড়িতে ছরাদ্ধ (শ্রাদ্ধ) করাইয়ে পেয়েছি খালি ঘড়ে (ঘরে) কোথায় নেব হায় কারে খাবার হুর্ জা হাটে নিয়ে বেচে ফেলি কিছু জমা হলে পরে তীরিথ করব পর্থম্ (প্রথম) গয়ায় গিয়ে আমার তানির পিণ্ড দিয়ে মুকৃথ (মুক্ত) কর্ব) এ বলিতে২ ডোমনচন্দ্রবিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য আসিন্ (আসীন)। (পর্ভু হরি কিঙ্কর২) বল্তে২ সভায় আইসা। মোরে খেচে টেনে নেও ইত্যাদি সভায় বলা।

ভদ্রাবতী, প্রকাশ ভদী বামুনী।

বড় ডাঙ্গর বাঁশের ঠাঠে কাগজ কাপর জরাইয়া কিত্রিম পেট কর্য়ে কাপর দিয়ে বেন্ধে বাঁশে লট্কাইয়ে ধনা মনা দুজন প্রেতাকার সাজ—নফরের কান্ধে বাঁশ উঠাইয়া দিয়া পেট টানিয়ে আস্তে ব্যস্তে উচ শব্দ কর্য়ে। চল্২ আরে ধনা মনা সিগ্গির চল্। ধনা মনা ভারেতে (হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ) কর্য়ে নানা ভঙ্গিভাবে চল্যে বিদ্যানিধি সমিপে সভায় আসীন।

বিদ্যানিধি।

ভদীর পেট এবং ধনা মনার রূপভঙ্গি ইত্যাদি দেখে ভয়েতে। ওমা একি একি২ এলো কর্য়ে জরসর হইয়া পলাইবার উদ্যোগ। ইত্যাদি।

শেষ :—গান—তাল খেম্টা।

ক্যা খুশি ক্যা মজা, উর্ল পিরিতের ধ্বজা।
হায়২ গজা খাজা ছানাবড়া, হায়২ তাজা
লাড়ু রসকড়া, হায়২ থারে প্রাণ সরভাজা॥ ৩॥
(গান কর্ত্তে২ নাচতে২ হটাৎ বিদ্যানিধি বসিয়া গেলেক ভদী তক্ষনেই লাফ (দিয়ে) বিদ্যার কান্ধে

---

* তানি—স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। তানি=তিনি।

চড়িয়া বসিলেক বিদ্যা ভদীর ছুপা বুকে জড়াইয়া ঠেশে ধরে যথা সাধ্য দৌড় দিয়া চলিয়া গেলেক ॥)

ভদী বিদ্যানিধির সঙ্গ্‌ সাঙ্গ ইতি।

৮ পৃষ্ঠা মাত্র। তারিখ নাই। সম্ভবতঃ রচয়িতার স্বহস্ত-লিখিত। নিতান্ত অশ্লীল, —ভদ্রলোকের পাঠযোগ্য নহে।

৩৭১। সখাদাসী-সখীদাস বৈষ্ণবের সং ॥

ইহাও উক্ত মহাত্মা ৺ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়ের রচিত একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন বিশেষ। পৃষ্ঠ সংখ্যা—১৪। তারিখ নাই। বোধ হয়, তাঁহার নিজ হস্তের লেখা। ভণ্ড বৈষ্ণবের নিন্দা ইহার উদ্দেশ্য।

আরম্ভ :—সখাদাসী সখীদাস বৈষ্ণবের সঙ্গ্‌।

কপাল যোরা তিলক এবং হাতে মালার ঝুণ্টা করো সখাদাসী বৈষ্ণবী গান গাইতে২ সভায় আইসা।—

গান।

ব্রেজের প্রেম ভাজা, খেতে বড় মজা,
যা খেয়ে শ্রীকৃষ্ণ হল পিরিতের রাজা।
গিয়ে বৃন্দাবন, নিধুবন নিকুঞ্জবন,
ঘুরে২ শিখে আছি এ এলেম তাঁজা ॥
যে খাবে এস, প্রাণ খুলে বৈস,
আখেরেতে নেবে যাদু পিরিতের বোঝা।
নদে নিবাসি, নাম সখাদাসী,
জগত বিখ্যাত আমি বৈষ্ণবী ধ্বজা ॥ ১ ॥

শেষ :—বিঠ্‌ঠলদাস (সখী-দাসের প্রতি ।)

আস্তানটা আর সখাদাসী তোমা হতে বজায় থাকিল, বংশটা রক্ষা হল, বর খুশি হলেম।···
* * * আয় ভাই আলিঙ্গন দিয়ে প্রাণটা জুরাই (এ বলে দুই জনে জড়াজড়ি, গড়াগড়ি, ধরাধরি, খেছাখেছি চিচ্‌কার একি কালে মহা প্রলয় কর্চ্ছে)।

সখীদাস—

হাঁ প্রাণ বৈষ্ণবী চল।

সখাদাসী—

বিঠ্‌ঠলের হাত ধরো, চল বর্থাপ্পি ভাতার, চল জামাই, চল ভাশুর, চল চল করো। আগে সখাদাসী, পরে দুই জন বেগে চলিয়া গেল।

সখীদাস সখাদাসীর সঙ্গ্‌ সাঙ্গ।

অশ্লীলতার চূড়ান্ত,—কোন ভদ্রলোকের পাঠ-যোগ্য নহে।

৩৭২। সহস্র-গিরি-বধ।

খণ্ডিত। ১ম পাঁচ পাতা বর্ত্তমান। ভণিতাও তারিখাদি নাই। বড় বেশী প্রাচীন নহে।

আরম্ভ :—

রাবণ বধিল জদি রাম নারায়ণ।
পুষ্পরথে চরি রাম করিল গমন ॥
জয়মুনি কহন্তি কথা শুন বিবরণ।
আর এক কথা কহি অপুর্ব্ব কথন ॥
কর জোর করি কহে জানকী সোন্দরি।
দেশেতে চলিলা প্রভু রাবণ না মারি ॥
রাবণের বধ হেতু আপনে জন্মিছ।
তাহারে না বধি গেলে কিসেরে আসিছ ॥

৫ম পত্রের শেষ :—

পারাবতে চরি আইলা দেবি স্বরস্বতি।
মকরেতে চরি আইলা জান অধিপতি ॥
শষ্টিদেব চরি আইলা বিমান বাহনে।
* * * *

পূর্ব্ব সমালোচিত ৫৯ সংখ্যক "সহস্র গিরি রাবণ-বধ" পুঁথি হইতে ইহাকে ভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

৩৭৩। শ্লোক-সংগ্রহ।

ইহার নাম নাই। নানা প্রকারের নীতি-গর্ভ বাঙ্গালা শ্লোকও প্রবচন ইহাতে

সন্নিবেশিত আছে। সংগ্রাহকের নাম অজ্ঞাত। পত্রাঙ্কবিহীন কতকগুলি পাতা মাত্র আছে। খণ্ডিত পুঁথি। ছোট বড় ১৬৩টি শ্লোক। মধ্যে ১২—৮৮ এবং ১১১—১৩৩ শ্লোকগুলি নাই। শ্লোক-গুলির পরে 'জয়গুণের বারমাস,' 'ছকিনার বারমাস,' 'মছলিমের বারমাস' এবং 'তালমালার' কিয়দংশ লিখিত রহিয়াছে। গণনায় ২০ পাতা পাওয়া গেল; দুই পিঠে লেখা।

আরম্ভ :—

সন ১১৭৭ মং। সন ১১৭৮ মং তারিখ ১৫ ভাদ্র।
বিচ্‌মীল্লাহেররহমানির্ রহিম।

শোলক।

শরস্তুতিং তুমি বর জানি।
তোহ্মার জিরব্যা (জিহ্বাএ)
বেত (বেদ) বাণি ॥
তোহ্মার জিরব্যা মুক্তার হার।
আমারে দেঅমা বিদ্যার ভার ॥
লাগং অরে বিদ্যা মোর কণ্ঠে লাগ।
জাবত্‌ জীঅম্ তাবৎ ভাগ ॥
মোর কণ্ঠ ছারি জদি আর কণ্ঠে যাঅ।
দোহাই চন্দ্র সূর্য্যের আদ্ধর
মাতা (মাথা) খাঅ ॥ ১ ॥
টং (?) সরস্বতিং নিরমুল * লেখিএ
গলাএ গজমতি হার।
আমারে দেঅ মা সরস্বতি বিদ্যার ভার ॥
মর (মোর) কণ্ঠ ছারি জদি আর কণ্ঠে জাচ্।
দোআই দেব ধর্ম্মর আদ্যর মাতা (মাথা) খাচ্ ॥৩

মধ্যভাগে :—

দধি দুগ্ধ কিছু নহে মথিলে সে ঘিউ।
সরিল (শরীর) আপনা নহে সাধিলে জে জিউ ॥
মাতা বিনে পুত্রের কবু নাই সুখ।
ভাগ্যহীন পুরুষের সতত যে দুখ ॥
কৈন্যা বিনে জামাতার নাইক আদর।
অল্প মনিস্থে কেনে বান্ধে বর ঘর ॥
বৈন্ধ্যাএ কেমনে জানে প্রসব বেদনা।
পুণ্যহীন ন পাইব জমের তারনা ॥
নদীকুলে জেই বৃক্ষ আবৈস্ত নিপাত।
বংসক্রমে ভাল মনিস্ত না লুকাএ জাত ॥ ৬
গাঅর বলে দশ পণ।
টটিনটি সোল পণ ॥
বুদ্ধি থাকিলে লাখর করি (কড়ি)।
ভাগ্যে দিলে কেহ না ভাঅরি * ॥ ৯১
এ সখি বিরাটতনএ দেঅ দান।
বাঅস অজ্ঞা রবে অন্তর জরজর
কি ভেল পাপ পরাণ ॥ ইত্যাদি ॥ ১০৫
এক তণ্ডুলের মজা ধরে শত গুণ।
অদ্যাপি চাকীর মধ্যে ন লুকে বরুণ ॥
তাহারে অমরা বলি জদি মরি জীএ।
অলি পদ্ম্য মিলি একত্রে মধু পী-এ ॥ ১৪৭

শেষ :—

গান্ধে (?) ন ছারে গান্ধারি হলদি
ন ছারে রং।
হাজার মছলা (মসলা) দি পাকাইলে
শুকটিএ ন ছারে গন্ (গন্ধ) ॥
জথ শক্তি আছে কর পর উপকার।
জে হৌক সে হৌক পুনি দুক্ষ আপনার ॥
জীঅতে যে পুণ্য কর সেই মাত্র সার।
জাইতে সে সঙ্গে করি ন নিবা সংসার ॥
১৬৩ স্লোক ॥

"সন ১১৭৬ মঘী-কাতি মাস মৈদ্ধে আগ্রান মাস + + সঙ্গে হাং মাং ভুং তাং পীং সাং চিং হাং সন ১১৭৭ মঘী আগ্রান মাসর চাং২র তারিখ রবিবার দুপর বেলাতে দুঃলার জর্ম্ম সন ১১৭৮ মঘী বৈশাখ মাসত্‌ জরিপ আএআ ॥"

"সন ১১৭৭ মঘিতে হেণ্ডুল সাহেবর জরিপেতে কুলচন্দ্র যুগল আমিনে এই মৌজা মাপীছে ॥"

---

* ইহার ব্যাখ্যা-সূচক একটি গল্প আছে। কিন্তু এখানে বলিবার স্থান নাই।

এই পুঁথিতে 'পদ্মাবতী', ও 'বিদ্যা-সুন্দরের' ও দুই একটি বাক্য উদ্ধৃত দেখা যায়। তা ছাড়া, কয়েকটি হেঁয়ালী ও আছে। লিপিকর সম্ভবতঃ 'জয়গুণের বারমাস, * রচয়িতা হারি পণ্ডিত বা তৎপুত্র বক্সা আলি (সাং ভিঙ্গ্রোল।)

৩৭৪। জ্ঞান-সাগর।

পূর্ব্বে একখানি অসম্পূর্ণ ও বিকৃত প্রতি-লিপির সাহায্যে ইহার পরিচয় দিয়াছি। (৯১ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) এবার সম্পূর্ণ পুঁথি দেখিলাম। ইহা গভীর যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। গ্রন্থের নামটি সার্থক হইয়াছে বোধ হয়। প্রকাশের খুবই উপযোগী। 'পরিষৎ' কৃপা না করিলে ইহার উদ্ধারের আশা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা 'ফকিরী, গ্রন্থ বলিয়া মুসলমান শিক্ষিতগণ ইহার সমাদর করিবেন না, নিশ্চয়। কেন না, 'ফকিরী' নাকি ইস্লাম-বিরোধী! 'ইস্লাম প্রচারক' পত্রে আমি 'যোগ-কালন্দর' নামক যোগ-গ্রন্থ প্রকাশ করিতে যাইয়া এই অভিজ্ঞতা-লাভ করিয়াছি। † আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ বুঝেন না যে, কেবল গোঁড়ামি করিলেই বেহেস্ত্ লাভ হয় না! যাক্, বেশী কথা বলিতে ভয় হয়।

এই পুঁথির রচয়িতা আলিরাজা, ওরফে 'কানু ফকির'। তাঁহার বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে।

আরম্ভ :—

আল্লাহ গনি মোহাম্মদ নবি।
জিগ্যাসিলা সাহা আলি রছুলের পাশ।
কন (কোন্) কর্ম্ম কর্ল্যে হিদি হইব প্রকাশ॥
কি কর্ম্ম করিলে চিত্ত হএ অন্ধকার।
সেই কর্ম্ম ভস্ম (?) করি কহ নবি সার॥

ভণিতা :—

সাহা কেয়ামদ্দিন পদ করি সার।
কায়ামনে রাঙ্গা পদে প্রনাম হাজার॥
হীন আলি রাজা ভনে স্থল গেয়ানগুণি।
সর্ব্ব ভাব হএ এক ভাবের নিছনি॥

শেষ :—

ইঙ্গিতে কহিলাম কিছু আগম কথন।
গুরু বিনু ওই তত্ত্ব ন জাএ ভাঙ্গন॥
গুরু ক্রিপা লৈক্ষে হৈল বাঞ্ছিত পুরন।
গ্যানের সাগর কথা অমুল্য রতন॥
এই পুস্তক নাম ধরে গ্যানের সাগর।
মধুর মাধুরি সব অমিআ লহর॥
গুরু বলে নানা ছন্দ আর বহু রঙ্গ।
থাকি আলি রাজা ভনে আগমপ্রসঙ্গ॥

"ইতি গ্যান সাগর পুতি সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৭ (!) মগি তাং ত আগ্রান লিখনং শ্রীকমর আলি পীং আলি মাহাং সাকিন হুলাইন স্তানে পটিআ।"

গ্রন্থ-মধ্য হইতে একটু নমুনা দিতেছি :—

পুরাণ কোরান বেদে জথ নাম ধরে।
সব হন্তে সার তত্ত্ব জে ধ্বনি নিঃসরে॥
অনাহেতু শব্দ জতা (যথা) সে নাম হুঙ্কার (ওঙ্কার ?)।
গুরু বিনু নাই তার গোপন প্রচার॥
প্রথমে পরম গুরু সুদ্ধ হএ জার।
তবে সে পরম ধ্বনি সুদ্ধ হএ তার॥
গুরু সুদ্ধ হইলে সে ধ্বনি সুদ্ধ হএ।
ধ্বনি সুদ্ধ হইলে সুদ্ধ হইব হিদয়॥
হুঙ্কার সাধন হৈলে নির্ম্মলতা মন।
নির্ম্মল হইলে মন সুদ্ধ হএ তন (তনু)॥
কাএ আর সাধন সুদ্ধ হএ জে সবার।
প্রভুর পরম পদ সুদ্ধ হএ তার॥

---

* এই সুন্দর নিবন্ধটি 'পূর্ণিমা'—১০ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে। ('কবি হারি-পণ্ডিত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

† এতৎ সম্বন্ধে 'ইস্লাম-প্রচারক'—৫ম বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যায় 'যোগকালন্দর' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অনধিকারী বলিয়া গ্রন্থখানি আমাদের নিকট রহস্যাবৃত বোধ হয়। পত্র সংখ্যা ১০৫; দুই পিঠে লেখা। আটপেজি কাগজের বহির আকার। বাঙ্গালা কাগজ। আকারে বৃহৎ।*

৩৭৫। ভারতী-মঙ্গল।

এই পুঁথির বিবরণ 'আরতি' পত্রিকা † হইতে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। এই পুঁথির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখক সুসঙ্গের পরম বিদ্বান ও বিদ্যামোদী মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি, এ, বাহাদুর লিখিয়াছেন:—"আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺রাজা রাজসিংহ বাহাদুর একজন পরম ধার্ম্মিক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন। * * * * * * তিনি একজন সুকবি ছিলেন; তাঁহার রচিত একখানা হস্তলিখিত কাব্য ও দুই তিনখানা খণ্ডকাব্য অদ্যাপি আমাদের পুস্তকালয়ে বর্ত্তমান আছে। * * * কবির রচিত 'রাজমালা' ও 'মনসা-পাঁচালী' নামক খণ্ড কাব্যদ্বয় আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের যত্নে মুদ্রিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অধুনা আমি 'ভারতী-মঙ্গল' প্রচারিত করিতে ইচ্ছা করিয়া বহু চেষ্টাতে পাঠোদ্ধার করিয়াছি।"

"ভারতী-মঙ্গল কালিদাসের সরস্বতী কুণ্ডে স্নানান্তে ভারতী দেবীর বরলাভবিষয়ক প্রচলিত প্রস্তাব অবলম্বনে রচিত। * * * (ইহা) রচনা-মাধুর্য্যে, রস-বৈচিত্র্যে এবং ভাষার পারিপাট্যে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে কেবল নগণ্য স্থান অধিকার করিবে, এমন বোধ হয় না। * * * বোধ হয়, (কবি) সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।"

"ভারতী-মঙ্গলে রচনার সময় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। গ্রন্থপাঠে বোধ হয়, কবির অগ্রজ ৺রাজা কিশোর সিংহের জীবিত কালেই ইহা রচিত হইয়াছিল; প্রায় প্রত্যেক কবিতার শেষভাগে কবি অগ্রজের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের সৌভ্রাত্র আদর্শ স্থানীয় ছিল। রাজা কিশোর সিংহ ৩৬ বৎসর মাত্র বয়সে ১১৯২ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন; অতএব তাঁহার জন্মকাল ১১৫৬ সন। কবি তাঁহা হইতে প্রায় ২ বৎসরের কনিষ্ঠ, ইহাতে তাঁহার জন্মকাল ১১৫৭।৫৮ বঙ্গাব্দ হইতেছে। রাজা রাজসিংহ প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে ১২২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে স্বর্গারোহণ করেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে, কবি ৩০।৩২ বৎসর বয়সে 'ভারতী-মঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। অতএব গ্রন্থখানা প্রায় ১২০-১২২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, একথা নিশ্চিত।"

"আমাদের বংশে দত্তক পুত্র গ্রহণের পদ্ধতি বর্ত্তমান নাই, রাজা কিশোর সিংহ অপুত্রক ছিলেন; তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার অনুজ রাজা রাজসিংহকে সুসঙ্গ রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া যান। ইহার সহিতই ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত করেন।"

---

* এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ১৩১০ সালের 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে আরো বলা উচিত যে, এই পুঁথিখানি পটীয়া মুনসেফী আদালতের খ্যাতনামা উকীল ও 'অর্ঘ্য'—প্রণেতা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী নন্দী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগকে পরম উপকৃত করিয়াছেন। এ জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

† ৩য় বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

উক্ত প্রবন্ধ হইতে এই কাব্য সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যাইবে। সমস্ত কথা এখানে উদ্ধৃত করার স্থানাভাব। বক্ষ্যমান কাব্য-রচয়িতা রাজা রাজসিংহের চতুর্থ পুত্র রাজা জগন্নাথ সিংহ শর্ম্মা মহাশয়ও একজন সুকবি ছিলেন; তিনি 'জগদ্ধাত্রী-গীতাবলী' নামক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তদ্বিষয় পশ্চাৎ প্রকাশিত করিবেন, আশ্বাস দিয়াছেন। অতীব আনন্দের কথা, ভারতীর চিরশত্রু কমলার বরপুত্রগণ ও অধুনা আমাদের বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলনে অগ্রসর হইতেছেন। বঙ্গের অপরাপর ধনি-সন্তানগণও মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের মহদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন, বিধাতা সেইরূপ শুভদিন আমাদিগকে দিবেন কি?

৩৭৬। নাম-হীন গদ্য পুঁথি।

ক্ষুদ্র বৈষ্ণব পুঁথি। ভাষা গদ্য। সন ১২১১ মঘী তাং ৫ বৈশাখের লেখা। লিপিকরের নাম নাই। একস্থানে পদ্যে 'রামপ্রসাদ দাসের' ভণিতি আছে।

আরম্ভ :—শ্রীহরি ভরশা।

তত উৎপত্তি কথনং। প্রকৃতি পুরুষ হইছে মহত্তর্ত্তের জর্ম্ম, মহৎ হইতে রাজস অহঙ্কার, সাত্বিক অহঙ্কার, তামসি অহঙ্কার এই তিন অহঙ্কার হইতে আকাশের জর্ম্ম। ইহার শব্দ গুণ আকাশ হইতে বায়ুর জর্ম্ম। ইহার পর্শ (স্পর্শ) গুণ। ইত্যাদি।

ইহার পর ভণিতা; যথা :—

শ্রীদুর্গা চরণ গোস্বামি অখণ্ডরূপ নয়নে দেখিয়া।
দাস রামপ্রসাদে কহে প্রেমানন্দ হইয়া॥

অতঃপর 'দেশ কালপাত্র'; যথা :—

টুল টটহস্ত (তটস্থ) দেশ জম্প দ্বিপ, কাল অনিত্য কলি, পাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, আশ্রয় পিতা মাতার চরণ, আলিপন বেদাদি ক্রিয়া, উদ্বিপন পুরাণ আদি শ্রবণ, দেবতা নারায়ণ। ইত্যাদি।

অতঃপর 'জিজ্ঞাসা উত্তর'; যথা :—

আপনে কোন্ গোত্র, আমি অরচিন্তা-নন্দ গোত্র, কোন্ পরিবার, নিত্যানন্দ পরিবার। কয় শাখা, ১শাখা, কি নাম, শ্রীবিরভদ্র চূড়ামণি, জগৎ জুরি জার ধ্বনি। ইত্যাদি।

শেষ :—

রাধাকৃষ্ণ বইলে বাহু তুলে
চল যাই ব্রজধামে।
কাজ কি তোর আশ্রমে
দেখ্‌বি হরি বংশিধারী রাইকিশোরী
তার বামে॥
দেখিলে জনম আর হবে না।
চৈলে যাব সনে, কাজ কি তোর আশ্রমে॥

অতি কুৎসিত লেখা। পুঁথির শেষ কি এখানেই? ইহার নামটা কি? প্রকাশ করিতে কোন বাধা নাই ত?

৩৭৭। জ্ঞান-তত্ত্ব-পয়ার।

অতি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব সন্দর্ভ। কোন গ্রন্থের অংশ বিশেষ কিনা, জানিনা। ১২১৪।১৫ মঘীর লেখা, বোধ হয়। মোট ১১টি পদ। ভণিতা ও লিপিকরের নাম নাই।

আরম্ভ :—

অথ জ্ঞানতত্ত্ব পয়ার॥
অজ্ঞান জীবের ঘোর অন্ধকার।
মিথ্যা কার্জ্য প্রবঞ্চনা সদায় চেষ্টা তার॥
ভাল ভুত ভবিস্তত মন্দ নাহি জানে।
মায়া মোহে বিদর্থিব (?) অব্যর্থ
করিয়া মানে॥

শেষ :—

অজ্ঞান উদয় চক্ষু দিব্য-চক্ষু দিল দানে।
শ্রীগুরুর পাদপদ্মে বন্দিযা সাবধানে ॥
কৃপা করি দিল জেই মহাজনের মত।
শ্রীগুরুর পাদপদ্মে কোটী ডণ্ডবত ॥ সাঙ্গ ॥

৩৭৮। সুল্‌তান জমজ্‌মার পুঁথি।

ভিন্ন কবির রচিত এতন্নামধেয় আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। (৩২৫ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) তথায় ইহার প্রতিপাদ্য কি, তাহা লিখিত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন এ পুঁথির প্রতিপাদ্য ও তাহাই।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রী হকনাম এলাহি ॥
ছোল্‌তান জমজমার কেচ্ছা (পয়ার)
পহেলা প্রণাম করি প্রভু নিরাঞ্জন।
আকাশ পাতাল আদি যাহার শ্রীজন ॥
কিরূপে কহিব আমি মহিমা তাহার।
নবিগণে না পারিয়া হইল নাচার ॥
মহম্মদ নুর নবি আউয়াল আখেরে।
উদ্ধারিব পাপীগণ ময়দান হাসরে ॥

ভণিতা :—

হীন গোলাম মাওলা বলে না দেখি উপায়।
কেবল ভরসা মনে সেই রাঙ্গা পাএ ॥

শেষ :—

আজলের লেখা কেয়ছা বুজে দেখো দেলে।
আজলি (?) কলম বন্দ নাহি কোন কালে ॥
লেগো দেখি জমজমার আজল লিখনে।
কতকাল বাদে তারে বক্‌সিল রহমানে ॥
দোজক আগুন তারে করিল হারাম।
জমজমার কেচ্ছা ইতি হইল তামাম ॥

"ইতি ছোল্‌তান জমজমার পুতি সমাপ্ত। ইতি সন ১২৩৩ মং তাং ২২ কার্ত্তিক লেখীতং শ্রীজিন্নত আলি পীং ভেলা খাঁ স্যাং হুলাইন স্থানে পটীয়া।" পত্রসংখ্যা ৫৯, দুইপিঠে লেখা। আটপেজি বহির আকার।

৩৭৯। কৃষ্ণ-মঙ্গল।

খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে পূর্ব্বে ইহার পরিচয় একবার দেওয়া গিয়াছে। (১৯১ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) এবার সম্পুর্ণ পুঁথি পাওয়া গেল। এই পুঁথিখানি প্রকাশের সর্ব্বথা উপযুক্ত। আমার বিশেষ অনুরোধ, 'পরিষৎ' পুঁথিখানি প্রকাশ করতঃ এই বিলুপ্ত-প্রায় কীর্ত্তি রক্ষা করুন। আমি সম্পাদন-ভার লইতে প্রস্তুত আছি।

আরম্ভ :—নমো গনেসায়।

ঘড়ারি রাগেন গীয়তে।

প্রণামোহ গনপতি, ভক্তিভাবে করোম্ স্তুতি,
অবিঘ্ন মঙ্গল সুভদাতা।
অধর বরন রুচি, ব্যার্ঘ্মচর্ম্ম ধরে সুচি,
কুঞ্জর-বদন বেদদাতা ॥

শেষ :—

আমার সমান পাপি নাহি ত্রিভুবন।
একবার কৃপা কর প্রভু নারায়ণ ॥

"ইতি কৃষ্ণমঙ্গল পুস্তিকা সমাপ্তঃ। ইতি সন ১১৪৩ মঘি তাং ২৭ পোস ॥" পত্রসংখ্যা ৭৮, দুই পৃষ্টে লিখিত। বৃহৎ গ্রন্থ। রচয়িতার নাম দ্বিজ লক্ষ্মী-নাথ। গ্রন্থে কোন পরিচয় আছে কি না, জানি না।

অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর সেন, পেন্সন-প্রাপ্ত পুলিস সব্‌-ইন্‌স্পেক্টর, গৈড়লা, চট্টগ্রাম।

৩৮০। রেজ্‌ওয়ান সাহা।

মুসলমানী উপাখ্যান গ্রন্থ। হস্তলিপির অভাববশতঃ মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া এই

বিবরণ সংগ্রহ করিলাম। আটপেজি ৬৭ পত্রে সমাপ্ত। ছাপায় ভাষার মৌলিকতা নষ্ট হইয়াছে, স্পষ্ট দেখা যায়। ভাষা, সঙ্কর হইলেও বাঙ্গালা প্রধান। স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্যাভিমান সুপ্রকাশ। রচনা প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আরম্ভ :—

আর্দ্দে জুক্ত ইস্বরের অস্তুত লিখিতে।
কলমেহ মুণ্ড ঝুকাইল ডণ্ডবতে॥

মধ্যস্থল :—(রূপব্যাখ্যা।)

হেমতরু উর্দ্ধভাগে সামকাল গিরি।
সামময় তৃনাঙ্কুর পুর্ণ গন্ধধারি॥
মৃগমদ গন্ধ সদা সোরব বিষ্টিত।
শুভগন্ধ ঘ্রাণ হেতু সকলের বাঞ্চিত॥
সেই সামাকুর হৈতে সাম নেত্রমনি।
সেই কালে কাল নাগ জর্ম্মে কালঙ্গিণী॥

ভণিতা :—

(১) ক্ষুদ্রবুদ্ধি অল্পজ্ঞান হীন সমসের আলি।
রূপকাব্য বিরচিলা করিয়া পাচালী॥

(২) মহাকবি সমসের আলি স্বর্গে হৈল বাস।
কাব্যেতে চতুর ছিল দ্বিতীয় সে ব্যাস॥
খণ্ড কাব্য পুস্তক পুরিতে মোর আশ।
গায় হীন আছ্‌লমে হৈয়া উল্লাস॥
(৫৮ পৃঃ)। *

শেষ :—

সমসের মহাকবি স্বর্গলাভ ভেল।
রেজ্‌ওয়ান নৃপতি কাব্য কৌতুকে রচিল॥
মহাধীর ছেদমত আলি মহামনি।
জার গুণ জ্ঞান ঘোসে চৌখণ্ড মেদনী॥
রোসাঙ্গ প্রসঙ্গ আদ্দে শেষ চট্টগ্রাম।
থানে জোরার গঞ্জ মধ্যে সাহেবপুর ধাম॥
বসতি মম মাতুল প্রধান।
শ্রীযুত ইছপ আলি মহা ভাগ্যবান॥

* * * *

তাহার উরসে জর্ম্ম ছেদমত আলি॥
ভাগ্যবরে পিত্রভবে রাখিয়াছে পালি।

* * * *

চন্দ্রজোগে বেদগ্রহ লৈক্ষ করি॥
রোসাঙ্গ ইস্বর সাথ চাহিবে বিচারি॥
মাধবী মাসের শেষ বিংস সপ্তদিশ (?)।
মহা অষ্টগণে রচি পয়ার ছলিছ॥

মুসলমান-প্রকাশকগণের বিস্তার দৌড় কি পর্য্যন্ত, পাঠকগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। সেই ভূতগণের দৌরাত্ম্যে আমাদের সমস্ত কাব্যগুলিই মাটী হইয়াছে পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ সমস্ত কেহ ভালরূপে বুঝিলেন কি? বঙ্গভাষার ত এই দশা; গ্রন্থ-ধৃত সংস্কৃত শ্লোকগুলির অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

বোধ হইতেছে, কবি সমসের আলি কাব্যের কিয়দংশ-রচনার পর স্বর্গলাভ করেন; তদনন্তর 'আছলম' নামক ব্যক্তি অবশিষ্টাংশ রচনা করতঃ কাব্য সমাপ্ত করেন। চট্টগ্রাম—জোরারগঞ্জ থানার অন্তর্গত সাহেবপুর-নিবাসী ছেদমত আলি বোধ হয় প্রকাশক। উক্ত কবিদ্বয়ও সম্ভবতঃ চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। গ্রন্থের রচনা কালটা ১১৪৯ মঘী নহে কি?

৩৮১। মৃগলুব্ধ।

পূর্ব্বে এই নামধেয় আরো দুইখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। (১৬ ও ১৮১ সংখ্যক পুঁথিদ্বয় দ্রষ্টব্য।) ইহার ভণিতা পাওয়া গেল না। পাঠ করিয়া দেখার সুযোগ হয় নাই; কাজেই অন্য আর বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না। তবে পূর্ব্বোক্ত পুঁথি দু'খানা হইতে ইহাকে ভিন্ন বলিয়াই বোধ হইতেছে।

* এই ৫৮ পৃষ্টার পরও আবার মধ্যে মধ্যে সমসেরের ভণিতা দেখা যায়। হস্তলিপি না পাইলে কিছু ঠিক করিয়া বলা যায় না।

আরম্ভ :—নমো গনেসাঅ। নমো সরস্বতি নম। বেদে রামাঅনে * * ইত্যাদি

রাম২ প্রভু রাম জীবের জীবন।
কৃপা কর দিনবন্ধু লইলুম সরন॥
যুন২ সর্ব্বলোক হইয়া একচিত।
মৃগলোব্ধ যুনি হএ সরির পবিত (পবিত্র)

শেষ :—

মুচুকুন্দ রাজাএ জে রুকিনী কহিল।
এই মতে রাত্রি পোসাইল॥
নদীতীরে বাউবর্গে পুজিল সঙ্কর।
রব উল্লাসিত হইলা দেব মহেশ্বর॥
রথ পাঠাইয়া দিলা দেব দিগাম্বর।
সেই রথে আরোহিলা হস্তিনা ইস্বর॥
রথের উপরে রাজা পুর্ণ বদন।
পত্নি সহিতে রাজা স্বর্গেতে গমন॥
জেই জনে যুনে মৃগ লুপ্ধের কথন।
শরিরেত পাপ নাই কদাচন॥

"ইতি মৃগলুপ্দ্ধ পুস্তক সমাপ্ত। ভিন্নস্বামি * * * * * নাস্থি ভেদ কদাচন। শ্রীইশানচন্দ্র যুভ অক্ষরমিদং।" তারিখাদি নাই। অতি পুরাতন ও জীর্ণ। পত্রসংখ্যা ১৬, দুই পিঠে লেখা। আকারে ক্ষুদ্র। অধিকারী শ্রীযুক্তবাবু দিগম্বর সেন, পেন্সন প্রাপ্ত পুলিস-সব্-ইন্স্পেক্টর, গৈড়লা, চট্টগ্রাম।

৩৮২। আম্ছেপারার ব্যাখ্যা।

ইহাতে পবিত্র কোরান সরিপের অন্তর্গত 'আম্ছেপারা' নামক অংশ-পাঠের ফল বর্ণিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে বেশী কথা বলা অনাবশ্যক। পত্রসংখ্যা ৬; ¼ অংশ পরিমাণ ফুল্স্কেপ্ কাগজের আকারের বহি। বাঙ্গালা কাগজ। দুই পিঠে-লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ।

শেষ ও ভণিতা :—

ফকির হোছনে কহে, মনেতে ভাবিয়া ভয়ে,
এক বিনে দুই প্রভু নাই।
কালি সনে দেখা হইলা, (?) পাপজোগ ভোলাইলা,
তবে কেন না চাও গোসাই॥

"তামামত আম্ছুরার বেক্যা সমাপ্ত। আদাএ ইতি সন ১২০৯ মং তাং ১৬ কার্ত্তিক রোজ সোমবার। শ্রীকমর আলি পীং মাহাং আলি সাং হুলাইন।"

৩৮৩। ষট্‌কবি মনসা।

পুর্ব্বে একখানি খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে ইহার একটু পরিচয় লিখিয়াছিলাম, মনে পড়িতেছে। এবার সম্পূর্ণ পুঁথি দেখিলাম প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা ১২৭; দুইপিঠে লেখা। বলা বাহুল্য, 'বাইশ কবি মনসা' অপেক্ষা ইহা আকারে অনেক ছোট।

আরম্ভ:—নমো গনেশায় নমো। আস্তিকৈস্য * * * * * ইত্যাদি।

প্রনমোহ গণপতি, বিঘ্ন হোতে মহামতি,
স্মরনে পাশও দুরে জাএ।
তালো জন্ত্র লৈয়া হাতে, সভার মঙ্গল গাইতে,
তাহে প্রভু হইয়া সদয়॥

শেষ :—

নম২ প্রনমহ আস্তিক জননি।
জথ দোস করিলুম খেমহ আপনি॥
দণ্ড প্রণাম করে মনসার পাএ।
সম্মান সন্মতি বর দেঅ মনসাএ॥
পণ্ডিত জানকীনাথে এহ রস গাএ।
সেবকের তরে বর দেঅ মনসাএ॥
জেবা গাএ জেবা যুনে মনসা-মঙ্গল।
বিস সান্তি ধনপ্রাপ্তি সর্ব্বত্রে কুশল॥
পঠিআ যুনিআ জেবা না লএ পদ্মার নাম।
নিশ্চএ জানিঅ তারে মনসা হৈল বাম॥
মনসা-মঙ্গল গাথা সমাপ্ত হইল।
সট কবি গ্রহন্ত জে বিরচিত হইল॥

দেখিতেছি, সকল মনসা-পুঁথিরই মূল নাম 'মনসা-মঙ্গল'। বিভিন্নদেশবাসী কবিগণ মিলিত হইয়া কি এরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন? না, যবনিকার অন্তরালে সঙ্কলয়িতা অপর কেহ আছেন? এ তথ্য বিশেষরূপে আলোচ্য বটে!

ইহার-রচয়িতৃগণের নাম;—১। পণ্ডিত জানকীনাথ, ২। ষষ্ঠীবর সেন, ৩। গঙ্গাদাস সেন ৪। বৈদ্য জগন্নাথ, ৫। গুণানন্দ সেন ৬। রতিদেব সেন। ইঁহাদের সকলের নাম গ্রন্থের বহু স্থলেই দৃষ্ট হয়। তবে কেবল একটিমাত্র স্থলে 'রমাকান্ত' নামে আর এক কবির ভণিতি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার নামটাকে প্রক্ষিপ্ত মনে না করিলে গ্রন্থের নামের সহিত সামঞ্জস্য থাকে কই? যাহা হউক, অপর প্রতিলিপি পাইলে বোধ হয় এই রহস্যের মীমাংসা হইতে পারে। ইহার তারিখাদি এই;— "ইতি মনসামঙ্গল সট (ষট্) কবিরচিত পুস্তিকা সমাপ্ত। ভিমস্যাপি * * * * জথা দিষ্টাং তথা লেখীতং লিখকো নাস্তি দোসকঃ ইতি সন ১১৬৫ মঘি তারিখ ৪ ভাদ্রে রোজ যুক্রবার বেলা ছঅ ডণ্ড থাকিতে হইছে। স্বঅক্ষরমীদং শ্রীশম্ভুরাম দেঅ দাসস্য সাং সীকারপুর॥"

৩৮৪। চিপ্ত ইমান।

মুসলমানী ধর্ম্ম-গ্রন্থ। আরব্য ভাষা হইতে অনূদিত। ১ম পত্র ও শেষ নাই। ২—১৭২ পত্র পর্য্যন্ত বিদ্যমান। এই পৃষ্ঠে লিখিত। বৃহৎ পুঁথি। তারিখাদি নাই, কিন্তু বেশী দিনের নকল নহে। পারিভাষিক শব্দাদি ছাড়া ভাষা সর্ব্বত্র খাঁটি বাঙ্গালা।

রচয়িতার নাম কাজি বদিয়ুদ্দিন। ইঁহার নিবাস চট্টগ্রাম—পটীয়া থানার অন্তর্গত 'বাহুলী' গ্রামে। এখন ইঁহার পৌত্র বর্ত্তমান আছেন। ইনি 'খোন্দকার' বংশজাত। পশ্চাৎ অপরাপর কথা সংগ্রহ করিব।

গ্রন্থকারের পরিচয়-স্থলটি পাওয়া যায় নাই; কিয়দংশ নিম্নে তুলিয়া দিলাম:—

আহামদ সরিপ প্রথম গুরু বুলি।
জীবের জীবন মোর আখির পোতলী॥
অমূল্য রতন গুরু মোহাম্মদ নকি।
আর গুরু এসাদোল্লা মোহাম্মদ তকি॥
আর গুরু কোরেশ মোহামদ জে নাম।
পির সাহা সরিপের পদেত ছালাম॥
কাজি মোহামদ ওয়ারিশ গুণাধার।
তাহান চরণে মোর ছালাম হাজার॥
আর গুরু চাম্পা গাজী নয়ানের
জুতি (জ্যোতি)
খিতাপচর শুভগ্রাম তাহান বসতি॥
বাঙ্গালা ভাসা জ্ঞাত মোর সেই গুরু হোতে।
মুখে পাঠ লেখিছি না হইছে নিজ হস্তে॥
* * *
'দিন্ ইছ্লামের কথা' সুন দিআ মন।
দেশী ভাষে রচিলে বুজিব সর্ব্ব জন॥
এ সকল চিপ্ত ইমা কিতাবেত পাই।
কহেন্ত বদিয়দ্দিনে পআর মিলাই॥

৩৮৫। মন্ত্রের পুঁথি।

ইহাতে কতকগুলি সর্পের মন্ত্র ও সর্পাঘাতের ঔষধ লিখিত আছে। তারিখ বা লেখকের নামাদি নাই। অত্যন্ত প্রাচীন। কদর্য্য লেখা। পত্রাঙ্ক নাই। গণনায় ৭টি পাতা পাওয়া গেল।

মন্ত্রগুলি অশ্রাব্য। একস্থল হইতে কয়েকটা ঔষধ তুলিয়া দিতেছি।

"সর্পে কামরাইলে বিস জদি জাগে প্রওগ (প্রয়োগ)।
ওজ—/০ মাসা
হিঙ্গ—/০
করুআ তৈলে বাটি নস লইলে বিস লামে।

২ দফে। জদি বিষের ভব (ভাব) কিছু থাকে, নিম গোটা বাটি ব্রহ্মতালুতে দিলে বিস লামে।

৩ দফে। রাতি বিআলি জদি কিছুএ কামরাএ ছাগলের লাদি মধু দি পিসি ঘাএর মুখে দিলে বিস নিরবিস হএ।" ইত্যাদি।

৩৮৬। সখী-রস পয়ার।

ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসন্দর্ভ। কোন গ্রন্থের অংশ-বিশেষ না কি? লেখকের নাম বা তারিখ নাই। ১২১৪।১৫ মঘীর লেখা হইবে। রচয়িতা 'দামোদর দাস'। কদর্য্য লেখা। মোট ১২টি পদ।

আরম্ভ :—

সখিরস পর-কৃয়া অত্যন্ত নিগোর (নিগূঢ়)।
নিত্য সাধ্য বস্তু হয় সাদএ (?) চতুর ॥
এই তিন জন্য ব্রজে অবতির্ন্ন হৈলা।
বহু রস বিস্তারিআ রস পুর্ণ কৈলা ॥

শেষ ও ভণিতা :—

নিজ পতি এক মনে করএ ভজন।
কস্তুরি লইয়া হাতে সুগন্ধি চন্দন ॥
নিজ পতির সঙ্গে ব্রজে করে বাস।
চামর ঢুলাইয়া রাধা (?) দামোদর দাস ॥
সাঙ্গ।

৩৮৭। নামহীন পুঁথি।

ইহা সম্পূর্ণ আছে কিন্তু নামটা কি, জানিতে পারি নাই। মুসলমানী সংহিতা-গ্রন্থ। পারস্যভাষা হইতে অনূদিত। এক স্থানে এইরূপ লেখা আছে :—

এই জে নোচ্কা জান ফারসী আছিল।
সবে বুজিবারে হীনে পাঞ্চালি রচিল ॥
নোচ্কা বোলএ জাকে ফারসী ভাসাএ।
তক্তিব কিতাব বুলি বঙ্গভাষে কহে ॥

আরম্ভ :—

প্রথমে ছজিদা করি প্রভু নিরাঞ্জন।
কন্ বাক্য সৃজিলেক এ চৌদ্ধ ভুবন ॥
স্থান নাই স্থিতি নাই সন্তেত (শূন্যেত) বসতি।
তাহান মহিমা কৈতে কি মোর শকতি ॥
গুরুর চরণে মুই করিয়া ভকতি।
মন দিআ সুন নারী হৈলে গর্ভবতী ॥
গর্ভনারী হৈতে পুত্র কন্যা জনমিলে।
দফন করিতে ফুল কিতাবেত বোলে ॥

ভণিতা :—

মুনাইম মুন্সীর বাণী, হিততত্ত্ব মনে মানি,
কমরালী রচে সুপএআর।

শেষ :—

ছও (?) সত বসু রিতু সন জদি হৈল।
ছরছালের (?) নীতি হীনে পাঞ্চালী রচিল ॥
মুনাইম মুন্সী জান অতি ভাগাবন্ত।
তান আজ্ঞা ধরি হীনে পাঞ্চালী রচিলেন্ত ॥
হীন কমরআলি মুই বুদ্ধি শিশু মতি।
পাঞ্চালী রচিতে পারি কি মোর শকতি ॥
*　　*　　*
নবি করিআছে এই হিজিরির সন।
বৈসাখেতে মগী সন চৈত্রেত পুরন ॥
ছরছালের নীতি এই তামাম হইল।
কিঞ্চিত রচিলুম মুই বুদ্ধি জে আছিল ॥

গ্রন্থের নামটা কি "ছরছালের (?) নীতি ?" হুলাইন নিবাসী মুনাইম্ মুন্সীর আদেশে কমর আলি কর্ত্তৃক ইহা রচিত হইয়াছে, এরূপ কথা আরও এক স্থানে আছে। গ্রন্থের রচনা-কাল কত? উক্ত গ্রাম—চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত। কবিবরের বাসস্থানও বোধ হয় উক্ত গ্রামে হইবে। পশ্চাৎ অনুসন্ধেয়।

পত্রসংখ্যা—১৯। আটপেজি কাগজের বহি। দুই পিঠে লেখা। তারিখাদি নাই বড় বেশী দিনের নকল নহে। ক্ষুদ্র পুঁথি।

৩৮৮। মনসা মঙ্গল।

এখানি খেমানন্দ ও কেতকা দাসের রচিত। সম্পূর্ণ ও ভাল অবস্থায় আছে। পত্রসংখ্যা ৭৭, দুই পিঠে লেখা। প্রকাণ্ড আকার। ভাল লেখা, এই প্রতিলিপির সাহায্যে প্রকাশ-কার্য্য চলিতে পারে। জিজ্ঞাসা করি, উক্ত কবিদ্বয় সম্মিলিত হইয়াই কি ইহার রচনা করিয়াছেন ?

আরম্ভ :—নমো গনেসায়। নমো পদ্মাঐ নমো।

জবে নহি ছিল মহি, তার পুর্ব্ব কথা কহি,
ভুত ভবিস্যত বিদ্যমান।
প্রলয় জুগান্ত কালে, প্রীথিবি ডুবিল জলে,
এক মাত্র ছিল ভগবান॥
মোহা দেব পদ্ম তোলে, পদ্মপত্রে বির্জ টলে,
তাহা গেল পাতাল ভুবন।
দেবি ভুজঙ্গের মাতা, মনসা জন্মিলেন তথা,
বাপে তানে থুইল বীজুবন॥

ভণিতা :—

(১) তেজীয়া আপনা স্থান, কর মোরে পরিত্রাণ,
প্রধান স্বরূপে গাম গীত।
মনেতে মনসা ভাবি, কহে খেমানন্দ কবি,
নায়কেরে কর মন প্রীত॥
(২) মনসার চরণ আসে, রচিল কেতকা দাসে,
তুআ বিনে অন্য নাহি গতি।
জেই শুনে যুনে ভনে, রৈক্ষ তারে অমুক্ষনে,
অন্তকালে হইবা সারতি॥

শেষ :—

'মনসার চরণ আসে' ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত ভণিতা।

"ইতি সন ১১৩৮ মঘি সকাদিত্য সন ১৬৯৮ তারিখ ১৮ মাগ রোজ সনিবার তিথি দ্বতিআ বেলা এক দণ্ড থাকতে শ্রীশ্রীমতি পদ্মপুরানে মনসা মঙ্গলং অষ্টম দিবসের গীদ সমাপ্ত॥ঃঃ এই পুস্তিক লিখনং শ্রীফকির চান্দ সেন দাসস্য পীছরে নঅন সেনস্য যুঅক্ষরমীদং পুস্তিকেয়ঃ॥ঃ অথ ইসাদি শ্রীরাম কিসোর দাসস্য পীং কৃপারাম লালা আর শ্রীরাম চন্দ্র দাসস্য পীং কানুরাম ঠাং শ্রীস্যামযুন্দর দাসস্য পীছরে শ্রীরাজারাম ঠাং জানিবে শ্রীরামহরি দাসস্য, ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাশ্চ মতিভ্রম। জথা দিষ্ট তথা লিখীতং লিখিকো নাস্তি দোসকঃ॥ এই পুস্তক দেখিআ জেবা মন্দ বোলে। অঘোর নরকে তার বাস নিশ্চএ॥ জথা দেখিছি তথা করিছি লিখন আহ্মার দোস + + কদাচন॥ এই পুস্তক জে লারচার করে তার বাপ + + পরি মা যুকরিঃ॥ঃ"

এই পুঁথিখানি প্রকাশের জন্য 'পরিষৎ'কে সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছি।

৩৮৯। ভাব-লাভ।

মুসলমানী গ্রন্থ। একটা দীর্ঘ কেচ্ছা আছে। উক্ত নামকরণের সার্থকতা কি, পাঠ না করিলে বলিতে পারিব না। খণ্ডিত পুঁথি,—শেষ কতদুর নাই। রয়াল ফরমের বাঙ্গালা কাগজ; পৃষ্ঠসংখ্যা ৫৪। হস্তলিপি আধুনিক,—১২৩৪ মঘীর লেখা। রচনা অনেক স্থানে সুন্দর। ভাষা বাঙ্গালা-প্রধান। কদর্য্য হস্তলিপি।

আরম্ভ :—শ্রীযুত হকনাম। ভাবলাভ।

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরাঞ্জন।
দ্বতিএ প্রণাম করি রছুল চরণ॥
ত্রিতিএ প্রণাম করি ফিরিস্তারগণ।
চতুর্তে প্রণাম করি এই তিন ভোবন॥

রাগিনি লুম ঝিঝিট : তাল রেথ্তা।

প্রেমের ভাবে ভবার্ণবে ভেবে প্রান গেল।
ভবভাবে ভুলে জাই ভুলা ভএ হলো ॥
প্রথম ভাবের ভাব স্থন : ভাবে ভুলে ভোলামন :
পরে ভেবে অঙ্গহীন : ভাব রাখা ভার হলো
ভেবে ভনে সমছর্দ্দি : পার হব গো ভবনদি :
ভিতরের ভিত জদি : গুরু ভাব ভার হলো ॥

আড়-খেমটার গান।

ভবনদি পার হতে ভাবের ভাবি নৈলে নারে।
তরিতে তরাইতে তারক বিনা কেবা পারে ॥
ভাবের ভাবি তারে বলি : ফুট্‌লে পরে কমল কলি :
প্রেমমধুর হএ অলি : জে জন বসে গ্রহন করে॥
কমল কলি কোথাএ আছে : দেখ্‌নারে মন
আপনার কাছে :
কায়ার ভিতর হৃদএ আছে : প্রেমের কমল বলি তারে।
সমছর্দ্দি ছিদ্দিকী ভনে : গুরুর চরন ধারন বিনে :
একথাকে বুজিতে জানে : হেন শক্তি কাহার ॥

এই গেল প্রস্তাবনা। তারপর "পুস্তক আরম্ভ + + ত্রিপাদ।" তৎযথা :—

কাশ্মির মুল্লুকেতে : নির্প এক ছিল তাতে :
জত রাজা প্রজা তার হএ।
এই ছিল তার ভালে : কর দিত সবে মিলি :
সুখে ছিল আনন্দ হইএ ॥ ইত্যাদি।

নিম্নে স্থানান্তর হইতে আরো একটি গান তুলিয়া দিলাম। গানটি আমাদের বেশ লাগিল।

রাগিনী ভৈরবী—গান ভজন।

ভবপারাবারে আসি বেপার হলো নারে মন ॥
হৃদএরি রাজা কেবা, চিনালি না মন হয়ে হাবা,
করিতে নারিলি সেবা, করিএ জতন।
সে ধন মোর সাথে২, আমি ভ্রমি পথে২,
হৃদএরি রথে, করিতে যে আরোহণ ॥
হৃদএ রেখেছ জারে, আদরে কাতরে তারে
ডাকরে মন উচ্চঃস্বরে, জদি করিবি দরশন।
ছিদ্দিকি কান্দনি গাএ, মিছে দিন বয়ে জাএ,
এখন না সাধিলি তাএ, সাধিবি কখন ॥

পুঁথির বাকী কতদুর, কি জানি? শেষাংশ আর উদ্ধার করিয়া কাজ নাই। ইহার রচনা তেমন প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। কোথাও যেন এই নামের একখানি ছাপান পুঁথি দেখিয়াছি, মনে পড়ে।

ইহার প্রণেতা 'সমছদ্দি ছিদ্দিকী' যে চট্টগ্রাম-বাসী নহেন, তাহা তাঁহার নামেই বোধগম্য হইতেছে। চট্টগ্রামে ঐরূপ নাম 'নকারান্ত' হইয়া থাকে ; যেমন,—সমছদ্দিন, আইনদ্দিন ইত্যাদি।

৩৯০। নামহীন পুঁথি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। ১ম হইতে ১৩শ পত্র আছে। তন্মধ্যে ৮ম পত্রের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন, তারিখাদি নাই। অতি জীর্ণাবস্থ। প্রাচীনতায় নহে, অযত্নেই ঐরূপ হইয়াছে। বড় বেশী দিনের লেখা, বোধ হয় না। অনুমান ৫০।৬০ বৎসরের লেখা হইবে। প্রাপ্তাংশে প্রায় ৪১৬ পদ আছে। পুরাতন কাগজ,—দুই পিঠে লেখা। ভণিতা নাই।

মুসলমানী পুঁথি, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ে হিন্দুয়ানি-ইস্লামীউ-ভয় ভাব সমাবিষ্ট, এই অংশে কেবল "সৃষ্টিপত্তনের" বিবরণ লিখিত আছে। তাহাতে নবিবংশের কথা আছে; অবতার-বাদও আছে। পাঠকালে মনে হয়, পুঁথিখানার নাম 'সৃষ্টি পত্তন'ই হইবে। কারণ, ঐ নামীয় পুঁথির অস্তিত্বের কথা আমরা শুনিয়াছি। পুঁথির রচনা সুন্দর ও ধর্ম্মভাবমূলক।

আরম্ভ :—শ্রীযুত। ৴৭আল্লাহ আকবর।

প্রথম প্রনাম করি অনাধিনিধন।
নিমেশে স্রীজিলা প্রভু এ চৌর্দ্ধ ভোবন ॥
আদি অন্তে নাহি প্রভু নাহি স্থান থিত (স্থিত)।
খণ্ডন বর্জ্জিত প্রভু সর্ব্বত্রে বেয়াপিত ॥

আকাশ পাতাল মৈর্ত্য শ্রীজন করিআ।
নানা রূপে কেলি করে অলকিত
(অলক্ষিত) হইআ॥

*　　*　　*

লৈক্ষে অলক্ষ হৈআ বৈশে অলক্ষিতে।
চিনিতে অচিন চিন সন্দেহ চিনিতে॥
কহিলে অক্ষর নহে ভাবিতে উদাশ।
সুন্ন ঘঠে সুন্নকার হইছে প্রকাশ॥

*　　*　　*

অনলের তাপ স্রজি আছএ বেআপিত।
শিতল সুগন্ধি রূপে গোবন সহিত॥
মৃত্তিকাত রহিছে কঠিন রূপ ধরি।
জল মৈদ্ধে আছে জেন বিন্দু অবতারি॥
চন্দ্রিমাতে রশি (রশ্মি) জেন সুর্জ্জের কিরন।
তেন মত বেয়াপিত আছএ নিরঞ্জন॥
জেহেন আছএ ননি গরাশ (গোরস) সহিত।
তেনমত আছে প্রভু জগত বেআপিত॥
মোহাম্মদ রূপ ধরি নিজ অবতার।
নিজ অংশ প্রচারিলা হইতে প্রচার॥

*　　*　　*

রজ গুণ ধরি প্রভু সংসার সিরজন।
সত গুণ ধরি প্রভু সংসার পালন॥
তমগুন ধরি প্রভু সঙ্গার করন।
এই তিন গুণ তান মহিমা তখন॥ ইত্যাদি।

বসুমতী পাপের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া মহাপ্রভুর নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"প্রভো! আমাকে পালনের জন্য অমুক অবতার হন; কিন্তু তাহাতে তিনি অপারগ হওয়ায় আমার প্রার্থনায় আবার অমুক অবতার হন।" গ্রন্থখানি এইরূপে 'রামাবতার' পর্য্যন্ত আসিয়াছে। 'ক্ষিতি' দেবী 'মহাপ্রভুর' গোচরে নিবেদন করিতেছেন:—

রামক শ্রিজিলা প্রভু মোহেরে পালিতে।
রামেহ মোহোকে ন পালিল ভালমতে॥
অনুদিন মোর পিষ্টে করিলেক রণ।
কদাপিহ ভালমতে না কৈল পালন॥

*　　*　　*

সতি নারি সিতা দেবি অনাথ হইআ।
মোহোর পিষ্টেত ছিল বহু দুর্খ পাইআ॥
এ দেখিআ মোর মন হইল ফাফর।
নিবেধন কৈলুম প্রভু তোমার গোচর॥
এ পাপের ভার মুই না পারি সহিতে।
পাতালে মর্জিআ আমি রহিব নিশ্চিতে॥
কথেক সহিব আমি এ পাপের ভার।
সহজে ললাটে এথ লেখিছ আমার॥
খেতির কাকুতি সুনি প্রভু নিরঞ্জন।
খেতিরক্ষা ফিরিস্তাক বুলিল বচন॥
নিশ্চএ জানিঅ মুই আদম স্রজিমু।
সে আদম হোস্তে খেতি নিশ্চএ পালিমু॥

অতঃপর খণ্ডিত। তবেই বুঝিতেছি, এবার আদম (হিন্দুমতে 'মনু') সৃষ্ট হইবেন; তার পর 'আদ্‌মি' বা 'মানব' হইবেন।

৩৯১। ইউসুফ-জোলেখা।

সুপ্রসিদ্ধ পারস্য গ্রন্থ 'মহব্বৎ নামা'র প্রতিপাদ্য যাহা, এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্যও তাহাই। ইহাতে ইউসুফ (খৃষ্টানদের Joseph, son of Jacob, মুসলমানের 'এয়াকুব') ও জোলেখার অপূর্ব্ব প্রেম-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে বলি, ইদানীন্তন কালে মুন্সী আবদুল লতিপ নামক জনৈক শিক্ষিত ব্যক্তি (চট্টগ্রামী নহেন) উক্ত ঘটনাবলম্বনে বিশুদ্ধ গদ্য ভাষায় 'জোলেখা' নামক গ্রন্থ ও অনেকদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রাম—সাতকানীয়া-নিবাসী বেলায়েত আলি নামক মুসলমান পণ্ডিত 'মহব্বৎ নামা' নামে স্বনাম-প্রসিদ্ধ পারস্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ রচনা করিয়াছেন। ঐ অনুবাদ পাণ্ডিত্য-ব্যঞ্জক হইলেও অত্যন্ত রূঢ় ও জটিল-ভাষায় পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ আলাওলের মত

শক্তিশালী অনুবাদক আমাদের সমাজে আর হইবেন না !

পুঁথিখানি খণ্ডিত ; ১৬—৯৪ এবং ১০০—১০১ পত্রগুলি বিদ্যমান। চট্টগ্রাম—ধলঘাঠ-নিবাসী প্রসিদ্ধ ৺কালিদাস নন্দীর হস্তলিপি। তারিখাদি নাই ; কিন্তু ১২১৪।১৫ মঘীর লেখা, বোধ হয়। অযত্নে প্রথম ও শেষাংশের কয়েকটি পত্র নষ্ট-প্রায় হইয়াছে। রয়াল ফরমের কাগজের বহি। রচনা বেশ সুন্দর ও খাঁটি বাঙ্গালা।

১৬শ পত্রের আরম্ভ :—

* * *

না দেখিলে একদণ্ড, মর্ম্ম হএ সত খণ্ড,
দসদিগ হএ ঘোরতর ॥
তে কারণে নবিবরে, সেইক্ষনে দিষ্টি করে,
ইছপেরে রাখি হেরে মুখ।
তা দেখিয়া ভাত্রিগণ, সদতে তাপিত মন,
ভাত্রিগণে গুণে মনে দুখ ॥

১০১ পত্রের শেষ :—

জলেখাঁর নয়ানে রক্ত বহে অনিবার।
রক্তবর্ণ হইলেক মুখ জলেখাঁর ॥
অবিরথ বয় দুর্থ চক্ষু রক্তমাখি।
হইলুম নিত্য বর হইলুম বর দুখি ॥
নয়ানের জলে নিত্য করাঞ্জলি পুরি।
মুখেতে মাখএ জেন কুঙ্কুম কস্তুরি ॥
ইছপের প্রেমবন্দি হৃদের মাজার।
* কাজে তরুন মাত্র মনে জলেখাঁর ॥

ভণিতা :—

(১) আবদুল হাকিম সাহার জফ
(সাহা জফর ?) নন্দন।
রচিলেক জলেখাঁর বিরহ বেদন ॥

(২) সাহাবন্দি মহাম্মদ পীর গুণবান্।
সে পদপাদুকা তান জপি পরিত্রাণ ॥
আবদুল হাকিম তবে সাহার নন্দন।
কহন্ত জলেখাঁ তোমা বিবাহ কথন ॥

(৩) সাহাবন্দি মোহম্মদ গুণের সাগর।
তাহার হৃদেতে প্রভু ভেদর লহর ॥
সে সমুদ্র আগে মহি গগনমণ্ডল।
জে হউক অধিক মিন বিন্দু এক জল ॥ (?)
সে সমুদ্রতরঙ্গ ঢেউ উঠিল কদাকিৎ।
এহলোকে পরলোকে সকল অনিৎ ॥

এই গ্রন্থখানি চট্টগ্রামী সম্পত্তি কি না, জানি না। বলিতে ভুলিয়াছি, ইউসুফ নবির অনেক কথা পাঠকগণ বাইবেলে দেখিয়া থাকিবেন।

৩৯২। নাম-হীন পুঁথি।

ইহার নাম নাই। মুসলমানী যোগ-শাস্ত্রগ্রন্থ। হিন্দু-যোগের সহিত মুসলমানী-যোগের প্রভেদ কেবল কতকগুলি শব্দ লইয়া ; মূলতঃ পার্থক্য নাই। 'যোগ-কলেন্দর', 'জ্ঞান-প্রদীপ' এবং সমালোচ্য গ্রন্থ একই বিষয়-সম্বন্ধে।

রচয়িতার নাম সৈয়দ সুলতান। তদ্রচিত 'জ্ঞান-প্রদীপ' আমরা দেখিয়াছি এবং উহার পরিচয়ও ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক 'পরিষদে' ১২ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে। কই তাহার সহিত ত ইহার অভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে না। তবে ইহার নাম কি ? পুঁথিখানি সর্ব্বাংশেই রক্ষণ-যোগ্য।

খণ্ডিত পুঁথি। কেবল প্রথম ১০টি পাতা মাত্র আছে। পত্রের আকার ১৭×৭ ইঞ্চি পরিমাণ। বোধ হইতেছে, পুঁথিখানি বৃহৎ ছিল। তারিখাদি নাই ; কিন্তু খুব প্রাচীন, বোধ হয়। কাগজ

* ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক 'পরিষৎ-পত্রিকায়' ২১ সংখ্যক পুঁথিতে যে 'তন-তেলাওতে'র পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, উহা বস্তুতঃ তন্নামক স্বতন্ত্র কোন পুঁথি নহে। প্রতিলিপিতে কোন নাম না থাকায় বিষয়-হিসাবেই ঐ নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। উহা 'যোগকালন্দর' পুঁথিই বটে। লেখক।

তাম্রকূট পত্রের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। হিন্দু নকল নবিশের লেখা।

আরম্ভ :—৺নমো গনেশায়।

প্রথমে প্রভুর নাম করিয়া স্বরন।
আঠার হাজার আলম্ জাহার শ্রীজন॥
ক্ষেনে অপরাধ দিআ প্রবরদিগার।
বিনি হস্তে ধরিআছে সকল সংসার॥
বিনি কর্ণে বুনিতে জে আছএ সকল।
বিনি আখি দেখন্ত জে জগতমণ্ডল॥
বিনি ন জমিয়া (?) জানে সভার মরম।
সভানেরে আহার জোগাএ অবিশ্রাম॥

* * *

কহন না জাএ তান অতি মাঁঝা তুল।
মন দিয়া যুন কহি দ্রবেসির (দর্ব্বেশীর) মুল॥

মধ্যস্থল :—

আর এক মুন তুক্ষি অপরূপ কথা।
সট রিতু বসতি করএ জথা তথা॥
আধার চক্রেত গীস্মা (গ্রীষ্ম) রিতের ওদএ।
অধিষ্ঠান চক্রেত বরিসা নিশ্চএ॥
অনাহুত চক্রেত সরত রিতু বৈসে।
বিশুদ্ধি চক্রেত জান সিসির প্রকাসে॥
মনিপুর চক্রেত হেমন্ত রিতু বৈশে।
আদ্যা চক্রেত জান বসন্ত প্রকাসে॥ ইত্যাদি।

ভণিতা :—

পুনি২ প্রণামিয়া গুরুর চরণ।
সৈদ সুলতানে কহে নারির
(নাড়ীর) সংস্থান।

১০ম পত্রের শেষ :—

অপুর্ব্ব কহিল কথা সাধ বিচক্ষণ।
জানি (জ্ঞানি) সবে কহে তারে
জান (জ্ঞান) সঞ্চরন॥
অথনে কহিব মুন চক্রি নামে কর্ম্ম।
অবধান কর কহি তার জথ মর্ম্ম॥
ভ্রমন করিব মাথা চক্রের আকারে।
ভ্রমাইব জেই মত কহি মুন তারে॥
দুই বাহু তুলি দুই কর্ণে লাগাইব।
চাপীয়া চিবুক তবে কণ্ঠ পরে দিব॥
তাহার অথেক গুণ শুন দিয়া মন।
মর্ম্ম হোতে মাথা বেথা খণ্ডিব তখন॥
আর এক কথা কহি নিক্কি (?) নাম তার।
জাহারে সাধিলে সিদ্ধি হএ ত সিদ্ধার॥

'জ্ঞানপ্রদীপের' সহিত ইহার এতই সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে যে, ইহাকে ভিন্ন গ্রন্থ বলিতে সন্দেহ হয়। আজ জ্ঞান-প্রদীপ আমাদের নিকটে নাই, সুতরাং মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না। পরে দেখা যাইবে।

৩৯৩। পরাগলী মহাভারত।

খণ্ডিতাকারে এই গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থের অধিকাংশই বর্ত্তমান আছে। লেখা খুব প্রাচীন, বোধ হয়। কাগজগুলি তাম্রকূট পত্রের মত হইয়াছে। তারিখাদি ছিন্ন। কত হইতে কত পাত আছে, মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই। এজন্য কোন অংশ আর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম না। প্রয়োজন মতে ইহার আলোচনা করিব। এই পুঁথিখানি আনোয়ারানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু তারাকুমার সেন কবিরাজ মহোদয়ের নিকটে আছে। তাঁহার নিকট মাধবাচার্য্যের জাগরণ (সম্পূর্ণ), ভবানন্দের হরিবংশ (জীর্ণ ও খণ্ডিত) এবং আরো বহু পুঁথি আছে। নুতন পুঁথিগুলির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম। আবশ্যক হইলে পুঁথিগুলি দিতে তিনি রাজী আছেন।

১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যার 'পরিষদে' ৯ম পুঁথিতে যে 'রাধিকার বারমাসের' পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহার আর একখানি প্রতি-লিপিতে 'বলরামদাসের' ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। উনি কোন্ বলরাম দাস, তাহা নির্ণয়ের উপায় আছে কি? বারমাসখানি যথাসাধ্য বিশুদ্ধ রূপে 'সুধা'—

৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যায় আবার প্রকাশ করিয়া দিয়াছি। লেখক।

৩৯৪। আমছেপারার মাহাত্ম্য।

ইহাতে পবিত্র কোরান সরিপের অন্তর্গত 'আমছেপারার' মাহাত্ম্য কথিত আছে। ক্ষুদ্র পুঁথি। ভণিতা নাই। পৃষ্ঠসংখ্যা—১১; রয়াল্ ফরমের কাগজের বহি।

আরম্ভ :—শ্রীযুত।

প্রথম প্রণাম করি প্রভু করতার।
দ্বিতিএ প্রণাম করি রছুল আল্লার॥
ত্রিতিএ প্রণাম করি ফিরিস্তারগণ।
চতুর্তে প্রণাম করি এই তিন ভুবন॥

শেষ :—

পরিলে (পড়িলে) তাহার দুঃখ হইব নিবারণ।
একবার পরিবেক ভাবি নিরাঞ্জন॥
সবার বরজিত হই বক্ষি রাত্র দিন।
আমি এক হিন জন সংসার মাজার॥

এই পুথি সমাপ্ত হইল জে। ইতি সন ১২৩৪ মঘি তারিখ ১২ কার্ত্তিক।

৩৯৫। সত্য-নারায়ণ-পাঁচালী।

ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্র-সংখ্যা ৮; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। তারিখ নাই; কিন্তু বেশী দিনের নকল নহে। 'দীনহীন দাসের' ও দ্বিজরাম কৃষ্ণের ভণিতা আছে। এতদ্বিষয়ক অপরাপর পুঁথির সহিত ঘটনার পরস্পর মিল দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকল কবির কল্পনাই এক রকম ও নূতনত্ববর্জ্জিত।

আরম্ভ :—নম গনেসায়ঃ। নম সত্য নারায়ণ নমস্ততে। অথ সত্য নারায়ণ পুস্তক লিক্ষতে।

প্রনমোহ নারায়ণ অনাদির ধন।
উতপত্তি প্রলয় সৃষ্টী জাহার কারণ॥

ভণিতা :—

(১) কৃষ্ণভক্তি আনন্দে জিনিব তিনযুগ।
দ্বিজ রামকৃষ্ণে কহে ধন্য কলিযুগ॥

(২) দিন হিন দাসে কহে, সুন সাধু মহাশয়ে,
বলি সুন এই তত্ত্ব সার।
সত্য দেব পুজা কৈলে, অহান কৃপার ফলে,
সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে তোমার॥

শেষ :—

সত্যদেব মহাপ্রভু জেবা করে হেলা।
নীশ্চএ জানিহ তার কোভু নাই ভালা॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করহ সব ভাই।
সত্যদেব প্রভু বিনা আর গতি নাই॥

"ইতি সত্য নারায়ন পুস্তক সমাপ্ত। শ্রীরাজ কিশোর চৌধুরি পীং কাশিনাথ চৌধুরি সাং আনোয়ারা॥"

দ্বিজ রামকৃষ্ণ ও রঘুনাথের রচিত এই নামীয় আর একখানি পুঁথির পরিচয় ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক 'পরিষদে' প্রকাশিত হইয়াছে। (৮৩ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) এই উভয় 'রামকৃষ্ণ' অভিন্ন কিনা, জানি না।

৩৯৬। সতী ময়নাবতী ও লোরচন্দ্রাণী।

এই পুঁথির বিবরণ পূর্ব্বে একবার দিয়াছি। (৭৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) একখানি খণ্ডিত পুঁথি মাত্র তখন অবলম্বন ছিল। এবার ছাপা পুঁথি ও সম্পূর্ণ হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আবার তদ্বিবরণ লিখিতেছি। আমার নিকট ইহার ৩।৪ খানি প্রতিলিপি সংগৃহীত আছে; সুতরাং এখন এই পুঁথির প্রকাশ-

কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আর কোন বাধা নাই।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বে 'পরিষদে' ও 'সাহিত্যে' * যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তদধিক আর বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে সেখানে আমরা কবির নিজ বাক্য উদ্ধৃত করি নাই ;—বিশেষতঃ সেই প্রতিলিপির উপর আমাদের তেমন আস্থা নাই। এজন্য কবির নিজের ভাষায়ই আমরা এখানে তাঁহার বিবরণাদি প্রকাশ করিতেছি।

আরম্ভ :—

[বিচমিল্লার নাম জান ত্রিভুবন সার।
আদি অন্ত নাহি তান দোসর প্রকার॥ ইত্যাদি

(রোসাঙ্গ-প্রসঙ্গ।)

কর্ণফুলী নদী পুর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারী॥
তাহাতে মগধবংশ ক্রমবুদ্ধিছার (?)
নাম রুস্তধর্ম্মরাজা ধর্ম্ম অবতার॥
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন॥

* * *

ধন্য২ শব্দ হৈল দেবের সংঘাত।
সুধর্ম্মের কীর্ত্তিযশ পুর্ণ সন্নিপাত॥] †
নৃপতির জসকির্ত্তি জেই নরে গাএ।
জর্ম্মসুখী হএ নর দরিদ্র পলাএ॥
ধর্ম্মরাজ পাত্র শ্রীআসরফ খান।
হানিফী মোজাব ধরে চিস্তি খান্দান॥

* * *

পরদেশী স্বদেশী নাহিক আত্মপর।
ডিঘি সরোবর দিলা অতি বহুতর॥
নৃপতি বল্লভ সেই আসরফ খান।
নানা দেশে গেল তার প্রদিষ্টা(প্রতিষ্ঠা)বাথান॥

সৈদ সেখজাদা আর আলিম ফকির।
পালেন্ত সে সব লোক প্রাণের অধিক॥

* * *

উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ।
আজি কুচি পাটান (?) জে আদি জথ দেশ॥
হেন রাজা জার প্রতি মহা দআ করে।
মহামন্ত্রী লস্কর উজীর নাম ধরে॥
বিবিধ প্রকারে দিলা বসন ভুসন।
বিবিধ প্রকারে কৈলা রাজ্যের পালন॥
ছত্রসমে দিল রাজা সোবর্ণ পতক।
রত্নময় টুপি দিলা অপুর্ব্ব জে টোপ॥
দশহস্তী প্রধান জে দিলা বরা বরা।
দাস দাসী সঙ্গে দিলা নেতের কাপরা॥
আসরপ খান জদি হইলা সেনাপতি।
নৃপতির সাক্ষাতে থাকন্ত নিতি২॥
সুধর্ম্মার মনে হৈল আনন্দ অপার।
সসৈন্য সামন্ত চলে বিপিন বেহার॥

* * *

দুই সারি নৌকার ভুসন নানা রঙ্গে।
আরোহিলা নৃপ খান আসরপ সঙ্গে॥

* ৬ *

খেলিতে খেলিতে রাজা গেল কুঞ্জবনে।
সঙ্গে আসরপ খান রাজপাত্র সনে॥
চতুর্দ্দিগে পাত্রগণ মধ্যে নৃপবর।
তারক বিষ্টিত জেন চন্দ্রিমা সুন্দর॥
বনপাশে নগর এক দ্বারাবতি নাম।
কৃষ্ণের দ্বারিকা জেন অতি অনুপাম॥
তথাত রচিআ সভা রহিলা নৃপতি।
মন্ত্রগঠন জেন সভার আকৃতি॥
অপুর্ব্ব নৃপতি সভা বিনোদের স্থল।
আমাত্য সহিতে রাজা করে কুতুহল॥
জার জেই মত বিধ সিবির রচিআ।
তথাত রহিলা সৈন্য আনন্দ করিআ॥

* * *

দ্বারাবতি উজ্জ্বল করিল ধর্ম্মরাজ।
দ্বারিকাতে সোভে জেন গোবিন্দ সমাজ॥
সৈন্য সমুদিত রাজা আকট (আখেট ?) করিআ।
চারিমাস রহে তথা বন বেহারিআ॥

---

* ১২ বর্ষ, ১১শ সংখ্যায় 'দৌলতকাজী ও লোর-চন্দ্রাণী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† বন্ধনী-মধ্যস্থ অংশ ছাপা পুথির পাঠ।

তার মধ্যে পাত্র আসরফ মহামতি।
আপনা ভুবনে আইলা রাজার সঙ্গতি ॥
নানা জাতি সৈন্য সবে ধরিল জোগান।
সভাতে বসিলা পাত্র আসরফ খান ॥
সৈয়দ সেক আর মগল পাঠান।
স্বদেশী বৈদেশী বহুতর হিন্দুস্থান ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সুদ্র বহুতর।
সারি২ বসিলেক মনিস্য সকল ॥

*　　*　　*

শ্রীযুত আসরফ পণ্ডিত প্রধান।
ষোল কলা পূর্ণ জেন চন্দ্রিমা সমান ॥
নীতি বিদ্যা কাব্য শাস্ত্র নানা রসময়।
পঠিতে শুনিতে নিত্য আনন্দ হৃদয় ॥
হেন মতে সভা করি বসি থাকে
নিতে (নিতি)।
কহন্ত আনন্দ চিত্তে কিতাব রচিতে ॥
আরবী ফারসি নানা উত্তম উপদেশ।
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ ॥
গুনিগণ গোআরিও খোটা বহুতর। (?)
সহজে মোহন্ত সভা লোক বহুতর ॥
শেষে পুনি কহিলেক কতুক মহামতি।
সুনিআ সতীর কথা রাজার আরতি ॥
[ভারতে পুরাণে সত্তে২ সে বাখান।
চন্দন তিলক সত্য উগে সর্ব্ব স্থান ॥

*　　*　　*

ঠেঠা ছোপাইয়া দোহ কহিলা সদনে। (?)
না বুঝে গোহারি ভাষা কোনং জনে ॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দ।
সকলে শুনিআ জেন বুজএ সানন্দ ॥
তবে কাজী দৌলতে সে বুজিয়া আরতি।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী ॥] *

(প্রস্তাবের আরম্ভ।)

রাজার কুমারী এক নামে মনাবতি।
ভুবন বিজই সে জে রুপেত পার্ব্বতি ॥
কি কহিব কুমারীর রুপগুণরঙ্গ।
অঙ্গের লীলাএ জেন বাঞ্জিছে অনঙ্গ ॥
ইত্যাদি।

* বন্ধনীস্থ অংশ ছাপা পুঁথির পাঠ।

দৌলত্ কাজীর রচনার শেষ :—

"মোহর হৃদয় মনে
লোর পতি বিনে
ন ভাএ আন রস রঙ্গ।
জবে ইহ লোকে
ন মিলে লোরকে
পরলোকে হইবো রঙ্গ ॥ *
"(মালিনীর উক্তি।)
জ্যৈষ্ঠ মাস পরবেশ,　বৎসর হইল শেষ,
দুঃখদশা না গেল তোমার।
দিনেং পীড়া বাড়ে,　বিরহের শোকান্তরে,
চন্দ্রকলা জেন জায় জড়ি ॥
বহয় পবন মন্দ,　বাজায় মদন দন্দ,
হৃদে জাগে বিরহ আনল।
পতি রতি ক্রিয়া গেল,　সে কণ্ঠ আর না দেখিল,
শরীর দগধে প্রেম জাল ॥

*　　*　　*　　*

শ্রীঅস্ত দৌলত,　কাজী গেল মৃতপদ,
বাকী রৈল জ্যৈষ্ঠ এক মাস ॥"

এইটুকু-কাহার রচনা, কে বলিবে ? দির্ঘ ছন্দ :—: একাদস মাস রচি দৌলত কাজি নিধন হইলেন পরে আলাওলে দ্বাদস মাস পুর্ণ করি কহেন :।" (৬৮ পত্র।)

আলাওলের রচনা।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
সেই স্বামী খণ্ড বাক্য করএ পুরণ ॥

*　　*　　*

অথ মহাপুরুস সকল আদ্য করি।
সে সব চরণ বন্দম মস্তকেতে ধরি ॥

*　　*　　*

খণ্ড বাক্য এক পুরাইতে মনে আশা।
তুমি সব লক্ষে করো বহুত ভরসা ॥

*　　*　　*

ইষ্টদেব গুরুপদে মাগম পরিহার।
কাব্যর রহস্য কহো রচিআ পআর ॥

* ইহার পর ছাপা গ্রন্থে আছে :—

জখনে আছিল কবি গুণি অবগতি।
রসাঙ্গ ঈশ্বর পুর্ব্ব সুধর্ম্মা নৃপতি ॥
তাহান কীর্ত্তি গুণ আদ্য খণ্ডে আছে।
পুনিং মহিমা কি কর্ম্ম কহি পাছে ॥
হিন্দুস্থানি ভাসে সেই চৌপাইআ হেট।
কেহং বুজে কেহ ভাবএ সঙ্কট ॥
এ লাগি আসরপে কৈলা অঙ্গিকার।
লোর চন্দ্রাণির কথা রচিতে পয়ার ॥
আসরপ আজ্ঞাএ দৌলত কাজী ধীর।
রচিল চন্দ্রাণীর কথা অতি সুরচিত ॥
শেষ খণ্ডে ময়নার কথা করিল প্রকাস।
দূতীর সম্বাদ পদুত্তর বার মাস ॥
সুচারু পয়ার মেলে নানা ছন্দ গ্রীত।
একাদশ মাস সাঙ্গ হৈল বিরচিত ॥
আসরফে আদ্য বার মাস আরম্ভিল।
বৈসাখ সমাপ্ত জ্যৈষ্ট অসাঙ্গ রহিল ॥
তবে কাজি দৌলত স্বর্গেত হৈল লীন।
খণ্ড বাক্য পুস্তক আছিল চির দিন ॥
জেন মতে ময়না কৈল দুতীর বিগতি।
পুনরপি আসিয়া মিলিল লোর পতি ॥
এ সকল শেষ কথা অসাঙ্গ রহিল।
সুধর্ম্মের শেষে তিন নৃপ চলি গেল ॥
তবে পুনি রাজ্যের হইল ভাগ্যোদয়।
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা সে নৃপতি মহাশয় ॥ *
খণ্ড পুর্ব্ব (পর্ব্ব ?) কাব্যান্তরে কহিলুম কিঞ্চিত।
অল্প ইঙ্গিতে বহু বুজএ পণ্ডিত ॥
নৃপকীর্ত্তি সমুদ্র তরিতে নাহি তীর।
আশীর্ব্বাদ করো জয় আয়ু হউক চির ॥
* * *
তান মোহাপাত্র শ্রীমন্ত ছোলেমান।
নানা বিদ্যা শাস্ত্রগুণে শত অবধান ॥
* * *

হেম রত্ন রূপ্য আদি ভাণ্ডার সকল।
প্রত্যয়র্থে দিলা রাজা তান করতল ॥
লক্ষেং কর্ম্ম জথ দেশের মাঝার।
সে সকল উপরে তাহান অধিকার ॥
* * *
পরদেশী আলিম ফকির গুণবন্ত।
ভক্ষ্য বস্তু দিয়া নিত্য সাদরে পোসন্ত ॥
* * *
গৌর মধ্যে মুলুক ফতেয়াবাদ শ্রেষ্ঠ।
বৈসে সমাজিক লোক উক্তি ভক্তি থিষ্ট ॥
বিস্তর দানিসবন্দ খলিফা সুজান।
আউলিয়া সবের বহুত গোর স্থান ॥
হিন্দুকুল শ্রোত্রিয় জে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
মধ্যে ভাগিরথী ধারা বহে অনুক্ষণ ॥
মজিলিস কুতুব তথার অধিপতি।
তাহান আমাত্য সুত মুঞি হিন মতি ॥
কার্য্য হেতু পথে জাইতে নৌকার গমনে।
দৈবগতি দেখা হৈল হারমাদের সনে ॥
বহু যুদ্ধ করি স্বর্গবাসী হৈল পিতা।
রণখ্যাতে ভাগ্য বশে আমি আইল হেথা ॥
কথেক আপনার দুক্ষ কহিমু প্রকাসি।
রাজ আসোয়ার রসাঙ্গেত আসি ॥
শ্রীমন্ত ছোলেমান মহা গুণবন্ত।
পরদেশী গুণী পাইলে সাদরে পোসন্ত ॥
মহা হরসিত হৈল পাইআ আমারে।
অন্নবস্ত্র দানে নিত্য পোসন্ত সাদরে ॥
তাহান সভাতে গুনিগণ অবিরত।
জ্ঞান উক্তি রস কথা সুনন্ত সতত ॥
* * *
(একদিন) প্রসঙ্গ হইল লোর চন্দ্রাণির কথা।
অসাঙ্গ রহিল এই রস কাব্য গাথা ॥
* * *
এথেক ভাবিআ ছোলেমান মহামতি।
হরসিতে আদেশ করিল আমা প্রতি ॥
এই খণ্ড পুস্তক পুরাও মোর নামে।
দুগ্ধ মধু দোহ আনি মিলাও এক ঠামে ॥
* * *
মহন্ত আরতি সে সুনি আলাওল।
অঙ্গিকার কৈল ভাবি ঈশ্বরের বল ॥
* * *

* আমাদের মতে দৌলত কাজী রুস্তধর্ম্ম সুধর্ম্মার আমলে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ও আলাওল শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার আমলে ১৬৫৮—১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'লোর-চন্দ্রাণী' রচনা করেন। আমাদের অনুমান মিথ্যা হইতে পারে না, এমন কেহ মনে করিবেন না। ফলতঃ এ বিষয়ে এখনো আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। এতদ্বিষয়ের একটা শেষ মীমাংসা বাঞ্ছনীয়।

সরস্বতী কৃপাএ কমলা রুষ্ট মন।
মহাজনে কৃপা করে গুণের কারণ॥
তার মধ্যে আলাওল অতি হীনমতি।
লঘুবুদ্ধি গুরুতর করিল আরতি॥

*　　*　　*

শশধর ধরিতে বালকে হস্ত তোলে।
অসাধ্য সাধন মাত্র গুরুকৃপা বলে॥
মহাজনের আদেশ সহজে পুজ্যমান।
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা জনক সমান॥
সাহস করিলুম মনে ভাবিআ রহস্য।
ভাগ্যবন্ত জ্ঞান সিদ্ধি হইবো অবশ্য॥

*　　*　　*

শ্রীমন্ত ছোলেমান সত্য-রত্নাকর।
শুনিতে সতীর কথা হরিস অন্তর॥
আদেশ কুসুম তান শিরেত ধরিআ।
হীন আলাওলে কহে পাঞ্চালি রচিআ॥

শেষ :—

রোসাঙ্গ পুষ্কর্ণী জল কার্ত্তিকে শুথায়।
পুর্ণিত গম্ভীর বৈশাখে জল পায়॥
তেকারণে পুঁথি মুই একাত্রে গাম্থিল।
বিচারে না ফিরে আর জে হৈল সে হৈল॥
মুই মোহা পাতকীর পাপের নাহি ওর।
আশীর্ব্বাদ কর স্বর্গগতি হোউক মোর॥

রচনাকাল :—

মুছুলমানী সক সম্খ্যা যুন দিআ মন।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন॥
সিন্ধু যুন্য (শুন্য) দেখিআ আপনে দুইদিকে।
যুত (সুত) কলানিধিরে রাখিলা বামভাগে॥
মগধির সনের যুনহ বিবরণ।
জুগ যুন্য (শুন্য) মৈদ্ধে জুগ বামে মৃগাঙ্কন॥*

* ইহা হইতে ১০৭০ হিজরী ও ১০২০ মঘী সন পাওয়া যায়। তবেই দেখা যায় যে, হিজরী হিসাবে ২৫১ বৎসর ও মঘী হিসাবে ২৪৫ বৎসর পুর্ব্বে আলাওল 'চন্দ্রাণী' রচনা করেন। কিন্তু উক্ত সন দুইটির মধ্যে ৬ বৎসরের ব্যবধান কোথা হইতে আসিল? আলাওলের মত পণ্ডিত ব্যক্তি এমন ভ্রম করিয়াছেন কি না, সন্দেহের বিষয়। এ বিষয়ে গবেষণা প্রার্থনীয়।

সমাপ্ত হইল পাঞ্চালিকা অনুপাম।
গুরুর চরণে মোর সহস্র প্রণাম॥
জেবা গাএ জেবা যুনে মএনার পুস্তক।
পুত্রে পৌউত্রে সম্পদে আনন্দে বারউক॥

"ইতি সতি মএনাবতির পুস্তক সমাপ্ত। ভিমস্য ইত্যাদি শ্লোক। ইতি সন ১২১৩ সাল বাঙ্গালা সন ১১৬৮ মঘি সন ১৮০৬ ইংরেজি তারিখ ১২ ফাল্গুন বাঙ্গালা তারিখ ২২ ফিবরেল ইংরেজি রোজ রোবিবার রাত্রি ছএ ডণ্ড সমএ পুস্তক লিখনং সমাপ্ত, মোকাম বাষবাড্যা (বাঁশবাড়িয়া) নিমক মাহালের কাচারি লিখা জাএ॥" পুঁথি হইতে সমস্ত কথা তুলিয়া দিলাম। পৃথক্ ভাবে আর আমাদের বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখন পুঁথির গল্পটা একবার শুনুন। লোর 'গোহারী' দেশের রাজা; ময়নাবতী তাঁহার প্রথমা মহিষী। 'চন্দ্রাণী' 'মোহরা' নামক দেশের রাজতনয়া। জনৈক যোগীর হস্তে চন্দ্রাণীর চিত্রপট দেখিয়া লোর তাঁহার প্রতি অনুরাগী হয়েন। কেবল তাহাই নহে, তিনি রাজ্য পাট-ত্যাগ করিয়া মোহরা চলিয়া যান। তথায় বহুদিন অবস্থানের পর নানাকষ্ট ও কৌশলে চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হয়েন। ইহার ফলে তিনি একদিন গোপনে চন্দ্রাণীকে লইয়া চম্পট দেন।

চন্দ্রাণী পূর্ব্বেই বামনের সঙ্গে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু 'বামন'ও ক্লীব ছিল বলিয়া চন্দ্রাণী বরাবরই তদীয় উদ্বাহ-পাশচ্ছেদন করিতে অভিলাষিণী ছিলেন। কাজেই সুযোগ পাইয়া লোরের সঙ্গে পলায়ন করিতে তিনি আর দ্বিরুক্তি করেন নাই।

সংবাদ পাইয়া বামন লোরের পশ্চা-

প্লাবিত হয়, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে লোরের হস্তে পরাভূত ও নিহত হয়। পরে মোহরা-রাজ লোরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া চন্দ্রাণীকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করেন। লোর শ্বশুর-রাজ্যেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন,—স্বরাজ্যে আর ফিরিলেন না। *

ও দিকে ময়নাবতী স্বরাজ্যে আছেন। ছাতন নামক কোন বণিক্‌কুমার ময়নার রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎ-সমাগমলাভাশায় এক মালিনীকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করে। নানা অছিলায় মালিনী ময়নার শৈশব-ধাত্রীর পদলাভ করে। সে নিরন্তর ময়নাকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। এরূপ নানা কৌশলেও সতীনারীর মন টলাইতে না পারিয়া মালিনী ষড়্‌ঋতুর বর্ণনা যুড়িয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি হইল না। পরে রাণী মালিনীকে চিনিয়া তাহার অশেষ দুর্গতি করিয়া ছাড়িয়া দেন।

অতঃপর সখার পরামর্শে রাণী জনৈক ব্রাহ্মণ ও শুক পাখীকে লোর-সমীপে প্রেরণ করেন। দ্বিজবর কৌশলে রাণীর কথা লোরের স্মৃতিপথারূঢ়া করেন। লোর নিজ পুত্রকে শ্বশুর রাজ্যে নৃপতি-স্বরূপ রাখিয়া চন্দ্রাণাকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। এখানে 'Ding dong dended, my tale ended.'

ঘটনা অতি সংক্ষেপেই বর্ণিত হইল। মূল ঘঠনা এই হইলেও প্রাসঙ্গিক অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘঠনা আছে। সে সমস্তের উল্লেখ করিবার স্থান নাই।

অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়তা সম্বন্ধে ইহাতে 'আনন্দবর্ম্মা'র একটি গল্প আছে। ঠিক সেই গল্প সম্বন্ধেই 'শশিচন্দ্রের পুঁথি' একখানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উহা রামজী দাসের রচিত। এই দুইস্থলে নাম ধামাদির পার্থক্য থাকিলেও মূল গল্পে কিছুই প্রভেদ নাই। এখন দ্রষ্টব্য যে, এই গল্পের সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবক (অন্ততঃ বঙ্গ ভাষায়) আলাওল কি রামজী দাস? কিন্তু মূল পুঁথি প্রকাশিত না হইলে সে সমস্যার মীমাংসা বড় সহজ নহে।

পরিশেষে সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছি, 'পরিষৎ' মুসলমান মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজীর এই পুঁথি খানির প্রকাশভার গ্রহণ করুন।

'নবনুর'—১ম বর্ষ ৯ম ও ১১শ সংখ্যায়ও 'লোরচন্দ্রাণী' সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরিদৃষ্ট হইবে। এখানে বলা উচিত যে, 'লোরচন্দ্রাণী'র প্রাগুক্ত প্রতিলিপিখানি গৈড়লা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর সেন মহোদয়ই আমাকে দিয়াছেন। আমাদের প্রয়োজনের কথা শুনিয়া তিনি যেরূপ আনন্দ ও উৎসাহ-সহকারে তাঁহার পুঁথি সকল আমাকে দেখাইলেন, বস্তুতঃ সেইরূপ দৃষ্টান্ত আমি আর কখনো পাই নাই। তিনি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও 'লোরচন্দ্রাণী' খানি দিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় লোক অধুনা দুর্ল্লভ। আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

৩৯৭। পদ-সংগ্রহ।

পুঁথিখানি খণ্ডিত; সুতরাং নামহীন। 'পদসমুদ্র' প্রভৃতির মত ইহা সেকালের পদাবলী ও বিবিধ গীতাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ। 'রাগমালা' প্রভৃতিতে প্রসঙ্গক্রমেই অনেক পদ ও গীতের সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে পদ ও গীত ভিন্ন আর কিছুই নাই। অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব কবির নাম ও কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারিত। এই জন্যই এই পুঁথিখানি অতি মূল্যবান্

* এই খানেই কাব্যের প্রথম ভাগ শেষ।

ছিল। কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না! পুঁথি-খানা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কেবল ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ১০—১৪ ও ১৭ সংখ্যক পত্র-গুলি বিদ্যমান। ১২ × ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ; সুতরাং আকার ক্ষুদ্র। তারিখাদি নাই, কিন্তু বহু প্রাচীন। অনেক স্থান কীট-দষ্ট। হিন্দু নকলনবিসের লেখা।

৩য় ও ৪র্থ পাতের একটি গীত শুনুনঃ—

কি করিল সখী সবে মোরে নিদে জাগাইয়া।
আইল চিকন কালা সময় জানিআ॥
চাপিল প্রেমের নিদে শ্যাম কোল পাইআ।
কহিছে বিনয় করি উরে হাত দিআ॥
যৌবনের গরবে মুই না চাইলু ফিরিয়া।
পিউ পিউ বুলিয়া বলিস (বালিশ ?) লৈলু উরে।
চৈতন্য পাইআ দেখো পিয়া নাই মোর কোলে।
মনের সঙ্গেতে মুই এখলা নিদ জাম্।
কেনরে দারুন বিধি মোরে হৈল বাম॥
কহে কফি (কবি) লালবেগে স্বপ্নেত জাগিয়া।
খণ্ডিল জর্ম্মের দুক্ষ চান্দমুখ চাহিয়া॥ ৬॥

১৭শ পত্রের শেষ :—

মালসি রাগ।

জয় সিংহবাহিনি, মহিসমর্দ্দিনি,
ষুমিনি (শূলিনী?) রনপণ্ডিতা।
মুণ্ডিতাম্বর সঙ্গে, রঙ্গিনি জরতি,
দসভুজমণ্ডিতা॥
মঞ্জন মানিকুল (?), * * *
সীরে জটাজুট (লম্বিতা ?)।
পীন উন্নত, কঠিন কুচজুগ,
যুকুত (?) জৌবন সোভিতা॥
* * কনক কঙ্কন,
মঞ্জ (মঞ্জু ?) মঞ্জির সীঞ্চিতা।
ত্রিবঙ্গ (ত্রিভঙ্গ) কোটি, পটয়ম্বর,
পঞ্চানন-মনমোহিতা॥
ময়ুর সুরবর, সীদ্ধ কিন্নর,
জোগি ভুগপতি সেবিতা।
শ্রীগোরি চরন, সরোজে জেন,
জগদ নন্দ দোলিতা॥

এই পত্রগুলিতে দাস বংশীদাস, দ্বিজ শ্যামানন্দ, কৃষ্ণশঙ্কর, দ্বিজ রামানন্দ, আমীন দীননাথ দাস, গোবিন্দ দাস, রাম জীবন, রায় শ্রীযুক্ত (?), দ্বিজ মাধব, রামচন্দ্র দাস, মোহাম্মদ হাসিম (কাসিম) ? রাজারাম দাস, আপজল, ছৈয়দ মর্ত্তুজা, মাধব দাস, অমরমাণিক্য, কাশী, রামানন্দ, বৈদ্য যশচন্দ্র, জগদানন্দ ও লাল বেগ নামধেয় কবিগণের রচিত পদ ও গীত আছে। দুই একটা পদে ভণিতা নাই। 'মালবেগ' নামক মুসলমান বৈষ্ণব কবিকে অনেকেই জানেন। 'লালবেগ, কি সেই 'মালবেগ, ? সময়ান্তরে এ সকল পদাবলী অন্যত্র প্রকাশিত হইবে; তখনই সকল কথা বিবেচনা করা যাইবে।

১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক 'পরিষদে' ১৩শ পুঁথিতে যে 'স্বপ্নাধ্যায়ের' পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, উহার রচয়িতা দেব বলরাম,তিনি রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত 'নোয়াগাঁও' গ্রামবাসী ছিলেন বলিয়া আমরা অনুমান করিয়াছিলাম। এখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, বলরাম দেব আনোয়ারের নিকটবর্ত্তী 'খিলপাড়া' নিবাসী ছিলেন। খিলপাড়া পূর্ব্বে 'নবগ্রাম' নামে অভিহিত হইত। কতদিন হইতে জানি না, 'নবগ্রাম' নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রামটি এখন 'খিলপাড়া নামেই অভিহিত হইতেছে। আজও কবির বংশধরগণ বিদ্যমান আছে। কবির পিতৃ-নামানুসারে তাঁহাদের বাড়ী আজও 'কমলা পাতার বাড়ী' বলিয়া কথিত হয়। পূর্ব্বে পতিত ও খিলা জমি ছিল বলিয়াই গ্রামটির 'খিলপাড়া' নাম। (লেখক)

৩৯৮। বস্ত্রহরণগান।

আরম্ভ :—শ্রীদুর্গা। সখিগনের গান। ১নং।

১। এগো প্রেমসঙ্গিনি বংশির ধ্বনি শুনে
ধর্য্য ধরে না প্রাণ।
চল চল গো দেখ সজনি জামিনি হইল অবসান।
এগো কেমনে থাকি বল গৃহেতে সচঞ্চল

এগো সজনি এগো নিজ্জনে কুঞ্জবনে শ্রীহরি
চল চল ধনি বিলম্ব কেনে জদি জাবি গো
শ্যাম দরসনে ॥

মালসী গান। ২ নং।

১০। কর কর হে সঙ্কর কিঙ্করে করুণা।
কর দুর হর এবার ভব জন্ত্রণা।
আছি ভবপারাবারে, কে পারে জাইতে সে পারে,
কর পার বিশ্বাম্বরে দিএ পদ দক্ষিণা ॥

ছরা।

শুন শুন সভাজন নিবেদন করি।
জেইরূপে বসনকেলী করিলেন শ্রীহরি ॥
ইত্যাদি।

শেষ গান। ২৫ নং।

চল চল চল ধনি গৃহেতে জাই সজনী
আছে সাপিনী তাপিনী গৃহেতে কাল ননদিনী ॥

অতঃপর খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৯, দুইপিঠে লেখা। ¼ অংশ পরিমাণ মোটা ফুলস্কেপ কাগজের বহি। পত্রাঙ্ক নাই। তারিখ ও লেখকের নামাদিও নাই। বড় বেশী দিনের নকল নহে।

উক্ত আরম্ভ অংশটি প্রকৃত আরম্ভ কিনা, জানি না। গান, ছড়া, পটী ও উক্তি আছে। বুঝি ইহাও 'গায়ন' ধরণের বই। রচনা অনেক স্থানে সুন্দর। বলিতে ভুলিয়াছি, গ্রন্থের কোন নাম দেওয়া নাই এবং ভণিতা নাই। প্রাগুদ্ধৃত 'মালসী' গানের 'বিশ্বাম্বর' কি ইহার রচয়িতা ?

৩৯৯। ইংরেজী-শিক্ষা।

পুথির নাম নাই। পূর্ব্বে বাঙ্গালীগণ কিরূপে ইংরেজী শিক্ষা করিত, ইহা দ্বারা তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই জন্যই নিয়ে অত্যল্প উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

৴৭ ইংরাজী কথা লেখা বাঙ্গলা।
বিলাগিঙ্গ—টো রাম লোচন রায় ॥
৴৭ ইঙ্গরাজি ১ বাঙ্গলা
কম—১ আইস
কেন—১ পারি
কেননাট—১ পারি না
* * *
* * *
ফারটীউন—১ বক্ত
মীসফারটীউন—কমবক্ত
* *
মেক হেষ্ট—সেতাবি
* *
কিপের রাখনওআলা
হেলক সোপোরোদ
ইত্যাদি। ইত্যাদি।

তখন বঙ্গভাষার কিরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহা উদ্ধৃতাংশ হইতে দেখা যাইবে। এমন অনেক স্থানেই প্রতিশব্দের ভাষা বাঙ্গালা নাই।

বলা উচিত যে, ইংরাজী শব্দগুলি বর্ণ-মালানুসারে সাজান হয় নাই। পত্র-সংখ্যা ১৭, রয়াল ফরমের বাঙ্গালা কাগজ। অনূদিত শব্দাদির সংখ্যা—৭০৪।

৪০০। নামহীন পুঁথি।

ইহাতে এক কুমার ও কুমারীর বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। পূর্ব্বজন্মে—

দিজকুলে উতপত্তি আছিল কুমার।
প্রআগ নগরে ছিল বসতি তাহার ॥
এই ত সুন্দরী ছিল তাহার রমণী।
মহাসতি পতিব্রতা তাহার গৃহিণী ॥
দৈবজোগে একদিনে বসিছে দুইজন।
তাহাতে জন্মিল এক অতি অঘটন ॥

রোষব হইল দুইর দৈবের কারণ।
ক্রোধ করি সেই দ্বিজে শাপিল তখন॥

কি কারণে ঠিক বুঝিলাম না, এই কুমার 'ত্রিপিনী' (ত্রিবেণী) ঘাটে তনুত্যাগ করিলেন, কুমারীও গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিলেন। পর জন্মে—

বৈদ্যকুলে জন্ম আসি লভিল কুমার।
শিশু সব সঙ্গে নিত্য করন্ত বেহার॥
তিন বৎছর অষ্টমাস কুমার হইল।
তবে সেই সুবদনী জনম লভিল॥

*　　*　　*

ছয় দিনে সষ্টি মার্কণ্ড পুজা কৈল।
চন্দ্রমুখী নাম তবে সে কৈন্মার রাখিল॥
কথ দিন বাল্য ক্রিরাএ নির্ব্বহে সুন্দরী।
দৈবহেতু কুমার আইল সেই রাজপুরী॥
কুমারীর সঙ্গে কুমার খেলাঅন্ত নিত্য।
পুর্ব্ব বিবরণ সব কুমার মনেত স্মরন্ত॥

এইরূপে দোঁহার মধ্যে বড় প্রেম হইল, কিন্তু সে প্রেমের পরিণাম কি, (পুঁথি এখানে খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া) আমরা জানিতে অক্ষম।

ক্ষুদ্র পুঁথি পত্রসংখ্যা ৩; শেষ পাতা দুই পিঠে লেখা। পদসংখ্যা প্রায় ১৪০। রয়াল ফরমের বাঙ্গালা কাগজ। ১১৯১ মঘীর লিখিত। একস্থান ভিন্ন সব 'পয়ারে' লেখা। ভণিতা নাই। লেখক বোধ হয় রামলোচন রায়।

আরম্ভ :—৵৭ নমো শ্রীবাগবাদি।

করজোরে প্রণমোহ শ্রীগুরু চরন।
জাহেতে জর্ম্মএ গ্যান (জ্ঞান) মুক্তির লক্ষন॥
সর্ব্ব দেবগন জান গুরুদেব সার।
গুরুএ পারেন সর্ব্ব দেবক দিবার॥
অতএব গুরুপদে করিয়া প্রণাম।
কবিতা রচিতে গুরু মোর মনস্কাম॥
এহাতে জে কৃপা তুহ্মি করিবা আপনি।
তোহ্মার চরন বিনে অন্য নহি জানি॥
তার পরে প্রণমোহ দেবি স্বরস্বতি।
ব্যাস বালমিকি মুনি তোহ্মাক ভাবন্তি॥

শেষ :—

মোহা প্রেম হইল দুইর খণ্ডান না জাএ।
নানা রসে দুই জনে সতত খেলাএ॥

৪০১। যোগ কালান্তক।

অতি ক্ষুদ্র পুঁথি। পদসংখ্যা ৭৭ মাত্র। পত্রসংখ্যা—৭; দুই পিঠে লেখা। ইহাতে মৃত্যুলক্ষণগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। অতি জীর্ণশীর্ণ। স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

আরম্ভ :—৵৭ নমো গনেসায়। নমো নিরঞ্জনায়।

গুরুর চরন জান দিজ জেন সাক্ষি।
অর্দ্ধ পক্ষ' থাকিতে না উরএ পাখি॥
গুরুর চরন জান বরহি নির্ম্মল।
দসমাস থাকিতে টুটে নাসিক কমল॥
গুরুর চরন রাখ সীরের উপর।
নবমাসে না হৈল দেখ প্রথম সতদল॥
হাসিয়া বোলএ সীবে না ভাসিয় মান।
অষ্টমাসে স্তনাদি ছারএ নিজ স্থান॥

প্রকারান্ত।

আশাড় সাক্রান্ত বায়ু বামে পঞ্চদিন।
অষ্টমাসাতে জান মরনের চিন॥ ইত্যাদি।

মধ্যস্থলে :—

আপনার ছায়া জেবা দক্ষিনে দেখএ।
সেই ডণ্ডে মৃত্যু তার জানিয় নিশ্চএ॥
নিয়ম সুনহ তার গুরুর আজ্ঞা পাই।
ধক্ক পত্ত (?) ছলিয়া করিল এক ঠাই॥
বোলএ কসর রাএ সুন বুর্দ্ধা জন।
বৎসর স্তবধি কৈল দণ্ড নির্দ্ধারন॥

শেষ :—

এহাতে বুজিবা দেখি নিজ বিষরূপ।
গোপ্ত বেসে রাছে কালান্তক জে স্বরূপ॥
সোনার পোতলি মন আপনির কাএ।
রূপার পোতলি মন আপনির কাএ॥

সুর্য্যের কিরন কিবা চান্দের জে কন্না।
মেঘের বরন কিবা রাঙ্গারের সোনা ॥
ঝিলি মিলি করে মন কাজলের ফোটা।
থেনে হার হৈয়া পরে থেনে হএ পাটা ॥
এথ রূপ রঙ্গভাঙ্গি জেই ঘরে রহে।
সেই সে পরম তত্ত্ব জানিয় নিশ্চএ ॥
হাসিয়া বোলএ সীব দেব পঞ্চানন।
ভাগমন্দ বর্ন্ন ভেদ চিনিল এখন ॥
জোগে সে রাছিলা প্রিয়া তত্ত্ব যুনিলা সোন্দরি।
ঝাটে চলহ প্রিয়া কৈলাসেতে চলি ॥

"ইতি জোগ কালান্তক পোস্তক সমাপ্ত :: ইতি সন ১১৬৮ মঘি তারিখ ৯ কাত্তিক বার তিস্রী।" লেখকের নাম নাই। রচয়িতা কি 'কেশব রায়'? (যাহা 'কসর রাএ' লিখিত হইয়াছে।) 'য়'র নীচে বিন্দু নাই। সমস্ত পয়ারে লেখা।

'যোগকালন্দরে' এই রকম মৃত্যু-লক্ষণ লিখিত আছে। প্রভেদের মধ্যে, তাহাতে আরো অনেক বিষয় বেশী প্রকটিত হইয়াছে। এই উভয় পুঁথির নাম-সাদৃশ্য লক্ষ্য করার বিষয়।

৪০২। নামহীন পুঁথি।

কেবল ১ম পাত বর্ত্তমান। অতি পুরাতন কাগজ, ইহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

আরম্ভ :—/৭ নমো গনেসায় ॥

বেদে রামায়নে ইত্যাদি।

তং বেদসাস্ত্রং পরিনিষ্টিত * * * মনিন্দ্রদ্বতং কবিন্দ্রং কৃষ্ণত্তিসং কনকপিঙ্গ-জটাকলাপং ব্যাহাসং নমামি সিরসা তিলক মুনিনাং।

শ্রীকৃষ্ণের চরনে ভক্তির লক্ষন হউক।
সাধু জন জেই তার এই মতি হউক ॥

সরির পবিত্র কর লইআ হরির নাম।
সংসার তরিতে জান এই মাত্র কাম ॥
ব্রহ্মসাপে পরিক্ষিত হইল জরমতি।
রামকৃষ্ণ নাম মাত্র লএ নরপতি ॥
সকল সম্পদ ছারি রাজা গেল বনে।
সংহতি বনিতা মাত্র সেবার কারনে ॥
রাজ্যপদ ছারিআ জে রাজা গেল তপে ॥
মহামুনি সুকদেব বসিলা সমুখে ॥
পুণ্য কথা যুনিবারে রাজার উল্লাস।
মুনিতে জিঙ্গাসে রাজা কথা ইতিহাস ॥
কহ মুনি অপূর্ব্ব কথা আহ্মার গোচর।
কেমতে পীতামোহ গেলা বনের ভিতর ॥
কেমতে খেলিলা পাসা রাজা মোহাসএ।
সেই সব কথা মুনি কহ ত নিশ্চএ ॥

৪০৩। নামহীন পুঁথি।

কেবল ৩য় ও ৪র্থ পাত বর্ত্তমান। ১২ × ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ। কাগজ একবারে পচা—উল্টান কঠিন। পাঠ করিতে পারি নাই। কি একটা অঙ্ক পুস্তকের মত বোধ হয়। 'গন্ধর্ব্ব রায়ে'র ভণিতা দেখিতেছি। বহুদিনের হস্তলিপি।

৪র্থ পাতের শেষ :—

দুর্ব্বোধের বোধ হেতু সব রম মখল (?)।
গন্ধর্ব রাএ পরাকৃতে কহিল সকল ॥

অথ হরণ পুরনং।

বলন করিএ জাক পুরিলে সে পাই।
ভাগ করিতে হরিয়া জাই ॥
হরনে টুটে পুরনে বাড়ে।
হরন পুরন হার তরে (?) ॥
জা দি পুরি তা দিয়া হরি।
এই মতে জানিব নব যুদ্ধ খরি ॥

অথ কুচ্যাদি (?) কথনং।

এক দুই তিন চাই পাচ ছএ সাত অষ্ট বহি নবতথি ভুমিগত পাতী।

পুনরপি নব দিয়া পুরহ তাক।
কহে গন্ধর্ব রাএ নব খরি পাক। ?)

০॥০১১১১১১১১১১০॥০ তেজ্র (তের) তিরাসি আওরে সাত ০।০১৩৮৩৭০।০ একাদস অঙ্কে পুরহ তাক। পন্ধর (?) বাইসা যুন্য স্যাত্ ০।১৫২২০৭০।০

৪০৪। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।

খণ্ডিত ও জীর্ণশীর্ণ। কাগজ পচিয়া গিয়াছে; উল্টান দুষ্কর। প্রথম তিন পাত আছে,—তাহাও মধ্যে কতকটা ছিঁড়া। ক্ষুদ্রাকার পুঁথি। অতি পুরান হস্তলিপি। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—/৭ নম গণেসাঅ।

স্বপন বির্ত্তান্ত লিখ্যতে।

এই দিন স্বপন মিথ্যা হেন জান।
স্বপনেত ভালমন্দ দেখএ মনুস্য।
তাহার ভাল মন্দ যুনহ বিসেস॥
পর্ব্বতে উঠিলে স্বপ্নে বহু ভালো হএ।
* উঠিলে ধন বহু লভ্য হএ॥
অগ্নি প্রবেসিলে দুঃখ জানিঅ নিশ্চএ।
ধনবন্ত হ * * * *॥
* * কাল ঘোরাতে চরিলে।
পুত্রলাভ হএ জান সর্পে কামরাইলে॥
স্বপ্নে উ * * * উপর।
অতি বহু প্রসাদ পাএ সেই নর॥
স্বপ্নে গিত গাইলে আপদ দুর হএ।
স্বপ্নে অন্ন খাইলে * * *॥
বর লক্ষি হএ স্বপ্নে দেবতা দেখিলে।
পুএলাভ হএ স্বপ্নে সুবর্ন পাইলে॥

৩য় পত্রের শেষ :—

স্বপ্নে জদি * নিদ জাএ জমপাস পাএ।
দিনেক না জাএ জদি মাসেকে হএ ক্ষএ॥
* বেস্যা সঙ্গে স্বপ্নে কেলি করে।
দিনেকেতে লক্ষি তাহারে ছারে॥
মাও অনআদর স্বপ্নে জদি পাএ।
অঘোর নরক মৈদ্ধে সেই জন রহএ॥
লক্ষিএ বোলেন আহ্মি কহিলাম সকল।
বলে লজ্বনা (?) কৈলে জাএ রসাতল॥
* নারির সঙ্গে জদি প্রিতি করে
তিল আর্দ্ধ লক্ষি * * ॥

উক্ত প্রতিলিপির কোন কোন অক্ষর বিচিত্র। কিন্তু দেখাইব কিরূপে? পূর্ব্ব-প্রাপ্ত পুঁথিগুলির সহিত ইহার সাদৃশ্য বা পার্থক্য কতদূর, জানি না। রক্ষণের জন্য পুঁথিখানা 'পরিষদে' পাঠাইয়া দিব। কিন্তু কালের সহিত সংগ্রামে দুর্ব্বল মানুষের জয়ের আশা বাতুলতা মাত্র!

৪০৫। যম-প্রজা-সম্বাদ।

এই পুঁথিখানা সুন্দর; কিন্তু তাহাতে কি হইবে? ২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ পাত বই-ত নাই! ক্ষুদ্র বৈষ্ণব গ্রন্থ। অনুমান ২২৮ পদের মধ্যে ১২০ পদ বর্ত্তমান। এই পত্র দুইটিও অতীব জীর্ণ এবং কীটদষ্ট। সবটা উদ্ধারের উপায় নাই। 'শঙ্কর দাসের' ভণিতা আছে। ২য় পত্র একবারে নষ্টপ্রায়। দুই পিঠে লেখা।

৩য় পত্রের আরম্ভ :—

* * * *
নানা বিধি পাতক করিয়া কোন কাজ॥
অনাথের নাথ কৃষ্ণ জগত জীবন।
কিরূপে না ভজিলা তাহান চরণ॥
গঙ্গাস্নান না করিলা তুলসী সেবন।
নিলাচলে জগন্নাথ না কৈলা দরসন॥
শ্রীমুক্তি সালিগ্রাম সেবা না করিলা।
চরণামৃত প্রসাদ গ্রহন না করিলা॥

শেষ :—

কলিজুগ জীবের দুখ দেখি দআমএ।
চৈতন্য রূপে অবতির্ন্ন হইল নদিআএ॥
দরসনে নিস্তারিলা এতিন ভুবন।
নাম গ্রাম (?) না লইয়া সংসারে * চন॥
ঐছিল (?) তাহার ভক্ত পরন দআর।
পতিত পাবন আদি করিলা নিস্তার॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লব নাম চারিবেদে সার।
হেন নাম জাচিয়া (?) জীবেরে দিলা বর॥

বৈষ্ণব গোঁষাঞি মোর বৈষ্ণব গোঁষাঞি।
কলিভব তরাইতে আর কেহ নাই ॥
হরি বোল হরিভক্ত হরি বোল ভাই।
জনম বিফলে গেল কাল গেল বই ॥
ধন জন স্ত্রি পুত্র সকলি অসার।
দুই চক্ষু মুদি দেখ সকলি অন্ধকার ॥
পথের পরিচঅ জেন সব বন্ধু জন।
এথেক ভাবিয়া ভজ হরির চরণ ॥
হরিগুরু বৈষ্ণব পদ এই মাত্র সার।
এহা বিনে জথ দেখ সকলি অসার ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ সিরেত বন্দিআ।
কহেন সঙ্কর দাসে মিনতি করিআ ॥

"ইতি জম প্রজ্ঞা সম্বাদ সমাপ্ত: ॥: ভিমস্তাপি রনে ভঙ্গা মুনেরপি মতিভ্রমঃ জথা দিষ্টং তথা লেখিতং লেখকো নাস্তি দোসকঃ॥ ইতি সন ১১১০ তাং ২৬ জৈষ্ট রোজ মঙ্গল বিকালে সমাপ্ত হইল : ॥ : শ্রীরাজারাম সেনস্য লিখনং বরমা শ্রীরাঘব রায় (সেনস্য পুত্র ?) শ্রীযুত মুকুন্দ রাম সেনস্য আদরস্য চাহি লেখনং ॥" অপর পত্রের নীচে লেখা আছে :—"শ্রীবিজরাম সেনক সাং স্থচিআ।" কতকদূর ইঁহার হস্ত-লিখিত বটে।

বলিতে ভুলিয়াছি, উদ্ধৃত গ্রন্থের নাম স্থলে 'প্রজ্ঞা' শব্দটি ভাল পড়া যায় না। তবে উহা 'প্রজ্ঞা' বলিয়াই বোধ হয়। পুঁথিখানি 'পরিষদে' দিব।

৪০৬। নামহীন পুঁথি।

এই একখানি সুন্দর পুঁথি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার আগুন্ত না থাকায় পুঁথির নামটা জানা যাইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রাবিষয়ক পুঁথি। পাঠ না করিলে সকল কথা বলিতে পারিব না। সে কথা আর একদিন বলিব।

দোতঁাজকরা কাগজ ১৬শ পর্য্যন্ত বিন্ত-মান, এক পিঠে লেখা। মধ্যে ১ম ও ১৪ পত্রের অভাব। ১৮×৬ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ বহুদিনের হস্তলিপি। অনেক স্থান ছিন্ন ও কীটদষ্ট। নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ; তবুও প্রাপ্তাংশ উদ্ধারের আশা আছে। তারিখাদি নাই। 'শঙ্কর দাসের' ভণিতা আছে।

২য় পত্রের প্রথমার্দ্ধ ছিন্ন,—অপর পৃষ্ঠা হইতে :—

* * শিশুগণ।
শিশুসঙ্গে বৈসে * করিতে ভোজন ॥
ষর্ন্ন ব্যঞ্জন য়ার নানা উপহার।
পীষ্টক পায়স তথি অমৃতের ধার ॥
সর্করা সকর দধি * পায়সে।
এই সব ভক্ষ্য দর্বা জসোদা পাঠাইল।
সিষু সঙ্গে গোবিন্দাই ভোজন করিল ॥
ভোজন করিলা কৃষ্ণ নব সিষু সঙ্গে।
হাসিতে খেলিতে জান মনোহর রঙ্গে ॥
কুসুমিত বৃন্দাবনে অতি সোভা করে।
পুষ্প মকরন্দ জেন পীএ মধুকরে ॥
এথেক দেখীয়া কৃষ্ণ ফাল্‌গুন মাসে।
ফাগু দোল করিব য়াক্ষি মন য়ভিলাসে ॥

মধ্যস্থলে : —

বিচিত্র নির্ম্মাণ পুরী অতিরম্য স্থল।
স্বর্গ হোতে দেখিবারে আইল পুরন্দর ॥
দেখিয়া জে তুষ্ট হইল সব দেবগণ।
একরাত্রি বিশ্বকর্ম্মা করিল গঠন ॥
বর আনন্দিত হইলা দেব অধিকারি।
বিদাই সহিতে ইন্দ্র গেলা স্বর্গপুরি ॥
যুন যুন দেবগন আজ্ঞার বচন।
দোলজাত্রা দেখীবারে করিবা সাজন ॥
প্রিথিবির মদ্ধে হান গোকুল নগরি।
তাহাতে করিবেন বেহার আপনে শ্রীহরি ॥

ভণিতা :—

(১) জে যুনে দোলের বাণী, তারে তুষ্ট চক্রপানি,
তাহার সমনের নাহি ডর।
পাঞ্চালি প্রবন্ধ করি, প্রনমীয়া শ্রীহরি,
রচিলেক পাগল সঙ্কর ॥

(২) নিস্থারের হেতু কথা যুন সর্ব্বজনে।
কহে ত সঙ্কর দাসে কৃষ্ণের চরনে॥

১৬শ পত্রের শেষ :—

অঙ্গে ভঙ্গে নাচে গপি মুখে গিত গাএ।
কামিনি মহন কৃষ্ণ মুরলি বাজাএ॥
নিত্য করে ব্রজবামা দিয়া করতালি।
তাহার মধ্যেত কৃষ্ণ পুরএ মুরলি॥
করতালি দিআ কৈল কঙ্কনের ধ্বনি।
চলিতে নপুর বাজে কনক কিঙ্কিনি॥
কঙ্কন নপুর আর বেনু করতালি।
নানা জন্ত্র বাজে তথা করি এক মেলি॥
কত্তক করএ কৃষ্ণ গোপীগন লৈয়া।
অন্তরিক্ষে দেবগনে দেখেন বসিয়া॥
করিআ পুস্পের সর্ধ্যা দেব বনমালি।
গোপী সব লৈয়া কৃষ্ণ করে নানা কেলি॥
আর জেবা মনোরথ জেমত আছিল।

* * *

ইহার অক্ষরগুলির অনেকটাই বিচিত্র। প্রাচীন অক্ষরগুলির এই রূপ রক্ষিত হওয়া উচিত। ইহার রচয়িতা ও 'যম প্রজা সম্বাদ,—রচয়িতা বোধ হয় অভিন্ন ব্যক্তি। 'পাগল শঙ্কর' ভণিতি যুক্ত কয়েকটা বৈষ্ণব-পদও আমাদের নিকট আছে।

৪০৭। যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বে 'পরিষদে' ও 'সাহিত্যে' বিস্তারিত আলোচনা করা গিয়াছে। সেই প্রতিলিপির সহিত অদ্যকার প্রতিলিপির এতই বিভিন্নতা যে, ইহার পুনঃ পরিচয় প্রদান আবশ্যক বোধ হইতেছে। উক্ত প্রতিলিপিতে ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস ও পরাগল খাঁর ভণিতা দেখিয়াছি। আজকার পুঁথিতে কেবল 'ষষ্ঠীবর' কবির ভণিতাই পাওয়া যাইতেছে। এমন সঙ্কীর্ণ স্থানে সকল কথা বলা যায় না।

আরম্ভ :—নমো গনেসায় :।

জেনমতে স্বর্গে গেল পাণ্ডবনন্দন।
তাহা কিছু কৈভ আক্ষি যুন দিআ মন॥
প্রসন্ন বদন হৈয়া কহে মুনিবর।
পুন্ন্য ভারথের কথা যুন নরেশ্বর॥
যুনিলে অধর্ম্ম হরে হএ স্বর্গবাস।
ভারথের পুন্ন্য কথা পাপ হএ নাস॥
দ্বাপর যুগেতে হৈল কলি পত্যাসন।
কৃষ্ণের কপটে বধ হৈল দুর্য্যোধন॥

শেষ :—

যুনিলে অধর্ম্ম হরে পাপের বিনাস।
ভারথের পুন্ন্য যুনি পাপ হএ নাস॥
ব্যাস দেব কহিলেন ভারথের কথা।
বদরিকাশ্রমে গেলা নারায়ন জথা॥
হরিভাব হরি চিন্ত হরিভাব মুখে।
হরি ভাবি মুক্ত হৈল ব্যাস বাল্মীকে॥
বিফল জিবন জান সকল সংসার।
এই পোথা যুন নর ভব তরিবার॥
ভারথের কথা এরি অন্যদিগে মন।
যমুদিন সেই পাপির নরকে মর্জ্জন॥
পাঞ্চালি প্রবন্ধে পোথা রচিল সংসারে।
নারায়ন পদতলে ভনে সষ্টিবরে॥

"ইতি শ্রীমোহা ভারথে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির স্বর্গয়ারোহন সমাপ্ত :।:: ॥ ইতি ১১২২ (?) সন তারিখ ১৪ শ্রাবন সোমবার :।" : পত্র-সংখ্যা ২২ দোভাঁজ করা কাগজ এক পিঠে লেখা। ১৬×৮ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ। লিপিকরের নাম নাই। কাগজ যেন তাম্রকূট পত্র আর কি! অনেক পত্র কীটদষ্ট। বড়ই জীর্ণ-শীর্ণ। উল্‌টাইতে-ছিঁড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয়। আজও কিন্তু উদ্ধার করা যাইতে পারিবে। অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, অনতিবিলম্বেই এই প্রতিলিপি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

৪০৮। শ্রীমন্মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত।

ইহা গদ্য গ্রন্থ। রচয়িতা ৺উমাচরণ রায় কানুনগো মহাশয়। তাঁহার নিবাস চট্টগ্রাম—পড়ৈকোড়া গ্রাম। অন্য আমরা তাঁহার আর কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পশ্চাৎ তাহা সংগ্রহ করিব, বাসনা রহিল।

গ্রন্থখানি এক সময়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, বোধ হয়। কারণ, আবরণ পত্রে লিখিত রহিয়াছে—"শ্রীমন্মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত। চট্টগ্রাম নিবাসিন শ্রীউমাচরণ রায় কানুনগো কর্তৃক সঙ্কলিত। ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। ১৭৮২ শকাব্দ।" ইহা মূল পাণ্ডুলিপি; অনেক স্থলে সংশোধিত, কাটাকুটা ও পরিবর্ত্তিত। গোট গোট সুন্দর অক্ষর। মুদ্রিত গ্রন্থ সাহিত্য-সংসারে প্রচলিত বা পরিজ্ঞাত আছে কি না, জানি না। পৃষ্ঠা ৬৮, একের চার অংশ ফুল্স্কেপ অপেক্ষা একটু ছোট আকারে সাদা বালির মত মোটা কাগজে লেখা। রচয়িতার নিজ হাতের লেখা। তারিখ নাই।

ইহার 'উপক্রমণিকায়' লিখিত আছে—"এ অভাজনের চীরাকিঞ্চন ছিল যে, শ্রীমন্মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত সঙ্কলন করি, কিন্তু তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত না থাকাতে এবং কোন পুরাবৃত্ত না পাওয়াতে তৎকল্প সম্পূর্ণ করণে অপারগ হইয়া ভগ্নোৎসাহই ছিলাম ইদানীং শ্রীমন্মহারাজের বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অনুকম্পায় বিক্রমপুর রাজনগর-নিবাসী মৃত গুরুদাস গুপ্তের বিরচিত পদ্যপূরীত শ্রীমন্মহারাজের জীবন চরিতের অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন এক গ্রন্থ পাইয়া তাহার বাহুল্যাংশ বর্জ্জন পুরঃসর স্থূলাংশ উদ্ধারপূর্ব্বক যথাসাধ্য যত্ন ও শ্রম সহকারে এই জীবন চরিত প্রচার করিলাম।"

আমাদের প্রাচীন ইতিহাস নাই, সুতরাং এই গ্রন্থখানি যে অতি মূল্যবান বিবেচিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বড় প্রতিকূল ছিলেন, প্রতীয়মান হইল। যাহা হউক, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সিরাজের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া বাঙ্গালীর ভাল কি মন্দ করিয়াছে, তাহার ফল অধুনা হাতে হাতে সকলেই পাইতেছি, খুলিয়া বলার আর প্রয়োজন নাই। ভারত চিরদিন পরপদলেহী; চিরদিন তদ্রূপই থাকিবে।

এই গ্রন্থখানি শীঘ্রই 'নবনূর' পত্রে প্রকাশিত হইবে। প্রাগুক্ত গুরুদাস গুপ্তের রচিত পদ্য গ্রন্থখানা এখন পাওয়া যায় কি না, বিক্রমবাসী 'পরিষদের' সদস্যবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুসন্ধান করুন, অনুরোধ করিতেছি।

৪০৯। ইমাম চুরি।

এই পুঁথির বিবরণ পূর্ব্বে একবার দেওয়া গিয়াছে। (৩০০ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) তখনকার পুঁথিখানি খণ্ডিত ছিল বলিয়া পুনরায় ইহা লিখিলাম। বলা আবশ্যক, এই দুই পুঁথি অভিন্ন কি না, মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা হয় নাই। প্রতিপাদ্য বিষয় একই বটে।

আরম্ভ :—আল্লাহ * * * * নবি।

মছজিদ গেল নবি নমাজ পড়িবার।
আলাম সাধু নামেক এক এআছিন সহর ॥
বনিজ করিতে গেল মল্লিক নগর।
বনিজ করিআ সাধু ফিরি জাএ ঘর ॥

শেষ :—

রোজ কেয়ামত কালে হইব পসর।
আঠার হাজার আলাম হইব একত্তর ॥
* * *
আলিএ বোলএ প্রভু শুন দিআ মন।
তাহার তজবিজ তুমি কর সিংহাসন ॥
হাছন হোছেন লই করিল গমন।
মক্কা সহরে গিআ দিল দরশন ॥
আল্লাঽ বোল ভাই জথ মুমিনগণ।
তামাম হইল পুথি শুন সর্ব্বজন ॥

"ইতি সন ১২৩২ মং তাং ছয় বৈসাখ শ্রীজিন্নত আলি সাং হুলাইন।" আটপেজি আকারের বাঙ্গালা কাগজ, * পত্রসংখ্যা ১০, দুই পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা নাই। ক্ষুদ্র পুঁথি।

* এইরূপ কাগজ পূর্ব্বে চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত 'আহ্লাই' গ্রামে বিস্তর তৈয়ার হইত। সেখ আমানআলী চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি সরকার বাহাদুরকে কাগজ যোগাইবার জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে 'কাগজী মহাল' নামে এক তরফ দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ ছিল, বলাই বাহুল্য। তখন উক্ত 'আহ্লাই' (প্রকাশ 'কাগজী পাড়া') গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের শণ পাট ঠুকিবার শব্দে রাত্রে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইত! সেই গ্রামবাসীদের সুখসমৃদ্ধির সীমা ছিল না। ইহার ব্যবসায় হইতে উক্ত আমান আলি 'চৌধুরী'ও বড়লোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছিলেন। কলের কাগজ প্রচলিত হওয়ার পর হইতে ঐ ব্যবসায় একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। সমস্ত দেশে পূর্ব্বে ঐ গ্রামের কাগজই ব্যবহৃত হইত। জমিদারী সেরেস্তার কাগজ পত্রের জন্য এখনো ঐরূপ কাগজ অত্যল্প পরিমাণেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর কিছু দিন পরে ইহা স্বপ্নের কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইবে, সন্দেহ নাই।

৪১০। রাধিকার মানভঙ্গ।

ইহা আমার প্রকাশিত সেই 'মানভঙ্গের' অন্য প্রতিলিপি মাত্র। আমার গ্রন্থে ২২৪ শ্লোকে গ্রন্থ শেষ; কিন্তু ইহা ২২৬ শ্লোকে শেষ। আরম্ভে অমিল নাই। মধ্যে কোথাও কিছু বেশী থাকিবার সম্ভাবনা। ভণিতা নাই। শেষ এইরূপ :—

জখন দুইজন একত্র হইবা।
জুগল চরন মাথে দিবা ॥ ২২৬

"ইতি রাধিকার মানভঞ্জন সমাপ্ত। চেত্ লিখন তত্ দোষ এই পুস্তক ৬ আখান তারিখ লেখা হইয়াছে। পরান সেনগ বাসাতে লিখীনং ইতি ১১৬৫ মঘি শ্রীনিলকণ্ঠ সেন দাস" ॥ পত্রসংখ্যা ৩১; দুই পিঠে লেখা। কাগজ জীর্ণ শীর্ণ। মিলাইয়া দেখি নাই।

৪১১। কবিরাজী পাতড়া।

খণ্ডিত। ৪৯১ হইতে ৫৬২ সংখ্যক ব্যবস্থাগুলি আছে। বহুদিনের পুরাতন কি না, জানি না। কাগজ পুরাতন ও জীর্ণ শীর্ণ। তারিখাদি নাই। অনেক রোগের ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে। তৎসমস্ত আয়ুর্ব্বেদ সম্মত কি টোট্‌কা, জানি না। দুই স্থান হইতে একটু নমুনা দিলাম :—

সুন্দ্র সুথ (?) ৵০ আদ পাওয়া তাল মেথনা ৴ আদ পাওয়া মিশ্রি ৴ আদ পাওয়া তিন দর্ব্য (দ্রব্য) প্রথেক প্রেথেক কুটিআ গুরা করিআ মিলাইয়া।৵০ ছএ

মাসা নিয়মে প্রাতে খাইবেক, পরে কাচা দুগ্ধ আদ পাওয়া কি তিন ছটাক খাইবেক, ইহাতে পুরুসত্ব অধিক হইবেক : : ।৫৩২।

সর্পের ওষধি। কাট লটিআর শিখর সর্প্পের গাএ ঠেকাইলে মাথা তুলিতে পারে, না ইহার সিখর ও গাছ সর্ব্ব সুদ্ধ চিবাইআ আদ পাওয়া রষ রোগিকে খাওয়াইবেক, সর্পের বিষ ও সকল বিষ ভালো হএ বারেক বমি হএ॥ ৫৬১।

একটা পানে করিয়া আঠালিআ মাটি কিঞ্চিৎ লবন দিআ খাওয়াই দিলে সর্পের বিষ ভালো হএ॥ ৫৬২।

পত্রসংখ্যা ৭। রয়েল আকারের কাগজ। দুই পিঠে লেখা। এক এক পৃষ্ঠার পর প্রতিপৃষ্ঠার লেখা অত্যদ্ভুত। একটু নমুনা দেই :—

ভেরার দুগ্ধের দধির মাখন

ও থারি লবন জাহা
পশ্চিম দেসে হএ

দুই দ্রর্ব্য (দ্রব্য) সমভাগে মিলাইআ
সুর্য্য পর্ক করিআ তিন পেয়লা

অর্থাত তিন বাটী
খাওয়াইলে পেটের—

ভিতর সপ বর ক্রমি ভস্ব কিটাদি

মরিয়া মল দ্বার দিআ পরিআ

চাএ ও সপ্তের কলন ঔষধ : ৫৬৩।

ইহা ঠিক উদর-চিন্তা-শূন্য লোকদের কাজ বটে? এখন এরূপ সখের কাজ কয়জনে করিতে পারেন?

৪১২। শিশু-বোধক।

প্রচলিত ছাপা পুস্তক হইতে ইহা ভিন্ন ও বড়। প্রায় সকল রকমের দেশীয় কালী ও আর্য্যা আছে। আর্য্যায় শুভঙ্কর দাসের ভণিতি। ইহা তিন 'প্রকরণে' বিভক্ত। ১ম প্রকরণে পত্র লিখিবার ধারা ও নামতা, ২য় প্রকরণে আর্য্যা ও কালী এবং ৩য় প্রকরণে রাবণের কবিতা, শিব-বন্দনা, হর-গৌরী-বন্দনা, রাজকুমার বাবুর বন্দনা, লাল টুকটুক্ শ্লোক, মধুসূদনাষ্টক (সংস্কৃত) এবং রঘুনাথাষ্টক (সংস্কৃত) লিখিত আছে।

তারিখ বা লেখকের নাম নাই। লেখা বেশী প্রাচীন নহে,—৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বের হইতে পরে। আবরণ পত্রে লিখিত আছে, —"এই বহির মালীক শ্রীমান ভায়া গোবিন্দ চন্দ্র রাএ কানুনগোএ।" পৃষ্ঠ-সংখ্যা ৬৭। রয়েল ফরমের কাগজ; দুই পিঠে লেখ।

ইহার অন্তর্গত প্রাগুক্ত বাঙ্গালা কবিতাগুলির বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম। *

৪১৩। সেহার বচন।

আরম্ভ :—

রাইয়তি খামার লিখি আর চাকরান।
দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর আদি ফকিরান॥
খোদকস্থা পাইকস্থা রাইয়তির তলে।
ভাগ পাত কর আদি খামারেতে বলে॥

শেষ ও ভণিতা :—

কাগজের নানা বাব না যায় লিখন।
সেই জন বুঝে যার বুদ্ধি বিচক্ষন॥

---

* 'রাজকুমার বাবুর বন্দনা' ও 'লালটুকটুক্ শ্লোকের' বিবরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

যে দেশে যখন যাই সে হয় হদিশ।
সুবুদ্ধি বুঝিতে পারে মুর্খে লাগে বিষ॥
রচিল বিজয়রাম সেবিয়া ঈশ্বরে।
এই আর্য্যা লও শিশু সুধির অন্তরে॥

পদসংখ্যা—৩০ মাত্র। ইহাতে জমিদারী সেরেস্তার সেহার বচনাদি লিখিত আছে। ইহাতে বহু মুসলমানী শব্দের প্রয়োগ আছে।

৪১৪। রাবণের কবিতা।

আরম্ভ :—

বোল রাম রঘুমনি।
অন্তকালে বন্ধু কেবল রাম নাম খানি॥
একদিন সিংঙ্গাসনে বসিল রাবণা।
সমুখেতে দারাইআছে ছত্তিস কটি সেনা॥
এক এক সন্ত পিছে হস্তিযুক্ত জোরা।
এক এক সন্ত পিছে সহস্রেক ঘোরা॥
* * *
এই মতে কান্দ্যা করে দেবতা সকল।
চৌদ্ধ সমনে বহে জার সেআনের জল॥
* * *
এইমতে মনে মনে ভাবএ রাবন।
এথাএ জানকিনাথ লইআ কবিগন॥
নল নিল হনুমান জথেক বানর।
গাচ পাথর আনিআ বান্ধিল সাগর॥

শেষ ও ভণিতা :—

এইমতে শ্রীরাম রাজা বসিআছে নদির কুলে।
হেনকালে অঙ্গদ বির মুকুট লইয়া মিলে॥
* * *
জেই মতে রাবন সঙ্গে আছিল বিবাদ।
ক্রমে ক্রমে নিবেদিল সকলি সম্বাদ॥
হরিস হইল তবে জানকির নাথ।
অঙ্গদখে শ্রীঅঙ্গের মালা দিলেক প্রসাদ॥
জেবা গাএ জেবা সুনে অঙ্গদ রাএবার।
রামের বরে মন বাঞ্চা সিদ্ধি করে তারে॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতে ভনে শ্রীরামে অধ্যাএ।
বিবত্তি কালেতে প্রভু হইবেন খহাএ॥

পদ-সংখ্যা ১২৩ মাত্র। কবিতাটি 'অঙ্গদ রায়বার' বটে, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠের সঙ্গে আদৌ মিল নাই। ভাষা নিতান্ত অমার্জ্জিত। পয়ারে বহু স্থানেই বর্ণবিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। সংক্ষেপতঃ, ইহা কৃত্তিবাসের রচনা কিনা, সন্দেহ জন্মে। বোধ হয়, ভাটেরা ইহা গান করিত ও তাহারাই ইহার এরূপ আকার দিয়াছে। ভাষায় বিভক্ত্যাদি অনেক স্থানেই চট্টগ্রামী প্রয়োগের অনুরূপ।

৪১৫। শিব-বন্দনা।

আরম্ভ :—অথ শিব-বন্দনা। ভট্টছন্দ।

ত্বং মামি (?) দেবি দুর্গে সতি কাত্যায়নী।
পরাৎপরা ত্রিলোকতারা বিপক্ষভঞ্জনী॥
ভবভার্ন্নবে (?) দিন ভাবে ডাক্‌ছি বারে বার।
কাতর কিঙ্করে কর করুনা বিস্তার॥

শেষ ও ভণিতা :—

ভট্ট কৃষ্ণদাষে ভিক্ষার আসে করিছে বন্দন।
ভট্টর আসা পুর্ন্ন কর বাবা গোমস্তি বন॥ *
আছেন সরোবর সমসর দাতা সম্ভুনাথ।
ভট্ট পাইল তোরা জোরা ঘোরা সাল খিলাথ॥

পদ-সংখ্যা—১৯। ইহাতে চট্টগ্রামস্থ সীতাকুণ্ড তীর্থের একটা ক্ষুদ্র বর্ণনা আছে। ভট্টের বর্ণনা সুন্দর নহে। রচয়িতা কৃষ্ণদাসের নিবাস বোধ হয় চট্টগ্রাম 'কদলপুর' গ্রামে।

৪১৬। হর-গৌরীর কোন্দল।

আরম্ভ :—

অথ হরগোরির বন্ধনা। ভট্ট ছন্দ।

একদিন কৈলাস সিকরে শিব পার্ব্বতি সহিতে।
বাক্যে২ উভয় পক্ষে লাগিল দুই জনেতে॥

---

* গোমতীবন—স্বয়ম্ভুনাথের মোহন্ত। তাঁহার চেলার নাম 'রত্ন-বন' বলিয়া লেখা আছে।

বলিছেন ভগবতী শিবের প্রতি ভচ্ছনা কচন।
দেবমাজে কোন লাজে বেরাও পঞ্চানন॥

শেষ ও ভণিতা :

পাইয়া সিদ্ধিবুলি কৃতাঞ্জলি করে মহেশ্বরী।
ঝুলিতে মাগিল ভিক্ষা কৃতাঞ্জলি করি॥
হইল নানাধন উপাজ্জন মুনি মুক্তাআদি।
গৃহে পূর্ণ হৈল ধন কিছু নাহি অবধি॥
দেখ এই মতে শিবা শিবের বাক্য আলাপন।
কৃষ্ণদাষ ভট্টের বাঞ্ছা পুরাও পঞ্চানন॥

পদ-সংখ্যা—৩১। ইহাতে হরগৌরীর একদিনের কোন্দল বর্ণিত আছে। গৌরী মহাদেবকে ভিক্ষায় গিয়া রিক্ত হস্তে আসেন বলিয়া তিরস্কার করিলে, ভোলা-নাথ ভিক্ষার ঝুলিটি দেন; তার পর যাহা হয়, উপরে উদ্ধৃত শেষাংশে তাহা বর্ণিত আছে।

৪১৭। রতিশাস্ত্র।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণশরণং॥
অথ রতিশাস্ত্র আরম্ভ॥

গর্গমুনি বলে শুন পরিক্ষিতের নন্দন।
রতির নিশ্চয় শুন পুরাণ প্রমাণ লিখন॥
রতি বই গতি নাই সংসার ভিতর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব চিন্তে আর হলধর॥
*　　*　　*
শুন সবে রসজ্ঞ রসিক চূড়ামণি।
গ্রন্থমতে শৃঙ্গার বর্ণাবর্ণি আমি॥
*　　*　　*
এবে কহি শুন সবে গৌড়িয়াধিকারি।
নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝেন এই নিবেদন করি॥
*　　*　　*
ধর্ম্মপরায়ণ দ্বিজ পর উপকারি।
ঘোষাল রূপে নাম খ্যাত সাবার উপরি॥
মিশ্র লিখেন ঘটকেরা ঘোষাল কলিকতার।
পাস ঠাকুরের সন্তান এই সার॥

শেষ :—

রতিশাস্ত্র না জানিয়া করয়ে শৃঙ্গার।
হত সেই কি জানিবে কামের বিকার॥
মহা যশ হয় তার পৃথিবি ভরিয়া।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি বেড়ায় ব্যাপিয়া॥
শুন শুন ওহে ভাই এই তো কথন।
রতি বহি সংসারেতে আর নাহি ধন॥
গর্গ মুনি কন কথা পুরাণ প্রমাণ।
রতিশাস্ত্র কথা এই হৈল সমাধান॥

"ইতি পদ্মপুরাণান্তর্গত রতিশাস্ত্র গ্রন্থ সমাপ্ত॥ সন ১১৪৭ সাল তারিখ ২৫ কাত্তিক॥ শ্রীঈশ্বরন (?) সেন সংশো-ধিতং॥ সন ১২৫০ বঙ্গাব্দ আষারস্য পচিস দিবসে শোধিত হইল॥ এই গ্রন্থ সম্পুর্নং কুরু॥" পৃষ্ঠ-সংখ্যা ২৩। ডিমাই আটপেজি আকারের সাদা বালি কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। বর্ণ-বিন্যাস প্রায় বিশুদ্ধ। গ্রন্থকর্ত্তার নামটা কি 'ঘোষাল ঠাকুর'? কোথাও ভণিতা পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

৪১৮। কবিরাজী পাতড়া।

খণ্ডিত। পণ কাহণ দিয়া পত্রাঙ্ক দেওয়া আছে, কিন্তু তাহা ছিন্ন বা অস্পষ্ট হওয়ায় নির্দ্দেশ করা যায় না। গণনায় ১৮ পাতা পাওয়া গেল। দুই পিঠে লেখা। তারিখাদি জানা যায় না। অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ। খুব প্রাচীন, বোধ হয়। কাগজ যেন তাম্রকুট-পত্র।

বহুবিধ রোগের ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে। সর্প মন্ত্রাদির সমাবেশও দেখি-তেছি। সুমন্ত্র, কুমন্ত্র উভয়ই আছে। একটি কবচও দেখিলাম। জারণ করিবার উপায় গুলি এবং বশীকরণের ঔষধ পর্য্যন্ত

বাদ যায় নাই। কোন কোন স্থানে 'মঘা শাস্ত্র' মতে লেখা আছে। তবে অপরগুলি কি আয়ুর্ব্বেদীয়, না দেশীয়? কয়েকটা ঔষধের ব্যবস্থা তুলিয়া দিলাম:—

(১) কুকুরে কামড়াইলে প্রয়োগ। মঘা শাস্ত্রমতে।

আসারুআ পোক—/০ মাসা
গোল মরিচ———৵০
আদ্রক—————/০
সিংগূপ (?)———/০

এহারে বাটি সাত গুলি বানাই তপ্ত জল অনুপানে খাইব, আড়াই প্রহর বাদে কিছু খাইব।

শারোআ গাছর জর ছেচি আদ পাবা রস লই-খাবাইলে প্রতিকার পাইব।

(২) জননার সন্তান হইবার প্রয়োগ।
রক্ত বাইলগরির জর——১ ওং
এক বরন্ত্যা গরুর দুগ্ধ——১

এহারে বাটি কাচা দুগ্ধে মিলাই রিতু স্নান করি তিন দিন খাইলে রিতু রক্ষা পাএ, সন্তান হয়।

বর একচির—১
এক বরন্ত্যা গরুর দুগ্ধেতে বাটি খাইলে রিতু রক্ষা পাএ।

(৩) ছোপেদ কুরুজ হইলে তাহার প্রয়োগ।
সেত করবির জর—১ তোলা
চুক্তিদানা———১
অমলকি————১

এহারে বাটি বরই বিচি প্রমান গুলি করি কাচা জল অনুপানে খাইব এবং মৈছ্য দধি শাক অম্বল না খাইব।

একটি কুমন্ত্র :—

(১) আও সেও দিল পট ঘর ফলনা * আসি ফলনার অঙ্গ বিচার।
(১) খোআচ খিদির (খিজির?) স্যহা জিন্দ পির ফলনা আসি ফলনার লগে মিলং।
(১) লাহা ইলাহা ইল আ মিল মিল।
ফলনা আসি ফলনার লগে মিল।

পুরা ফুল্‌স্কেপ্‌ আকারের কাগজ। দুই পিঠে লেখা। অনেক পাতা নষ্টপ্রায়। এই সকল পুঁথি 'পরিষদে' দেওয়া যাইতে পারে।

৪১৯। বেতাল পঞ্চবিংশতি।

ইহার আকার বড় ছোট নহে। পৃষ্ঠ-সংখ্যা ৭৬। রয়েল ফরমের বাঙ্গালা কাগজের দুই পিঠে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা। তারিখ বা লেখকের নাম নাই। অতি প্রাচীন নহে; ৫০।৬০ বৎসরের নকল হইবে।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং॥ বেতালপঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ: কালীপ্রসাদ কবিরাজের কৃত॥ পয়ার:

কলিতে বিক্রমাদিত্য নামেতে ভূপতি।
সর্ব্বগুনান্বিত রাজা পুন্যবান অতি॥
সর্ব্ব-শাস্ত্রে গুণপণ্ডিত দয়াবন্ত ধীর।
সত্য বাক্য পালনে জেমন জুধিষ্টির॥

ভণিতা :—
(১) কাতর দেখিয়া দয়া না হয়ে তোমার।
বিরচিত কালীদাস মধুর পয়ার।
(২) বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেবা না করে প্রকাস।
পয়ার প্রবন্ধে কহে দিগাম্বর দাস॥

শেষ :—
এতেক বলিয়া তাল বেতাল চলিল।
রজনী প্রভাত ভানু উদয় হইল॥

---

* ফলনা—অমুক।

করিল বিক্রমাদিত্য গৃহেতে গমন।
বেতাল পচিসে কথা হৈল সমাপন॥

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থ।

প্রাগুক্ত ২য় ভণিতাটি কি প্রকৃত, না, 'দিগম্বর—(দিগম্বরী বা কালী)-দাস' এখানে 'কালিদাস' অর্থে প্রযুক্ত, বুঝিলাম না। কেবল এক স্থলে ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই 'বৈদ্য কালী-(প্রসাদ) দাসের' ভণিতা আছে।

এক কালীপ্রসন্ন কবিরাজের কৃত 'বত্রিশ-সিংহাসন' (বটতলার ছাপা) গ্রন্থ আছে, দেখিয়াছি। এই দুই 'কবিরাজ' অভিন্ন ব্যক্তি না কি, জানি না।

৪২০। শান্তি-শতকম্। সানুবাদ।

ইহা শিহ্লন মিশ্রের সুপরিচিত গ্রন্থের অনুবাদ, তাহা বলাই বাহুল্য। পত্র-সংখ্যা—৩৪। ⅛ অংশ ফুল্‌স্কেপ্ অপেক্ষা একটু ছোট আকারের বাঙ্গালা কাগজের দুই পিঠে লেখা। তারিখ বা লেখকের নাম নাই। বেশী দিনের নকল নহে,— ৪০।৫০ বৎসরের লেখা হইতে পারে। অনুবাদ-কাল অন্যরূপে নির্ণীত হইতে পারিবে। তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরঃ। শান্তিশতকং॥
শ্রীগুরুচরণ দ্বন্দ্ব : পঙ্কজের মকরন্দ,
পানানন্দে আনন্দহৃদয়।
ক্ষিতিমধ্যে ধন্য ধন্য, নৃপতির অগ্রগণ্য,
শান্ত দান্ত শুদ্ধ পুণ্যময়॥
* * *
বর্দ্ধমান পুরে ধাম, তেজশ্চন্দ্র যাঁর নাম,
মহারাজাধীরাজ বিদিত।
তাঁর রাজ্যে আছে গ্রাম, বল্‌গণা বিখ্যাত নাম,
সাহাবাদ পরগনা ঘটিত॥
সেই গ্রাম নিজ ধাম, শ্রীরাম মোহন নাম,
উপনাম শ্রীন্যায়বাগীশ।
শান্তিশতকের অর্থ, পয়ারেতে কহে তথ্য,
শুনি সবে করিবে আশিষ॥
* * *

(অথ শান্তিশতকং।)

নমস্যামো দেবান্ননু হতবিধেস্তেপি বশগা।
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈক-ফলদঃ॥
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥ ১।

প্রণাম করিতে চাহি যত দেবগণে।
বিধাতার বশ তারা বন্দি কি কারণে॥
তবে কি বন্দিব বিধি বলিয়া প্রধান।
কর্ম্মফল বিনা তাঁর সাধ্য নাহি আন॥
মনে বিচারিয়া দেখ কর্ম্মের মহত্ব।
শুভাশুভ ফল যত কর্ম্মের আয়ত্ত॥
কি করিবে বিরিঞ্চ্যাদি যতেক দেবতা।
কর্ম্মেরে প্রণাম যাহা হইতে হীন ধাতা॥ ১।

শেষ :—

যদি শান্তো মনোদেয়ং যদি মুক্তিপদে রতিঃ।
তদা শ্রিহ্লনমিশ্রস্য পদমারাধ্যতাং ধিয়া॥ ১০৭।
আপনার শান্তিতে যদ্যপি মন যায়।
যদ্যপি কাহারো মুক্তিপদে রতি চায়॥
যদ্যপি এড়াবে ভাই ভবের যাতনা।
শিহ্লন মিশ্রের মত কর আরাধনা॥ ১০০।

ইতি চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ॥
শান্তিশতকং সমাপ্তঃ॥

অনুবাদ প্রাঞ্জল ও যথাযথ। 'শতক' গ্রন্থে ১০৭ শ্লোক হইল কিরূপে? ছাপা গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখি নাই।

৪২১। পাঁচালী।

ইহা মুদ্রিত গ্রন্থ। খুব প্রাচীন বোধ হয়। আবরণ-পত্রটি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সনাদি জানা যায় না। পুরাণ বাঙ্গালা (দেশী) কাগজ। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬২। আট পেজী আকার। বড় বড় অক্ষর। ভণিতা নাই। ইহা ছয় ভাগে বিভক্ত। ১ম ভগবতী বিষয়, ২য় সারদা, ৩য় কৃষ্ণ-বিষয়, ৪র্থ বিরহ, ৫ম খেঁউড় পাচালী ও ৬ষ্ঠ হিতোপদেশ। নিম্নে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তান্ত নিবদ্ধ হইল।

(১) ভগবতী-বিষয়।

গ্রন্থারম্ভ :—

"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং ॥
অথ পাচালী পুস্তক ॥
অথ ভগবতী বিষয়।

গীত। কৃপাং কুরু কালী কাতর কিংকরে, শঙ্করি শমননাসিনী, সুশীলেসানপালিকে, সভয়ে শিবে অভয় দেহি মে, মমাপি দিনবরে ॥"

শেষ :—গীত।

ভবাম্বুধে ভয় কি ও মন আমারো॥ সর্ব্বাণী সঘনে ডাক না, ভুল নারে অম্বীকে ভ্রমরা ভ্রমে ভবানী ভাবনা ভবভয় নিস্তারো॥ শন্তোষ বিরল মানষে ভুবনেশ্বরী ভাবনা অনাষে পাবে অভয় চরণ ভয় কর তুমি কারো॥ শমন যবে দমন করিবে দোহাই দিবে কারো॥

"ভগবতী বিষয় সমাপ্তং।"

ইহা দুই পাতে সমাপ্ত। রচনা প্রায় সুন্দর। এক স্থানে গদ্যে 'ছুট কথা' আছে।

(২) সারদা।

আরম্ভ :—"অথ সারদা।

গীত। ওমা সারদে অরবিন্দবাসিনী, ওপদ পঙ্কজ গন্ধে, মধুকর সদানন্দে,ধায় মধুপানে পদবেষ্টিত হইয়া করে ধ্বনি ॥ ইত্যাদি।

শেষ :—

ছড়া * * *
(মা) কারু দেও রূপবতি শত শত নারী।
কারু ঘর আল করে কানা গোদা খুঁড়ী ॥
তোমার দোষ নাই মাগো কপালেরি দোষ।
কারু রাখ সদা তুষ্ট কারু প্রতি রোষ ॥

সারদা সমাপ্তং"

ইহা ৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। রচনা গ্রাম্য শব্দ-বহুল।

(৩) কৃষ্ণ-বিষয়।

আরম্ভ :—"অথ কৃষ্ণ বিষয়।

গীত। কিবে শোভা বৃন্দাবনে মদনমোহন।
বিরাজে শ্রীরাধা সঙ্গে ভক্তের জুড়াতে মন ॥
ইত্যাদি।"

শেষ :—গীত।

ওরে মন মধুকর, সুখে মধু পান কর,
মুরহর কমল চরণে ॥
অনিত্য ভাবনা কেন, সে নিত্য ভাবনা কেন,
না হইল তত্বজ্ঞান, মত্ত অকারণে ॥
শুন রে পামর চিত, একি তব অনুচিত,
ভ্রান্তে ভুলে কদাচিত, না কর শরণ.
তাই বলি সমুচিত, বিষয়ে ভব বঞ্চিত,
পাইবে সেই সচ্চিদানন্দ কারণে ॥

সখীসংবাদ সমাপ্ত : ॥'

ইহা ২২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। দুই এক ছত্র গদ্যও আছে। রচনা মন্দ নহে।

(৪) বিরহ।

আরম্ভ—"অথ বিরহ।

ছড়া। পুর্ন্ন চন্দ্র উদয়, দশদিক দিপ্তময়,
আহা মরি কি সুখ সময়। ইত্যাদি।'

শেষ :—

একবার চল তার কাছে এই কথা বলে কুমদি নলেনীর নিকটে ভ্রমরকে লইয়া গমন করিলেন ॥

'এই অবধি সমাপ্ত করা গেল।" ইহা ১১ পৃষ্ঠায় শেষ।

(৫) খেঁউড় পাঁচালী।

আরম্ভ—"অথ খেঁউড় পাচালী।

নমামি লিঙ্গযোনিভ্যাং থানকিলোচ্চা নমামাহং।
কোটনা কুটনিভ্য নমস্কৃত্যাং খানকি রঞ্জনং কথ্যাতে ॥'

শেষ :—

গীত। কামিনীর আশা বধি, না পূরিলে গুণনিধি,
তবে বল ক হবে উপায়,
হলে নিশী অবশান প্রকাশিত দিনমণি ॥
প্রভাত না হতে যামিনী, কোথা যাবে গুণমনি,
চঞ্চল হয়েছ কেন এখন আছে রজনী ॥
খেঁউড় সমাপ্ত : ।"

ইহা ১৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অশ্লীল ভাষা ভদ্র লোকের অপাঠ্য।

(৬) হিতোপদেশ।

আরম্ভ :—

"অশেষ জন্মার্জ্জিত ক্লেশ পাপ তাপ সংহারক সেচ্ছয়া সৃষ্টি সৃজন পালন প্রলয়াদিভিঃ যস্য কটাক্ষপাতৈঃ * * * * * * * সামান্য অজ্ঞান কারাগারে বন্ধি রন্যায় (?) বন্ধি করিয়াছে। (একই বাক্য ১০ পংক্তি !)"

শেষ :—"গীত। * * *
আমি মান্য সবাকার, ত্যাজ এই অহঙ্কার,
ভজ সেই নির্ব্বিকার, এড়াবে তবে ভব বন্ধন ॥
পুস্তক সমাপ্তঃ।"

ইহা ৪ পৃষ্ঠায় শেষ। ইহার রচনা সুন্দর; ভাব পারমার্থিক।

এই পুঁথিতে গীতও ছড়া ভিন্ন কিছু নাই। ছড়ার ভাষা গদ্যের মত হইলেও পদ্য বটে। গ্রন্থের একস্থানে 'ফুলল' তেলের উল্লেখ আছে। তবেই বুঝা গেল, আধুনিক 'ফুলেলা' নবাবিষ্কার নহে। অ ও আ বর্ণ দুটি সংস্কৃত বর্ণরূপে ছাপ (কেবল কয়েক স্থানে মাত্র)। বাঙ্গালা অনেক অক্ষরের দুর্দ্দশা স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

৪২২। প্রেম নাটক।

মুদ্রিত গ্রন্থ। সন তারিখ নাই। আবরণ পত্রে লেখা আছে,—"শ্রীশ্রীকালী ভরসা ॥ প্রেম নাটক নামক গ্রন্থ ॥ কলিকাতা শ্যামপুকুরনিবাসী শ্রীযুত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্তৃক গৌড়ীয় সাধু ভাষায় পয়ারাদি বিবিধ প্রকার অভিনব ছন্দে বিরচিত হইয়া ইদানিন্ত জ্ঞানদীপক যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল॥" ক্ষুদ্র পুস্তক; ডিমাই আকারের ৩০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। সমাপ্ত। দেশী বাঙ্গালা কাগজ।

আরম্ভে 'গুণক ছন্দে' গণেশ বন্দনা ও 'ভুজঙ্গ-প্রয়াত' ছন্দে সরস্বতী বন্দনার পর—

"কোন নগরস্থ এক গৃহস্থ বিশিষ্ট কুলোদ্ভবা কামিনী ভামিনী অনঙ্গমোহিনী গজেন্দ্রগামিনী ভ্রূকটিভঙ্গিনী পূর্ণেন্দুবদনা কুন্দকুসুমদশনা কোমলরসনা ইন্দীবরনয়না ভ্রূকামধনুগঞ্জনা গৃধিনী শ্রবণা" ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণরাজি একটানা স্রোতে চলিয়া কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, ঠিক করিতে পারিলাম না !

শেষ :—

অতএব মন দিয়া শুন বন্ধুগণ।
নারীর সহিত প্রেম কর্য়ে না কখন ॥

কহিলাম সার কথা কর প্রবিধান।
প্রেম নাটক গ্রন্থ হইল সমাধান॥

সমাপ্ত।”

ভাষা গদ্য পদ্য। পয়ার, ত্রিপদী ত আছেই; তা ছাড়া, মালিনী ছন্দ, মালঝাপ, ত্বরিত ছন্দ, একাবলী ছন্দ, তোটক ছন্দ আছে। গ্রন্থে কলুষিত প্রেমের বর্ণনা।

৪২৬। চন্দ্রকান্ত।

ইহার বিবরণ পূর্ব্বে ১৯৩ সংখ্যক পুঁথিতে লেখা গিয়াছে। ইহাও মুদ্রিত গ্রন্থ। পূর্ব্বের ও অদ্যকার গ্রন্থখানির বিষয় ও রচনা এক হইলেও গ্রন্থকারদের নামাদিতে গোলযোগ দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বের গ্রন্থে সর্ব্বত্র গৌরীকান্তের ভণিতা আছে; অদ্যকার গ্রন্থেও তাহাই বটে। তথাপি টাইটেল পেজে লিখিত আছে:—“শ্রীশ্রী দুর্গা শরণং॥ চন্দ্রকান্ত নামক গ্রন্থঃ। শ্রীযুত কালীপ্রসাদ কবিরাজের: কৃত ইদানিন্ত মোকাম কলিকাতার যোড়া বাগানের শ্রীল শ্রীযুক্ত দেবীচরণ প্রামানীকের সুধাসিন্ধু নামক যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল॥ সন ১২৪০ শাল ৩০ আষার শুক্রবার ইতি॥”

আরম্ভ:—শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং। নমো গণেশায়।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ। অথ গণেশ বন্দনা।
বড় ত্রিপদী। ধুয়া।
তব চরণে প্রণতি ওহে গণপতি
লম্বোদর করি দয়া: দেহ যদি পদছায়া:
আমি দীন দুরাচার অতি॥ ইত্যাদি।

শেষ:—

অতঃপর হরি২ বল সর্ব্বজনে।
ভাষাগীত সুললিত গৌরীকান্ত ভণে॥

(পয়ার।)

যুধিষ্ঠির প্রতি তবে শক্তি ঋষি কন।
নারী হৈতে মুক্ত হৈল সাধুর নন্দন॥
অতএব মহাশয় করি নিবেদন।
দ্রৌপদী সঙ্গেতে লহ করিয়ে যতন॥
শুনি তুষ্ট হইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
বিদায় হইয়ে তবে যায় মুনিগণ॥
রাশি নামে ভনি আগে করেছি রচন।
এখন বিশেষ কহি নিজ বিবরণ॥
কলিকাতা মধ্যে সুতানুটিতে নিবাস।
বৈদ্যকুলোদ্ভব নাম মাণীক্যরাম দাস॥
কালীপ্রসাদ দাস তাহার নন্দন।
রচিল পুস্তক চন্দ্রকান্ত উপাখ্যান॥
লইয়ে শ্রীদেবীচরণের অনুমতি।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ চন্দ্রকান্ত ইতি॥
শ্রীল শ্রীযুত দেবী চরণ প্রামাণিক।
জনক উৎসবানন্দ পরম ধার্ম্মিক॥
সুশীল সম্পন্ন গুণে বিদিত সংসার।
পিতামহ রাজচন্দ্র ধন্য কীর্ত্তি যার॥
মাতামহ কীর্ত্তিচন্দ্র কারফরমা নাম।
কীর্ত্তিবন্ত শান্ত দান্ত সর্ব্বগুণ ধাম॥
সংক্ষেপেতে পরিচয় দিলাম ইহার।
নানামতে তাঁর বংশের আছয়ে প্রচার॥
তাঁর অনুমতি মতে করিলাম প্রকাশ।
গোপনীয় কথা চন্দ্রকান্ত ইতিহাস॥
সুতানটিতে ধাম এ দীন হীন অতি।
গুণজ্ঞান নাহি ছার অতি মূঢ়মতি॥
সাধুজনে গ্রন্থখানি দেখে একবার।
করিবে গুণগ্রহণ দোষ তিরস্কার॥
সাধুমুখে গুণ ব্যক্ত দোষাপহরণ।
মেঘবক্তে বারি বর্ষে যেন অলবণ॥
নিজ মুখ রচনায় যদি থাকে দোষ।
বিজ্ঞজনে করি নতি না করিহ রোষ॥

সমাপ্ত।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৯৮। জীর্ণাবস্থা বাঙ্গালা কাগজ। ‘বেতাল-পঞ্চবিংশতির’ রচয়িতা ও এই কালী-প্রসাদ দাস কি অভিন্ন নহেন?

৪২৭। নববাবু বিলাস।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রায় আটপেজী আকারের কাগজে ৭১ পৃষ্ঠায় শেষ। বড় বড় অক্ষর। বাঙ্গালা কাগজ। আবরণ পত্রে লেখা আছে।—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শরণং। গৌড় দেশ চলিত সাধু ভাষায় শ্রীপ্রমথ নাথ শর্ম্মন কৃত নববাবু বিলাস নামক গ্রন্থ কলিকাতায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দ ১৭৬০॥ সন ১২৪৫ সাল॥"

ইহা চারিখণ্ডে বিভক্ত; যথা,—অঙ্কুর-খণ্ড, পল্লবখণ্ড, কুসুমখণ্ড ও ফলখণ্ড। [illegible] বন্দনা, গণপতি বন্দনা, সরস্বতী [illegible]

[illegible] পর্য্যন্ত চলিয়া কোথায় গিয়া [illegible]
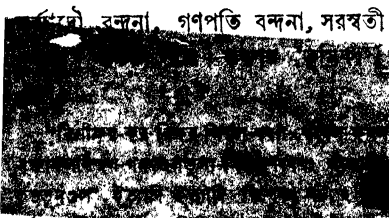
অথ 'অঙ্কুর খণ্ডে অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর।'

শেষ :—

> অতএব নীষয় (বিষয়?) ত্যজ, শ্রীনন্দন (?)
> কুমার ভজ, ভজীলে অতুল সুখ পাবে।
> ঐহীকে হইবে সুখী, যমরাজে দীবে ফাকি,
> পরকাল সুখেতে রহিবে॥

ইতি শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মণা বিরচিতে নববাবুবিলাসে চতুর্থ খণ্ড সমাপ্তঃ॥ সমাপ্তশ্চায়ং নববাবুবিলাসঃ॥

ভাষা গদ্য পদ্য। গদ্য কি ভয়ানক দংষ্ট্রাদমন!

৪২৮। নববিবি বিলাস।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। কাগজ ও আকারাদি 'বাবু বিলাসা'দির মত। আবরণ পত্রে লেখা আছে :—"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজী শ্রীচরণ ভরষা॥ নববিবি বিলাস অর্থাৎ কুলটা-বর্গ্মে কুলকামিনীর দুঃখ প্রকাশ। যথা।

> "অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টিনী।
> সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাশে সারং ভবতি টুক্কনী॥"

এতদ্বৃত্তান্তমূলক বিস্তৃত গ্রন্থ। অঙ্কুর ও পল্লব ও কুসুম ও ফুল এই খণ্ড চতুষ্টয়ে কুলটা-গঞ্জন ছলে কুলটার সন্দেহভঞ্জন ও মনোরঞ্জন ও জ্ঞানাঞ্জন নিমিত্ত এই পুস্তক মৃজাপুরনিবাশী শ্রীমধু খাঁর আদেশে তৃতীয়বার কমলালয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৪৭ সাল ইং ১৮৪০ সাল॥"

আরম্ভে গণেশ, গুরু ও সরস্বতী বন্দনা; তৎপর ভূমিকা। যথা :—

"যদ্যপি নব বাবু বিলাসে নব বাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফল খণ্ডে লিখিত [illegible] প্রধান মুল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিরূপ [illegible] মুলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল তাহাতে [illegible] ব্যক্ত হয় নাই, এ নিমিত্তে তৎপ্রকাশে [illegible] র্ব্বক নববিবি বিলাস নামক এই গ্রন্থ [illegible] রিলাম।" ইত্যাদি।

শেষ।—

> অতঃপর ছাড়ি দাস্য হইলু কুট্টিনী।
> সর্ব্ব শেষ সর্ব্ব নাশে লইলু টুক্কনী॥
> এক জর্ম্মে চারি জর্ম্ম হইল আমার।
> নষ্ট হয়্যা কষ্ট এত পাই বার বার॥
> অতএব পুনঃ২ করি নিবেদন।
> কুল ধর্ম্ম রক্ষা কর কুল নারীজন॥
> অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী ইত্যাদি॥

প্রাগুদ্ধৃত শ্লোক। ইতি নববিবি বিলাসঃ সমাপ্ত।

ভাষা গদ্য পদ্য। স্থানে স্থানে হিন্দী বোল আছে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১৭। শেষে ছাপার কয়েকটি পাতা ছিড়িয়া যাওয়ায় হাতে লিখিয়া দেওয়া গিয়াছে। ভণিতা নাই, তবে সম্ভবতঃ ইহাও 'নববাবুবিলাস' রচয়িতার রচিত।

৪২৯। পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান।

প্রাচীন ছাপা গ্রন্থ। প্রায় আট পেজী আকারের পুরাতন দেশী বাঙ্গালা কাগজ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। টাইটেল পেজে লেখা আছে, —"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং॥ পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান। নামক গ্রন্থঃ॥ অর্থাৎ॥ পারস্য ভাষানুবাদপূর্ব্বক॥ তন্ত্রপরিবর্ত্ত বঙ্গভাষা সর্ব্বজন হিতার্থে॥ সংগ্রহ॥ শিবাদহনিবাসী॥ শ্রীপীতাম্বর সেন দীং। সিন্ধু যন্ত্রে॥ মুদ্রাঙ্কিত হইল॥ সন ১২৪৬ সাল॥"

আরম্ভে ভূমিকা। তাহা অতি দীর্ঘ হইলেও এখানে তুলিয়া দিলাম। যথাঃ— শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং ভূমিকা। স্মৃত্বা ব্রহ্ম পাদাম্ভোজৌ। মলঙ্গানাঞ্চ (?) মঙ্গলৌ। বিপ্র শ্রীমান্ মহেশেন কৃতোয়ং শব্দসংগ্রহঃ। সর্ব্বশক্তিমান সৃজন পালন প্রলয়কারক সাধুরক্ষক সর্ব্বোপাসক মতস্থাপক ক্ষিত্যপ্তেজ আদি পঞ্চভূত-প্রকাশক ত্রিগুণাত্মক গুণাতীত অনির্ব্বচনীয় অজরামর সারাৎসার ঈশ্বরোদ্দেশে সংযত নতমানসে সঙ্খ্যাতীত প্রণামপূর্ব্বক সর্ব্বদেশীয় বিদেশীয় ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সদ্বিদ্বান্ পরগুণগ্রাহী দোষাপহারক পরোপকারক (?) সাধুসমূহ সমীপে বিনীত পুরস্তান্নিবেদনমিদং ভারতবর্ষাধিপ শ্রীল শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ ইঙ্গলণ্ডাধিপতি মহাশয়ের অভিপ্রেত এই যে মহানগর কলিকাতা রাজধানীর অধীনের বঙ্গদেশে যে যে স্থানে রাজকীয় যে কোন কর্ম্ম হইতেছে তাবৎ কর্ম্ম বঙ্গভাষাক্ষরে প্রচলিত হয় এতদ্দেশীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দের বহুকালাবধি পারস্য ভাষাক্ষরে কর্ম্ম করণাধীন বঙ্গদেশীয় সাধুভাষা অবগত;হইয়াও সর্ব্বথা উপস্থিত হয় না এতদভিপ্রায়ে কার্য্যোপযোগিতা যোগ্য কিয়ৎ পারস্য ভাষানুবাদানন্তর তৎপরিবর্ত্ত সাধুভাষা সংগ্রহান্তে অকারাদি ক্ষকারান্ত অনুলোমে পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান নামক গ্রন্থ প্রস্তুতানন্তর শ্রীযুত লওয়াব গবর্নর্ জেনেরেল্ বাহাদুরের আজ্ঞাপত্রীর অনুবাদ সংগ্রহপূর্ব্বক সংখ্য শব্দ সকল গ্রন্থান্তে বিন্যাস করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলাম পারস্য শব্দ সকল বঙ্গাক্ষরে লিখনে উচ্চারণে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হয় তদ্দোষাদি দোষ ক্ষমিয়া স্মরণীয় রাখিবেন ইতি॥" ইহার পর "ভাবতবর্ষের অধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত ডিপোটি গবর্নর্ জানেরেল্ বাহাদুরের গত বৎসরের ২৩ জানেওয়ারির লিখিত আজ্ঞা পত্রের অভিপ্রায় সংগ্রহ পত্র" বঙ্গভাষায় দেওয়া আছে। অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত করিলাম না।

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান।

অকিল, বাদে নিযুক্ত ন্যায়ে নিযুক্ত।
অকুক, প্রজ্ঞা বুদ্ধি মতি ধী।
অঙ্গুর, দ্রাক্ষা ফল বিশেষ। ইত্যাদি।
ছিয়াম, ত্রিংশ ত্রিশা।

শেষ।:—

ছিএকম, একত্রিংশ একত্রিশা।
ছিদোএম, দ্বাত্রিংশ বত্রিশা।

পারস্যাভিধান সমাপ্ত॥

অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ। ইহা বঙ্গভাষায় প্রচলিত বিজাতীয় শব্দরাজির সংগ্রহ ও কূল-নির্ণয়ে অনেকটা সহায়তা করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৪৩০। বিদগ্ধ-মুখমণ্ডনম্।

অল্পদিনের হাতের লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক। পৃষ্ঠসংখ্যা ৪৯। তারিখ বা লেখকের নাম নাই। সংস্কৃত শ্লোকের বাঙ্গালা.

গদ্যানুবাদ। 'হরিণী যস্য গর্ভস্য ইত্যাদি শ্লোক হইতে পুঁথির আরম্ভ।

৪৩১। আচার-রত্নাকর।

ছাপা গ্রন্থ। ইহাতে অরুণোদয় হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সময়ের কর্ত্তব্য সদাচার কথিত হইয়াছে। আবরণে লেখা আছে:—"শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া ইদানীং শিবাদহের শ্রীপীতাম্বর সেন দীং সিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন [illegible] সাল।" পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৮। আট [illegible] আকারের বাঙ্গালা কাগজ।

[illegible]রাজী পাতড়া।

[illegible] প্রকার [illegible] হইতে ১০৬ [illegible] পত্রগুলি নির্দ্দিষ্ট করা যায়। তদ্ভিন্ন আরো কতকগুলি অনির্দ্দিষ্ট পত্র আছে। অতি জীর্ণ শীর্ণ; অনেকগুলি পাতার কালী প্রায় যায়-যায় হইয়াছে। তারিখ বা লেখকের নামাদি জানা যায় না। ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক আছে। সম্ভবতঃ ইহা নিদানাদির অনুবাদ হইবে। অল্প নমুনা দিলাম:—

মুস্তকঃ সৈন্ধবঞ্চৈব বৃহতী কলামেব চ।
যষ্টিমধু সমাজুক্তং নস্য তন্দ্রানিবারণং॥

অস্যার্থং। মোথা সৈন্ধব বৃহতি মুল মধুজষ্টি সমান ওজন চুর্ন্ন নাশ করিব ইতি মুছা ভ্রম তন্দ্রা নিদ্রা চিকিৎসা সমাপ্ত॥" (১০৪ পত্র।)

৪৩৩। গীতরত্ন।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ ৺রামনিধি গুপ্তের (নিধু বাবুর) গীতগুলি সংগৃহীত আছে। ভূমিকাংশের ৵০ হইতে ॥৶০ সংখ্যক পত্রগুলি নাই বলিয়া মুদ্রণ কালাদি জানা যাইতেছে না। উক্ত পত্রগুলিতে নিধু বাবুর জীবনী সঙ্কলিত ছিল। ইহার প্রকাশক নিধু বাবুর অনুজ জয় গোপাল গুপ্ত। ভূমিকাদি ছাড়া, মূল গ্রন্থের ১—১৩৮ পত্র পর্য্যন্ত আছে। জানা যাইতেছে,—"রামনিধি বাবু এবম্ভূত সুখসম্ভোগ ৯৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত করণান্তর ১২৪৫ সালের ২১ চৈত্র, পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্রাদি রাখিয়া জাহ্নবীর তীরে যোগাসনে জ্ঞান পূর্ব্বক জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ব্রহ্মলোক যাত্রা করিলেন।" নির্ঘণ্ট পত্রে 'রাগ রাগিণী প্রকরণ ও উহাদের সময় নিরূপণ' দেওয়া আছে।

আরম্ভ:—শ্রীশ্রীঈশ্বর শরণং। গীতরত্ন।

ভৈরব রাগ—তাল ঢিমে তেতালা।

অরুণ সহিতে করিয়া, অরুণ আঁকি উদয় প্রভাতে।
কমল বদন, মলিন এখন, না পারি দেখিতে॥
উচিত না ছিল তব প্রভাতে আসিতে।
দুঃখের উপর, দুঃখ হে অপার, তোমারে হেরিতে॥ ১

১৩৮ পত্রের শেষ:—

আড়ানা—তাল জলদ্ তেতালা।

প্রয়োজন তোমা ভিন্ন আর প্রিয়জন কোন।
যাবত জীবন মোর, মন তাবত তোমার,
ধ্যান জ্ঞান যতন সাধন॥
অধিক কহিব কত আমি দেহ তুমি প্রাণ।
তোমার সুখেতে সুখ প্রাণ, তোমার দুঃখেতে জ্বালাতন,
সজল নয়ন॥ ১॥

গ্রন্থের শেষাংশে আখড়াই গীত ছিল, লিখিত আছে। ইহার শেষে বহুপত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বোধ হয়। যাহা হউক, এই পুঁথিখানি 'পরিষদে' উপহৃত হইবে।

শ্রীআবদুল করিম।